চতুর্থ পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড

বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশাবলী
ও কুল-পরিচয়।

—o:*:o—

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

চতুর্থ সংস্করণ

সন ১৩৪৮ সাল।

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র।

মূল্য বৃদ্ধি চারি আনা মাত্র।

৯৩।৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

সম্বন্ধ-নির্ণয়--

প্রথম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১।০
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৷৵০
তৃতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৷০
চতুর্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৷৵০
পঞ্চম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৲
ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ২।০

কলিকাতা, ৯৩।৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ
ইউনাইটেড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।
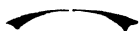
দেবর্ষি রূপেতে হইয়া পূজ্য
লভিলে বঙ্গে আসন উচ্চ,
সমাজ-ইতির দিব্য দীধিতি
ছড়ালে উজলি দেশেতে প্রাচ্য।
দেশের গৌরব মহামহীয়ান্
গরীয়ান্ স্বীয় গর্ব্বিত কুলে,
জাতীয় গৌরব ভাতিল দেশেরে
তোমার সিদ্ধ সাধনা বলে।
কুড়ায়ে তোমার রতনরাজি—
বাণীর মন্দিরে (যাহা) রাখিয়া গেলে
দীন পুত্র তোমা দিতেছে অর্ঘ্য—
গঙ্গা-পূজা যথা গঙ্গার জলে।

———

প্রকাশকের নিবেদন

——•:*:•——

৺শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অনুকম্পায় আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩৪৬ সালে 'সম্বন্ধ-নির্ণয়ে'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং এবার পৌষ পার্ব্বণের দিন চতুর্থ পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

বঙ্গবাসীর এরূপ হিতকর মহামূল্য প্রাচীনতম সামাজিক গ্রন্থখানি প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটায় দেশবাসী আমাদের নিকট অনুযোগ করিতেছেন, তাঁহাদের এই অনুযোগ উপেক্ষনীয় নহে; তাই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে আমরা যতদুর নূতন তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। বিলম্বের কারণ অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ জনগণের ঔদাসীন্য ও নিজেদের সময়ের অভাব; কিন্তু স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রেরণায় ও তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্ট প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী ধারাবাহিক বংশ-পরিচয়াদিসহ রক্ষা না করিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পক্ষে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সে কারণ আমরা ধারাবাহিক বংশাবলীর সহিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশপরিচয়াদি দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যতদিন আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের স্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকিবে, যতদিন আমরা তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের সারবত্তা, তাঁহাদিগের মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের আলোচনা করিতে থাকিব, ততদিনই আমাদিগের অন্তঃকরণে নিজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। নিজ বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়।

বর্ত্তমানে জাতি ও তাহার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজনবোধ ও অবসর অনেকেরই নাই। ইদানীং অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁহার প্রণীত "জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য" নামক পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ্য। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বা ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে গৌরব বোধ করেন।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমরা মনে মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে আদর্শ ধরিয়া লইয়া অন্য সকলের বিচার করিয়া থাকি; কিন্তু এ মোহ কাটাইয়া জাতির নিজস্ব ভিত্তিতে দাঁড়াইতে হইবে, তবেই আমরা আর্য্য বংশধর বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিব। নচেৎ যেভাবে বর্ত্তমান সমাজ প্রগতিশীল হইয়াছে, তাহাতে অচিরে আমরা আরও অনাচারী ও কাণ্ড-জ্ঞানহীন অনার্য্যশ্রেণীতে পরিণত হইয়া নিকৃষ্ট অসার বস্তুরূপে গণ্য হইব।

আর্য্যঋষি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমূলক (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম) জাতিভেদই মানুন বা পাশ্চাত্য দেশানুযায়ী ধনগর্ব্বমূলক জাতিভেদই মানুন, মোটের উপর কোন না কোন আকারে শ্রেণীভেদ প্রথা মানিতেই হইবে।

আধুনিক সভ্যতম পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে প্রকার জাতিভেদ-প্রথা বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশের এই জাতিভেদ প্রথাকে অনেকাংশে উন্নত এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক বলিতে হয়, যেহেতু এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য—কর্ম্ম ও গুণ বিচার। পাশ্চাত্যের অনুকরণে জাতির ভিত্তি গঠন করা অপেক্ষা যে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আমরা এতদিন পরিবর্দ্ধিত ও সঞ্জীবিত আছি, যে আশ্রয় আমাদের চিরপরিচিত ও অগণিত জনগণকে আজিও যাহা ধারণ করিয়া আছে, কালের প্রভাবে তাহাতে যে আবর্জ্জনা

জন্মিয়াছে সেগুলি দূর করিতে পারিলেই আমরা আবার অতি শীঘ্র সভ্যতার চরম সীমায় উঠিতে পারিব বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে, সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য ; কাগজের অবস্থা আরও শোচনীয়, সুতরাং বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত থাকিলেও তাহা এই খণ্ডে সংযোগ করিবার সুযোগ হইল না।

পাঠকগণ 'সম্বন্ধনির্ণয়ে'র ঐতিহাসিক ভাগে জাতিভেদ-রহস্য ও ভারতীয় আর্য্যজাতির সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইবেন।

যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বংশাবলী সংগ্রহ ব্যাপারে স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই মহৎ কীর্ত্তি রক্ষার সহায়ক হইয়াছেন, তন্মধ্যে ঢাকার 'স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই পুস্তক প্রকাশে ৺পূজ্যপাদ পিতৃদেবের প্রিয়তম শিষ্য শ্রেষ্ঠ কুলীন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্বলপুর ও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর-ভবন, কলিকাতা, পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আমাদের পরম আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন।

বাঙ্গলার বাঘ মহামান্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মধ্যম পুত্র জনপ্রিয় দেশহিতৈষী হিন্দুনেতা ও বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের শুভেচ্ছায় মহামূল্য সামাজিক গ্রন্থখানি সাধারণে প্রকাশ করা হইল।

৺শ্রীশ্রীভগবানের নিকট মহামান্য ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শুভ কামনা, জগৎব্যাপী যুদ্ধের বিরতি, যুদ্ধে ভারত-সম্রাটের জয়লাভ ও সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি কামনা জানাইয়া ক্ষান্ত হইলাম। ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

৩০শে পৌষ, ১৩৪৮
পৌষ সংক্রান্তি।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাৎস্য গোত্র ছান্দড়ের পুত্রগণের বেদপ্রচারার্থ আশ্রমের নাম

পুত্রের নাম	আশ্রম বা গাঁই	পুত্রের নাম	আশ্রম বা গাঁই
১। শঙ্কর	পূতিতুণ্ড	২। শ্রীধর	কাঞ্জিলাল
৩। সুরভি	ঘোষাল	৪। কবি	শিমলাল
৫। নারায়ণ	কাঞ্জিয়ারি	৬। মহাযশা	বাপুলী
৭। ধীর	পিপলাই	৮। বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী
৯। গুণাকর	চোৎখণ্ডী	১০। মন	দীঘাল
১১। রবি	মহিন্তা		

বাৎস্য গোত্রে কাঞ্জিলাল, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল এই তিন ঘর কুলীন। পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল বংশের শিরো এবং কাঞ্জিলাল বংশের কানু ও কুতূহল এই চারি ব্যক্তি বল্লাল-সভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এই চারি জনের অধস্তন ধারার ব্যক্তিগণ কুলীন, অপর সকলেই অকুলীন এবং বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অধস্তন বংশধরগণের মধ্যেও যাঁহারা কৌলীন্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন না, তাঁহারাও অকুলীন।

শিমলাল ও কাঞ্জিয়ারি এই দুই ঘর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

বাপুলী এই এক ঘর সাধ্য শ্রোত্রিয়।

পিপলাই, পূর্ব্বগ্রামী, চোৎখণ্ডী, দীঘাল ও মহিন্তা এই পাঁচ ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয়। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ কুলীনে কন্যাদান, সৎকার্য্যে দান ও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নবান, তাঁহারা সাধ্য বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের ন্যায় সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।

দেবীবর প্রবর্ত্তিত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মেল বিভাগ।

ফুলিয়া ১। খড়দহ ২। বল্লভী ৩। সর্ব্বানন্দী ৪। সুরাই ৫। পণ্ডিত-রত্নী ৬। ছায়ানরেন্দ্রী ৭। আচার্য্যশেখরী ৮। বাঙ্গালপাশী ৯। গোপাল ঘটকী ১০। চট্টরাঘবী ১১। বিজয় পাণ্ডিতী ১২। চাঁদাই ১৩। মাধাই ১৪। বিদ্যাধরী ১৫। পারিহাল ১৬। শ্রীরঙ্গভট্টী ১৭। প্রমোদিনী ১৮। বালী ১৯। চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী ২০। শতা (সদা) নন্দখানী ২১। ভৈরব ঘটকী ২২। কাকুৎস্থী ২৩। আচম্বিতা ২৪। দেহাটা ২৫। দশরথ ঘটকী ২৬। মালাধর-খানী ২৭। নড়িয়া ২৮। শ্রীবর্দ্ধনী ২৯। হরি মজুমদারী ৩০। রায় ৩১। রাঘব ঘোষালী ৩২। ধরাধরী ৩৩। শুভরাজ খানী ৩৪। শুদ্ধো সর্ব্বানন্দী ৩৫। ছৈ (ছয়ী) ৩৬।

বাৎস্য গোত্রে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম বা গাঁই।

ভীমকালী ১, সংযামিনী ২, ভট্টশালী ৩, কামকালী ৪, কুড়মুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬, লক্ষক ৭, জামরুখী ৮, শীতলী ৯, ধোসলী ১০, তানুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী ১৩, নিদ্রালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়গ্রামী ১৬, শ্রুতবটী ১৭, চাক্ষুষ গ্রামী ১৮, সিহরী ১৯, কালীগাঁই ২০, কালীহর ২১, পৌণ্ড্রীকাক্ষী ২২, কালিন্দী ২৩, চতুরান্দী ২৪। কোন কোন পুঁথিতে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও দুই গাঁই দেখা যায়।

ভীমকালী ও সংযামিনী এই দুই গাঁই কুলীন।

ভট্টশালী ও আদিত্য এই দুই গাঁই সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

কুড়মুড়ী, সিহরী, জামরুখী বা জামুরিখ এই তিন ঘর সাধ্য শ্রোত্রিয়।

অবশিষ্ট গাঁই গুলি কষ্ট শ্রোত্রিয়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পটী।

নিরাবিল ১। ভূষণা ২। রোহিলা ৩। ভবানীপুর ৪। বেণী ৫। আলেখানি ৬। কুতুবখানি ৭। জোনালী ৮।

সূচীপত্র

সম্বন্ধ-নির্ণয় চতুর্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড

বাৎস্য গোত্র ছান্দড় বংশের শাখা সূচী

ব্যক্তি-সূচী

কাঞ্জারি বংশ

কাঞ্জিলাল বংশ

ঘোষাল বংশ

ঘোষাল বংশ

দীঘালগ্রামী বংশ

পিপলাই বংশ

পূতিতুণ্ড বংশ

পূতিতুণ্ড বংশ

মতিলাল (মহিন্তা) বংশ

শিমলাল বংশ

বারেন্দ্র বংশ

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ			শুদ্ধ
৪১পৃঃ	১৩পং	পদ্মপুরাণ	পদ্মপুরাণ লিখিত
৪৬পৃঃ	১৯পং	শিগুকুমার	শিশুকুমার
৬২পৃঃ	৬পং	সয়ম্বত্যুপাধিক	সরস্বত্যুপাধিক
৭৬পৃঃ	৮পং	স্তম্মাৎ	স্তস্মাৎ
৮০পৃঃ	৯পং	বিরচিতঃ	বিরচিতং
৯৯পৃঃ	১৯পং	ভদ্রেশ্বর	ভদ্রেশ্বর (চাঁদু)
১০২পৃঃ	১পং	যৌ	মৌ
১০২পৃঃ	১৩পং	যৌগ্রামের	মৌগ্রামের
১০২পৃঃ	২৪পং	গৌরীকান্তের	গৌরীচরণের
১০৪পৃঃ	১৩পং	গ্রানী	গ্রামী
১১২পৃঃ	২৩পং	পুষ্পাবলা	পুষ্পবালা
১১৮পৃঃ	১৬পং	বনাই	বলাই
১১৯পৃঃ	২৩পং	২১। ২২। ২৩।	২২। ২৩। ২৪।
১৮০পৃঃ	শেষ পং	বিমল — মৃগাঙ্ক, শোভা	বিমল — শোভা, মৃগাঙ্ক
১৮০পৃঃ	শেষ পং	চারুচন্দ্র — অমরনাথ, গৌরীদেবী	চারুচন্দ্র — বন্দনা, সমরনাথ
২২১পৃঃ	১০পং	দামে	দামো
২৪০পৃঃ	১৪পং	জুনিয়	জুনিয়র
২৬০পৃঃ	১পং	বিশ্বেশ্বরজ্ঞ (২২৪পৃঃ)	বিশ্বেশ্বরজ্ঞ (২৪৪পৃঃ)

ক্রোড়-পত্র

(বংশপরিচয় ৯৮—১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ১০২—১০৩ পৃষ্ঠায় হরিপদ শর্ম্মা মণ্ডলের মাতামহ বংশপরিচয়। চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল ও যজ্ঞেশ্বরী দেবী পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ। ১২৮৪ সালে ২৭শে ফাল্গুন উভয়ের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই দীর্ঘকাল একীভূত থাকার পর বিগত ১৩৪৭ সালে ১৭ই পৌষ স্ত্রী পরলোক গমন করেন আজ তাঁহার ঃ—

স্মৃতি-তর্পণ।

"প্রিয়তমা" "প্রাণপ্রিয়া" হেন কোন শব্দ,
তোমায় বলিতে গেলে চিত্ত হয় স্তব্ধ।
এবে পঞ্চ-ভূতাতীত ধরেছ স্বরূপ,
সম্বন্ধ তোমার সনে ধরিব কিরূপ ?
তবে দুটী হৃদি-বীণা বাঁধা ধর্ম্ম-তারে,
একের আঘাতে অন্য বাজিতেও পারে।
বাঁধি বুক তাই, পেয়ে শাস্ত্রের বিধান,
যা বলনা অগো, নব জাগ্রত বিজ্ঞান।

অয়ি দেবি,—

একটী পুত্রের তরে তোমার পিতার ঘরে,
দুঃখ স্রোত সদাই বহিত,
শেষ এক যজ্ঞ ফলে তব জন্ম পুত্র স্থলে,
বিধাতার যেমন বিহিত।
যজ্ঞ ফলে জন্মাইলা তাই পিতা রেখেছিলা,
সু-পবিত্র "যজ্ঞেশ্বরী" নাম।

মোর গৃহে এসেছিলা সুখে দুঃখে মিশেছিলা
হিতচিন্তা রত অবিরাম।
শ্রীক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াগ নৈমিষ-বন
কাশী হরিদ্বার মধুপুরী,
অযোধ্যায় রাম সীতা দেখে মনে হরষিতা
আরও কত কি কহিতে পারি।
নানা তীর্থ বেড়াইয়ে কি জানি কি বস্তু দিয়ে,
গড়েছিলে হিয়া আপনার
সহজে উত্তর দিতে তার প্রতিবাদ দিতে
মনে শক্তি না হত সঞ্চার।
বেড়েছিল পতিভক্তি পতি প্রীতি আনুরক্তি
মুক্তা যথা শুক্তির ভিতর,
তোমার সুযুক্তি বাক্য হৃদয়ে করিলে ঐক্য
সখ্য ভাবে ভরিত অন্তর।
তব পরামর্শ মত যে কাজে হতাম রত,
সুফল ফলিত তায় মোর,
"যাও যাও এই কর তাঁহারে কাণ্ডারী ধর"
কথাগুলা কত জোর জোর।
১৩৪৭ সাল এলো সে বিষম কাল
১৭ই পৌষ মোর পক্ষে,
তোমার জীবন বৃন্ত কাটিয়া দিল কৃতান্ত
কোন রূপে না পাইল রক্ষে।
আগে যাব বলেছিলে কাজে তাই করে গেলে
লোকে তোমা' বলে ভাগ্যবতী,
তাই বুঝি হাঁসি হাঁসি হইলে দ্যুলোক বাসী
আর না পাইব খুঁজি ক্ষিতি।

পুত্র পৌত্র কন্যা বধূ সবার বদন বিধু
শোক- রাহু গ্রাসে দিলে ফেলে,
করিলে যে অভিনয় উদ্দেশ্য পাবার নয়
কার ডাকে কোথা চলে গেলে !

শেষ মুহূর্ত্তে :—

কেন বা কাঁপিল কায় ? কেন যেন কান্না পায় ?
কে করিবে ইহার নিশ্চয় ?
আবার কেন কি সুখে হাঁসি ভরা দেখি মুখে
দেখিতে দেখিতে সব লয়।
ও—ই সব ফুরাইল হায় হায় কি হইল
বিকৃত বদন তবু নয়,
শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানি জীবিতের প্রায় মানি
হাঁসিখানি লুকাইয়ে রয়।
দেখিতে দেখিতে মুখ শোক-মেঘাচ্ছন্ন বুক
দু ফোটা বর্ষণ কৈনু জল,
যা বলিনু মনে মনে লজ্জা কি তাহা বর্ণনে
পশ্চাতে লিখিনু অবিকল।

বিশেষ বাক্য :—

নরং নারী প্রোদ্ধরতি
মজ্জন্তং ভব বারিধৌ।
এ তৎ সন্দর্শনার্থায়
তথা চক্রে ভবোদ্ভবঃ ॥

(স্কন্দ পুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ড পঞ্চবিংশাধ্যায়
৩৪২ পৃষ্ঠা ৪৮ শ্লোক)

ভব সমুদ্রের জলে নর নিমজ্জিত হলে
নারী তারে করয়ে উদ্ধার,
এ সত্য প্রচারচ্ছলে শিব ভাসে কূপজলে
ডাকিয়া কহেন বার বার ;—
"কে আছ রক্ষ আমারে কূপেতে ব্রাহ্মণ মরে"
শুনিয়া সে কাতর বচন,
দৈবক্রমে ভগবতী আসিলেন দ্রুতগতি
সঙ্গেতে সকল সখীগণ।
সব সখী একে একে বাম হস্ত দিয়া দেখে
কই ? কোথা ? এই ধর কর,
শিব কন ডুবে মরি তবু হস্ত নাহি ধরি
বাম হস্ত নহে শুভকর।
তখন শ্রীভগবতী— "বিপদে বিচার যুক্তি
খুঁজিলে কি কার্য্য সিদ্ধ হয় ?"
এই বলে দক্ষসুতা হইয়া করুণাযুতা
ডান হস্ত বাড়াইয়া রয়।
শঙ্কর ধরিয়ে কর উঠিলেন দিগম্বর
কহিলেন ভবে ধন্যা নারী,
শিব শিব সবে কহে আর কি অ-শিব রহে
জয় জয় বরাভয় ধারী।
উত্তর অয়নে গতি হলে দেবলোকে স্থিতি
তব স্থিতি দেবলোকে হবে,
'নরং নারী প্রোদ্ধরতি' এ কথাটী রেখো স্মৃতি
ভগবতী যথা ভব দেবে।

—:০:—

৪র্থ পরিশিষ্ট—প্রথম ভাগ

বংশাবলী ও কুল-পরিচয়

—:০*০:—

বাৎস্য গোত্রে কাঞ্জিলাল বংশ।

কৌলীন্য প্রাপ্তি সময়ে কাঞ্জিলাল বংশের কানু ও কুতূহল ১১শ। ছান্দর বংশের পূতিতুণ্ড মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল বংশের শিরোমণি, কাঞ্জিলাল বংশের কানু (কাহ্নু) এবং কুতূহল, যজ্ঞকারী অন্য চারি মহর্ষির সন্তানগণের সহিত সমবেতভাবে বল্লালের সভায় সমাসীন হয়েন। মহা-বংশাবলীর লিখনে গোবর্দ্ধন, শিরঃ, কানু ও কুতূহল পরস্পর সমপর্য্যায়।

বাৎস্য গোত্র ছান্দর বংশাবলী

ছান্দর ১। শ্রীধর ২। বেদগর্ভ ৩। বিষ্ণু ৪। সুজিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর ৫। কোল বা ধীর ৬। ধুরন্ধর বা বসুন্ধর ৭। প্রাণেশ্বর ৮। এখানে প্রাণেশ্বর পুত্র স্থানীয় আছে। কিন্তু এড়ুমিশ্রের কারিকায় প্রাণেশ্বর ভ্রাতৃস্থানীয়। প্রাণেশ্বর সুত গুণাকর ৯। গুণাকর সুত নিশাপতি ১০। তৎপুত্র কানু ও কুতূহল ১১শ। কোন কোন পুস্তকে নিশাপতি স্থলে হিঙ্গল আছে। এবং কানু ও

কুতূহল ১১শ বটে কিন্তু সহোদর নহেন। খুড়তত ভ্রাতা। কুতূহলের পিতার নাম বরাহ ১০ম এইরূপ লিখিত আছে।

মহাবংশাবলী

খ্যাতঃ স্বরভির্ঘোষালঃ পুত্রঃ সাগরকোমতঃ।
তস্মত্তমোপহোজাতঃ হলস্তৎপুত্রকঃ স্মৃতঃ॥
হলাৎ মুরারিকোজাতস্তজ্জাতো বিশ্বামিত্রকঃ।
তস্য পুত্রোজিতামিত্রঃ শরণিস্ত ততোঽভবৎ॥
শরণাৎ পিঙ্গলোজাতস্তস্মাচ্ছিরোমণিঃ স্মৃতঃ।
কাঞ্জিবিল্লে কবিঃ শ্রীমান্ শ্রীধরোধার্ম্মিকো মহান্॥
তৎসূনুর্বেদগর্ভোঽভূৎ বিষ্ণুস্ত তস্য পুত্রকঃ।
তস্মাৎ জিষ্ণু সমুদ্ভূতস্তৎপুত্রঃ কোল সংজ্ঞকঃ॥
সুতো বসুন্ধরঃ কোলাৎ তৎপুত্রো বাণ এবচ।
সূনুর্গুণাকরো জাতস্তস্মাৎ নিশাপতিরভূৎ।
সুতৌ নিশাপতের্জাতৌ কানুকুতূহলাবুভৌ॥ মহাবংশাবলী।

মতান্তর

কানু কুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতৌ। মেলমালা।

কাঞ্জিলাল বংশের প্রথম কুলীন **কানু,** ইনি ছান্দড়ের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র, অর্থাৎ ইনি ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অধস্তন। দেবীবরের সময় কানুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আচার্য্যকৃষ্ণ ও মধুসূদন কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁদিগের পিতার নাম নরপতি। কাঞ্জিলাল বংশের আদি হইতে কৃষ্ণকিঙ্কর পর্য্যন্ত একবিংশ পুরুষের বংশাবলীর একদেশ দেখ। রাঢ়দেশী পুস্তকে কিছু বিভিন্নতা আছে।

বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় ১। বঙ্গদেশী পুস্তকের লেখা শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বেদগর্ভের দুই পুত্র বীর ও বসুন্ধর ৪। বীর উত্তররাঢ়বাসী।

বসুন্ধরের পুত্র হিঙ্গু ৫। ইহাঁর দুই পুত্র **কানু ও কুতূহল** ৬। ইহাঁরা উভয়েই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানুর পুত্র চাঁদ ৭। চাঁদের চারি পুত্র তৈই, রুদ্র, হিঙ্গন ও গণ ৮। তৈই পুত্র গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ৯। গোপীর দুই পুত্র কুশল ও কৌতুক ১০। ৯ তপনের পুত্র বসু, মিত ও মাধব ১০। কুশলের ২ পুত্র একের নাম কঞ্জিনর অপরের নাম নরপতি ১১। নরপতির দুই পুত্র প্রথমের নাম আচার্য্যকৃষ্ণ দ্বিতীয়ের নাম মধুসূদন ১২। ইঁহাদিগের সময় মেল বন্ধন হয়। আচার্য্যকৃষ্ণের বংশাবলী যথা—ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু ১৩। প্রজাপতির পুত্রচতুষ্টয়ের নাম রামচন্দ্র, রামভদ্র, পুরুষোত্তম ও গঙ্গাধর ১৪। রামচন্দ্রের দুই পুত্র শ্রীগর্ভ ও রত্নগর্ভ ১৫। রত্নগর্ভের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। তৎপুত্র হরি ১৭। ইহার ধুত্রদ্বয়ের নাম ধীর, মার্কণ্ডেয় ও গঙ্গারাম ১৮। মার্কণ্ডের পুত্র গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ ১৯। হৃদয়ানন্দের পুত্র শম্ভু ও গঙ্গারাম ২০। শম্ভু পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতি ২১।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টগরবন্ধ ও পিঙ্গলিয়া গ্রামের কাঞ্জিলাল ও যশোহর জেলার পান্তাপাড়া ও ইতিনার কাঞ্জিলাল প্রসিদ্ধ ও নিকষ কুলীন।

পুরন্দরপুর, মহেশপুর, মৃজাপুর ও কোঁচমালীতে কাঞ্জিলাল বংশ আছে। প্রথম তিনটী স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

ছান্দড় বংশের কানু ও কুতূহল ছান্দর হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন। শ্রীহর্ষ বংশের উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তর। বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান সময়ে কানুর সহিত উৎসাহ আট পুরুষ অধস্তন ছিলেন। অনেকের মতে ইহাও সন্দেহজনক। এখনও শ্রীহর্ষের অধস্তন চতুস্ত্রিংশ বিষ্ণু সন্তান শ্যামের ধারায় রায় শ্যামাধর মুখোপাধ্যায়ের সহিত ছান্দড় গোষ্ঠীর শিমলাল-বংশ-সম্ভূত অষ্টাবিংশ পুরুষ পাঁচু (তারাপদ) ভট্টাচার্য্যে ঐক্য কর, সাত পুরুষ অন্তর দেখা যাইবে।

সুরাই মেলের কুলীন

কাঞ্জিলাল বংশের একদেশ

কাঞ্জিলাল বংশ বহু বিস্তৃত অনেক স্থলেই বংশ পাওয়া যায়। কিন্তু বংশাবলীর ধারা অনেকেই জানেন না তদ্ধেতু একটী ধারা দেখান গেল। উহা রাঢ়দেশী পুস্তক সম্মত।

ছান্দর ১। শ্রীধর ২। বেদগর্ভ ৩। বিষ্ণু ৪। সুজিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর ৫। কোল বা ধীর ৬। ধুরন্ধর বা বসুন্ধর ৭। প্রাণেশ্বর বা বাণেশ্বর ৮। গুণাকর ৯। নিশাপতি ১০। কানু ও কুতূহল ১১। কানু পুত্র চাঁদ, জয়মান, অগস্ত্য উধ, তিল, মকরন্দ ও দাস ১২। চাঁদ সুত ত্রিলোচন, বাসুদেব ও নরসিংহ ১৩। ত্রিলোচন সুত জন, বিষ্ণু, পশু ও নিশু ১৪। জন সুত গোপী, তপন গঙ্গাধর ও ভীম ১৫। তপন সুত কৌতূহল ও ভৈরব ১৬। কৌতূহল সুত বিশু ও নরপতি ১৭। (এই সময়ে দেবীবরের মেল বন্ধন হয়); নরপতি সুত মধুসূদন, আচার্য্যকৃষ্ণদেব ও বলভদ্র ১৮। আচার্য্যকৃষ্ণের সময় মেলবন্ধন হয়। মধুসূদন সুত (বাঘশোঁকা) কালিদাস ১৯। ইহাঁর নিবাস হরিদাসপুর, জেলা ফরিদপুর। ইহাঁরা নিকষ কুলীন। কালিদাস সহোদর দামোদর, বাসুদেব মাধব, মৃত্যুঞ্জয় ও ভাস্কর ১৯। দামোদর ফরিদপুর জেলার পিঙ্গলিয়া নিবাসী।

কালিদাস সুত রঘু, মুকুন্দ পণ্ডিত ও দৈবকীনন্দন ২০। মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বনমালী, কৃষ্ণানন্দ, রাঘব ও পূর্ণানন্দ ২১। বনমালি পুত্র নীলকণ্ঠ ও রতিনাথ ২২। নীলকণ্ঠ সুত গোপীকান্ত, গোপাল, গোবিন্দ ও রসিক ২৩। গোপী-কান্ত সুত রামেশ্বর, মথুরেশ, জগদীশ ও রামভদ্র ২৪। রামভদ্র পুত্র বাণেশ্বর, রত্নেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৫। বাণেশ্বর সুত বিষ্ণুরাম, কৃষ্ণকিঙ্কর ও রামকুমার ২৬। বিষ্ণুরাম সুত হরি ২৭। হরি সুত চণ্ডীপ্রসাদ ২৮। চণ্ডীপ্রসাদ সুত কানাই ও রামপ্রসাদ, নীলমণি ২৯। কানাই সুত আনন্দ ৩০।

রামপ্রসাদ সুত রামেন্দ্র ও শ্যামাচরণ ২৯। রামেন্দ্র সুত ভগবান্ ও বিজয় ৩০। ভগবান্ সুত সীতানাথ ৩১। সাং পুরন্দরপুর, জেলা নদীয়া।

কৃষ্ণকিঙ্কর সুত রামচরণ ২৭। রামচরণ সুত রামধন ২৮। রামধন সুত রাজেন্দ্র ২৯।

রামকুমার সুত কমল ২৭। কমল সুত রামচাঁদ ২৮। রামচাঁদ পুত্র অমরনাথ ২৯। অমরনাথ সুত সুরেশ ৩০। রত্নেশ্বর সুত সদানন্দ ২৬। সদানন্দ সুত জয়নারায়ণ ও শিবনারায়ণ ২৭। জয় সুত রামকুমার ২৮। রামকুমার সুত হরচন্দ্র ২৯। হর সুত গোপাল ও মথুরানাথ ৩০। গোপাল সুত ভূষণ ও কামাখ্যা ৩১। নিবাস পুরন্দরপুর নদীয়া। মথুরানাথ সুত পঞ্চানন, যোগীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও যতীশ ৩১। সাং পুরন্দরপুর।

শিবনারায়ণ পুত্র তিলক ২৮। তিলক সুত গিরিশ ও শ্রীধর ২৯। বিশ্বেশ্বর সুত মাণিকচন্দ্র ২৬। রাজজয় ২৭। ঈশ্বর ২৮। হরিশ্চন্দ্র ও মহিমাচন্দ্র ২৯।

সাগড়দাঁড়ী গ্রামের কাঞ্জিলাল বংশের ধারা

রতিনাথ সুত নারায়ণ ও রামেশ্বর ২১। নারায়ণ পুত্র কপীশ্বর, হরিহর, গঙ্গাধর ও রুদ্রদেব ২২। হরিহর পুত্র রামগোবিন্দ, রামনাথ ও রাঘব ২৩। রামনাথ সুত গৌরাঙ্গ ২৪। গৌরাঙ্গ সুত রাধামোহন ২৫। তৎসুত রামানন্দ ২৬। ইনি গোয়ালপুর বাসী, জেলা যশোহর।

রুদ্রদেব সুত রামচরণ ২৩। সুত নীলকণ্ঠ, গন্ধর্ব্ব ও পঞ্চানন ২৪। গন্ধর্ব্ব-সুত মনোহর ২৫। পুত্র রামরতন, পীতাম্বর ও শম্ভু ২৬। রামরতন সুত ঈশ্বর, আনন্দ, ইন্দ্র, মহেশ ও হরি ২৭। ঈশ্বর সুত মধু ২৮। সুত পঞ্চানন ও সীতানাথ ২৯। সাং খড়িঞ্চা, জেলা যশোহর।

আনন্দ সুত বিশ্বেশ্বর, শ্রীবিষ্ণু ও রাম ২৮। বিশ্বেশ্বর সুত গোপাল ও নফর ২৯। নফর সুত অমূল্য ৩০। সাং নিমতা, যশোহর।

বিষ্ণু সুত বিহারী ২৯, সুত স্মরজিৎ ৩০। পুরন্দরপুর, নদীয়া।

ইন্দ্র সুত অক্ষয় ২৮। বিপিন ২৯। প্রফুল্ল ৩০। সাং মৃজাপুর নদীয়া।

মহেশ সুত নিবারণ, পঞ্চানন ও বিধুভূষণ ২৮। সাং মৃজাপুর নদীয়া।

হরি পুত্র শ্রীশচন্দ্র ২৮। সাং পুরন্দরপুর নদীয়া।

পীতাম্বর পুত্র গোলোক ও মহিমাচন্দ্র ২৭। গোলোক সুত দ্বারিক ২৮। পুত্র উপেন্দ্র ও বিপ্রেন্দ্র ২৯। উপেন্দ্র সুত প্রফুল্ল ৩০। সাং গদখালী। মহিমচন্দ্র পুত্র কৈলাস, যদু ও নটবর ২৮। নটবর গদখালী-বাসী। কৈলাস সুত যোগেন্দ্র, রাজেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও মুণীন্দ্র ২৯। যোগেন্দ্র পুত্র প্রকাশচন্দ্র ৩০, হুগলীবাসী।

শম্ভু ২৬। পুত্র মাধব ২৭। পৌত্র শ্রীগোপাল ও জয়গোপাল ২৮, নখফুল-বাসী [illegible]গ্রাম সবডিভিসন।

পঞ্চানন ২৪। পুত্র পার্ব্বতীচরণ ২৫। পৌত্র হরিনারায়ণ ২৬। প্রপৌত্র জয়চন্দ্র, কাশীকান্ত ও কালীকৃষ্ণ ২৭। জয়চন্দ্র সুত প্রসন্ন ২৮। তৎপুত্র ব্রজেন্দ্র ২৯, সাগরদাড়ী নিবাসী। কালীকৃষ্ণ সুত শশিভূষণ ২৮। সুত বিধুভূষণ ২৯। সাং মহেশপুর।

কৃষ্ণানন্দ ১৯। পুত্র শ্রীরাম ২০। রমাকান্ত ২১।

এই তালিকা অনুসারে কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে আট পুরুষ অধস্তন হন। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই নিম্নলিখিত বংশাবলীর ধারা আছে। যথা— ছান্দড় ১। শ্রীধর ২। বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ ও হেমগর্ভ ৩। বেদগর্ভ সুত বীর ও বসুন্ধর ৪। বসুন্ধর সুত প্রাণেশ্বর, বাণেশ্বর ও হিঙ্গুলেশ্বর ৫। হিঙ্গুলেশ্বর সুত কানু ও কুতূহল ৬। অতি অল্প পুস্তকে প্রাণেশ্বর পুত্র বাণেশ্বর এবং তৎসুত হিঙ্গুলেশ্বর দেখা যায়। কিন্তু এই সকল লেখা প্রাচীন নহে,

অধুনাতন ঘটকদিগের হস্তলিখিত পাতড়া মাত্র। এই সকল পাতড়ার মধ্যে একখানি প্রাচীন লেখা। ঐ পাতড়ায় কানু ও কুতূহলের পিতার নাম নিশাপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে নবম পুরুষ অধস্তন হন ; ইহা অসঙ্গত নহে। মহাবংশাবলীর লিখনে কানু ও কুতূহল ১১ শ।

বাৎস্য গোত্র ছান্দড় বংশে কাঞ্জিলাল

ছান্দড় ১। শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বিষ্ণু ৪। কোন ৫। ধুরন্ধর ৬। বাণেশ্বর ৭। প্রাণেশ্বর ৮। হিঙ্গুল ও বরাহ ৯। হিঙ্গুল সুত কানু ১০। বরাহ সুত কুতূহল ১১। কানু সুত চাঁদ, জয়মণি ও দ্যুমাণ ১২। চাঁদ সুত ত্রিলোচন, নৃসিংহ ও বামন ১৩। ত্রিলোচন সুত জন, পথ, মধু ও নকর্ত্তন ১৪। জন সুত গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ১৫। তপন সুত কৌতুক ও ভৈরব ১৬। কৌতুক সুত নরপতি ও বিজয় ১৭। নরপতি সুত মধুসূদন আচার্য্য ও কৃষ্ণ ১৮। (এই সময় মেল বন্ধন হয়)।

মধুসূদন আচার্য্য সুত কালিদাস পণ্ডিত (ফরিদপুর জেলার অধীন হরিদাস গ্রামে বাস করেন), বাসুদেব, দামোদর, মাধব ও মৃত্যুঞ্জয় ১৯। কালিদাস সুত রঘুপতি, মুকুন্দ ও দেবকীনন্দন ২০। মুকুন্দ সুত কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, অচ্যুত ও বনমালী ২১। বনমালী সুত নীলকণ্ঠ ও রতিনাথ ২২। নীলকণ্ঠ সুত গোপাল, গোপীকান্ত ও শিবকান্ত ২৩। গোপাল সুত বামদেব, রঘুদেব ও রামচন্দ্র ২৪। বামদেব সুত কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম, বলরাম, কামদেব, জয়দেব, মহাদেব, বিশ্বনাথ ও রামকান্ত ২৫। বলরাম সুত রামশঙ্কর ও রামশরণ ২৬। রামশঙ্কর যশোহর জেলার অধীন ইতিনা গ্রামে বাকপুর শিমলাই ঘরে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন, সেই পক্ষের পুত্র আনন্দরাম ও রামসুন্দর

তর্কবাগীশ ঘরে, রামশঙ্করের আর এক বিবাহ পাড় পাড়ায় সুন্দরামল্ল শ্রেত্রিয়। সেই পক্ষের পুত্র ভবানী, ভৈরব ও রামগোবিন্দ ২৭।

আনন্দরাম সুত রামতনু শিরোমণি ও গঙ্গানারায়ণ ২৮। গঙ্গা সুত শীতল ও রাইচরণ ২৯। রাইচরণ সুত পূর্ণচন্দ্র ও যামিনীকান্ত ৩০। পূর্ণচন্দ্র সুত সুধীরকুমার ৩১। রামসুন্দর যশোহর জেলার লোহাগড়ায় ডিংসাই শ্রোত্রিয় ঘরে বিবাহ করেন। সেই পক্ষের পুত্র হরিশচন্দ্র ন্যায়ভূষণ ২৮। চণ্ডীচরণ ২৯। রাজেন্দ্রনাথ ৩০। শশিভূষণ, প্রমথভূষণ, খোষাল ও কালীপদ ৩১।

রামসুন্দর তর্কবাগীশের আর এক বিবাহ নিজ ইতিনা গ্রামে সাগরদিয়া বন্দ্যঘটির ঘরে সেই পক্ষের পুত্র জগচ্চন্দ্র বাচস্পতি ২৮। সুত বাণীকণ্ঠ, কৈলাসচন্দ্র ও চন্দ্রকুমার ২৯। বাণীকণ্ঠ (যশোহর জেলার অধীন দেয়াপাড়া গ্রামে বঙ্গপাশি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন) পুত্র শশধর, জ্যোতিন্দ্রনাথ ও **রামলাল বেদান্ততীর্থ** সংস্কৃতে এম্-এ, কাশ্মীর শ্রীনগর কলেজের প্রফেসার ৩০। জ্যোতিন্দ্রনাথ সুত নরেন্দ্রনাথ, রামনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ৩১। রামলাল সুত সুধীরকুমার, অমলকুমার ও সুশীলকুমার ৩১। চন্দ্রকুমার সুত গিরিজাভূষণ ৩০।

কৃষ্ণ সুত প্রজাপতি ১৯। সুত রঘু ও রামভদ্র ২০।

ভীম সুত ব্যাস ১৬। তৎসুত দশরথ ১৭।

গঙ্গাধর সুত আনো, গণপতি ও বনমালী ১৬। আনো সুত বাসুদেব ১৭। তৎসুত শতানন্দ ১৮।

এই বংশাবলী ছাঞ্চাডাঙ্গা নিবাসী রুদ্র ঘটক মহাশয়ের এবং টীকারডাঙ্গা নিবাসী রামচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের নিকট পুরাতন হাতের লেখা যে পুথি ছিল তাহার সহিত মিল করিয়া ২৮এর পর নূতন নাম লিখিয়া দেওয়া হইল।

পূতিতুণ্ডবংশাবলীর একদেশ।

বাৎস্যে (১) ছান্দর মূল। (২) রবি। (৩) জৈমিনি। (৪) লক্ষ্মীধর। (৫) বল। (৬) অংশু। (৭) বল্লভ। (৮) নীলাম্বর [উৎসাহাচার্য্য (৮)। পূতি গোবর্দ্ধন] (৯)।

পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। মেলমালা।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ। গীতগোবিন্দ।

গোবর্দ্ধন-পুত্র শিক (১০) প্রভৃতি চারি জন। (১১) পীতাম্বর। (১২) রাম, তৎসহোদর মাধব ও চক্রপাণি প্রভৃতি। মাধব পুত্র (১৩) আদিত্য প্রভৃতি। আদিত্য সুত সুকণ্ঠ বা শ্রীকণ্ঠ (১৪)। সুকণ্ঠসুত (১৫) কংসারি। কংসারি পুত্র পরমানন্দ মিশ্র (১৬)। পূতিতুণ্ড পরমানন্দ, (নাথাই) শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা।

ধন্দঘাটগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেন সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥ মেলমালা।

(১৩) চক্রপাণির বংশ—চক্রপাণির পুত্র—পূরো, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জট, শশী, ভূধর, শম্ভু, ধূসর ও পুণ্ড্র (১৪)। পুণ্ড্র সুত গোপাল (১৫)। তৎপুত্র **শ্রীরঙ্গভট্ট** (১৬)। ইনি **শ্রীরঙ্গভট্টী মেলের (নায়ক) কুলীন**। পুণ্ড্র-সহোদর পূরো প্রভৃতির বংশ শ্রোত্রিয়ান্ত বংশজ; কিন্তু বরিশাল অঞ্চলে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

চক্রপাণি সুত (১৪) বশিষ্ঠ বংশ—(১৫) কাক। (১৬) তরণি। (১৭) মধু। (১৮) পিথো বা পৃথ্বীধর। (১৯) আনন্দরাম। (২০) কৃষ্ণকান্ত। (২১) জগচ্চন্দ্র। (২২) মদন। (২৩) হরানন্দ। (২৪) বৈদ্যনাথ। (২৫) রমাকান্ত। (২৬) লক্ষ্মীনারায়ণ—বরিশাল অঞ্চল হইতে মগের ভয়ে জাতি মান রক্ষার্থ সর্ব্ব প্রথমে সপরিবারে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার নিকট

কেন্দুয়া গ্রামে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। বরিশাল জেলার অন্তর্গত রাকুদিয়া প্রভৃতি গ্রামেও এই বংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পূতি—শ্রোত্রিয় লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরগণ মধ্যে (৩২) গিরিশ ও দুর্গাদাস হুগ্‌লিতে বাস করিতেছেন, অন্যান্য সকলে উক্ত কেন্দুয়া গ্রামে বাস করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র (২৭) কৃষ্ণদেব। তৎপুত্র (২৮) দুর্গারাম। তৎপুত্র (২৯) রামহরি। রামহরি সুত (৩০) শম্ভুনাথ ও লোকনাথ। (৩০) শম্ভুনাথসুত (৩১) রামকুমার। তৎপুত্র (৩২) গিরিশ। গিরিশের (৩৩) (দত্তক পুত্র)। যতীন্দ্রনাথ (৩০) লোকনাথ সুত পার্ব্বতী নাথ ৩১। পার্ব্বতী সুত শ্রীদুর্গা দাস চক্রবর্ত্তী B. A., Asstt. Settlement Officer Midnapur পর্য্যায় ৩২। তৎসুত জিতেন্দ্র নাথ পর্য্যায় ৩৩।

রামকুমারের পুত্র গিরিশকে ধরিলে ছান্দড় হইতে পূতিতুণ্ডবংশ-পর্য্যায়ে ৩২ পুরুষ হয়। এই গোত্রের অন্য বংশের পর্য্যায় মিলন করিলে এই বংশে অনেক উর্দ্ধ সোপান দেখা যায়। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশের কতক বংশজ, কতক শ্রেত্রিয় ; এবং কতক সুরাই মেলের কুলীন এ রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। বাস্তবিক গোবর্দ্ধনাচার্য্যই কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। নবগুণের অভাবে অন্যেরা শ্রোত্রিয়। ইহাতেই ঠিক হয় কৌলীন্য বংশগত ছিল না। গুণবত্তায় ছিল।

পরিশুদ্ধ কৌলীন্য-নিবন্ধন গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশে বাল্যবিবাহের আধিক্য হইয়াছিল। সেই হেতু ছান্দড়-বংশের উর্দ্ধতনে ৩৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পূতিতুণ্ড-বংশ

ছান্দড় বংশের একাদশ গ্রামীণের মধ্যে আর্য্যাসপ্তশতী প্রণেতা মহাকবি **পূতি গোবর্দ্ধন আচার্য্য** ঘোষাল-বংশের **শির** এবং কাঞ্জিলাল বংশের

কান্নু ও **কুতূহল** এই চারি ব্যক্তি মহারাজ বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশীয়গণ কুলীন, তদ্ব্যতীত অন্যে অকুলীন। পূতিতুণ্ড-বংশের কংসারি-পুত্র পরমানন্দ মিশ্র দ্বারা ফুলিয়া মেলের উদ্ধার হয়। কংসারি পূতিতুণ্ড তৎকালে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বদান্য, কুলশ্রেষ্ঠ, এমন কি কুলপতি সদৃশ মান্য ছিলেন। তন্নিবন্ধন তদীয় পুত্র পরমানন্দ ফুলিয়া মেলস্থ সমস্ত ব্যক্তির পতিতপাবন ও পরমানন্দ স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ছান্দড় (১) সুত রবি (কোন কোন পুথিতে 'ধীর' এই নাম আছে; পূতিতুণ্ড ২। জৈমিনি ৩। লক্ষ্মীধর, শ্রীধর, হিরণ্য, কিরণ, কঙ্কণ, মঙ্গল এবং ধরণীধর ৪। লক্ষ্মীধর-সুত বল ও গৌতম ৫। বল সুত অংসল ৬। অংসল সুত পুণ্ড্র ও বল্লভ ৭। বল্লভ সুত নীলাম্বর বা উৎসাহাচার্য্য ৮। তৎপুত্র গোবর্দ্ধনাচার্য্য ৯। গোবর্দ্ধন সুত হরি, শিকো, সোম, উদ্ধরণ, উদয়ন, নরসিংহ, যোগী ও সন্ন্যাসী ১০। হরি সুত কান্নু ও মনোহর ১১। মনো-সুত মধু ১২। মুরারি, পুরো, কুবের, ঈশান এবং শঙ্কর ১৩। কুবের সুত বাসুদেব ১৪। কীত, ডোখল ও মুরারি ১৫। কীত সুত জগন্নাথ ১৬। ধরাধর ১৭। পরমেশ্বর ১৮।

শিকো সুত পীতাম্বর, হরি, বাসু ও দেবনারায়ণ ১১। পীতাম্বর সুত রাম, মাধব, বল, হল, ভরত এবং লখ ১২। রাম সুত চক্রপাণি এবং বীজ ১৩। চক্রপাণি সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভূধর ও পুণ্ড্র (দ্বিতীয় গোবর্দ্ধন) প্রভৃতি ১৪। পুণ্ড্র সুত গোপাল ১৫। পুত্র **শ্রীরঙ্গ ভট্ট** ১৬ (ইহাঁর সময় মেলবন্ধন হয়)।

মাধব (১২) সুত কান্নু, দুর্য্যোধন (দুজো), সূর্য্য (সুজো এবং আদিত্য প্রভৃতি ১৩। কান্নু (১৩) সুত শূলপাণি ১৪। আদিত্য সুত হরি ও সুকণ্ঠ ১৪। হরি সুত দামোদর ১৫। সুকণ্ঠ সুত কংসারি ও জগন্নাথ ১৫। কংসারি পুত্র পরমানন্দ ১৬। এই পরমানন্দ নাথাই চট্টের কন্যা বিবাহ করেন।

পূতিতুণ্ড বংশে কোকের (১৬) ধারায়
দুর্লভানন্দের বংশের একদেশ
ধারাবাহিকক্রমে অঙ্কপাত করা গেল।

কোক (১৬) পুত্র দুর্লভ ১৭। পরমানন্দ ১৮। গোপীনাথ ও রঘুনাথ ১৯। গোপী সুত রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, রামেশ্বর, জগন্নাথ ও কাশীশ্বর ২০। রামকৃষ্ণ সুত রাজেন্দ্র ২১। রাজেন্দ্র সুত নন্দকিশোর ও রাজপ্রসাদ ২২। নন্দ সুত আত্মারাম ও রামচন্দ্র ২৩। রামচন্দ্র সুত মনোহর, কৃষ্ণকান্ত ও কমলাকান্ত ২৪। মনোহর সুত হরপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ, দ্যুতিপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ২৫। কৃষ্ণকান্ত সুত মথুরামোহন, বৃন্দাবন, কাশীনাথ, চন্দ্রশেখর ও লোকনাথ ২৫। বৃন্দাবন সুত রামধন, কৃষ্ণধন ও হরিধন ২৬। রামধন সুত অংশুপ্রকাশ অব্জপ্রকাশ, অরুণপ্রকাশ, কিরণপ্রকাশ ও হরিদাস ২৭।

রাজপ্রসাদ ২২। বিনোদরাম ২৩। জগন্মোহন, কৃষ্ণমোহন, মদনমোহন, ব্রজমোহন ও গৌরমোহন ২৪। জগন্মোহন সুত গোবিন্দ, মধুসূদন, জনার্দ্দন ও গোপাল ২৫। মদন সুত গঙ্গারাম ও রামনারায়ণ ২৫। ব্রজ সুত তারাচাঁদ ও গোরাচাঁদ ২৫। গৌরমোহন সুত তিনকড়ি, প্যারী, কালীপ্রসাদ ও রাজকুমার প্রভৃতি ২৫।

শ্রীকৃষ্ণ (২০) সুত গোপালচন্দ্র হালদার ও ক্ষেত্রনাথ হালদার ২১, নিবাস ভাটপাড়া। রামেশ্বর নলডাঙ্গা-বাসী। জগন্নাথ সুত নিমাইচন্দ্র হালদার ২১। রঘুনাথ (১৯) সুত কৃষ্ণদাস হালদার ২০। ইহাঁরা ভাটপাড়া নিবাসী।

বাৎস্য গোত্রীয় পূতিতুণ্ড বংশের একদেশ বংশাবলী

(১) ছান্দড়। (২) রবিপূতি তুণ্ড। (৩) জৈমিনি। (৪) লক্ষ্মীধর। (৫) বল। (৬) অংশুল। (৭) বল্লভাচার্য্য। (৮) নীলাম্বর। (৯) পুতি গোবর্দ্ধনাচার্য্য (ইনি কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন)। (১০) শিক। (১১

পিতাম্বর। (১২) রাম। (১৩) চক্রপাণী। (১৪) পুরো। (১৫) চতুর্ভুজ। (১৬) দক্ষ। (১৭) অনিরুদ্ধ। (১৮) কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য। (১৯) বিশ্বনাথ। (২০) বামদেব। (২১) যদু। (২২) ত্রিলোক। (২৩) শিব। (২৪) অর্জ্জুন। (২৫) মদন (২৬) শ্যামাচরণ *। (২৭) নারায়ণ। (২৮) কংসারি। (২৯) যজ্ঞেশ্বর। (৩০) মতিলাল। (৩১) কৃষ্ণচরণ। (৩২) গুরুচরণ। (৩৩) দ্বারকানাথ। (৩৪) দ্বারকানাথের ২ পুত্র বিহারীলাল ও রামরূপ। (৩৫) বিহারীলালের ২ পুত্র মণিমোহন ও শশীভূষণ ; রামরূপের ৪ পুত্র—ননীলাল, ফণীভূষণ, কিশোরী-মোহন, কৃষ্ণপদ। (৩৬) মণিমোহনের পুত্র কালিপদ, নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন। ননীলালের পুত্র হরেন্দ্রনাথ।

পূতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণীর সন্তান, কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্যের ধারা (ভঙ্গ)।

* (২৬) **শ্যামাচরণ**—ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সেবার অধিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ "অধিকারী" উপাধিতে সাধারণে আখ্যাত হন। ইনি শাক্ত আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান রহিত করিয়া দেন। ইহাদের কোন কোন আত্মীয়-বংশ বর্ত্তমানে শাক্ত বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত করিয়াছেন।

অনুমান একশত বর্ষকাল এই বংশ, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

বাৎস্য গোত্র পূতিতুণ্ড বংশ

গ্রাম ও পোঃ বাহারু, থানা জনগর, জেলা ২৪ পরগণা

দয়ারাম ১। হরিশ্চন্দ্র ২। প্রাণকৃষ্ণ ৩। নীলকান্ত ৪। সুত শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী, উকীল আলিপুর ৫। ধীরেন্দ্র সন্তান উমাদেবী, সরোজকুমার ও সুধীরকুমার।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতার ঠিকানাঃ—৮।৪এ, নেপাল ভট্টাচার্য্য লেন, কালীঘাট।

পূতিতুণ্ড বংশের শ্রোত্রিয়ের ধারার একদেশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(২৮) রাজমোহনসুত রমণীমোহন, শ্রীহরমোহন, শ্রীদক্ষিণামোহন, নীরদ-মোহন ও শ্রীপ্যারীমোহন (২৯)।

শ্রীহরমোহন ২৯। পুত্র শ্রীমনোমোহন ৩০। প্যারীমোহনসুত শ্রীসুরেন্দ্র-মোহন, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ও শ্রীদেবেন্দ্রমোহন সেহানবীশ ৩০।

দক্ষিণামোহনসুত শ্রীনীরদমোহন সেহানবীশ ৩০।

শ্রীশ্রী রাধামদনমোহনো বিজয়তে ।

ছান্দড়বংশীয় রাঢ়াশ্রেণী বাৎস্য গোত্রীয় পিপলাই গ্রামীণ সিদ্ধঃশ্রোত্রিয় নদীয়া জেলান্তর্গত শান্তিপুর গ্রামের উড়িষ্যা গোস্বামী বংশের একদেশ বংশাবলী ।

ছান্দড় ১। সুত রবিকর, সুরভি, কবি, মহাযশাঃ, ধীর, নীর, বিশ্বম্ভর ও শ্রীধর ২।

ধীর সুত ভদ্ররথ ও বিষ্ণুপদ ৩। ভদ্ররথ সুত ধৃতি ও শ্রীকণ্ঠ ৪।

শ্রীকণ্ঠ সুত হিঙ্গল, পিঙ্গল ও জয় ৫। জয় সুত মোহন ও রুদ্র ৬।

মোহন সুত বিদ্যাধর, চতুর্ভুজ, হরিদাস, ভবদাস ও অনকেশ্বর ৭।

হরিদাস সুত গোপীকৃষ্ণ, তেয়াই, ভগীরথ ও গঙ্গাহরি ৮।

গঙ্গাহরি সুত রামকুমার ও শ্রীকৃষ্ণ ৯। শ্রীকৃষ্ণ সুত সংকর্ষণ ও **শঙ্কর** (ত্রিবেণী নিবাসী, বঙ্গাধিপ লক্ষণ সেনের গুরু— উৎকলগত) ১০।

শঙ্কর সুত শিবরাম, অভিরাম, পরশুরাম ও হরিরাম ১১। শিবরাম সুত বাণেশ্বর ও বনমালী ১২। বাণেশ্বর সুত রামগোবিন্দ, মুরলীধর ও অযোধ্যা রাম ১৩। অযোধ্যারাম সুত গোপীনাথ ১৪। গোপীনাথ সুত শ্রীকর ও লখো বা লক্ষ্মণ ১৫। লখো সুত গঙ্গাদাস ১৬। তৎসুত বলরাম ১৭। তৎসুত ভানুকর [গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) নিবাসী] ১৮।

ভানুকর সুত চণ্ডীদাস ১৯। তৎসুত **জগন্নাথ** অপর নাম **মামু গোস্বামী** ইনি শ্রীমদগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে প্রাপ্ত শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীটোটাগোপীনাথ জীউর সেবাইত ২০।

জগন্নাথ সুত নারায়ণ ও প্রাণবল্লভ সার্ব্বভৌম ২১। প্রাণবল্লভ সুত হরি-বল্লভ বিদ্যানিধি ও কৃষ্ণবল্লভ ২২। হরিবল্লভ সুত রামবল্লভ শিরোমণি ও রামকৃষ্ণ ২৩। রামবল্লভ সুত রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার ২৪। তৎসুত রামচন্দ্র

বাচস্পতি ২৫। তৎসুত **রাধাবল্লভ** বিদ্যাবাচস্পতি— ইনি উৎকল হইতে শ্রীশ্রীনৃত্যগোপাল বিগ্রহ সহ শান্তিপুরে আগমন করেন, তজ্জন্য ইনি ও ইহাঁর বংশধরেরা শান্তিপুরে উড়িয্যাগোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত ২৬।

রাধাবল্লভ সুত রামগোপাল, হরিদেব, কৃষ্ণদেব গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও রামদেব ২৭। কৃষ্ণদেব সুত রামনাথ ন্যায়বাগীশ, রমানাথ, রামকান্ত ঘনশ্যাম ও হরেন্দ্রকৃষ্ণ ২৮। রামনাথ সুত ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার ২৯। তৎসুত হরিনারায়ণ ন্যায়শাস্ত্রী (তিরোভাব শ্রাবণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী) স্ত্রী উমাসুন্দরী ৩০। তৎসুত নবকৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ (তিরোভাব ফাল্গুন মাসের শুক্লাপঞ্চমী) স্ত্রী শঙ্করী, প্রাণকৃষ্ণ তর্কবাচস্পতি (তিরোভাব কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাদশমী) স্ত্রী ভবসুন্দরী ও ধনকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার—স্ত্রী রামলক্ষ্মী ৩১।

নবকৃষ্ণ সুত চন্দ্রমোহন (তিরোভাব ঝুলন পূর্ণিমা), প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরী, দ্বিতীয়া স্ত্রী মুক্তকেশী (তিরোভাব ১৮২৬ শক অগ্রহায়ণ মাস, কৃষ্ণাসপ্তমী) ও লালমোহন (প্রাণকৃষ্ণের পালিত পুত্র) ৩২।

চন্দ্রমোহন সুত রাধারমণ জ্যোতিরত্ন (পালিত পুত্র) ১মা স্ত্রী হরিদাসী (তিরোভাব ১৮২৬ শক, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাদ্বাদশী), ২য়া স্ত্রী প্রিয়বালা ৩৩। ১মা স্ত্রীর গর্ভজাত চারিপুত্র রাধাগোবিন্দ (স্ত্রী মনোরমা), রাধামোহন গণক সার্ব্বভৌম (স্ত্রী মলিনাবালা), রাধামাধব (স্ত্রী স্বর্ণলতা), রাধাচরণ ২ য়া স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র রাধাকিশোর ও রাধাকান্ত ৩৪।

রাধাগোবিন্দ সুত রাধাজীবন, রাধাকুমুদ ও রাধাশ্যাম ৩৫। রাধামোহন সুত রাধাকমল ৩৫।

প্রাণকৃষ্ণ সুত লালমোহন পালিত পুত্র (তিরোভাব ১৭৯৪ শক মাঘ মাস, কৃষ্ণাপঞ্চমী) ১মা স্ত্রী রামসোনা, ২য়া স্ত্রী কালীমতী (তিরোভাব ১৮৩৪ শক পৌষ, কৃষ্ণাপঞ্চমী) ৩২। লালমোহন সুত মন্মথমোহন তিরো—১৮৩১ শক ফাল্গুন, কৃষ্ণানবমী ১মা স্ত্রী হরিমতী, ২য়া স্ত্রী প্রফুল্লকুমারী; প্রমথনাথ তিরো—

১৮১৬ শক জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমী স্ত্রী মানকুমারী ; যাদবেন্দ্র (রাধারমণ) চন্দ্রমোহনের পালিত ও গোপালচন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ স্ত্রী কালীপদ ৩৩।

মন্মথমোহনের ১মা স্ত্রীর গর্ভজাত—বিনয়কৃষ্ণ—স্ত্রী উষাঙ্গিনী ৩৪। তৎসুত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ৩৫।

প্রমথনাথ সুত যোগানন্দ স্ত্রী সুরবালা, জ্ঞানানন্দ স্ত্রী মলিনাবালা, সুশীলকুমার (শচীন্দ্রনাথ) রাসবিহারীর পোষ্যপুত্র স্ত্রী তরুলতা ৩৪। যোগানন্দ সুত কৃষ্ণনাথ ৩৫। জ্ঞানানন্দ সুত গোপীনাথ ৩৫।

গোপালচন্দ্র সুত সুধীরঞ্জন স্ত্রী সান্তনাকুমারী ও মদনমোহন ৩৪।

বহরমপুর। শ্রীভূষণচন্দ্র দাস, এম্-এ ;
দোল পূর্ণিমা প্রিন্সিপ্যাল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ।
১৫ই ফাল্গুন শকাব্দা ১৮৪৭।

বাৎস্য গোত্র কাঞ্জিলাল বংশের এক শাখা দশ বাড়ীর ভট্টাচার্য্য।

আদি নিবাস বাদু মনেশ্বরপুর জেলা ২৪ পরগণা।

Central section E. B. Ry.

কন্দর্প ১। শিশুরাম তর্কভূষণ ২ (ইনি বাদু হইতে ভাটপাড়ার মাদরাণী গ্রামে বাস করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ৩। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত গোপালচন্দ্র, কেদারনাথ, অম্বিকা ও বিষ্ণুচরণ ৪। গোপাল সুত সারদাপ্রসাদ (কানপুর কটনমিলের ডাক্তার) ৫। সরদার ২ কন্যা ৬। কেদার সুত সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চাকুরী করেন। ৫। সুরেন্দ্র সুত শৈলেন, জিতেন, কৃষ্ণ ও খোকোন ৬।

বিষ্ণুচরণ সুত বিনয়ভূষণ ও কুঞ্জভূষণ ৫। বিনয় সন্তান সুধাময়ী, ফণী-প্রসাদ তারাপ্রসাদ, চিণ্ময়ী, মৃণ্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী ও কণা ৬।

ইহাঁরা এক্ষণে ভঙ্গকুল। শ্রীধর কাঞ্জিলাল হইতে কন্দর্পের পর্য্যায় সংখ্যা আপাততঃ জানিবার কোন উপায় নাই।

পাটনা সেক্রেটারিয়েট্, আই-জি, পুলিশ অফিসের কেরাণী।
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত। ১৪।১০।৩৫

ঘোষাল-বংশ।

পূর্ব্বদেশী ঘটকের পুস্তক এবং রাঢ়দেশী ঘটকের পুস্তক দৃষ্টে ফুলিয়া সমাজের পুস্তকের বংশাবলীর পর্য্যায় সংখ্যার অনৈক্য হয়। ঐ ইতর বিশেষ অধিকাংশ পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং পূর্ব্বদেশী প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের এবং রাঢ়দেশী পাঁচড়া নিবাসী বিখ্যাত ভৈরব বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্যের লিখিত বংশাবলী এখানে গ্রহণ করা গেল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত ভৈরব বিদ্যাসাগরের লিখিত বংশাবলীর কিঞ্চিত বিভিন্নতা আছে। এক পুরুষের অভাব ও সদ্ভাব।

বংশীবদন বিদ্যারত্ন প্রদত্ত—ছান্দড় ১। তৎসুত সুরভি ২। তৎসুত সাগর ৩। মনোরথ ৪। বিশ্বামিত্র ৫। জিতামিত্র ৬। ভগবান ৭। পিঙ্গল ৮। পিঙ্গলসুত শিরঃ, ভাস্কর, হিঙ্গল, মাঙ্গলিক, শূলপাণি, মদন ও বিশ্বরূপ ৯।

ভৈরব বিদ্যাসাগর প্রদত্ত--পিঙ্গল ৮। তৎসুত সুবুদ্ধি ৯। শিরঃ ১০। উধ (উদ্ধব), বিশ ও সঙ্কেত ১১। উধসুত কোঁচ ও মার্কণ্ডেয় ১২। কোঁচসুত আভ ১৩। আভসুত পশু ১৪। পশুসুত ত্রিলোচন ও হিঙ্গল ১৫। ত্রিলোচন সুত উদয় ১৬। উদয়সুত বামন ১৭। বামন সুত বিশ্বনাথ, সাধু ও মাধু ১৮। বিশ্বনাথ-সুত কংসারি মিশ্র ও অরবিন্দ ১৯। কংসারিসুত শ্রীধর, ভবানন্দ,

ভুবনাচার্য্য প্রভৃতি ২০। ভবানন্দসুত চক্রপাণি ২১। চক্রপাণিসুত হরিহর ২২। হরিহর সুত রাম তর্কবাগীশ ও গোবিন্দ ২৩। রাম তর্কবাগীশ সুত রাঘব, মহাদেব, শিবদেব, যাদবেন্দ্র, রঘুদেব ও রুদ্রদেব ২৪। শিবদেব পুত্র রামনাথ বাচস্পতি ও কেশব প্রভৃতি ২৫। কেশব পুত্র জগন্নাথ ২৬। জগন্নাথ সুত সন্তোষ, সুধারাম, রামকানাই, বলরাম, গোকুলচন্দ্র, রামতনু ও উমাকান্ত ২৭। ইহাঁরা আঁড়িয়াদহ বাসী।

লিঙ্গল ১৬। সুত নায়িদেব, মহীপতি ও বিনায়ক ১৭।

ফুলিয়া সমাজের পুস্তকে শিরঃ, ছান্দড় হইতে অধস্তন ১১শ পুরুষ।

আঁড়িয়াদহের ঘোষালগণ সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন। এই স্থানে চক্রপাণি ঘোষালের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কানাই ঘোষালের বংশ আছে।

নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে রাম তর্কবাগীশের পুত্র রঘুদেবের পৌত্র দয়ারামের বাস। দয়ারামের পিতার নাম মধুসূদন। ইনি আঁড়িয়াদহের ঘোষাল।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণের সন্তানগণ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ৩য় পরিশিষ্ট ৪৭—৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তিস্থল মহিন্তা, সুতরাং মহিন্তা এই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয়। নিম্নের মেলমালা দ্রষ্টব্য।

"আনাইশ্চ বিভাইশ্চ সত্যবাণস্ততো মতঃ।
লভ্যো বাণেশ্বরো বন্দ্যো গৌরীবরো যথোচিতঃ।
ন্যূনোচিতঃ শতানন্দো ষট্ ক্ষেম্যান্ ক্রমশঃ শৃণু॥
চণ্ডীবরো বিদ্যাধরস্তেজাইশ্চ বিভাকরঃ।
সবাইশ্চ জিতামিত্রো ডিণ্ডীন্দ্রপরিবর্ত্তিনঃ॥
মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডী চ পরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলান্তকাঃ॥" মেলমালা।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী মহকুমা নড়াইলের অন্তর্গত সারলগ্রামের কাঞ্জারি বংশের বিবরণ।

মহারাজাধিরাজ আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ছান্দড়ের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ পরিচায়ক যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার সারলে বাস করেন। তাঁহার ৩ পুত্র। গোপাল সিদ্ধান্ত, নারায়ণ তর্কবাগীশ ও শ্রীরাম পঞ্চানন (১৩শ)। গোপালের পুত্র কুমুদ ন্যায়বাগীশ ১৪। কুমুদের পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ১৫। নদীয়ার রাজা রাঘব রায়কে শিষ্য করিয়া সারল হইতে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলায় কাঁদবিলা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে ধর্ম্মদা, বহির্গাছি, সিমলা, বাগ আঁচড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীরামপঞ্চাননের বংশধরগণ সম্প্রতি খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে বাস করিতেছেন। নারায়ণ তর্কবাগীশের সন্তানগণ সারলে বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১৩। নারায়ণ তর্কবাগীশ পুত্র (১৪) গোপীনাথ তর্কাচার্য্য, হরিনাথ ও রামনাথ।

গোপী সুত রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি ও রামদেব বাচস্পতি ১৫।

রামকৃষ্ণ সুত রঘুদেব তর্কালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ, রামগোপাল ও দুর্গাদাস ১৬। রামগোপাল সুত রামরাম ১৭। তৎসুত কৃষ্ণকিঙ্কর ন্যায়ালঙ্কার, রামবল্লভ ও গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাভূষণ ১৮। কৃষ্ণকিঙ্করসুত গৌরচন্দ্র, দুর্গাপ্রসাদ ও শিবচন্দ্র ১৯।

গৌরসুত মহিমাচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২০। তৎসুত চারুচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, যদুনন্দন, সুরেশচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ২১। হরিশ্চন্দ্র সুত প্রকাশচন্দ্র ও তারাদাস ২২।

সারলবাসী কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার-বংশ।

এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥ মেলমালা।

এই কুমুদ কে? ইনি সারস-বাসী কাঞ্জারি-গোষ্ঠী সমুদ্ভূত কুমুদ ন্যায়-বাগীশ। ইহাঁরই কন্যার নাম কৌশল্যা। কুমুদের দৌহিত্র বন্দ্য রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম চক্রবর্ত্তী (সাগরদিয়া)। কুমুদ ন্যায়বাগীশ বাৎস্ত-বংশাবতংস ছান্দড় হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ।

এই স্থলে নবদ্বীপাধিপতির গুরু ধর্ম্মদহ বহিরগাছী নিবাসী কাঞ্জারি ভট্টাচার্য্য-বংশের একদেশ দেখান গেল। পাঠকগণ ইহা দ্বারা এই বংশের ধারাবাহিক ব্যক্তিবর্গের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় বুঝিতে পারিবেন।

যথা—(১৪) কুমুদ ন্যায়বাগীশ। (১৫) পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্ররামের গুরু। ইনি প্রথম রাজগুরু। (১৬) পৌত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। (১৭) প্রপৌত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহাঁর চারি পুত্র—(১৮) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামগোপাল তর্কসিদ্ধান্ত, রামকেশব তর্কালঙ্কার ও রামশরণ তর্কসিদ্ধান্ত। বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্ঠ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্টদেব।

এই চারি সহোদর ক্রমান্বয়ে বহিরগাচী, ধর্ম্মদহ, বাঘ-আঁচড়া ও শিমলা-নিবাসী। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্তানই রাজগুরু ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং রাজ-পরিবারবর্গের একতমের গুরু। ইহাঁদিগের সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

রামভদ্রের পুত্র (১৯) রামরাম তর্কবাচস্পতি, রামেশ্বর সার্ব্বভৌম, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামহরি তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ ও রামানন্দ ন্যায়রত্ন (১৯)। রামরামের পুত্র রঘুরাম তর্কবাচস্পতি ও রামশঙ্কর

বিদ্যানিধি। (২০) রামশঙ্করের পুত্র রুক্মিণীনাথ, রাধানাথ ও রুদ্রনাথ (২১)। ইহাঁদিগের উপাধি ক্রমান্বয়ে শিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন ও বিদ্যাবাচস্পতি। এই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার উপাধি তদনুসারে হইয়াছিল।

রাধানাথের পুত্র গোপীনাথ বিদ্যারত্ন (২২) রাজা শ্রীশচন্দ্রের গুরুদেব। গোপীনাথের মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার (২৩) রাজা সতীশচন্দ্রের গুরু। লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র স্মৃতিরত্ন (২৪) মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের গুরু।

(১৮) রামভদ্র-প্রমুখ রামরাম তর্কবাচস্পতি সুত রঘুরাম (২০)। পুত্র কালীকান্ত, নীলাকান্ত ও শ্রীকান্ত (২১)। নীলাকান্তের পুত্র নন্দগোপাল (২২) পৌত্র ক্ষেত্রনাথ (২৩)। শ্রীকান্তের পুত্র মধুসূদন তর্ক-পঞ্চানন সুকবি (২২)। হরিহর ও কুঞ্জ ২৩। কুঞ্জসুত নৃসিংহ প্রভৃতি। (২৪)।

রামভদ্র প্রমুখ রামেশ্বর বংশ—রঘুনন্দন ও রঘুদেব ২০। রঘুনন্দন-সুত রামতনু, রামকুমার, রামকিঙ্কর ও রামমোহন ২১। রামকিঙ্কর সুত রাম-গোপাল ২২। পৌত্র লোহারাম, খগেন্দ্র ও হরিপদ ২৩। কমলাপতি পুত্র কালীনাথ (জটায়ু) ২২। পৌত্র হরিদাস (২৩); ২০। রঘুদেব সুত কমলাপতি কাশীপতি ও রুক্মিণীপতি ২১। কাশীসুত রাধামোহন ২২। নবীন ও উমেশ ২৩।

রামভদ্র প্রমুখ রামকান্তের বংশ—রামনিধি ও রামসুন্দর ২০। রামনিধি সুত অন্নদা ২১। তৎসুত সর্ব্বেশ্বর ২২। (২০) রামসুন্দর সুত কাশীপ্রসাদ ২১। তৎসুত নিমাইচাঁদ ২২। তৎসুত তিনকড়ি ও কামাখ্যা ২৩।

রামভদ্র-প্রমুখ রামহরি-বংশ—রামলোচন, রাজবল্লভ ও রামরত্ন ২০। রামলোচন সুত রুদ্রদেব। ২১ তৎপুত্র হারাধন ও কৃষ্ণধন ২২। কৃষ্ণসুত তারক ২৩। (২০) রাজবল্লভ সুত জগন্মোহন ও দ্বারকানাথ ২১। জগন্মোহন সুত ক্ষেত্রনাথ ২২। দ্বারকানাথ পুত্র যোগীন্দ্র ও উপেন্দ্র ২২।

রামভদ্র-প্রমুখ রামানন্দ বংশ—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ২০। দত্তক-চন্দ্রিকাগ্রন্থ ইহাঁরই কৃত। তৎসুত কাশীশ্বর (২১)। ইহাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকান্ত ও শ্যামাচরণ ২২। রঘুমণির সহোদর—রঘুপতি ও কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ ২০। রঘুপতি-পুত্র বৈদ্যনাথ, শ্যামাচরণ ও নীলকমল ২১। বৈদ্যনাথ সুত হরিমোহন, যদুনাথ ও নবীন ২২। শ্যামচরণ সুত রাধিকানাথ ২২। পুত্র কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন ২৩। (২১) নীলকমল সুত বিনোদ ২২। হরিমোহন সুত মনোমোহন ও রামচন্দ্র ২৩। নবীন সুত কালিদাস প্রভৃতি ২৩।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের গুরু রামশঙ্কর চূড়ামণি। রাজা শিবচন্দ্রের গুরু রামরাম তর্কবাচস্পতি।

কুমুদ ন্যায়বাগীশের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

ছান্দড় (মূল) ১। তৎসুত **নারায়ণ**—কাঞ্জারি বংশের আদিপুরুষ ২। ইনি ছান্দড়ের নিকট '**হরিনারায়ণ**' এই নামে আখ্যাত হইতেন। এবং নিজের সাগ্নিক ক্রিয়া ও সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি জন্য 'মাধব' এই রাজ্যাশ্রিত নামেও কীর্ত্তিত হইতেন। ইনি সেই জন্য হরি, নারায়ণ ও মাধব এই তিন নামেই প্রসিদ্ধ। পুত্র বিশ্বম্ভর ৩। পৌত্র গুণাকর ৪। প্রপৌত্র শৌরি ও ধোয়ী ৫। শৌরি সুত জীয় (বা জীব) ৬। তাঁহার তিন পুত্র যথা—সাহ (সাঢ়), গুড়াকেশ ও বিকর্ত্তন ৭। বিকর্ত্তন সুত মহাদেব ৮। মহাদেব সুত হিরণ্যাক্ষ, বেদগর্ভ, কমলাক্ষ ও মনোহর ৯। হিরণ্যাক্ষ সুত নিধিপতি ১০। তৎপুত্র গুণার্ণব ১১। গুণার্ণব সুত যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার ও রঘুনাথ বিদ্যানিধি ১২। বিদ্যানিধির বংশধরগণ সেনহাটীতে বিরাজ করিতেছেন।

যদুনন্দনের এক পুত্র কবি গোপাল ১৩। গোপাল পুত্র কুমুদ ন্যায়-বাগীশ সহোদর শ্রীনারায়ণ তর্কবাগীশ ও শ্রীরাম পঞ্চানন ১৩। ছান্দড় হইতে কুমুদ ন্যায়বাগীশ পর্য্যন্ত অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসন্ন, কুমুদ ন্যায়বাগীশ হইতে ধারাবাহিক অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এই কুমুদ হইতে

ছান্দড় উৰ্দ্ধতন চতুৰ্দ্দশ পুরুষ। সুতরাং কাঞ্জারি বংশের কোন গোষ্ঠীতেই অদ্যাপি ২৮ বা ২৯ পুরুষের অধিক হয় নাই। ান্দড় ছয়হোদয় যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা তাহার একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ছান্দড় হইতে ১৮শ পুরুষ অধস্তন। তৎপৌত্র রঘুরাম বিদ্যানিধির (২০) বংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

২২। গোপীনাথের বংশ—চন্দ্রকান্ত তন্ত্ররত্ন, লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার, রতিকান্ত, দ্বারকাকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও গঙ্গাকান্ত এই ছয় সহোদর। ২৩। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ পুত্র—অক্ষয় প্রভৃতি। কেদার পুত্র দ্বিজ প্রভৃতি ও যোগেন্দ্র পুত্র কনিষ্ঠ ভবেন্দ্র প্রভৃতি ২৫। রতিকান্তের পুত্র মদনাদি ২৪। দ্বারকানাথের পুত্র নীলমণি ও রোহিণী ২৪। গঙ্গাকান্তের পুত্র প্রমথ ও মন্মথ ২৪। সূর্য্যকান্ত সুত প্রসন্ন, রজনী ও বসন্ত ২৪।

রামভদ্র-প্রমুখ ধর্ম্মদহ-নিবাসী রামগোপালের বংশের গোপীমোহন, কালীবিলাস ও কেদার ধর্ম্মদহের গুরু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর দিবাভাগের দীপশিখা মাত্র। গোপীমোহন পুরাণপাঠ ব্যবসায়ী। ইহাঁর পুত্র প্রমথমোহন। গোপীর পিতা কৃপারাম, পিতামহ রামনাথ। ১৯। কেদারের পিতা কালী-কিঙ্কর। পিতামহ রমাকান্ত। ১৯ পুত্র শৌরীন্দ্র ২০। রামগোপালের চতুর্থ পুত্র রামদুলালের (১৯) সুত রামচাঁদ, পৌত্র নারায়ণ ও কাশী ২১। রামগোপালের ৫ পুত্র রামনাথ, রামচরণ, রামরুদ্র, রামদুলাল ও রামকান্ত। রামরুদ্রের দৌহিত্র রামধন মুখোপাধ্যায়—২য় পরিশিষ্টে বলরাম ঠাকুরের ধারা দেখ (১৯)।

বাঘ-আঁচড়ার রামকেশবের প্রপৌত্রের ধারায় যে কয়েকটী মাত্র পুরুষ আছেন, তাঁহারাও নিঃস্ব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন।

শিমলার রামশরণ-বংশের ধন, মান, বিদ্যা ও গৌরব অনেকদিন ছিল; এক্ষণে নির্দ্ধনতা-হেতু পূর্ব্ব গৌরব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

১৮। রামশরণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ ও রামজয় বিদ্যালঙ্কার (১৯)।

মৃত্যুঞ্জয় সুত ষষ্ঠীদাস তর্কবাগীশ ও নিমাইচাঁদ শিরোমণি ২০। ষষ্ঠীসুত পূর্ণানন্দ, অরুণানন্দ ও যমুনানন্দ ২১। পূর্ণানন্দসুত পঞ্চানন ২২। নিমাই সুত অশোকজীবন (২১)। রামজয় (১৯) বংশে কয়েকটীমাত্র সন্তান আছে। কাঞ্জারি-বংশে অনেক স্থলে ছান্দড় হইতে ২৫।২৬ পুরুষের অধিক হয় নাই।

সারলের কাঞ্জারী রূপনারায়ণ সন্ততির একদেশ।

নারায়ণ তর্কবাগীশের ৪র্থ পৌত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। তৎপুত্র রূপনারায়ণ ও রামনায়ণ। রূপসুত কৃষ্ণরাম তর্কভূষণ, পৌত্র রামগঙ্গা বিশারদ, প্রপৌত্র তারিণীচরণ সিদ্ধান্তসাগর। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধানাথ, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র যোগেন্দ্র। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র উপেন্দ্র নাথ। রামেশ্বরসুত রামদুলাল। পৌত্র ঈশানচন্দ্র; প্রপৌত্র অবিনাশ।

নারায়ণ তর্কবাগীশের অধস্তন ৫ম পুরুষ—দুর্গানন্দ, তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ, পৌত্র চন্দ্রনারায়ণ, প্রপৌত্র রামচরণ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র শশিভূষণ। নারায়ণ তর্কবাগীশের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ অচ্যুতানন্দ—তৎপুত্র রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ। পৌত্র রামচন্দ্র, প্রপৌত্র প্রিয়নাথ ও বৃদ্ধপ্রপৌত্র মহেন্দ্র। নারায়ণের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামবল্লভ, তৎপুত্র ভবানীপ্রসাদ, পুত্র অভয়াচরণ, প্রপৌত্র অক্ষয়-কুমার। ঐ ৭ম পুরুষের একতম গঙ্গানারায়ণ পুত্র কালীপ্রসাদ, পৌত্র মদন চন্দ্র, প্রপৌত্র উমেশচন্দ্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভুবনমোহন।

সারলবাসী কাঞ্জারি ভট্টাচার্য্য বংশের তালিকাদ্বয় নবদ্বীপাধিপতি পরমকল্যাণ ভাজন্ শ্রীমান্ মহারাজা—ক্ষিতীশ চন্দ্রের সভাসদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত।

বাৎস্যে ছান্দড়-প্রমুখ ঘোষাল বংশ

ছান্দড় ১। ইহাঁর-সুত সংখ্যা এগার। তন্মধ্যে সুরভি (২) ঘোষাল-বংশের আদিপুরুষ। পুত্র পিঙ্গল ৩। তৎ-সুত শিরঃ, পাম্নু, বিশ্বরূপ এবং মদন ৪। শিরঃ-সুত উধ ৫। তৎপুত্র পশুপতি ও কোঁচ ৬। কোঁচ-সুত আভ ৭। তৎপুত্র গদ, পশু, গেঁথো বা শেঁখো, মার্কণ্ডেয়, গোপী, পীতাম্বর, পুরো ও নখ ৮। পশু-সুত তেঁই, রুদ্র, হিঙ্গন ও ত্রিলোচন ৯।

পাম্নু-সুত শতানন্দ ও সুরানন্দ ৫। সুরানন্দ-সুত হাড়, বিষ্ণু, নারায়ণ, মক (মকরন্দ), বাহু ও উক ৬। হাড়-সুত গরুড়, দৈত্যারি, কেশব এবং কুশধ্বজ ৭। গরুড়-সুত নৃসিংহ ৮। তৎসুত ত্রৈলোক্যনাথ, রঘুনাথ ও জানকীনাথ ৯।

দৈত্যারি-সুত শুক্লাম্বর ও পীতাম্বর ৮। শুক্লাম্বর-সুত মধু। মধু-সুত রঘুনাথ, জনার্দ্দন, ও মাধব ১০। রঘু সুত রাজারাম, তিলকরাম, বলরাম, কৃষ্ণহরি এবং রাম প্রভৃতি ১১।

ঘোষাল-বংশের গদ-সন্তানগণ ডুমুরিয়া বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ডুমুরিয়া গ্রাম নদিয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত কাশীপুরের নিকট। উভয় গ্রাম ডুমুরিয়া কাশীপুর বলিয়া একত্র খ্যাত। গদ-সুত হরি, সঙ্কেত এবং সুদর্শন ৯। হরি-সুত গৌতম ১০। তৎপুত্র উদ্ধরণ, বিশ্বম্ভর, নৃসিংহ ও কামদেব ১১। উদ্ধরণ-সুত রাঘব ১২। বিশ্বম্ভর সুত সদানন্দ, শ্রীধর ও ব্যাপক ১২। কামদেব সুত শঙ্কর (১২)।

পশুপতির সন্তানগণ কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কলিকাতাকে আমরা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। অন্ততঃ ন্যূনকল্পে আটশত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন। পশু সুত হিঙ্গন ৯। তৎপুত্র বিনায়ক ও মহী ১০। বিনায়ক সুত গৌরী (ভঙ্গ),

গ্ধৌ, লৌ এবং শ্রীপতি ১১। শ্রীপতি সুত মাউ ১২। সুত গোবৰ্দ্ধন, পুরো, কন্দ, নিম, গণ এবং জন ১৩।

তেঁই সুত সূৰ্য্য, কৃষ্ণ, উদয়ন ও বনমালী ১০। কৃষ্ণ সুত নৃসিংহ, বৈকুণ্ঠ, শূলপাণি, উদয়ন, মাধব এবং শঙ্কর ১১।

নৃসিংহ-সুত শ্রীধর, রাম এবং দুর্গাবর ১২। শ্রীধর সুত বিপ্রদাস ১৩। বিপ্রদাস সুত বিষ্ণুদাস ১৪। তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ১৫। পুত্র অনন্ত ও যদু ১৬। দুর্গাবর সুত গৌরীবর ও বৈকুণ্ঠ ১৩। বৈকুণ্ঠ সুত বিজয়, নিত্যানন্দ ও গর্ভেশ্বর ১৪। বিজয় সুত বাচস্পতি ও গোপীনাথ ১৫। বাচস্পতি সুত সোমনাথ, ভবনাথ এবং নীলকণ্ঠ ১৬। ভব সুত নন্দ চক্রবর্ত্তী ও লক্ষ্মীনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭।

ঘোষাল শেঁখো বা গেঁথো বংশ, কলিকাতা।—ইহাঁরাও কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া পরিচিত। শেঁখো সুত শিব, মঙ্গল এবং মহী ৮। শিব সুত সাগর এবং গণপতি ৯। সাগর সুত কুলপতি, দুর্গাবর, কিনু, পুর এবং দাম ১০। মঙ্গল সুত কুবের এবং বাসু ৯। কুলপতি সুত গদাই, জগন্নাথ এবং রাম ১১। রাম সুত বলাই ১২। তৎপুত্র রাঘব ১৩। সুত রতিকান্ত প্রভৃতি ১৪। রতি সুত কুবের, সুবিন্দ এবং কৌশিক ১৫। কুবের সুত পুর, ধৃত ও পৃথ্বীধর প্রভৃতি ১৬। দাম সুত অনন্ত ১১। তৎপুত্র গোবিন্দ প্রভৃতি ১২। মহী-সুত দানপতি এবং সুধাকর ৯।

পশুপতি সুত ত্রিলোচন (৯) বংশ।—ত্রিলোচন সুত কৃষ্ণ, সূৰ্য্য উদয় ও বসন ১০। উদয় সুত তনু, সুরাণ, শুভদ, ঈশ্বর, অমর, জটাধর ও বনমালী ১১। তনু সুত পরম ও বিশ্বনাথ ১২। বিশ্বনাথ পুত্র কংসারি মিশ্র ও ঘোষাল ১৩। ইহাঁদিগকে সৰ্ব্বানন্দ উপাধিতে আহ্বান করিত। ইহাঁরা আড়িয়াদহের ঘোষাল বলিয়া পরিচিত, সৰ্ব্বানন্দী মেলের কুলীন।

কংসারির পুত্র ঘোষঘুষী বা সুঘোষ, রামাচাৰ্য্য ও ভুবনাচাৰ্য্য ২৪।

সুঘোষ পুত্র শ্রীকর মিশ্র, রঘু, শ্রীধর ও রাঘব ১৫। রঘুর পুত্র বল্লভাচার্য্য ১৬। তৎপুত্র ভবানীদাস, শিবরাম ও রাঘব ১৭। লোকে ইহাঁকে নবম রাঘব কহিত। শ্রীধর পুত্র অনন্ত, গোপীকান্ত ও জনার্দ্দন ১৭। গোপীকান্ত সুত বলরাম ও রামকৃষ্ণ ১৮। রামকৃষ্ণ পুত্র বিষ্ণুদেব ১৯। বিষ্ণু সুত কৃষ্ণদেব ২০। তৎপুত্র কন্দর্প, রামদুলাল ও জগন্নাথ ২১। কন্দর্প সুত কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র ২২। ইহাঁরা খিদিরপুরের ভূকৈলাস বাসী। কৃষ্ণচন্দ্র সুত জয়নারায়ণ ২৩। পুত্র কালীশঙ্কর ২৪।

ভূকৈলাসের ঘোষাল-বংশ।

কন্দর্প-প্রমুখ কালীশঙ্করের (২৪) ধারা।

পুত্র কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত ২৫। সত্যপ্রসাদ সুত সত্যজীবন ২৬। সত্যকিঙ্করের কন্যাদ্বয় সাবিত্রী ও সতী ২৬। সত্যচরণের দুই পুত্র, সত্যানন্দ ও সত্যসত্য ২৬। সত্যানন্দ সুত সত্যশ্রী, সত্যনিধি, সত্যসেবক ও সত্যমোহন এবং দুই কন্যা সত্যবাণী ও সত্যজ্ঞানী ২৭। সত্যশ্রীর পুত্রের নাম সত্যশান্তি ২৮। সত্যমোহনের পুত্রের নাম সত্যবিজয় ২৮।

সত্যসত্য ২৬। সুত সত্যশঙ্কর, সত্যবাদী, সত্যভানু, সত্যধ্যান ও সত্যহর্ষ ২৭। সত্যপ্রসন্ন ২৫। সুত সত্যরঞ্জন ও সত্যকৃষ্ণ ২৬।

গোকুল ঘোষাল ২২। ইহাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র বৃন্দাবন, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার নাম রাধামণি ২৪। চৈতল চন্দ্রশেখরের ধারা তারাকিঙ্কর চট্টো-পাধ্যায়ের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। রাধামণির ধারায় নবচন্দ্র ২৫। তৎপুত্র

অতুল, প্রতুল, অনুকূল ও সানুকূল চট্টোপাধ্যায় ২৬—(৩য় পরিশিষ্ট ১৪১—১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গোকুলচন্দ্র ঘোষালের অন্য চারি পুত্র ও কন্যা নিরপত্য।

সত্যভক্ত (২৫) নিঃসন্তান। ইহাঁর পত্নীর নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী। ইনি চন্দননগরে অবস্থানপূর্ব্বক পতি ও শ্বশুরাদির স্বর্গ-কামনায় নিরন্তর যথাসাধ্য সৎকার্য্য দ্বারা বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মান-রক্ষা এবং অতিথি, অনাথ ও নিরন্নদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন।

শিমলাল বংশ।

ছান্দড়ের শিমলাল-গোষ্ঠীর একদেশমাত্র। যথা—ছান্দড় (১)। **কবি (শিমলাল)**। (২)। ভয়াপহ (৩)। কিরণ (৪)। গৌতম (৫)। কর্ণবাল, দয়া ও দশরথ (৬)। কর্ণবাল পুত্র গঙ্গাধর, বিকর্ত্তন, রবিকর ও রজনী (৭) গঙ্গাধরপুত্র ভগীরথ, মহীমণ্ডল, চন্দ্রচূড় ও শুক্লাম্বর (৮)। ভগীরথ-সুত রাম, অচ্যুত, ধর, ধীর ও গোবিন্দ (৯)। রাম-সুত রুদাই বা রুদ্র, লবাই ও কুশাই (১০)। লবাই-সুত সাগর হাজরা (১১)। পৃথ্বীধর (১২)। বাণী ও বলাই (১৩)। বলাই সুত জগাই ও সোমনাথ (১৪)। জগাই-সুত মদন, কেশব ও অঙ্গদ (১৫)। মদন-পুত্র গঙ্গারাম, গোবিন্দও কৃষ্ণ (১৬)। গঙ্গারাম-পুত্র রাজারাম, ভবানী, শিব ও দুর্গা (১৭)। রাজারাম-সুত নিধি (১৮)।

(১৪) সোমনাথ পুত্র বাগু হাজরা (১৫)। বাগু পুত্র রামকৃষ্ণ, হরিরাম ও রাজারাম (১৬)। রামকৃষ্ণ পুত্র শ্যাম, পাণ্ডু, কৃষ্ণ ও রাজু (১৭)। শ্যাম-সুত বেণী, ঘনু ও দ্বারকা (১৮)। (সর্ব্বেবিদ্যাবিশারদাঃ)

(১০) রুদ্র-সুত বিষ্ণু, চক্রপাণি, চতুর্ভুজ, শঠাই, লম্বোদর ও অর্জ্জুন (১১)। বিষ্ণু পুত্র শ্রীমান্ (১২)। তৎপুত্র **মধুসূদন** হাজরা * (ইহাঁর

---

* "রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ।" মেলমালা।

অধস্তন সন্তানেরা মধুস্থদন হাজরার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন). কৃষ্ণ ও দমনক (১৩)। মধুস্থদনের পুত্র মকরন্দ, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম ও যদুনন্দন (১৪)।

(১৪) মকরন্দ স্থত শ্রীরত্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দ (১৫)। শ্রীকৃষ্ণ স্থত শঙ্কর ও গন্ধর্ব্ব (১৬)। শঙ্কর-স্থত কন্দর্প, মদন, রূপ ও শ্যাম (১৭)। সর্ব্বেঽপি ন্যায়ভূষণসংজ্ঞতাঃ।

(১৬) গন্ধর্ব্বস্থত রামজীবন, রামশরণ, হরিরাম, অভিরাম (১৭)। তর্কাদিশাস্ত্রৈরুপশোভিতা এতে।

(১৪) নারায়ণ পুত্র রামগোবিন্দ (১৫)। উদয়, রামদেব ও রামচন্দ্র (১৬) এতে বেদান্তাদিবিদ্যাবিচক্ষণাঃ।

(১৪) ত্রিবিক্রম স্থত স্থমেরু ও শিব (১৫)। শিব স্থত চাঁদ ও কার্ত্তিক (১৬)। চাঁদ স্থত শ্রীনারায়ণ, লক্ষ্মী, ইন্দ্র ও রাজারাম (১৭)। স্মার্ত্তাঃ সর্ব্বেপ্রকীর্ত্তিতাঃ।

(১৫) স্থমেরু স্থত শেখর, কানু ও ভগবান্ (১৬)। ভগবান্-স্থত মাধব (১৭)। শ্রীগর্ভ ও কাশী (১৮)। শ্রীগর্ভ-স্থত রামচন্দ্র (১৯)। রঘুনন্দন, রাজবল্লভ ও বলাই (২০)। রঘুনন্দন স্থত রাজারাম, অনন্তরাম, রামরাম ও রামশরণ (২১)। রাজারাম স্থত রত্নেশ্বর ও রূপরায় (২২)। রত্নেশ্বর স্থত শঙ্কর ও দয়ারাম (২৩)। তান্ত্রিকাঃ পৌরাণিকাশ্চ সর্ব্বে।

(২২) রূপরায়-স্থত ধরণীধর ও অনন্তরাম (২৩)। অনন্তরাম স্থত রাম-গোবিন্দ, মহাদেব ও রামকিশোর (২৪)। রামগোবিন্দ স্থত রাধাকান্ত, রামগোপাল, রামদুলাল, মাণিক ও রামজীবন (২৫)। জ্যোতির্বিদ্যাবিচক্ষণা এতে।

(১৪) মহাদেব স্থত কাশীনাথ (১৫)। যদুনন্দন পুত্র নিঃশঙ্ক ও স্থবুদ্ধি (১৫)। নিঃশঙ্ক-পুত্র গোপাল, কমল, গোপী ও হাড় (১৬)। গোপাল

অকৃতদার। কমল বিদেশস্থ। পোপী অপুত্রক; হাড় নির্ব্বংশ। পর্য্যায় ১৬শ এতে সার্ব্বভৌমাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

(১৫) সুবুদ্ধি সুত উমাপতি (১৬)। গঙ্গাদাস (১৭)। অভয় ও লক্ষ্মী (১৮)। অভয় সুত রামগোপাল (১৯)। তৎসুত রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ (২০)। কাব্যেষু কবিরাজো বিশেষণৈঃ।

রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণবল্লভ সিদ্ধান্তবাগীশ নদিয়া জেলার মহেশপুর গ্রামে আবাস গ্রহণ করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির গুরুর অধ্যাপক হয়েন। তৌহি সর্ব্বশাস্ত্রপারগৌ।

কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র, রূপরাম ও গঙ্গাধর (২১)। রূপরামসুত ইন্দ্রনারায়ণ (২২)। রামনিধি, কালী ও কাশীনাথ (২৩)। রামনিধির পুত্র রামধন ও ভোলানাথ (২৪)। রামধনের পুত্র গোপাল ২৫। তৎসুত যজ্ঞেশ্বর ২৬শ। ভোলানাথসুত বিজয় (২৫)।

(২৩) কাশীনাথ সুত আনন্দ, গদাধর, মদন, গৌর, পরাণ ও মাধব (২৪)। আনন্দ সুত উপেন্দ্র (২৫)। (২১) গঙ্গাধর সুত বলরাম, চন্দ্রশেখর ও রামকিশোর (২২)। বলরাম পুত্র সদাশিব ও নীলমণি (২৩)। সদাশিব সুত কৃষ্ণমোহন, বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ (২৪)। কৃষ্ণমোহন পুত্র বিহারী ও কালীবিলাস (২৫)। কালীবিলাসসুত জিতেন্দ্র, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ২৬। (২২) চন্দ্রশেখর সুত হরকুমার (২৩)। গিরিশ (২৪)। (২২) রামকিশোরের পুত্র রামকুমার (২৩)। কালীপ্রসন্ন (২৪)। (২০) রমাবল্লভ-প্রমুখ রাজেন্দ্র (২১) বংশ—রামচন্দ্র (২২)। রামচন্দ্র সুত রামশরণ, রামচরণ, রামভদ্র, রামকান্ত ও নীলকণ্ঠ (২৩)। রামচরণ সুত কাশীনাথ (২৪)। তৎপুত্র তারণ (২৫)। কন্যা সৌদামিনী (২৬)। দৌহিত্র ষষ্ঠীদাস বন্দ্যো (২৭)। কাশীনাথের সহোদর বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও বৈদ্যনাথ (২৪)। (২৪) বিশ্বনাথ সুত পীতাম্বর (২৫) পুত্র দুর্গানন্দ ২৬। পৌত্র ক্ষেত্রনাথ

(২৪) বৈদ্যনাথ সুত কৃষ্ণমোহন ২৫। পৌত্র শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ ২৬। প্রপৌত্র কুমারীশ ২৭। তৎপুত্র ননী, বিভূতি ও ফকির পর্য্যায় ২৮শ। (২৩) নীলকণ্ঠের পুত্র রামকৃষ্ণ ও শ্রীহরি (২৪) নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণের পুত্র গোবিন্দ বা তিতু ২৫। তিতু সুত ধ্রুবানন্দ ২৬। পুত্র জ্ঞানানন্দ, মনোমোহন, সুখানন্দ ও সত্যানন্দ ২৭। জ্ঞানসুত সুধীর ২৮। রামভদ্র বা রামকান্তের পুত্র রামজয় (২৪) বংশাভাব।

(২০) রমাবল্লভ-বংশ—রঘুনন্দন, রাজেন্দ্র, মহাদেব ও মধুসূদন (২১)। (২১) মধুসূদন সুত রামরাম তর্কপঞ্চানন ২২। কালীশঙ্কর, রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত, কমললোচন ন্যায়ভূষণ ও পদ্মলোচন ২৩। কালীশঙ্করের পুত্র রামকিঙ্কর ও রাধামাধব ২৪। রামকিঙ্কর সুত ভোলানাথ, রামকানাই ও শ্রীনায়ক ২৫। ভোলানাথ সুত নৃসিংহ, হরিদাস ও যদু ২৬। যদুর দুইটী পুত্র, যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র। ২৬শ। নগেন্দ্রসুত নাম অজ্ঞাত। (২৪) রাধামাধব সুত গঙ্গাদাস ও অঘোর ২৫। অঘোর সুত শিবদাস ২৬শ।

২৩। রামলোচন পুত্র **কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী** (সংক্ষিপ্ত জীবনী পরে দ্রষ্টব্য), পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, রমেশ ও শ্রীপতি ২৪। শ্রীপতি নিঃসন্তান। কৃষ্ণানন্দের পুত্র কাশীপতি, উমাপতি ও সীতাপতি শিরোমণি (২৫)। (২৪) পরমানন্দ সুত রঘুপতি ও শীতলচন্দ্র ২৫। শীতলচন্দ্রের পুত্র শশী ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্; (২৬)।

(২৪) রমেশ পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও **৺লালমোহন বিদ্যানিধি** ২৫। পূর্ণচন্দ্র মৃত-পুত্রক; ইহাঁর মৃত পুত্রের নাম ভূধর ও তারক ২৬। পূর্ণচন্দ্রের কন্যা নির্ম্মলা দেবী। জামাতা লালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, মুংফুং বিষ্ণু-ঠাকুরের ধারায়, কৃষ্ণজীবন মুখোর পাল্টী—নিবাস জয়পুর, জেলা যশোহর। লালমোহনের পুত্র কন্যাগণের পরিচয়াদি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী পরে দেওয়া হইয়াছে।

২৩। কমললোচন পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর, রাধামোহন ও কালিদাস ২৪। কৃষ্ণকিঙ্করের দত্তক পুত্র কেদার ২৫। পুত্র যামিনী, মাণিক ও মাখন ২৬। যামিনীর পুত্রের নাম হাজরা ও সরসীমোহন ২৭।

২৪। রাধামোহন পুত্র শ্রীধর ২৫। বিধু, কালাচাঁদ, নিশি ও রাজেন্দ্র ২৬। বিধুসুত অমূল্য ২৭। (২৪) কালিদাস নিঃসন্তান। (২৩) পদ্মলোচন পুত্র ব্রজমোহন, মদনমোহন, দুর্গাদাস শিরোরত্ন ও চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কার ২৪।

ব্রজের পুত্র হরি, গোপী, জগ, রাজ ২৫। হরির পুত্র ভব ২৬। ভব নিঃসন্তান মৃত। ২৪। মদনমোহন সুত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষাধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ২৫। পঞ্চাননপুত্র শিবপদ ২৬।

শ্রোত্রিয়গণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী; ষট্‌কর্ম্মশালী ও কুলক্রিয়ান্বিত এবং বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সৌজন্যাদি সদ্‌গুণে কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজে বিশেষ বিখ্যাত। এই বংশের অনেকেই দীর্ঘজীবন পাইয়াছেন। কেহ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়াছিলেন। মহেশপুর নিবাসী রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের প্রথম পুত্র পরম পণ্ডিত **৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি** ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে লোকান্তরিত হয়েন; ইহা অনেকেই অবগত আছেন। রামধন ও ভোলানাথ চিরকাল স্বচ্ছন্দ-শরীরে বিরাজ করিয়াছেন। উভয়েই নবতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্য-জ্ঞানে কথা কহিয়াছিলেন। মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যেরা মধুসূদন হাজরার সন্তান। বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণানন্দের জন্ম হয়। অতি শৈশবে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তাঁহার বিমাতা আপন পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। উপনয়নের পরই কৃষ্ণানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত "বুনা রামনাথের" নিকট অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য অলঙ্কার ও ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের পর রামনাথের মৃত্যু হইলে, তিনি নবদ্বীপস্থ স্মার্ত্তপ্রধান গঙ্গাধর শিরোমণির নিকট সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পাঠ

সমাপনান্তে “বিদ্যাবাচস্পতি” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী করিয়া তিনি অধ্যাপনাদি করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই তিনি “অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য পরিশিষ্ট” নামক উপাদেয় পুস্তকখানি রচনা করেন। বাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মহারাজকে শ্রবণ করান। মহারাজ সংস্কৃতজ্ঞ ও অতিশয় সংস্কৃত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রস-ভাবপূর্ণ কতিপয় কবিতা শ্রবণে কৃষ্ণানন্দের অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে “সরস্বতী” উপাধি দিয়া রাজসভাসদ্ পণ্ডিত করিয়া রাখিলেন।

নিজগ্রামে কোন অসুবিধা হওয়ায় তিনি কিছুদিন শ্রীরামপুরে বাস করেন। শেষ বয়সে নিজগ্রাম ও শ্রীরামপুর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার আশায় তিনি নবদ্বীপের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে ধর্ম্মদহ গ্রামে বাস করেন। ৯৭ বৎসর বয়ক্রমে তিনি পরলোক গমন করেন। সীতাপতি ভট্টাচার্য্য শিরোমণি তাঁহার পুত্র এবং এই গ্রন্থ প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতীর তুল্য মহাকবি ভারতে কেহ এ পর্য্যন্ত জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই। একাধারে কবিত্ব এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা কোন কবির দেখা যায় না।

সুবন্ধু, বাণভট্ট ও কবিরাজ এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত বক্রোক্তি-নিপুণ চতুর্থ ব্যক্তি নাই। কিন্তু আমরা কেবল বক্রোক্তি নিপুণ চতুর্থ ব্যক্তির দর্শন পাইয়াছি এমন নহে, পদে পদে শ্লেষ-বক্রোক্তি-নিপুণ অদ্বিতীয় মহাকবি দৃষ্টিগোচর করিতেছি। সমগ্র ব্যাকরণ-রচনায় কাব্য-রচনা; কে জানে যে ঐ কাব্য-মধ্যে ব্যাকরণ-প্রতিপাদ্য সমস্ত বস্তু অক্ষুণ্ণভাবে আছে, অথচ কাব্যাংশের রসাদির কিঞ্চিন্মাত্রায়ও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, অপিতু সর্ব্বত্র মাধুর্য্য

আছে। ব্যাকরণের কাঠিন্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। সমুদয় শাস্ত্র তদীয় হস্তামলকবৎ পরিদৃশ্যমান ছিল। *

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ নাট্যপরিশিষ্টের দুইটী সূত্রের উল্লেখ করা গেল। যথা—

হল্‌সন্ধি।

নির্ব্বস্তুশ্চুচুনাশেন বা পরং যাপয়েদ্দিনম্।
সচ্চিত্তস্য মৃতং তদ্ধি মৃতস্তু মৃতমেব তৎ ॥ ৪ ॥

টীকা।—নির্ব্বেতি। নির্ব্বস্তুঃ নাস্তি ভক্ষ্যং যস্য তাদৃশঃ কশ্চিৎ সুবোধো জনঃ চুচুনা শুশুনীতিখ্যাতজলজশাকবিশেষেণ অশেন ভক্ষ্যেণ বা বরং দিনং যাপয়েৎ, তস্য তদেবামৃতং অযাচিতলব্ধত্বাদমৃতম্। যৎ মৃতং যাচিতং ধনং তন্তু তমেব মরণতুল্যমেব মানক্ষতিকরত্বাদিতি ভাবঃ। (কুচন্দ্রাস্ত্রী না তু চুচুঃ সুনিষণ্ণক-শাককে ইতি শব্দাব্ধিঃ, দ্বে যাচিতাযাচিতয়োর্যথা-সঙ্খ্যং মৃতামৃতে ইত্যমরঃ।)

ব্যাকরণপক্ষে—নির্ব্ব ইতি অনাবরণকর্ত্তুঃ সম্বোধনম্। বরমিত্যাদিকমুদাহরণঘটিত-বাক্যত্বেন সার্থকম্। মধ্যে সূত্রম্। স্তু ১। শ্চু ১। চুনা ৩। শেন ৩। বা ১। সৎ-চিৎ। স্তু শ্চু চুনা শেন বা। সকারতবর্গৌ শকারেণ চবর্গেণ বা যোগে শকারচবর্গৌ ক্রমাৎ স্যাতাম্। সচ্চিৎ ॥ ৪ ॥

অজন্ত পুংলিঙ্গ।

লঘুনদ্যুত্তরে ধ্যাংশঃ পূর্ব্বং নশ্যতি ধীভৃতঃ।
উত্তরেয়ং কথমিমং যোষিন্মায়ামহানদম্ ॥ ৫ ॥

টীকা।—লঘ্বিতি। লঘুনদ্যুত্তরে লঘুঃ ক্ষুদ্রা যা নদী তস্যা উত্তরে পারগমনে ধীভৃতো বুদ্ধিমতোঽপি জনস্য পূর্ব্বম্ উত্তরণাৎ পূর্ব্বকালে ধ্যাংশঃ বুদ্ধ্যংশো নশ্যতি ভয়াদিতি ভাবঃ। যোষিন্মায়ামহানদমিমম্ কথম্ উত্তরেয়ম্।

ব্যাকরণপক্ষে—ধীভৃত ইতি সুধিয়াং সম্বোধনম্। উত্তরেত্যাদিকম্ উদাহরণম্। লঘু-নদী উত্তরে ৭। ধি ১। (অম্‌শসোঃ পূর্ব্বম্) অংশঃ ১। পূর্ব্বং ১। নশ্যতি। সূত্র—লঘুনদ্যুত্তরে ধ্যাংশঃ পূর্ব্বং নশ্যতি। হ্রস্বান্নদীসংজ্ঞকাচ্চ উত্তরস্থিতো ধি অম্‌শসোঃ পূর্ব্বঞ্চ নশ্যতি লোপমাপ্নোতি। ইমং নদম্ ॥ ৫ ॥

তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকার যে পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-ব্যঞ্জক। তদীয় অলঙ্কারগ্রন্থও এক অদ্ভুত পদার্থ। এখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। উহা উক্ত বাচস্পতি সরস্বতী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সীতাপতি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য দাদা মহাশয় তদীয় পিতৃদেবের অর্থাৎ মজ্জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কোন প্রিয় ছাত্রের নিকট দিয়াছিলেন, তিনি অদ্যাবধি তাহা মুদ্রাঙ্কনও করিলেন না এবং পুস্তকখানি আমাদিগকে প্রত্যার্পণও করিলেন না। সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও এই অলঙ্কার-গ্রন্থ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহোদয় উহা ছাপাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য সরস্বতীর লোকান্তর-হেতু ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করেন নাই।

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় নাট্যপরিশিষ্টের শব্দখণ্ড, কারক, সমাস ও সনন্তাদি প্রকরণ পৃথক্‌ভাবে সটীক মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে স্বয়ং বিতরণ করেন। অধুনা নাট্যপরিশিষ্টের সমগ্র ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গুরুভার বাওয়ালী (জেলা ২৪ পরগণা) নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর মণ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদপাত্র। উক্ত মহোদয় নাট্যপরিশিষ্ট-মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সভাসদ্ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া লিখিয়াছেন যে, নাট্যপরিশিষ্টের যে যে স্থলে টীকা ছিল না, তথায় ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজসরণী নামক টীকা করিয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা সমাধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ কথাটী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষে শোভা পায় নাই।

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি নিজ-কৃত অন্তর্ব্যাকরণ নামক নাট্যপরিশিষ্টের টীকা নিজে না লিখিলে কোন ব্যক্তিরই তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। তৎকৃত

নাট্যপরিশিষ্টের শব্দখণ্ড, সমাস, কারক ও সমস্ত প্রকরণ গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে, পণ্ডিত-মণ্ডলীতে এবং বিলাতের অনেক স্থানেই আছে। তাঁহারা দেখিবেন যে অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রাজসরণী টীকার কথাটা অলীক। তবে যদি ন্যায়রত্ন মহাশয় কহিতেন যে, যেখানে মুগ্ধবোধের সূত্রের উল্লেখ আছে, সেইখানে পণিনির সূত্র-সমাবেশ কার্য্যটী তাঁহা দ্বারা সমাহিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হইত না। মহাকবির কীর্ত্তি-বিলোপ করা পণ্ডিত বা ভদ্রের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। কৃষ্ণানন্দের স্বরচিত টীকা না পাইলে সহস্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সমবেত হইলেও নাট্যপরিশিষ্টের ব্যাকরণ ও কাব্যাংশের তাৎপর্য্য পৃথগ্‌ভাবে এবং অক্ষুণ্ণরূপে সমাধান করিতে কেহ সমর্থ হইতেন না। পূর্ব্বপ্রকাশিত নাট্যপরিশিষ্ট যাঁহাদিগের নয়নপথে পড়িয়াছে, তাঁহারা রাজসরণীর কথায় উপহাস করিবেন।

সারোলের কাণ্ডারি শ্রীহরিকুমুদ ন্যায়বাগীশের বংশাবলী।

রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, রাম তর্কবাচস্পতি, রাজেন্দ্র সার্ব্বভৌম ও রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি।

২য় পুত্র রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সুত সংখ্যা ছয়—জয়দেব তর্কবাগীশ, পরমানন্দ তর্কালঙ্কার, জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য, গদাধর, মহাদেবাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গাধর পঞ্চানন। জয়দেব সুত জগদীশ ভট্টাচার্য্য, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

জেলা যশোহরের অধীন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের শিঙ্গিয়া ষ্টেশনের পরপারে জঙ্গলাধাল গ্রাম নিবাসী

হরিনারায়ণ সুত আনন্দীরাম ৪। তৎসুত রামদুললাল, রামনিধি, রামচরণ এই তিন সহোদর ও পক্ষান্তরে রামরতন, রামচন্দ্র এই দুই সহোদর

৫। রামনিধি সুত ব্রজনাথ, প্রাণনাথ, বিশ্বনাথ, পার্ব্বতীনাথ, দিগম্বর ও মদন-মোহন ৬। প্রাণনাথ সুত শ্রীনাথ ৭। তৎসুত অম্বিকাচরণ ও বিপিনবিহারী ৮।

বিপিনবিহারীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে বড়টীকে পাঁচু বলিয়া ডাকে, সম্ভবতঃ পঞ্চানন নাম। ২য় মতিলাল। ৩য় নাম অজ্ঞাত। হরিনারায়ণের বংশ মধ্যে কেবল মাত্র বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন, অন্য কাহারও বংশ নাই।

রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য ৩। সুত কালীশঙ্কর ৪। তৎসুত বিষ্ণুরাম, হরিহর, রামগোপাল ও রঘুনাথ ৫।

বিষ্ণুরাম সুত রামনারায়ণ, তৎসুত কাশীনাথ। হরিহর সুত কৃষ্ণমোহন ৬।

রামগোপাল সুত রামমোহন, দুর্গাপ্রসাদ, তিলকচন্দ্র। দুর্গাপ্রসাদ সুত আনন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র ও কালীকুমার।

৭। ঈশ্বরচন্দ্র সুত সীতানাথ, যদুনাথ, চন্দ্রকান্ত ও গোপালচন্দ্র।

৮। সীতানাথ সুত গঙ্গাপ্রসাদ ও ফণিভূষণ ৯।

৩। জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বংশ মধ্যে সীতানাথ ও সীতানাথের পুত্রদ্বয় এবং চন্দ্রকান্ত ও গোপালচন্দ্র ভ্রাতাদ্বয় বর্ত্তমান আছেন।

দ্রষ্টব্যঃ—এই তালিকা ২১—২৬ পৃঃ উল্লিখিত সারলবাসী কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার বংশের সহিত সামঞ্জস্য করিলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের ধারা বুঝা যাইবে। সব ধারাগুলির বংশ-পরিচয় না পাওয়ায় একত্র সন্নিবেশ করা গেল না। পূর্ব্বতন সংস্করণে সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে যাহা ছিল অবিকল তাহাই মুদ্রিত হইল। ভবিষ্যতে এই বংশাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা পাইলে পুস্তকের যথাস্থানে মুদ্রিত হইবে; এবং অধুনা এই বংশের কাহারা বর্ত্তমান আছেন এবং কাহারা নাই বংশবিস্তারাদির পরিচয়-সহ বংশ মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপাদিও তৎকালে জানা যাইবে। এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে হরিকুমুদ বা কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার একই ব্যক্তি।

রাঢ়ী শ্রেণী বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের পূতিতুণ্ড বা পূতভুণ্ড বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে, অতিবৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণ সেন রাজধানী নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলাস্থিত সুবর্ণ গ্রাম বা সোণার গাঁ গমন করেন। মহারাজার গমন-কালীন, তাঁহার সভাসদ পঞ্চ পণ্ডিত মধ্যে আর্য্যাসপ্তশতী গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি তীর্থ ভ্রমণান্তে রাজধানীতে আগমন করিয়া, মহারাজার নবদ্বীপ ত্যাগ, জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনরায় পশ্চিম বঙ্গে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সোণার গাঁ গমন করেন। বখ্‌তিয়ারের দল উহা জানিতে পারিয়া, বুলবনকে সদলবলে প্রেরণ করেন। উহারা পূতিতুণ্ড গোবর্দ্ধনকে তাড়া করিলে তিনি বাকলা সুন্দরবনে (বর্ত্তমান বরিশাল জেলায়) আগমন করেন। তৎপরে স্বপ্নাদেশ মতে ঘর্ঘরা নদী হইতে ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয় গুপ্ত রচিত পদ্মপুরাণ, মনসা দেবীর ঘট, প্রকাণ্ড চোরযুক্ত শঙ্খ এবং অন্যান্য পূজোপকরণ সামগ্রী উত্তোলন করিয়া উক্ত **ফুল্লশ্রী** গ্রামে মনসা দেবীর ঘট স্থাপনা করেন। অদ্যাপি ফুল্লশ্রী গ্রামে উক্ত মনসা মন্দির প্রত্যক্ষ দেবী মন্দির বলিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

ফুল্লশ্রী মনসা মন্দিরে সর্ব্বদাই যাত্রী সমাগম হয় এবং তাহারা পূজা দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেবী বলিয়া, অনেকে পূজা মানত করে। কোন মেলা না হইলেও ফুল্লশ্রী গ্রামে যাত্রী সমাগমের অভাব নাই। এই ফুল্লশ্রী গ্রাম বরিশাল সহর হইতে ২২ মাইল উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে সম্ভবতঃ ২৮০ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে অবস্থিত।

পূতিতুণ্ড বংশের কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত মহামতী গোবর্দ্ধনের নামানুসারে ফুল্লশ্রীর নিকটবর্ত্তী গোবর্দ্ধন গ্রাম বিখ্যাত আছে।

পণ্ডিত গোবর্দ্ধনের বংশধরগণ বরিশাল জেলাস্থিত হোসেনপুর, রহমতপুর,

কাশীপুর, কলসকাটী, চন্দ্রদ্বার, বামরাইল, শোলক, রাকুদিয়া, নলচিড়া (কাণ্ড-পাশা), শিঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর জেলায় কুলপদ্দী, ধীপুর ; নদীয়া জেলায় অগ্রদ্বীপ ; ২৪ পরগনায় গোশণ্ডা, জয়নগর : হুগলী জেলায় ভাটপাড়া গ্রামে অনেক পুতিতুণ্ড বংশীয় ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন। পূতিতুণ্ড গাঞীর আদি স্থান বর্দ্ধমান জেলার পূতুণ্ডা গ্রাম। ছান্দড় মহর্ষির পুত্র রবি (ধীর) এই পূতুণ্ডা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে একটা প্রবাদ আছে "পূতিতুণ্ডে কুলং নাস্তি রামদেব সুতং বিনা" প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুলগ্রন্থ কুলদীপীকা, কুলরমা, মিশ্রগ্রন্থ এবং কোন ঘটক কারিকায় ঐ কথার উল্লেখ নাই, উহা একটা বিদ্বেষ-মূলক কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব্ববঙ্গে আর একটা প্রবাদ আছে, চক্রপাণির সন্তানগণ কুলীন নহেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, চক্রপাণির পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎসুত গোপাল, তৎসুত শ্রীরঙ্গ ভট্ট ; এই শ্রীরঙ্গ হইতে শ্রীরঙ্গ ভট্টী মেলের উৎপত্তি হয়। সুতরাং চক্রপাণির বংশের কৌলীন্য নাই, এই কথা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? উহাও একটা অলীক সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল এবং ঘোষাল-বংশ সম মর্য্যাদা বিশিষ্ট কুলীন। তবে যাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষণ বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বরিশাল জেলার হোসেনপুর নিবাসী পূতিতুণ্ড বংশ।

(ধারাবাহিক অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল।)

মহর্ষি ছান্দড় ১। রবি (ধীর) ২। জৈমিনী ২। লক্ষ্মীধর ৪। বলভদ্র ৫। অংশল ৬। বল্লভাচার্য্য ৭। নীলাম্বর ৮। গোবর্দ্ধনাচার্য্য ৯। শিকো ১০। পীতাম্বর ১১। শ্রীরাম ১২। চক্রপাণি ১৩। পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্যাস ও ভূধর ১৪।

ব্যাসের (১৪) ধারা।

ব্যাস সুত কুবের ১৫। হিরণ গর্ভ ১৬। হৃষীকেশ ১৭। শ্রীমন্ত ১৮। কৃষ্ণানন্দ ১৯। নারায়ণ ২০। রামদেব ২১। রামভদ্র ও মহাদেব ২২। মহাদেব সুত রামরাম (ইনি হোসেনপুর আসিয়া ভঙ্গ হন) ২৩। রামরাম সুত প্রাণকৃষ্ণ ২৪। রামসুন্দর ২৫। গুরুদাস ২৬। গুরুদাস সুত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুতিতুণ্ড (ইনি বরিশাল জেলা কোর্টের মোক্তার এবং নবদ্বীপ হইতে বিদ্যাবিনোদ কবিশেখর উপাধি প্রাপ্ত। ইনি বরিশাল সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সদস্য এবং জনৈক গ্রন্থকার) ২৭। বৃন্দাবন সুত মোক্তার সুধীরচন্দ্র ও সুবোধ বি, এল্ (অঃ বিঃ) ২৮। বৃন্দাবন বাবুর কন্যা উর্ম্মিলা দেবীর স্বামী বরিশাল জজ্ কোর্টের উকিল শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ; বি-এল। সাং গারুলিয়া, জেলা বরিশাল।

বৃন্দাবন বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোর (বাঙ্গালপাশী মেল, ভঙ্গ) কন্যা বিবাহ করেন। বৃন্দাবন বাবুর পুত্র সুধীরচন্দ্র কলিকাতা পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরলোকগত বসন্তকুমার চট্টোর জ্ঞাতি বিপিনবিহারী চট্টোর কন্যা বিবাহ করেন। বৃন্দাবন বাবুর খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীজিতেন্দ্র নাথ পুতিতুণ্ড বি-এল। (বগুড়া জেলা কোর্টের উকীল); কিন্তু বংশাবলীতে বৃন্দাবন বাবুর খুল্লতাতের উল্লেখ নাই।

বরিশাল জেলার বামরাইল গ্রামের পূতভুণ্ড বংশ।

রামদেবের (২১) ধারা।

রামদেব ২১। রামভদ্র ২২। কালীচরণ ২৩। জগমোহন ২৪। চন্দ্রশেখর ২৫। তৎসুত রজনী, গোবিন্দ ও মধুসূদন ২৬। গোবিন্দ-সুত

হরিচরণ, রাইচরণ, রাধাচরণ ও রামচরণ ২৭। রাইচরণ-সুত হেমলাল (দিল্লীতে গবর্ণমেণ্ট অফিসার) ২৮। ইহাঁরা ভঙ্গ কুলীন।

মধু-সুত মনোরঞ্জন ও নিকুঞ্জ ২৭। ইহাঁরা নৈকষ্য।

কুলক্রিয়া।

বামরাইল নিবাসী মনোরঞ্জন পূততুণ্ড, বরিশাল জেলা নিবাসী কাশীপুর গ্রামের, নিকষ কুলীন শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। মনোরঞ্জন বাবু, তাহার ১মা কন্যা শ্রীমতী রাণীবালাকে কলসকাটী নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিকষ কুলীন) সহিত বিবাহ দিয়াছেন। ২য়া কন্যা শ্রীমতী শিশুবালাকে বৈচণ্ডী নিবাসী নিকষ কুলীন সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিয়াছেন এবং ভগ্নী শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে তারপাশা নিবাসী শ্রীবিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (নিকষ কুলীন) সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

বরিশাল জেলার পূততুণ্ড বংশীয়গণ যে যে গ্রামে বাস করিতেছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা।

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পোঃ অঃ	জেলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম	নৈকষ্য কি ভঙ্গ
১।	বামরাইল	বামরাইল	বরিশাল	১। মনোরঞ্জন পূততুণ্ড। তালুকদার।	নৈকষ্য
				২। চন্দ্রভূষণ পূততুণ্ড। Chairman Dist. Board.	ভঙ্গ

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পোঃ অঃ	জেলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম	নৈকষ্য কি ভঙ্গ
	বামরাইল	বামরাইল	বরিশাল	৩। এই গ্রামবাসী গিরীশচন্দ্র পূততুণ্ডের বংশীয় ইন্দুভূষণ ও নীরদভূষণ কাননগোর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।	
২।	শোলক	শোলক	ঐ	ললিতচন্দ্র পূততুণ্ড। তালুকদার।	ভঙ্গ
৩।	চন্দ্রহার	চন্দ্রহার	ঐ	১। চন্দ্রকুমার পূততুণ্ড।	নৈকষ্য
				২। পতাকীচরণ পূততুণ্ড।	নৈকষ্য
৪।	কলসকাটী	কলসকাটী	ঐ	১। কাশীশ্বর তর্কবাগীশ নবদ্বীপাগত প্রবীন পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র বঙ্কিম বিহারী জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্কিম-পুত্র নকুলেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ রহমতপুর চট্টোঃ বংশে বিবাহ করিয়াছেন। বঙ্কিম বিদ্যারত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ চন্দ্র পূততুণ্ড সব্‌ডেপুটী কলেক্টর।	ভঙ্গ
৫।	রাকুদিয়া	রাকুদিয়া	ঐ	১। সুরেন্দ্রনাথ পূততুণ্ড নামান্তর পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।	ভঙ্গ
				(ইনি রাকুদিয়া জয়কালী	

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পোঃ অঃ	জেলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম	নৈকষ্য কি ভঙ্গ
	রাকুদিয়া	রাকুদিয়া	বরিশাল	বাড়ী হইতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।)	
				২। বিপিন-বিহারী পূততুণ্ড। তালুকদার। ইনি বরিশাল বাটাজোর নিবাসী নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন।	
৬।	হোসেনপুর	রামচন্দ্রপুর	ঐ	১। বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড। (ইনি বিদ্যাবিনোদ কবি-শেখর উপাধি প্রাপ্ত মোক্তার, বরিশাল।)	ভঙ্গ
				২। জিতেন্দ্রনাথ পূততুণ্ড বি-এল্, উকীল জজ্ কোর্ট, বগুড়া।	ভঙ্গ
৭।	শোলনা	মাধবপাশা	ঐ	রাধাচরণ পূততুণ্ড। অবসর-প্রাপ্ত হেড্ পণ্ডিত, ময়মনসিং জিলা স্কুল।	ভঙ্গ
৮।	কাশীপুর	কাশীপুর	ঐ	১। শিশুকুমার পূততুণ্ড। পোষ্টাল ক্লার্ক। খেপুপাড়া আমতলী, বরিশাল।	ভঙ্গ
				২। সুকুমার পূততুণ্ড। মেডিক্যাল প্রাক্‌টীশনার।	

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পোঃ অঃ	জেলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম	নৈকষ্য কি ভঙ্গ
৯।	রহমতপুর	রহমতপুর	বরিশাল	নবীনচন্দ্র পূতত্তুণ্ড।	ভঙ্গ
১০।	নলচিড়া (কাওপাশ)	বাসুদেবপুর	ঐ	শ্যামচরণ পূতত্তুণ্ড।	ভঙ্গ
১১।	শিঙ্গা	ঐ	ঐ	বিশিষ্ট ব্যক্তির কেহ জীবিত নাই।	
১২।	কুলপদ্দী	মহিন্দ্রদী	ফরিদপুর	গঙ্গাদাস পূতত্তুণ্ড।	ভঙ্গ

রাঢ়ী-শ্রেণী মধ্যে পূতত্তুণ্ড বংশের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য যাগ-যজ্ঞ কর্ম্মপটু ছিলেন বলিয়া, আচার্য্য পদবীতে ভূষিত হন। গোবর্দ্ধনের পঞ্চপুরুষ চক্রপাণি এবং তদীয় অধস্তন ৪র্থ পুরুষ শ্রীরঙ্গ পূতিতুণ্ড নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত থাকায় ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হন। ৩৬টী মেলের মধ্যে এই বংশে সুরাই মেল এবং শ্রীরঙ্গ ভট্টী মেলের দোষ অন্যান্য মেল অপেক্ষা সাধারণ।

পূতত্তুণ্ড পদবী একটু কর্কশ ভাবাবন্ন মনে করিয়া যশোহর এবং খুলনা জেলার পূতত্তুণ্ডগণ কোন কোন স্থলে, চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য উপাধিতে কেহ কেহ পরিচিত আছেন বলিয়া জনপ্রবাদ আছে।

পশ্চিম বঙ্গের ভাটপাড়া, অগ্রদ্বীপ, জেমোকাঁদী, পূতণ্ডা প্রভৃতি স্থানে ইহাঁরা পৈতুণ্ডী বলিয়া বিখ্যাত।

এই পূতত্তুণ্ড বংশ বিবরণ বরিশালের মোক্তার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূতত্তুণ্ড বিদ্যাবিনোদ, কবিশেখর মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ২৪।৮।৩৮

বাৎস্য গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কবি-পরিচয়

মহাকবি আচার্য্য গোবর্দ্ধন।

(৯-১১ পৃঃ—দ্রষ্টব্য)

ইনি পূতিতুণ্ড বংশীয় নীলাম্বরের পুত্র। ইহাঁর আদি-রসাশ্রিত অতি মনোহর সৎসন্দর্ভ-সম্পর্ক-সংযুক্ত কবিতার ভাব-গাম্ভীর্য্যে ভাবুকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হয়। বল্লাল যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে ইনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য ও মান্য কুলীন বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন। রাঢ়ীয়-শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বকালে পূতিতুণ্ড-বংশীয়েরা অতি পবিত্র ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এখন এই কুলের অধিকাংশই বংশজ এবং কেহ কেহ সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়াও পরিচয় দেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য কৃত আর্য্যাসপ্তশতী গ্রন্থ কাব্য-ভাণ্ডারে অতি আদরণীয় বস্তু। ইনি কৌলীন্য লাভ করিয়া বল্লালের প্রধান সভাসদ্ হয়েন। বার্দ্ধক্যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনেরও মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কৌলীন্য-সমীকরণে তাঁহার নাম দেখা যায়।

মহাকবি জয়দেব।

ইনি কেন্দুবিল্ব গ্রামবাসী। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্ত্তী। ইনি বাৎস্য-গোত্র-সম্ভূত কাঞ্জিলাল-বংশীয়। কাঞ্জিলাল-বংশে দুই ব্যক্তি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের একের নাম কানু ও অপরের নাম কুতূহল। জয়দেব তাঁহাদিগের একতমের বংশীয় কিংবা অপরের বংশ সম্ভূত, তাহার নিশ্চয়তা নাই। জয়দেবের পুত্রাদি ছিল না, সুতরাং তাঁহার বংশ-সম্বন্ধে আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল।*

---

* পদ্মাবতী হৃদীশ্বরো জয়দেব মহাকবিঃ।
কাঞ্জিবংশাবতংশৈকঃ কেন্দুবিল্বে রসোদ্ভবঃ॥ সারাবলী।

লক্ষ্মণমন্ত্রী হলায়ুধ।

লক্ষ্মণের মন্ত্রী মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব আচার ব্যবহার পদ্ধতি রচনা করেন, ও কবিরহস্য নামেও একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ধাতুপাঠ গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার অভিধানও অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বাৎস্যগোত্র-সম্ভূত ছান্দড়ের সন্তান। এই মহাপুরুষ ও মহাকবি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন।

প্রথম লক্ষ্মণের সময় হলায়ুধ স্বীয় যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বত্র পরম পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়েন, এবং তিনি লক্ষ্মণের পুত্র মাধবের সখা এবং পৌত্র কেশবের শিক্ষকরূপে বরিত হয়েন। ইহাতেই বাল্যে রাজপণ্ডিত নাম হয়। নিজের যৌবনে মাধব ও কেশবের সময়ে রাজসভাসদ্ অর্থাৎ বিচারক হইয়াছিলেন। নিজের যৌবনাবসানে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণ-নারায়ণ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্বপদে অধিরূঢ় হইয়া জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে অবসান করেন।

ইনিও বাৎস্য-গোত্রীয়, কিন্তু রাঢ়ী, কি বারেন্দ্র, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে যিনি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজ বংশের শিরোমণি বলিয়া স্বত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন, ঐ মহারত্ন তাঁহাদিগের নিজস্ব হইবে।

বাৎস্য গোত্রীয়

বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশাবলীর একদেশ

(ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমশঃ অঙ্কপাত করা গেল।)

মূলপুরুষ সুধানিধি। তৎসুত ধরাধর ২। বেদ ২। শিব ওঝা ৩। সিদ্ধেশ্বর (ইনি সিদ্ধেশ্বর শিব নামে প্রসিদ্ধ), বেদান্তচার্য্য ও দামোদর ৪। দামোদর রাঢ়ী। বেদান্তচার্য্য-সুত হরিহর, ধন, শুক্র, লক্ষ্মীধর (সান্যাল),

দিবাকর, শশধর ও জয়মান মিশ্র (ভীমকালী-হাই-গাঁই) ৫। লক্ষীধর-সুত বর্দ্ধমান সান্যাল, বিশ্বপতি (জামরুখী) ও বিশ্বম্ভর (শিমুলী) ৬। বর্দ্ধমান সান্যাল-সুত বাসুদেব ৭। মেধাতিথি ৮। নৃসিংহ ৯। মহেশ্বর ১০। ভূতনাথ ১১। ভূত-সুত শিখাই ও দামোদর ১২। শিখাই-সুত কানাই, বলাই (ছয়ঘরিয়া) ও পিয়াই ১৩। কানাই সুত মহীধর ১৪। দামোদর ১৫। অনন্ত, রামনাথ ও রমানাথ ১৬। অনন্ত সুত গোপী চক্রবর্ত্তী ১৭। নৃসিংহ ১৮। গোপাল ১৯। কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম ২০। প্রাণকৃষ্ণ সুত রমানাথ ২১। রমানাথ সুত নীলকণ্ঠ ২২। রাজেন্দ্র রায় ২৩, বলিহারবাসী। শিবপ্রসাদ ২৪। **রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়** ২৫। লক্ষ্মণপুর দীনহাটার জমীদার, জিলা রংপুর। পুত্র যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৬। ইহাঁরা নিরাবিল-পটীর কুলীন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণের দুহিতার পৌত্র।

রামরাম (২০) সুত কৃষ্ণগোবিন্দ ২১। কৃষ্ণকান্ত ২২। কালীকান্ত ২৩। আনন্দচন্দ্র ২৪। মহেশ ২৫।

বাৎস্যে—ভীমকালী-হাই-গাঁই।

জয়মান মিশ্র (৫) সুত চক্রপাণি ৬। নারায়ণ ৭। পীতাম্বর মিশ্র ৮। বলদেব অগ্নিহোত্রী ৯। অধিপতি ১০। জয় ১১। উচ্চৈর্দ্ধর ও মহীধর ১২। উচ্চৈঃ সুত ভোজ ও বটু ১৩। ভোজ-সুত অনন্ত (বাঙ্গাল ওঝা) ১৪। সুত ধামাই, ধুমাই, বরাই ও অচ্যুত ১৫। বরাই-সুত ধরাই, শশধর, পদ্মনাভ ও মধু ১৬ (এই চারিজন পাঁচুড়িয়া)।

"পঞ্চ মহাপাতকেতে পাঁচুড়িয়া কহে।
যাজক, পূজক আর ছেদকে যে দহে॥" কুলপঞ্জী।

অচ্যুত (১৫)-সুত অভয়, অতিথি ও জগাই (ছয়ঘরিয়া) ১৬। অভয়-সুত ঠাকুর কুশলী, ইনি ভঙ্গ ১৭। চণ্ডিদাস, কালিদাস ও নরোত্তম ১৮। কালি-

দাস-সুত নিমাই ফৌজদার ১৯। হরিশ্চন্দ্র মল্লিক ২০। বিজয় ২১। যশশ্চন্দ্র রায় ২২। সুত সুবুদ্ধি রায়, বসন্ত রায় ও মথুরা ২৩। বসন্ত-সুত রাজীব ২৪। রাম ২৫। রঘুরাম ২৬। প্রেমনারায়ণ ২৭। রাজনারায়ণ ২৮। রূপেন্দ্রনারায়ণ ২৯, পাবনা জিলার বাগ নামক গ্রাম-বাসী।

এই সকল ভীমকালী-ভাই-গাইর মধ্যে কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী ও হাটুরিয়ার রায়, এই তিন ঘর চণ্ডিদাসের সন্তান।

কালিদাসের সন্তানের চারি সমাজ ; যথা—বাগ, কাশীনাথপুর, শঙ্করপাশা ও ক্ষেতুপাড়া। ইহাঁরা সকলেই রায় উপাধিতে প্রসিদ্ধ।

নরোত্তমের ধারায় এলাসিন, সাঁড়াশিয়া, বেলতৈল, সাফল্লা ও ব্রাহ্মণ-গ্রামের রায় প্রসিদ্ধ। পাবনা জিলার কালীভাই-গ্রামী কাপগণ বিখ্যাত। কাশীনাথপুর ও বাগের রায়গণ প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।

বাৎস্য-গোত্রে—ভট্টশালী গাঁই।

ময়ূর ভট্ট (১৩) হইতে ভট্টশালী গ্রামীদিগের নাম প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পিতার নাম মহীধর ১২। পুত্রের নাম বাণ ভট্ট ১৪। পৌত্র নীলমেঘ ১৫। প্রপৌত্র ফণারি ও দানবারি ১৬। দানবারি সুত ইতিহাস, পুরন্দর, ভূতনাথ ও দিগম্বর ১৭। এই চারি ভ্রাতায় তিন সমাজ সংস্থাপন করেন। ইতিহাস কর্ত্তৃক শিমুলতলা এবং পুরন্দর ও ভূতনাথ কর্ত্তৃক বায়রা বিখ্যাত ; নাউনাড়া দিগম্বরের নামে প্রসিদ্ধ। কোঁড়কদীর ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী ময়ূরভট্টের নাম রক্ষা করিতেছেন, অর্থাৎ এই বংশে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের চর্চ্চা অদ্যাপি বিশিষ্ট-রূপেই হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চানন এই বংশীয় এবং যশোহর জেলার কাঁদবিলার মুহুরী (মৈত্রেয়) দিগের দৌহিত্র।

বাৎস্যে—শিখাই সান্যালের (১২)

আঢ্য কাপ (বা আদি কাপ)-বংশের একদেশ।

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের বংশের একদেশ দেখান হইয়াছে। এখানে আঢ্য কাপদিগের প্রসিদ্ধ বংশের একটা ধারা দেওয়া গেল।

পুখুরিয়ার সান্যাল নিরাবিল-পটীর কুলীন, ছিটায় ভঙ্গ। মূলপুরুষ শিখাই সান্যাল। প্রথম পক্ষের পুত্র কানাই, পিয়াই ও নৃমণি ১৩। দ্বিতীয় পক্ষে শঙ্কর মিশ্র ১৩। ইহাঁর বংশ লালরের চৌধুরী গোষ্ঠী, জিলা রাজসাহী। কানাই-সুত মহীপতি, ডাক-নাম মতু রায় ১৪। তৎপুত্র ঈশাই ১৫। তৎপুত্র সাতাই ও কুবের পাঠক ১৬। কুবের সুত বাসুদেব পাঠক ১৭। বাসুদেব সুত গৌরী পাঠক, কৃষ্ণলাল ও রামপাঠক ১৮। প্রথম টুট বা ভঙ্গ কুতুবখানি পটীতে; ছিটায় ভঙ্গ কাপ। গৌরী পাঠক-সুত সানন্দ ১৯। পৌত্র সুধাকর ২০। প্রপৌত্র পরমানন্দ ও গঙ্গাধর ২১। গঙ্গাধর-সুত কৃষ্ণনাথ আচার্য্য ২২ (রুদ্র-বাগ্‌চী অনূপ চক্রবর্ত্তীর সহিত কুল করণ)। কৃষ্ণনাথ সুত মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য ২৩ (করণ—রামচন্দ্র মৈত্রেয়, গুডনৈর মৈত্রেয়, আঢ্য কাপ)। মাধব সুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৪। (কুল করণ - পদ্মনাভ মৈত্রেয়, গুড়নৈ, আঢ্য কাপ)। রামচন্দ্র সুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২৫ (কুল করণ—রামকানাই বাগ্‌চী, রুদ্র-বাগ্‌চী, গাজীপুর)। বিশ্বেশ্বর সুত মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ ও রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ২৬ (মুকুন্দরামের কুল করণ—শ্রীরাম চৌধুরী, মড়রো, বাপুভয়া, রাজসাহী, মৈত্রেয় গাঞি, গুড়নৈ)।

রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুল করণ ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী, বারুইহাটীর লাহিড়ী, লক্ষ্মণ লাহিড়ী-সন্তান, বেণীপটীর কুলীন; ইনি হরিপুরে প্রথমে টুটেন, পরে কাশীমপুরের চৌধুরী ঘরে আঢ্য কাপ। শিখাই সান্যালের সময়

উদয়নাচার্য্যের পরিবর্ত্ত সংস্থাপন হয়। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হরিশ্চন্দ্র মজুম-দারের কন্যা, মহিমগাড়ী, মৈত্রেয় গাঁই, সাতোটার মৈত্রেয়। তৃতীয় বিবাহ মোহন ভট্টাচার্য্যের কন্যা, মৈত্রেয় গাঁই, সাতোটার মৈত্রেয়। রাধাকান্ত-সুত রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি চক্রবর্ত্তী, শুভরাম চক্রবর্ত্তী ও হরগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ২৭।

রামহরি তর্কপঞ্চাননের প্রথম বিবাহ হরিনাথ মজুমদারের কন্যা, সাতোটার মৈত্রেয়। দ্বিতীয় বিবাহ কৃষ্ণজীবন লাহিড়ীর কন্যা, বদলগাছী, রাজসাহী, আঢ্য কাপ। রামহরি-সুত নন্দিরাম বিদ্যালঙ্কার ও উদয়চন্দ্র তর্কভূষণ ২৮। উদয়চন্দ্রের কুল করণ—প্রথম কৃষ্ণনাথ লাহিড়ী, বারুইহাটী, আঢ্য কাপ, প্রথম টুট বা ভঙ্গ কাশীমপুরে; দ্বিতীয় প্রাণরাম ভট্টাচার্য্য, আতড়া, মৈত্রেয় গাঞি, আঢ্য কাপ; তৃতীয় কুল, কৃষ্ণচন্দ্র বাগ্‌চী (রুদ্র বাগ্‌চী)। উদয়-সুত শ্রীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায় বাগীশ ২৯। কৃষ্ণচন্দ্রের কুল করণ— চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী, জয়পুর, রাজসাহী, কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর সন্তান, নিরাবিল পটীর কুলীন, প্রথম টুট, কাশীমপুরে আঢ্য কাপ। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৩০। (কুল করণ—রাজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী, মৈত্রেয় গাঁই, গুড়নৈর মৈত্রেয়, আঢ্য কাপ। দ্বিতীয়, ভবানীকিশোর সরস্বতী, জোনালা-পটীর কুলীন, প্রথম টুট)।

ঈশানচন্দ্র-সুত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-এল; ইনি সংস্কৃত কলেজের গণ্য মান্য ছাত্রচর; গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-এল; ইনি হাইকোর্টের জজ মহামান্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহাধ্যায়ী; এবং কবি মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (তর্কচূড়ামণি) ৩১। হরচন্দ্রের কুল করণ— হরিকিশোর গোস্বামী, বাজুরতাগ, গুড়নৈর মৈত্র, কাশীমপুর, আঢ্য কাপ। দ্বিতীয় পক্ষে লালরের মৈত্রেয়, চূড়ামণি কাপ। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ দুর্গাকান্ত মজুমদারের কন্যা, পাকুড়িয়া, রাজসাহী, নিরাবিল-পটীর সিদ্ধ-

শ্রোত্রিয়। দ্বিতীয় কুল করণ— মাণিকচন্দ্র বাগ্‌চীর পৌত্রী, মেহেরপুরের বাগ্‌চী (সাধু বাগ্‌চী)। গিরিশের চারি পুত্র— কৈলাসচন্দ্র, জয়চন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ও যোগীন্দ্রচন্দ্র। পুত্র-চতুষ্টয় দুর্গাকান্ত মজুমদারের দৌহিত্র। মহেশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী নিমাই মিশ্রের কন্যা, পূর্ব্বে তাঁতিবন্দের চৌধুরী বিজয়-গোবিন্দের ঘরে কন্যাদান, পরে করণ জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের সহিত কুল করণ, মৈত্র গাই গুড়নৈ। মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপাধি তর্কচূড়ামণি, ইনি একজন প্রকৃত কবি। ইহাঁর কৃত সংস্কৃত কাব্যপেটিকা, ভগবচ্ছতক ও দিনাজপুর রাজ-বংশ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় রসকাদম্বিনী ও নিবাতকবচবধ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৮ কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-প্রণীত ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী-নামক সংস্কৃত চম্পূকাব্য হইতে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং তাঁহার বংশধরগণের পরিচয়-সূচক শ্লোকাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক টীকা আছে। উহা ১৮০৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসে রচিত হয়। যথা :—

অথ কার্ব্বংশো বর্ণ্যতে।

পঞ্চগোত্রাঃ পুরা পঞ্চ বিপ্রা দীপ্রা মখেঽগ্নিবৎ।
আনিন্যিরে কান্যকুব্জাদাদিশূরেণ সূরয়ঃ ॥ ১ ॥
বাক্‌শুদ্ধাঃ শুদ্ধকর্ম্মাণঃ সাগ্নিকাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-ন্যায়-স্মৃতি-বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥
তে তু গোত্রেণ শাণ্ডিল্যো নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
বাৎস্যো ধরাধরঃ শ্রীমান্ সাবর্ণশ্চ পরাশরঃ ॥ ৩ ॥
কাশ্যপশ্চ সুষেণাখ্যো ভারদ্বাজশ্চ গৌতমঃ।
গৌড়েন্দ্রণার্চ্চিতাস্তেন গৌড়ে বাসমরোচয়ন্ ॥ ৪ ॥ যুগ্মকম্।

তেষু পঞ্চসু গোত্রেষু পঞ্চানাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
পুত্রপৌত্রাদয়স্তেষাং কালেন বহবোঽভবন্ ॥ ৫ ॥
কুলীনাস্তে বারেন্দ্রেষু রাঢ়াসু চ নিবাসতঃ ।
বারেন্দ্রা ইতি কথ্যন্তে রাঢ়ীয়া ইতি চ ক্রমাৎ ॥ ৬ ॥

কোলাঞ্চবাসোঽখিলযজ্ঞকর্ত্তা
ক্রিয়াকলাপেন বশিষ্ঠতুল্যঃ।
ধরাধরো দেবকৃশানুকল্পো
বেদো হি যস্মাৎ স্মৃততামবাপ ॥ ৭ ॥

ইতি কুলপঞ্জিকায়াম্।

ধরামরাণাং প্রবরাদ্ধরাধরাদ্-
বরেন্দ্রভূমৌ প্রসসার যন্ততঃ।
সঞ্জামিনী গ্রামিণি তত্র সৎকুলে
শিখায়ি-সান্ন্যাল ইতি দ্বিজোঽজনি ॥ ৮ ॥
শিখায়ি-সান্ন্যাল-কুলস্য ধারা
গঙ্গেব যা পুণ্যতরঙ্গহারা ।
পবিত্রগোত্রান্বিহিতাবতারা
ধরাধরাদেব বহত্যুদারা ॥ ৯ ॥

জজ্ঞিরে তত্র ধারায়াং দিনাজপুরসন্নিধৌ ।
রাজরামপুরগ্রামবাসিনশ্চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১০ ॥
প্রভূতভূমিদানেন দিনাজপুর-রাজভিঃ ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং বৃতাঃ কুলপুরোধসঃ ॥ ১১ ॥
তত্র রামহরির্নাম চক্রবর্ত্তি কুলেঽজনি ।
তর্কপঞ্চাননোপাধির্বাদে পঞ্চাননোপমঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাদুদয়চন্দ্রোঽভূত্তর্কভূষণ আখ্যয়া ।
উদয়চ্চন্দ্রসঙ্কাশঃ সন্দেহতিমিরাপহঃ ॥ ১৩ ॥

তৎপুত্রঃ কৃষ্ণচন্দ্রো গুণনিধিরভবন্ন্যায়বাগীশ উক্তো
বক্তা বাগীশতুল্যঃ কবিরিব সুকবির্বিশ্বকর্ম্মেব শিল্পী ।
পাণ্ডিত্যং শাস্ত্রবাদে প্রতিকৃতিরচনে চিত্রবিন্যাসকার্য্যে
কাব্যানাঞ্চ প্রবন্ধে সদৃশমবগতং ভাববিদ্ভির্যদীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

তেনেয়ং ধরণীতলেঽমৃতরসপ্রস্যন্দিনী নর্ম্মদা
ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী সুকবিনা গম্ভীরভাবা কৃতা ।
অস্যাঃ স্রোতসি শীতলে চ বিমলে গঙ্গাপ্রবাহপ্রভে
কামং মজ্জত সজ্জনাঃ পিবত বা ক্ষুত্তৃড়্‌বিহন্তৄন্ রসান্ ॥ ১৫ ॥

অথ টীকাকারস্য পরিচয়ঃ ।

ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী-রচয়িতুস্তৎকৃষ্ণচন্দ্রাৎ সুধী-
রীশানালিকচন্দ্রবচ্‌শুচিরভূদীশানচন্দ্রঃ কবিঃ ।
বিদ্বদ্রত্নমুপাধিনাখিলজনা যং ন্যায়রত্নং বিদুর্গানে
চিত্রবিধৌ চ বর্ণরচনাং যস্যাস্তুবন্ ভাবুকাঃ ॥ ১৬ ॥

বাগ্দেবীপরিবাদিনীরণিতবন্মিষ্টস্বরং গায়তঃ
পাঠং যস্য চ রাগতানমিলিতং শ্রুত্বা সহর্ষা বুধাঃ ।
আনন্দাশ্রুজলচ্ছলেন কথয়ামাসুর্দ্রবং চেতসো
বালাশ্চোচুরপি স্বভাবচপলাঃ স্থৈর্য্যেণ চৌর্য্যং হৃদঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য প্রভাতস্মরণীয়নাম্নঃ
স্বর্গেঽপি নূনং গুরুবৎ স্থিতস্য ।
ঈশানচন্দ্রস্য নিরঙ্ককীর্ত্তেরিমে
ত্রয়ঃ সম্প্রতি সন্তি পুত্রাঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বাগ্রজঃ শ্রীহরচন্দ্রনামা
শ্রীমান্ দ্বিতীয়শ্চ গিরীশচন্দ্রঃ।
ততোঽনুজন্মা চ মহেশচন্দ্রঃ
প্রাসূত দেবী হরসুন্দরী যান্ ॥ ১৯ ॥

পূজ্যৈঃ শ্রীলগিরীশচন্দ্রচরণৈগ্রন্থপ্রকাশকব্যয়ং
যচ্ছদ্ভিঃ স মহেশচন্দ্র উদিতঃ সংক্ষিপ্তয়া টীকয়া।
ব্যাখ্যায় স্বপিতামহেন রচিতাং তস্য প্রসাদাদিমাং
ধীরানন্দ-তরঙ্গিণীং রসময়ীং সংপ্রাচকাশন্মুদা ॥ ২০ ॥

সুখাবতারয়া ধীরা ধীরানন্দ-তরঙ্গিণীম্।
অবগাহধ্বমনয়া টীকয়া তীর্থভূতয়া ॥ ২১ ॥
ভুজঙ্গবিন্দুবস্বিন্দুপূরণে শকহায়নে।
ইয়ং মহেশচন্দ্রেণ কৃতা টিকাগ্রহায়ণে ॥ ২২ ॥

শ্রীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (২৯) সুত জগচ্চন্দ্র ও রামমোহন ৩০। জগচ্চন্দ্র-সুত চন্দ্রশেখর ও বৃন্দাবন ৩১। চন্দ্রশেখর-সুত হিমশেখর ৩২। তৎসুত পূর্ণেন্দু-শেখর ৩৩। বৃন্দাবন-সুত বিপিনচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ৩২। বিপিন-সুত বিষ্ণুচন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর ৩৩। রামমোহন-সুত রজনীমোহন ৩১। তৎপুত্র প্যারীমোহন ও কামিনীমোহন ৩২।

গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (২৯) -সুত **বিজয়চন্দ্র** ৩০। ইহাঁরই যত্নে দিনাজপুরে গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুল সংস্থাপিত হয়। ফল কথা, তথাকার সমুদয় উন্নতির মূলই ইনি, সুতরাং চিরস্মরণীয়। কিন্তু ইনি অপুত্রক। ইহাঁর জামাতা হরি-কিশোর তর্কবাগীশ বাঙ্গালা ন্যায়পদার্থ-তত্ত্ব গ্রন্থ-প্রণেতা, তাহিরপুরের রাজার সভাসদ্।

হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৩১) -সুত কুমুদচন্দ্র ও বিহারী ৩২। গিরীশচন্দ্র (৩১) -সুত জয়চন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, যোগীন্দ্রচন্দ্র ও **শ্রীশচন্দ্র** (Retd. Superin-

tending Engineer B. & O.) ৩১। জয়চন্দ্র-সুত শৈলেশচন্দ্র ও গীতেশচন্দ্র ৩৩। মহেশচন্দ্র (৩১)-সুত শিবচন্দ্র, সারদাচন্দ্র ও যতীন্দ্রচন্দ্র ৩২। শিবচন্দ্র (৩২)-সুত মুকুন্দচন্দ্র ও গুণেন্দ্রচন্দ্র ৩৩।

বাৎস্য-গোত্রে কামদেব কালীহাই-গ্রামী।

কামদেব কালীহাই-গ্রামীদিগের আদিপুরুষ শশী। পুত্র সোমনাথ, ভূতনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভৈরব। ভৈরবের এক পুত্রের নাম প্রজাপতি। তৎপুত্রদ্বয়ের নাম ভীম ও জগন্নাথ।

জগন্নাথের পাঁচ পুত্র— গোরীচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর ও অভয়চন্দ্র। পঞ্চক্রোশী সমাজ গোরীচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। গঙ্গানন্দ ও বরাই কর্ত্তৃক কাণসোণা সমাজ প্রসিদ্ধ। সাতশতী বৈজুড়ী সমাজ শশধর দ্বারা বিখ্যাত। অভয়ের নামে জয়ন্তী-পুরী সমাজ গণ্য ও মান্য। এই সকল সমাজস্থ লোক প্রায় পাবনা জিলাতেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য গোত্র ভীমকালী-হাই-গাই শ্রোত্রিয়।

(উপাধি হালদার)

রামগোপাল হালদার ১। প্রাণকৃষ্ণ ২। মধুসূদন ও উমাচরণ ৩। রামযাদু ৪। শ্রীঅঘোরনাথ এম্-এ, বি-এল্ (লালবাগ মুর্শিদাবাদ), শ্রীরমানাথ বি-এ, বর্ত্তমান বাস (হাটখোলা পাড়া, শান্তিপুর) ও প্রমথনাথ Asst. Head Master Pal Chaudhuri Institution, Ranaghat. ৫। অঘোরনাথের জন্ম স্থান কৃষ্ণনগর নদীয়া পাড়া।

শ্রীঅঘোরনাথ হালদার এম-এ, বি-এল্।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার প্রদত্ত। ডিসেম্বর ১৯৩৭।

বারেন্দ্রশ্রেণীর ছয়ঘরিয়া মতের কুলীন।

ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী।

বহুকালাবধি নদীয়া মহারাজের দেওয়ান বংশের একদিকে যেমন সং-সংক্রান্ত মান আছে, অন্যদিকে তেমনি বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে দেওয়ান কার্ত্তিক চন্দ্র রায়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করাতে, মত কর্ত্তার বংশ বলিয়া তাঁহাদের সম্মান রহিয়াছে। রোহিলাপটির মধ্যে মমিনপুর নামে যে এক মত আছে, ঐ মতস্থ কুলীনদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ ছয়জনকে নির্ব্বাচন করিয়া এই মতের সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য ইঁহারা কুলীন শ্রোত্রিয় ছয়ঘরিয়া মতাবলম্বী বলিয়া খ্যাত হন। কার্ত্তিক বাবুর পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর নিষ্কর-ভূমি, তালুক ইত্যাদি ছিল, তদনুরূপ সৎক্রিয়াশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বারেন্দ্র বাৎস্য গোত্র কুথুমশাখ, পঞ্চপ্রবর ও সংযামনা গাই

শ্রোত্রিয় বংশের বিবরণ।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের দেওয়ান চক্রবর্ত্তীদিগের বংশতালিকা।

১। দেওয়ান ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী (ছয়ঘরিয়া কুলীনের প্রবর্ত্তক) পুত্র দেওয়ান রামরাম চক্রবর্ত্তী ২। তৎসুত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান) ও মদনগোপাল রায় (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সেনাপতি) ৩। মদন সুত রাধাকান্ত (মহারাজ শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্রের

দেওয়ান) ও রত্নেশ্বর (মহারাজ শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্রের দেওয়ান) ৪। রাধাকান্ত কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবী (স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর পরমারাধ্যা ধর্ম্মনিষ্ঠা মাতাঠাকুরাণী), রাধাকান্ত সুত তারাকান্ত (কর্ম্মকর্ত্তা). শিবাকান্ত ও উমাকান্ত ৫। উমাকান্ত সুত উমেশচন্দ্র ও দেওয়ান **কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়** (ক্ষিতীশ বংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্রের দেওয়ান) ৬। কার্ত্তিকেয় সুত রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রলাল, **জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়** M. A., B. L., (মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ও মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের দেওয়ান), নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র (Manager, Nadia Raj), হরেন্দ্র B. L., Pleader, High Court, Calcutta. ও **দ্বিজেন্দ্রলাল** (Mr. D. L. Roy, M. A., Author and Deputy Magistrate.) ৭। কার্ত্তিকেয় রায়ের কন্যার নাম মালতী-মালা দেবী স্বামী শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী এম-বি. (হোমিওপ্যাথ) (ছয়ঘরিয়া মতের কুলীন)।

রাজেন্দ্র পুত্র নৃপেন্দ্র ও বরেন্দ্র ৮। কন্যা উষাময়ী দেবী— স্বামী **শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদার** (Controller, India Treasuries); দেবেন্দ্র পুত্র জিতেন্দ্র, প্রিয়েন্দ্র ৮। কন্যা প্রভাময়ী। জ্ঞানেন্দ্র পুত্র তারেন্দ্র. সত্যেন্দ্র ৮; কন্যা শোভাময়ী দেবীর স্বামী মুক্তাগাছার জমিদার বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র বীরেন্দ্র (B. A.), দ্বিতীয়া কন্যা বিভাময়ী দেবীর স্বামী শান্তিপুরের ৺চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ, তৃতীয়া কন্যা সুধাময়ী দেবী।

বরেন্দ্র পুত্র সুধীন্দ্র, শচীন্দ্র ও রবীন্দ্র ৮ ; কন্যা লাবণ্যময়ী।

সুরেন্দ্র পুত্র ভূপেন্দ্র. মুনীন্দ্র ও বীরেন্দ্র ৮।

হরেন্দ্র পুত্র মেঘেন্দ্র, হেমেন্দ্র ও রবীন্দ্র। কন্যা নিলীমার স্বামী শ্রীমতিলাল রায় M. A. ও প্রতিমার স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার B. A.

দ্বিজেন্দ্র পুত্র প্রসিদ্ধ গায়ক—**দিলীপ কুমার রায়** ; কন্যা মায়াদেবী।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় প্রদত্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি. এল. রায় নামেই পরিচিত। ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ পাস করিয়া ষ্টেট্ স্কলারসিপ্ লইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন. তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া প্রথমে জরীপ বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করেন। পরে আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করেন। ইনি একজন উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন এবং "শাজাহান", "দুর্গাদাস", "রাণাপ্রতাপ", "মেবারপতন", "চন্দ্রগুপ্ত", "নূরজাহান", প্রভৃতি বহু নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রস-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "হাসির গান", অতুলনীয়। তাঁহার রচিত "আমার জন্মভূমি", "আমার দেশ," "ভারতবর্ষ" "বাঙ্গালা ভাষা" প্রভৃতি গান বাংলা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ। তিনি ইংরাজী ভাষায় "Lyrics of India" এবং "Crops of Bengal" নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু হয়। (কলিকাতা পরিচয় ১৩৪১ হইতে গৃহীত।)

———

ছান্দড় বংশীয় রাঢ়ীশ্রেণী বাৎস্য গোত্রীয় পিপলাই গ্রামীন সিদ্ধশ্রোত্রিয় নদীয়া জেলান্তর্গত শান্তিপুর গ্রামের গোস্বামী বংশের

একদেশ বংশাবলী।

(উর্দ্ধতন বংশাবলী ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ **ধনকৃষ্ণ গোস্বামী** ৩১। ১৭ পৃষ্ঠায় ধনকৃষ্ণের ন্যায়ালঙ্কার উপাধি আছে. উহা ভ্রমাত্মক, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদই প্রকৃত উপাধি।

ধনকৃষ্ণ সন্তান যোগাশ্রমী মথুরামোহন, কমলে-কামিনী, গান্ধর্ব্ববেদাচার্য্য বিহারীলাল সঙ্গীতসাগর (পত্নী সুরকামিনী), কুমুদকামিনী, কুসুমকামিনী ও মৃণালিনী ৩২।

মথুরামোহন সুত কিন্নরকণ্ঠ উপেন্দ্রনাথ ৩৩। তৎসুত জিতেন্দ্রনাথ ৩৪।

বিহারীলাল সুত দেশবিখ্যাত Goswami Institute এর প্রতিষ্ঠাতা সম্প্রত্যুপাধিক **শ্রীযতীন্দ্রমোহন গোস্বামী** (পত্নী সুরেশ্বরী) ৩৩।

যতীন্দ্রমোহন সুত ব্যায়ামাচার্য্য ডক্‌টর **শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী**, ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ গৌরসুন্দর (পত্নী করুণাময়ী), পেশীনিয়ন্ত্রণ কলাকৌশলী নিতাই সুন্দর (পত্নী শোভারাণী), যোগমায়া (স্বামী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ও প্রতিভা (স্বামী সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়) ৩৪।

গৌরসুন্দর পুত্র রমেন্দ্রসুন্দর ৩৫।

যোগমায়ার সন্তান নীলিমা, নীরেন্দ্র ও প্রতিমা (চট্টোপাধ্যায়)। প্রতিভার কন্যা মীরা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গোস্বামী।

শান্তিপুর, উড়িয়া গোস্বামী-পাড়া, প্রদত্ত।

১৫।৮।৩৮

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ—

ব্যায়ামাচার্য্য ডক্‌টর **শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী** N. D. (New York.); ব্যায়ামবিদ্যা বাচস্পতি (কাশী), ব্যায়ামযোগ পঞ্চানন (বাঙ্গালা) ; আজীবন সদস্য American Naturopathic Association ; গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত যৌগিক গবেষণা ও শারীর সাধন-বিদ্যায়তনের (Goswami Institute for Yogic Research and Advancement of Physical Culture.) প্রধানাধ্যক্ষ ; নেপালের মহারাজ, পিঠাপুরমের মহারাজ, রামনাদের রাজা, নবাব স্থালার জঙ্গ বাহাদুর, পাবলাকিমেদীর রাজকুমার প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব

ব্যায়ামোপদেশক ; গোস্বামী পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা ; যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে শুক্র নিয়ন্ত্রণ, অন্ত্রধৌতি, বস্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক, গুরুভার ধারণে World Champion ইত্যাদি। ইনি অবিবাহিত।

ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ **শ্রীগৌরসুন্দর গোস্বামী** সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ব্যায়ামোপদেষ্টা।

পেশীনিয়ন্ত্রণ কলা কৌশলী **শ্রীনিতাইসুন্দর গোস্বামী** সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক পরিবারের ব্যায়ামোপদেষ্টা।

বাৎস্য গোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

রংপুর-ইটাকুমারীর ভট্টাচার্য্য বংশ।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের মধ্যে ঠাকুর কালিদাস অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি না থাকিলেও দিল্লীশ্বরের সামন্ত রাজগণ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি সামর্থ অল্প ছিল না। সে সময়ে পাবনা জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। এই পাবনার সমস্ত ভূভাগ তাঁহার অধিকৃত ছিল। পাবনার অন্তর্গত ক্ষেতুপাড়া ও কাশীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে ঠাকুর কালিদাসের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। রংপুর ইটাকুমারীর প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যগণ এই ঠাকুর কালিদাসের বংশোদ্ভব। উদীচ্য ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ঠাকুর উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন। ধরাধরকে আরম্ভ করিয়া ইটাকুমারীর বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্যদিগের নাম নিম্নোক্ত শ্লোক সমূহে ও তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

গৌড়েষূড়ু পতিপ্রভঃ প্রভুরভূন্নাম্নাদিশূরঃ শূরৈ-
গীতঃ শূরনমস্কৃতঃ স্বমহসা সূরঃ স্তুতঃ শূরিভিঃ।
যস্যাসীমমহীভুজো গজপতের্দ্দানৈর্ভুজান্নিঃসৃতৈঃ
শশ্বতুঙ্গতরঙ্গভঙ্গনিকরৈর্বঙ্গেষু ভূদম্বুধিঃ ॥ ১ ॥

মার্ত্তণ্ডদ্যুতিকাণ্ডপিণ্ডিতবপুর্ভূমণ্ডলাখণ্ডলো
দোর্দ্দণ্ডার্জ্জিতভূমিখণ্ডমভজচ্চণ্ডপ্রতাপোঽপি যঃ।
স্কন্ধেভ্যঃ পরিপন্থিনাং প্রবহতো যো মার্গণানাং গণৈ-
র্লৌহিত্যস্য নদস্য মার্গমদদাৎ প্রাক্ সঙ্গরপ্রাঙ্গণে ॥ ২ ॥
রাজ্যাজ্ঞাবশবর্ত্তি-বর্ত্মনি গতোবাগ্মী স বিজ্ঞোনৃপো
ধন্যঃ পুণ্যদকান্যকুব্জজলধেরব্জান্ স্বরাজানয়ৎ।
পঞ্চাগ্নীনিব তপ্তকাঞ্চনতনূন্ যান্ পঞ্চবিপ্রান্ পুরীং
প্রাঞ্চঃ পঞ্চমুনীনিবাঞ্চিতপদান্ যান্ মেনিরে মানিতান্ ॥ ৩ ॥
আসীত্তেষু ধরাধরোবুধবরো ধারাধরঃ শ্রেয়সাং
সাক্ষান্মেরুরিবাপরো নগবরো নাগেশ্বরো বাপরঃ।
সন্নীতিং দধদুন্নতোনয়বতো বাৎস্যান্বয়োদন্বতো
যো জাতোঽজয়দিন্দুরুজ্জ্বলবপুর্নাপুঃ পরে যদযশঃ ॥ ৪ ॥
বেদঃ প্রাদুরভূদ্ বিধেরিব ততোহোঝামহৌজাঃ সুত-
স্তৎসূনুঃ সবিতেব ভাবিতমনাঃ সিদ্ধেশ্বরঃ পাঠকঃ।
তস্য দ্বৌ তনয়ৌ বভূবতুরলং কর্ত্তুং কুলে দ্বে তয়ো-
র্বারেন্দ্রস্তু চতুর্ভুজো দ্বিজগজো রাঢী তু দামোদরঃ ॥ ৫ ॥
আসংস্তস্য চতুর্ভুজস্য তনয়াঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত তে
সাম্যালোহনলোজ্জ্বলোঽনলসধীর্জ্যেষ্ঠঃ স লক্ষ্মীধরঃ।
কালায়ী জয়মানমিশ্র ইতি যঃ খ্যাতস্তু তস্যানুজোঽ-
প্যন্যঃ পুণ্যতনূত্তরঃ শশিধরো ধীরো ধরণ্যাং স্থরঃ ॥ ৬ ॥
ভক্তঃ শক্তিধরো গিরোঽপিচ মনোমিশ্রস্তমিস্রাপহঃ
কন্দর্পঃ শ্রুতবিশ্রুতো হরিহরো মিশ্রস্তু পূর্ব্বস্তয়োঃ।
ক্ষিত্যাঃ খ্যাতিমতো বভূব জয়মানস্যাত্মজোভূভুজাং
পাপগ্রাহস্থনিগ্রহগ্রহহয়গ্রীবোঽগ্রণীর্ধীমতাম্ ॥ ৭ ॥

আচার্য্যঃ কিল চক্রপাণিরভবৎ তস্থার্য্যবর্য্যস্থ স
দ্বৌ তস্থাপি সুতৌ দিবাকর ইতি খ্যাতোঽগ্রজাতস্তয়োঃ।
তস্থৈবানুজ এব বেদবিহিতো বেদার্থদর্শী ক্ষিত-
স্তৎপুত্রোঽম্বুনিধেরিবেন্দুরনঘঃ পীতাম্বরো ডম্বরঃ ॥ ৮ ॥
আসংস্তস্যসুতাস্ত্রয়োঽগ্নয় ইব খ্যাতাঃ ক্ষিতৌ বিশ্রুয়া
ধর্ম্মব্রহ্মপরায়ণো গুণনিধির্নারায়ণোঽর্হায়নঃ।
রাজা তস্থ ররাজ তস্থ চ গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ সতাং
তস্যাভূচ্চগুরুর্গুরোরধিপতিঃ সূনুঃ সতাং ভাস্বতাম্ ॥ ৯ ॥
সৃষ্ট্যন্তস্থিতিহেতবস্ত্রয় ইব ব্রহ্মাদয়ো ব্রহ্মণঃ
ব্রহ্মাণস্ত্রয়এব তে ভগবতো জাতাঃ সতোঽপ্রাকৃতাৎ।
জ্যেষ্ঠোভীমকলায়িকো জয় ইতি খ্যাতঃ শশী চাপরঃ
খ্যাতিঞ্চাপ পরাং পরাচি বিমুখোঽভূন্নামকাশীঃ পরঃ ॥ ১০ ॥
আসীদুচ্চধরো মহীধর ইতি খ্যাতোজয়স্থাত্মজো
তস্থৈবোচ্চধরস্থ সূনুরভবদ্ বাঙ্গালওঝা ইতি।
খ্যাতোঽনন্ত ইতি স্মৃতঃ স চ পুনস্তস্য ত্রয়োনন্দনাঃ
ধামায়িশ্চপরো দুরায়িরপরোঽভূদুচ্চতায়িঃ পরঃ ॥ ১১ ॥
আসীৎঠাকুরনামধৃক্ সঃ* কুশলী তস্যোচ্চতায়েঃ সুতঃ
*কুসুমঃ ইতি পাঠান্তরং।
তৎপুত্রাঃপ্রবভূবুরুজ্জ্বলতরা ভূতপ্রভূতাস্ত্রয়ঃ।
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতমস্তমোপহ ইব শ্রীকালীদাসঃকৃতা
চণ্ডীদাসনরোত্তমৌ তদনুজৌ সর্ব্বে তু তে ঠাকুরাঃ ॥ ১২ ॥
রাজানো রজনীচরা ইব চ যৎপ্রোদ্যৎপ্রভাবপ্রভা-
জ্বালাব্যাকুললোচনা হতদিশো ভীতিং মুহুর্ভেজিরে।
বঙ্গাঙ্গানি বহুনি বাহুবলভৃদ্ দিল্লীশ্বরদুল্লসৎ-
কীর্ত্তিঃ স্ফূর্ত্তিপরঃ প্রপূর্ত্তিমতুলাং লব্ধৈব সোঽবর্দ্ধয়ৎ ॥ ১৩ ॥

রাজোপাধিবিধেশ্চ ঠাকুর ইতি খ্যাতেঃ প্রতীত্যাং সতাং
বিপ্রাণাং পরমাগ্রহগ্রহইতস্তেনৈব সোঽলঙ্কৃতঃ ।
শ্রীচক্রায়ুধসেবয়া পরময়া চক্রে স চক্রেশ্বরঃ
শক্রান্ শক্র ইব স্ব-পাদপতিতান্ শ্রীকালিদাসঃ কৃতী ॥ ১৪ ॥
কাপোৎপত্তিরভূদ্ বিপত্তিজনিকা কৌলীন্যকৌলীনতঃ
কাপত্বং খলু তত্র তত্রভবতি শ্বেতাতপত্রেঽপতৎ ।
বস্বিন্দুপ্রমিতান্ কুলীনতনয়াং স্রুট্যাং নিযোজ্যাপি যঃ
কাপোনাপ তথাপ্যনর্চ্চিতকুলজ্ঞেভ্যো যশাংসিস্ফুটং ॥ ১৫ ॥
তস্য দ্বৌ তনয়ৌ বভূবতুরথো নাতায়ি-দাসায়িকৌ
যৌ "ফৌজদার" পদং জবেন জবনাদ্রাজ্ঞো জ্ঞতো জগ্মতুঃ ।
নাতায়ের্যশসাং সুশুভ্রপয়সাং ধারাভিরাপ্লাবিতা
ক্ষৌণী ক্ষেমভুজো গজাবলিবলি-প্রীতস্য তস্যৈতয়োঃ ॥ ১৬ ॥
তেনে তেন গুরোর্দ্দিনে গুণবতা যাত্রা তু দিল্লীম্প্রতি
প্রীত্যুৎফুল্লবিলোচনেন সদৃশৈরষ্টাদশাঙ্কৈঃ সুতৈঃ ।
ঘোরা তত্র বিপৎ সমংসমপতৎ সর্ব্বেষু তেষু স্ফুটং
তদ্বংশ্যাঃ খলু গীষ্পতেরহনিতদ্-ভ্রান্ত্যাপি তে যান্তি ন ॥ ১৭ ।
তৎপুত্রঃ স বভূব মল্লিকহরিহর্রারী নরাণাং হরি
স্তস্যাপ্যাত্মজতামবাপ বিজয়ো মল্লপ্রিয়োমল্লিকঃ ।
গোপীকান্ত ইতি প্রসিদ্ধিমদধাদাচার্য্য-ধুর্য্যঃ সুত—
স্তস্যাপ্যস্য চ রামনাথ ইতি চাচার্য্যঃ সতামগ্রণীঃ ॥ ১৮ ॥
পুত্রাঃ সত্রপরাস্ত্রয়ো গুণধরাস্ত্রয্যস্ত্রবিদ্যাবিদ—
স্তস্যাসন্ খলু তেষু স গ্রহপতিঃ শ্রীরামকৃষ্ণো ঽগ্রজঃ ।
শ্রীকৃষ্ণো জয়কৃষ্ণকো ঽপিকৃতিনৌ দ্বৌ তৌ চ তস্যানুজৌ
বর্ণ্যন্তে ঽথ ধনেশ্বরেণ চ ময়া শ্রীরামকৃষ্ণান্বয়াঃ ॥ ১৯ ॥

আস্তে রঙ্গপুরাভিধো জনপদঃ পৌণ্ড্রপ্রদেশে স্থিতঃ
গ্রামস্তত্র পরোজনৈঃ সুবিদিতো হ স্তীটাকুমার্য্যাখ্যয়া।
রাজারায় ইতিশ্রুতো নরপতি র্বৈব্যো নবদ্যো বিদা—
হূতস্তেন স তত্র বাসমকরোৎ শ্রীরামকৃষ্ণঃ সতা ॥ ২০ ॥
প্রাঞ্চো বঙ্গ জগুর্জগদ্বিজয়িনং শাস্ত্রাস্ত্রশস্ত্রান্বিতং
ভট্টাচার্য্যমুদীচ্যমুচ্চমনসং স্বচ্ছস্বভাবং বুধাঃ।
দুগ্ধানামুদধেঃ কুলানি বিদধে যো হ সৌ যশোধারয়া
কৌমুদ্যো হ ভ্যুদিতস্য যস্য মুদিতস্যাদ্যাপি ভান্তি ক্ষিতৌ ॥ ২১ ॥
নো বিদ্যা ন ধনানি নাপি বসুধা নো বা প্রভুত্বং পুনঃ
পূর্ব্বেষামিব চেত্থমুত্থিতমতিশ্চিন্তাশতৈরন্বিতঃ।
নাপ স্বাপমথৈকদা কৃতগদঃ শান্তান্নিশান্তান্নিজা
ন্নির্গচ্ছন্ পথি পাদচারমকরোৎ শান্তে নিশান্তে হ পি সঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বস্যামভবন্ন যাবদমলা প্রাভাতিকী সুপ্রভা
তাবন্নো বিররাম তদ্বিচরণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণঃ পথি।
তেজঃ শুভ্রমভূদদভ্রমভিতো হ নভ্রান্ নভোমণ্ডলাৎ
তদ্বীক্ষ্যৈব সুবিস্মিতঃ কিমিতি কিং বিস্মৃত্য সর্ব্বং স্থিতঃ ॥ ২৩ ।
সুভ্রূঃ কাচন কাচশুভ্রবপুষা বিভ্রাজমানা স্মিতং
বিভ্রাণাধরপল্লবে বিধুমুখী শুভ্রে শনৈস্তেজসি।
দিষ্ট্যা দৃষ্টিগতাবতীর্য্য পুরতো দেবী দিবোমণ্ডলাৎ
তস্থৌ তস্য কিরীটহীরকমুখালঙ্কারজালোজ্জ্বলা ॥ ২৪ ॥
কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়মূঢ়পুলকং তং বিস্মিতং সস্মিতা
কাঞ্চিদ্বাচমুবাচ বৎস কিমিমাং নো বেৎসি মাং বৎসলাম্।
প্রাক্ সপ্তস্বপি জন্মসু স্মরসি নো মহ্যন্তসহস্তপ
স্তপ্তং ঘোরমথাদ্য বিদ্ধি পুরতস্তংসিদ্ধিমদ্ধার্পিতাম্ ॥ ২৫ ॥

বিদ্যাভ্যাপ্যানবদ্যতাং গতবতী দ্ব্যস্থানদীপদ্যুতিঃ
সর্ব্বস্মিন্ প্রবিবর্দ্ধতাং শ্রুতশতে বিদ্যোততাং তে পুনঃ।
ঋপ্তুং যৎ কিল সপ্তজন্মসু ত্বত্তস্তে বৎস বাৎস্যান্বয়ে
ত্বামারভ্য কবিত্বমস্তু পুরুষং যাবত্তথা সপ্তমম্ ॥ ২৬ ॥
ভূয়স্ত্বং পরিভূয় পণ্ডিতগণান্ ভূয়াভুবোমণ্ডলে
গ্রন্থগ্রন্থনতো গৃহীতপদবীভূষো যশোঽলঙ্কৃতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিররাম সা সুকৃতিনো হ প্যার্য্যালসৎপঞ্চকং
জিহ্বাগ্রা (১) ন্নিরগচ্ছদস্য সহসা স্তোত্রং গিরো হ নর্গলম্ ॥ ২৭ ॥
তামুদ্বীক্ষ্য পুনঃ পুনর্নয়নং প্রাপ্তিং হি তৃপ্তের্য্যষৌ
পাদাগ্রে হ পতদাগ্রহেণ স ধরাধূলীলসদ্বিগ্রহঃ।
নহ্যস্মিন্ গ্রহণে হ স্ম শক্তিরভবদ্‌ব্রাহ্ম্যাস্তথা ব্রহ্মণঃ
সান্তর্দ্ধানমুপাগমৎ স চ মহাদুঃখৈরগচ্ছদ্গৃহম্ ॥ ২৮ ॥
মীমাংসাং কিল জৈমিনের্হি জটিলামুদ্বীক্ষ্য দীক্ষাগুরু
রাজ্ঞাং তামিব বোধয়ন্ বুধবরস্তেনে সতাং কৌমুদীম্।

(১) মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য "উদীচ্য ভট্টাচার্য্য" নামে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণের সম্মুখে সরস্বতী দেবীর হঠাৎ আবির্ভাব, রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ আর্য্যাচ্ছন্দে স্বরচিত-শ্লোকপঞ্চকে সরস্বতীর স্তোত্রপাঠ, রামকৃষ্ণকে সরস্বতী কর্ত্তৃক সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব এবং রামকৃষ্ণ অবধি সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত এ বংশের স্বাভাবিককবিত্বরূপবর-প্রদান এতদ্দেশের সর্ব্বজনবিদিতবৃত্তান্ত এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের বৃদ্ধপণ্ডিতদিগের মুখে কীর্ত্তিত। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ন্যায় 'শুদ্ধি কৌমুদী' প্রভৃতি অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের 'অধিকরণ কৌমুদী' নামে প্রকরণগ্রন্থরচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে যে বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই ও যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য্য সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, মীমাংসাদর্শনের অবলম্বিত যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কোন কোন সিদ্ধান্তিতমতের খণ্ডনও করিয়াছেন। উদীচ্য ভট্টাচার্য্যের প্রদর্শিত অনেক ব্যবস্থা এদেশে (রংপুর প্রদেশে) প্রচলিত আছে। "অধিকরণ কৌমুদীর" অধ্যয়ন অধ্যাপনা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণ রচিত সরস্বতী স্তোত্রের ১ম শ্লোক।

ভুবনাপদি কিল যস্যাঃ কল্পস্থান্তে ন কিঞ্চিদবসিতমপি
অধুনা সংস্কৃত-রূপা-ব্যতিরিক্তা তাং প্রপদ্যেঽহং।

স্মৃত্যাং সম্মতনামকে। বহুবিধান্ বন্ধুনিবন্ধান্ নৃণাং
নির্ম্মায়ঃ কিল নির্ম্মমে মুনিরিব প্রাক্‌কৌমুদীনামকান্॥ ২৯॥
আর্য্যাচার্য্যবরো হ যাযেব নিতরামাবার্য্য বর্ষাং সতাং
শাস্ত্রে বর্ত্মনি বর্ত্তমাননিবিড়ব্যূঢ়ান্ধকারান্ কৃতী।
তান্ মার্গান্ নিজতেজসা বুধগুরুর্বিদ্যোতয়ন্ বৈদ্যুতং
কিঞ্চিজ্জ্যোতিরিবাকিরৎ স্থিরতরং ধীরা যতো বিহ্বলাঃ॥ ৩০॥
চত্বারশ্চতুরাশ্চতুর্ব্বদনতো বেদা ইবাস্মাৎ সুতা
জাতাস্তেষু সুনিষ্ঠশিষ্টচরিতো জ্যেষ্ঠস্তু রুদ্রেশ্বরঃ।
সর্ব্বেষাং ভুবনেশ্বরো হ সুজ ইতো জ্যেষ্ঠঃ স রত্নেশ্বরঃ
শ্যামাঙ্গং কিলসুন্দরং পদমদো নাম্নাভজৎ সোঽপি চ॥ ৩১॥
শ্রীজীবেশ্বরসংজ্ঞিতঃ পরিচিতো রুদ্রেশ্বরস্যাত্মজ
স্তস্য দ্বৌ কিল বিদ্যয়া বিলসিতৌ ভূতৌ সুতৌ পূজিতৌ।
একো ধীরবরো হ নরেশ্বর ইতি খ্যাতো ধরামণ্ডলে
ধন্যো হ ন্যো জগদীশ্বরঃ ক্ষিতিসুরঃ শূরিগুরুর্ধীমতাম্॥ ৩২॥
তস্য দ্বাবমরেশ্বরস্য তনয়ৌ বিদ্যাতপস্যান্বিতৌ
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতমঃ ক্ষিতীশ্বর ইতি খ্যাত ক্ষিতাবিজয়ায়।
পূর্ণেন্দুপ্রতিমো হ সুজো নিজজনৈঃ পূর্ণেশ্বরো ভ্রাজতে
ভ্রাতাভ্রাভযশা ভ্রমেণরহিতঃ শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণে॥ ৩৩॥
তস্য শ্রীজগদীশ্বরস্য তনয়ো ন্যায়াদিবিদ্যাচন
শ্চণ্ডাংশুপ্রতিমো মহোভিরসমৈর্জ্জ্বাল চণ্ডেশ্বরঃ।
পণ্ডাখণ্ডিতবিশ্বপিণ্ডরচনো হ খণ্ডজ্বলজ্জ্যোতিবা-
ত্মানং ধ্যাতমবেক্ষ্য যোহি ভজতে স্বাণন্দকন্দং সদা॥ ৩৪॥

জাতোঽভূদ্ভুবনেশ্বরস্য তনয়ো দেবেশ্বরো দৈবতৈ-
র্গীতির্যস্য যশো নিশম্য সহসা বাচস্পতির্বিস্মিতঃ।
বুদ্ধির্যস্য চিরং দৃঢ়া সুবিমলা শাস্ত্রার্থসঞ্চিন্তনে
ধ্যানেনাত্মনি চিত্তবৃত্তিরভবচ্চাধ্যাপনায়াং রতিঃ ॥ ৩৫ ॥
নানাদেশমুপাগতঃ কৃতিমতা কৃষ্ণেশ্বরেণান্বিতো
সোঽধ্যৈষ্টৈতমাশ্বভীষ্ট গুরুতঃ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি চ।
বভ্রাম ভ্রামবর্জ্জিতঃ শ্রুতপথে যো বিভ্রমে সুভ্রুবাং
ভ্রূচাপেন নিয়োজিতৈঃ শরশতৈর্ব্বিদ্ধোঽপি নাবিদ্ধ্যত ॥ ৩৬ ॥
পৌণ্ড্রঃ কশ্চন যং পরীক্ষিতুমিবায়াতোজরাজর্জ্জরঃ
প্রোবাচ দ্বিবিধং দ্বয়োর্হি বুধয়োঃ শ্রুত্বোত্তরং সোত্তরঃ।
ক্ষুদ্রে চেতসি গর্ব্বভারভরিতে নায়াতি বিদ্যা ততো
ভো দেবশ্বর তে সমাগতবতী সানেতি কৃষ্ণেশ্বরে ॥ ৩৭ ॥
লব্ধাচাপি বসুন্ধরাং সুবিপুলাং যঃ কাকিনারাজতঃ
শাস্ত্রস্য প্রতিবন্ধিকাং নিজধিয়া সঞ্চিন্ত্য চিন্তাবিধেঃ।
তামুৎসৃজ্য দধার ধুম্রপথতো ঘোরাৎ সুদূরে স্থিতঃ
মুদ্রাণাস্তু চতুষ্টয়ে বিনিময়ে মাস্যে মতিং সস্মিতঃ ॥ ৩৮ ॥
স্মার্ত্তশ্রীরঘুনন্দনেন রচিতাস্তত্ত্বাবলীর্ব্বিস্তৃতা
বিস্তীর্ণা অপি রামকৃষ্ণকৃতিনা তাঃ কৌমুদীন্নির্ম্মিতাঃ।
প্রেক্ষাবানথ বীক্ষ্য সূক্ষ্মসুমতি লোকোপকারায় তাঃ
সংক্ষিপ্যৈব লিলেখ লেখগুরুতাং বিভ্রৎ সুপত্রাণি যঃ ॥ ৩৯ ॥
প্রাযচ্ছন্ দ্রবিণাঞ্জলীন্ বুধগণা রাজ্ঞা চ বিজ্ঞৈঃ সমং
বৎ পাদেষু সরস্বতীচরণয়োরভ্যর্চ্চনাবাসরে।
তেঽদ্যাপ্যুদ্ধৃতপাদুকাসু পদকৈ রৌপ্যৈঃ প্রসূনৈস্তথা
কুর্ব্বন্তে চ তথাগতাঃ সুতগৃহং যস্যৈব তস্যান্তিথৌ ॥ ৪০ ॥

তৎপুত্রাস্ত্বর এব দেব-চরিতা গঙ্গাপ্রবাহা ইব
প্রোদ্ভূতাঃ প্রথমস্তু বিশ্রুতযশা লোকেহত্র লোকেশ্বরঃ।
অন্যস্তেষু নরেশ্বরো নরবরো গঙ্গেশ্বরোঽপ্যন্তিম
স্তে বিদ্যাবিভবেন জজ্বলুরিব প্রোদ্যৎপ্রভাবপ্রভাঃ ॥ ৪১ ॥
রাজ্ঞী কাচন কাঞ্চনদ্যুতিমতী নাম্নান্নপূর্ণা বভা-
বম্বষ্ঠাম্বুজলোচনাম্বুজমুখী নীলাম্বুধারাকচা।
দ্রষ্টুং শ্রীপুরুষোত্তমং গতবতী লোকেশ্বরেণান্বিতা
বেলাং ফেনিলনীললোলজলধে র্নিত্যোর্দ্ধভক্রৎসবাম ॥ ৪২ ॥
তৎ স্পৃষ্টং পুরুষোত্তমস্য তমসঃ পারে স্থিতস্যেশিতু
র্নৈবেদ্যং কিমু সিদ্ধমন্নমধরোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজ্যং দ্বিজৈঃ।
ইত্থং সংশয়সঙ্কুলেন মনসা লোকেশ্বরো ব্যাকুলো
লেভে ভূতলতঃ স পুস্তকবরং যেনাচ্ছিনৎ সংশয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
গৌরীপাণিতলেন চারুচরিতা রাজ্ঞী তদন্নং মুদা
যচ্ছন্ত্যারুচিঃ স্মিতং বিদধতী লোকেশ্বরায়ানিশম্।
নাম্নঃ সার্থকতাং চকার চপলা চঞ্চচ্চকোরেক্ষণা
ভুক্তেত্থং স চ সার্থকং সমকরোৎ স্বং সংজ্ঞিতং লীলয়া ॥ ৪৪ ॥
সূনুস্তস্য সুরেশ্বরঃ সুরগুরোর্লোকেশ্বরস্যাভবৎ
যো বিদ্যাধ্যয়নৈর্দধার নিপুণাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধোজ্জ্বলাম্।
যূনো যস্য যশস্বিনো বিলসিতে লোলেক্ষণানাং সিতে
নাসীল্লোচনপাতনং বিহসিতে নো বিভ্রমে বা পুনঃ ॥ ৪৫ ॥
শাপভ্রষ্টইবাঙ্গিরোঽঙ্গজঋষির্গঙ্গেশ্বরোগাঙ্গতো
গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গসঙ্গপবনে যস্যানুষঙ্গস্তটে।
নানঙ্গোঽঙ্গনমিঙ্গতি স্ম সভয়ো যস্যাঙ্গনাপাঙ্গতো
নিঃসঙ্গস্য নিষঙ্গতঃ সহশরৈর্ভঙ্গীময়ৈরিঙ্গিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অভ্যঙ্গেঽপি জনাঙ্গসঙ্গতিভিয়াভিষ্যঙ্গিতা যস্য নো
সঙ্গীতঃ পরিশুদ্ধিমঙ্গলগিরা যোঽভূজ্জনানাঙ্গণৈঃ
গঙ্গান্তঃপরিপূর্ণকুম্ভনিবহা যস্যাগ্রভূমৌ বভুঃ
শুদ্ধ্যৈ গোময়পিণ্ডমণ্ডিততয়া কাঞ্চিদ্দধত্যাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
যঃ স্মার্ত্তার্থবিচারণে বিচরণে পঞ্চাননে বঞ্চনাং
রামানন্দ ইতি শ্রুতে স্ম যততে কর্ত্তুং ভুবো গীষ্পতৌ
শৌচাচারবিচারচারুচরিতস্তোপাধিমন্ত্রে মতির্নৌ ন্মন্ব্যং
বিভবে বধূবিধুমুখে নো বা সুতাদিষ্বপি ॥ ৪৮ ॥
সস্মাদুদ্ধতরাজরাজয় ইতো রাজীবনাম্নীংরজোব্যক্তাং
রাজসকর্ম্মণা রজতভূপ্রেক্ষ্যাং ভুবং রাজিতাম ।
ত্রিস্রোতস্তটবর্ত্তিনীমতিতরামালম্ব্য মালাপ্রভাং
জাতাস্তাস্ত পরাজিতা জয়বতঃ প্রাগ্জামদগ্ন্যাদিব ॥ ৪৯ ॥
তান্ভূয়ঃ পরিভূয় ভূতহিতভাক্ প্রাক্ প্রেক্ষিতঃ প্রোক্ষিতঃ
প্রেক্ষাবদ্ভিরপেক্ষিতো গুণবতাং যঃ শান্তিকুম্ভোদকৈঃ ।
যো দুর্গোৎসবাজিমেধসবনে কর্পূরদীপাবলীরশ্রান্তাঃ
প্রতিপদ্দিনাত্তু দশমীং যাবদ্ধি দেব্যৈ দদৌ ॥ ৫০ ॥
প্রাক্ সন্তর্প্য পিতৃন্ হি হেমরজতার্ঘ্যাধারতোধারয়া
সম্পৃক্তৈস্তিলমোদকৈরবিরতং দীর্ঘা মধূনাং ধুনীঃ ।
যো যজ্বা কিলতর্পণৈর্যতমনাঃ প্রাবর্ত্তয়ৎ প্রীতিমান্ ।
ভুক্ত্বা তানপি তা নিপীয়বটবস্তৃপ্তাস্তটস্তঃ পুরঃ ॥ ৫১ ॥
শ্যামাদ্যং কিলসুন্দরং পদমদো যস্যাভবদ্বাচকং
পুত্রস্তস্যবভূব ভূততযশাঃ প্রাণেশ্বরঃ প্রীতিমান্ ।
তৎস্বসূর্হি বিশারদঃ সুবিদিতো রক্ষাকরঃ ক্ষ্মাতলে
তস্যাসন্ খলু সূনবঃ সুতনবঃ ষট্ ষট্ পদা বাগ্মিষু ॥ ৫২ ॥

জেষ্ঠস্তেষু বভূব ভূতপতিভাক্ শ্রীরামকান্তঃ কৃতী
যঃ খ্যাতঃ খলু ভূতলেঽত্র বিদুষামান্বীক্ষিকী-বিদ্যয়া।
তস্যৈকস্তনুজো নিজাং বিদধতোঽভূন্ন্যায়বাগীশতাং
রামাখ্যামপরাং বিভর্ত্তি সুরপুরো যোগতো বাচ্যতঃ ॥ ৫৩ ॥
যোগত্তোঽধিগতশ্রুতঃ শ্রুতযশা বালোঽপি বাণেশ্বরো
নো মন্তো বিদুষাং সভা চ সভয়া যস্মাচ্চিরং লজ্জিতা।
জানন্নাপি বধূমুখাধরমধু প্রোদ্যৎপ্রভো যঃ কবিঃ
কাব্যান্যর্হতি কর্ত্তুমুজ্জলরসস্যাপিপ্রভাবোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৪ ॥
অন্যে তেষু চ গৌরকান্ত ইতি সোঽভূচ্চন্দ্রকান্তোঽপরঃ
সদ্বিদ্যো নবকান্ত ইত্যপিপুনঃ শ্রীসূর্য্যকান্তোঽন্তিমঃ।
বিদ্যানীশ্বরকান্ত ইত্যপি পরাখ্যাতো গিরাং দেবতা
সর্ব্বেষাং পরদেবতা বিজয়তে তেষাস্তু সন্তোষিণাম ॥ ৫৫ ॥
রাজন্তীশ্বরকান্তকান্তকবিতামালা বিশালা গলে
কাতন্ত্রাধিকৃতা চ যস্য বিদুষাং হারাবলীকারিকা।
নব্যং ব্যাকরণঞ্চ তেন রচিতং নাম্নাশুবোধং বুধৈ-
রায়াতং কৃতিনাং হিতায় সসমাম্নায়ং বিশুদ্ধং বৃহৎ ॥ ৫৬ ॥
চত্বারশ্চতুরাননস্য সনকাদ্যা যাং হি হিত্বা সুতাঃ
সদ্বিদ্যা ধরণীগতা ইব পুনর্জাতাস্তুরত্নেশ্বরাৎ।
জ্যেষ্ঠত্বং তনয়েষু তেষু গতবান্ কাশীশ্বরো ভাস্বরঃ
সাক্ষাদেব শিবেশ্বরঃ শিববপুর্দ্দেবোঽভবন্মধ্যমঃ ॥ ৫৭ ॥
যোঽহঙ্কার ইবাপরোঽপি চ গিরঃ কৃষ্ণেশ্বরঃ সোঽনুজঃ
সর্ব্বেষাঞ্চ বভূব সর্ব্বজ্ঞদয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোহ্যন্তিমঃ।
রাকারাড়িব রামশঙ্করকৃতী কৃষ্ণেস্বরস্যাত্মজো
মাঘস্যোপরি ভাতি যেন রচিতা টীকা বটূনাং হিতা ॥ ৫৮ ॥

জাতঃ শ্রীহরিনাথকোঽথ সুকবির্ব্বিশ্বেশ্বরস্যাত্মজো
ধীরোনীরনিধির্ধিয়াং নিরবধিঃ কাব্যস্য ধারাধরঃ।
গৌরীনাথ ইতো ঽপি সদ্দ্রুমবরোঽভূদ্রুনাথোঽপরঃ
কালীনাথ ইতি শ্রুতঃ শ্রুতিধরো মূর্ত্তঃ স্মরঃ সৎকবিঃ ॥ ৫৯ ॥

ভিক্ষুঃ কোঽপি সুবীক্ষিতঃ ক্ষতবপুর্বংশহ্রদস্যোপরি
ক্ষীণস্তীরমুপাগতোঽনধিগতং কিঞ্চিচ্চ না যাচত।
স্নানার্থং হরিনাথ উজ্জ্বলরুচিস্তত্রেত্য বীক্ষ্যৈব তং
কারুণ্যাদ্র্মনাঃ ক্ষতে শৃতজলৈর্ধৌতে দদৌ ভেষজম্ ॥ ৬০ ॥

ইত্থং নিত্যমদান্মদচ্যুতমনা ভৈষজ্যমুচ্চাবচং
প্রায়স্তেন বিতাড়িতোঽপি স ততো নৈরুজ্যমার্চ্ছদ্ যতিঃ।
তস্য শ্রীহরিনাথশর্ম্মসুবটোর্ব্বদ্ধেক্ষণস্য ক্ষণং
জিহ্বায়াং মন্ত্রমেকদা স মধুনা কঞ্চিল্লিলেখস্ফুটম্ ॥ ৬১ ॥

উন্মিল্য স্ববিলোচনং ন চ পুনস্তং সিদ্ধমালোকত
শ্রেয়োদাতুমবাতরৎ কপটতাচ্ছন্নাং তনুং যোদধৎ।
তস্যানর্গলমাস্যতো নিরগমৎ গীর্গদ্যপদ্যাত্মিকা
সর্ব্বেষাং পুরতঃ সুবিস্মিতবতঃ সর্ব্বে পুনর্ব্বিস্মিতাঃ ॥ ৬২ ॥

গঙ্গাতীরকুটীরকে নিবসতঃ কন্দর্পসিদ্ধান্ততঃ
তর্কং ত্বর্কখরদ্যুতিং স চ যথাবধ্যেতুমদ্ধা ততঃ
আলোক্যাস্য বিভূতিমত্ত্বমপি যস্তেনানুরুদ্ধোঽপি ন
ব্রাহ্মণ্যচ্যুতিভীতিতঃ কিল রতিং পূর্ণাভিষেকেঽকরোৎ ॥ ৬৩

যস্যাদ্র্ঃ কবিতাদ্রবৈর্দ্রুতমভূত্তদ্রামরুদ্রোদ্রুমে।
রৌদ্রজ্যোতিররৌ চ ভদ্রমপতস্মিত্রেষু যস্য ধ্রুবম্।
তস্য দ্রাগ্দ্রবিণৈশ্চ বিদ্রুমমুখৈর্দারিদ্রবিদ্রাবিভি
র্মুক্তৈরদ্রিরিবাভবৎ স চ কবির্দ্রাব তদ্দুর্গতিঃ ॥ ৬৪ ॥*

রাগগ্রাহসমাকুলে ভবজলে চিন্তাভ্রমি ভ্রামিতে
ব্যাধি-ব্যাল বিষোল্ললে কলকলে ভঙ্গধ্বনি ধ্বানৈঃ।

অন্যে কেচন কাকিনাপতিরিব স্বর্ণাঙ্গুলীনঞ্জসা
রাজ্ঞোনো রজতাঙ্গুলীনপি দদুস্তৎপাদপদ্মদ্বয়ে।
দীনারাবলিবর্ষণৈরতিতরাং দীনাজপুর্য্যাঃ পতি
দীনানাং স পিতা পদং কবিপতে রানর্চ্চবর্চ্চস্বিনঃ ॥ ৬৫ ॥
তন্ত্রোক্তৈরভিচারকর্ম্মভিরিমং বিদ্যর্দ্ধিবৃদ্ধীর্ষয়া
মত্তং তং স চকার কর্ম্মকুশলঃ সম্বন্ধবৈরঃ পিতা
প্রাক্ স্বস্যাং স্বসরি স্বয়ং স্ময়মনাঃ সংযোজয়ামাস যো
ভূতং কঞ্চন দারুণং ন চ পুনঃ কোঽপি ক্ষমস্তারিতুম্ ॥ ৬৬ ॥
বদ্ধঃ শৃঙ্খলয়াপি যঃ খলু খলেনাধ্যাপয়ামাস চ
চ্ছাত্রান্ পাত্রতয়াবধার্য সদয়ো হার্য্যর্থসার্থং শুভম্।
উন্মত্তস্য কবিত্বমস্য নচতং তত্যাজ বিদ্যা ন তং
বভ্রামভ্রম এব কেবলমিমং সংস্মৃত্য সাংসারিকঃ ॥ ৬৭ ॥
ভুক্তে্বথং ফলমীদৃশং কবিগুরুঃ প্রারব্ধকর্ম্মোদ্ভবং
ভিত্ত্বা তেন সমং বপুর্দ্দিবমগাদ্ বিদ্যাধরৈরর্চ্চিতঃ।
তৎপত্নী জ্বলাদিন্ধনং পতিচিতাপ্রোদ্যৎ প্রভূতানলং
পৌরস্ত্রীনয়নাশ্রুবৃষ্টিভিরপানির্ব্বাপিতং প্রাবিশৎ ॥ ৬৮ ॥
যস্যাধ্যাসিতুমাস্যমস্য মধুরং চক্রায়ুধস্য দ্বয়ো
বর্দ্ধেবাঃ পদ্মমিতি ভ্রমাদ্ধিকলহো বদ্ধোঽথ পদ্মা ততঃ।
বাণী চাধিচকার তৎ কিল যথাশক্তিপ্রভাবং তয়োঃ
কালীনাথ শিরোমণিঃ স সুকবির্ব্বিদ্বদ্‌গ্রহাণাং রবিঃ ॥ ৬৯ ॥

আপদ্বাড়ব সঙ্কুলে ভ্রমসি কিংভ্রাতঃ! সহস্রং নতিঃ,
শ্রীতারা জগদম্বিকাপদসুধানদ্যাং ক্ষণং মজ্জ তু ॥

মহাকবি হরিনাথ বিদ্যানিবাস কাঁকিনাপতি রাজা রামরুদ্রের সমীপে মুখে মুখে অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে উপরি উক্ত কবিতাটি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

গৌরীনাথ ইতিশ্রুতঃ শ্রুতবতা যেনৈব গৌরীপতেঃ
প্রাসাদঃ সদনে সদাচ্চিতপদেনাকারি চারুদ্যুতিঃ।
তস্মাদমুষ্য সুতঃ স্বতন্ত্ররচিতঃ সুতো ও স তাং সূচকঃ
স শ্রীমান্ ভবনাথ এষ সুতরাং পিত্রোরমিতং বটুঃ ॥ ১০ ॥
শিষ্যান্ বিশ্বজিতো যশঃ সিতরুচো ভূপান্ স্বযুপাঙ্কিতান্
ভূখণ্ডান্ দদতো বুধায় বিততান্ তান্ দানশৌণ্ডানপি।
বন্ধ্যাধ্যানবিধৌহি বিঘ্ননিবহান্ মন্ত্রা জতৌ যো ও ভব
স্তস্মাৎ গণ নিগমাদিনাঙ্গনিবহাঃ সর্বেশ্বরাদঙ্গজাঃ ॥ ১১ ॥
গোবিন্দেশ্বরনামভাগপি সুতো নন্দেশ্বরোনন্দনো ?
ভূদবাগীশ্বরনামকোঽপি তনয়ঃ কালীশ্বরোঽপ্যভবৎ।
জাতঃ যোঽপি দধাতি যঃ সদভিধাং চর্য্যাদিনারায়ণং
যানারায়ণনামধাম লভতে গঙ্গাদি সোঽস্ত্যন্তিমঃ ॥ ১২ ॥
ডাকিন্যাঃ কিল পল্লিকাং দ্রুতমলির্মল্লীং প্রফুল্লামিব
প্রাধাবদ্ যুবতের্ধবোবহুধনাপ্ত্যালয় কালীশ্বরঃ ॥
লব্ধা ডামরডম্বরাং বহুবিধাং বিদ্যাং সুসিদ্ধিঙ্গতঃ
স প্রাবর্ত্তত তস্য মন্ত্রবিভবাদ্ ভীতাস্ত ভূতা জনাঃ ॥ ১৩ ॥
মন্ত্রস্যৈব বলৈদ্দিবাপি যুবতীর্ভর্ত্তৃগৃহাৎ স্বং গৃহং
যঃ সাক্ষান্নিনিনায়নায়কবরো নারীপুরেঽপি স্ফুটম্।
তাসামেব ধবৈর্নিবেবিতপদস্তন্মন্ত্রমুগ্ধৈঃ পুন—
র্মুগ্ধাভিঃ স্মরদগ্ধচিত্তমনয়দ্দুগ্ধো-দধৌ মজ্জনম্ ॥ ১৪ ॥
আসীওস্য বধূর্হি শঙ্করবধূঃ সাক্ষাৎ ক্ষিতৌ শঙ্করী—
শঙ্কে পঞ্চশরাদরেহ্বতধিয়ং পঞ্চাননং শঙ্কিতম্।
উদ্ধর্ত্তুং ধরাণিঙ্গতং নরবধূমত্তস্ত তাং গাঙ্গতাং
যা দেবী প্রবিবেশ সস্মিতমুখী ভর্ত্তুশ্চিতাগ্নৌ সতী—॥ ১৫ ॥

যো গঙ্গাদিকনামধেয়মভজদ্যস্যাপি বাণেশ্বরী
শ্বেরাস্যা জলদিঙ্কলং হুতবহং পাতুশ্চিতাযাং যযৌ।
শাপেনৈব দিবশ্চ্যুতাং ধবলতাং বিদ্যাধরীং সন্ত্যতি
গীত্বাস্তঃ পুরচারিণী স্বরলয়ৈঃ স্বাং জ্ঞাপয়ন্তী জনান্ ॥ ৭৬ ॥
যোধত্তে জনকোক্তিতাং হরিমুখীং নারায়ণাখ্যাং ক্ষিতৌ
জ্যোতিঃ পুস্তকমস্তি যস্য রচিতং জ্যোতিঃ পরং নিশ্চতঃ।
বধ্বাবন্ধবপুর্ন কেবলমভূদ্ দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং স চ
প্রেম্নাস্যাপি জিতঃ সুচুম্বিতমুখো বাণ্যা শিবাণ্যা সমং ॥ ৭৭ ॥
যস্যৈবাক্ষরপংক্তিরক্ষতবপুর্মুক্তাবলীবেক্ষ্যতে
সিদ্ধান্তোদ্ধরণাদ্ধি যোঽত্র লভতে সিদ্ধান্তনামাপরম ॥
যস্যৈব স্বজিতাক্ষরত্নবিভবাজ্জিহ্বাসহায়স্য চ
গ্রন্থো নো পঠিতোঽস্তি কোঽপি বিবুধৈর্বুদ্ধ্যাপি নো বুদ্ধ্যতে ॥ ৭৮ ॥
ভূবৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদো বিদ্যারবিন্দে রবি
শ্চন্দ্রঃ সান্দ্রযশঃসু কৈরবশতেষ্বিন্দ্রেশ্বরো নন্দতি।
যঃ কাশীশ্বরনন্দনোঽর্চ্চিততনুস্তৈর্নন্দনোদ্যানতো
মন্দারৈর্বিবুধেন্দ্র ইন্দুধবলা যৎকীর্ত্তিমন্দাকিনী ॥ ৭৯ ॥
বাণিণ্যেব সুচুম্বিতাম্বুজমুখো বাণ্যা দৃগিন্দীবর-
স্রগ্দায়ে-ন্দিরয়ার্চ্চিতো বিজয়তে সাক্ষান্মুকুন্দোঽপি যঃ।
গৌরীভর্ত্তৃতয়া হরো নরবপুর্ব্বিদ্যাময়ীং স্বর্ধুনীং
মূর্দ্ধ্না তামবতারয়ত্যতিতরাং যো যোগিরাজোঽনঘঃ ॥ ৮০ ॥
অত্রচ্ছাত্র সহস্রসুদ্ধতযশশ্চন্দ্রো ধরামণ্ডলে
যঃ পাণ্ডামতুলামখণ্ডিতমণিং বিভ্রাচ্ছিরোমণ্ডনম্।
সম্রাড়েব বিরাজতে সুকৃতিনাং চূড়ামণির্বীড়িতা
বিভ্রত্যত্র সুশাসনং ভুবি সদা সিদ্ধান্তমদ্ধা বুধাঃ ॥ ৮১ ॥

স্বৈরং যস্য সদস্যুপাগতবতঃ পাদে বুধানামধঃ
সর্ব্বেষাং নিপতন্তি গর্ব্বিতশিরাংস্যুচ্চৈর্ন কস্যাপি চ।
সর্ব্বে ভূপতয়োঽপি ভূপতিততাং যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মাগ্রত-
স্তদ্‌ধূলীধবলা দধত্যতিতরাং ধ্যানাভিভূতাইব ॥ ৮২ ॥
দাস্যো যস্য সহাস্যচন্দ্রবদনাঃ কত্যত্র দাস্যাঃ কতি
চ্ছাত্রাঃ পুত্রসমা বিভান্তি কতি বা নির্ণায়কঃ কোঽপি ন।
শশ্বদ্‌যস্য মহোৎসবাঃ সসবনাঃ সন্ত্যত্র সম্মোদরে
নিত্যং রাজবদুন্নতান্নমতুলং তে ভুঞ্জতেঽপ্যঞ্জসা ॥ ৮৩ ॥
উৎকীর্ণৈরসুরৈঃ সুরৈরপি নরৈরর্ণোময়ৈরর্ণবৈ
রাকীর্ণঃ সুসুবর্ণচূর্ণবিলসদ্‌বর্ণৈস্তথা চিত্রিতৈঃ।
স্বর্ণোর্ণাময়সূত্রসূচিতমহাবিস্তীর্ণচন্দ্রাতপং
যস্য শ্রীরঘুনাথমন্দিরমিদং প্রোদ্যৎসুপর্ণাঙ্কিতম্ ॥ ৮৪ ॥
লিঙ্গস্যাস্তি মঠোলসদ্‌ঘটঘটো গঙ্গাধরস্যাধ্বরৈ
রীড়স্যাপি মৃড়স্য চোড়ুপতিনা প্রোদ্‌বদ্ধচূড়স্য সঃ।
গন্ধশ্চন্দনদারুজোঽগুরুগুরু ধূপোত্থধূমান্বিতো
নির্গচ্ছত্যনিশং দিবানিশমতঃ পৌষ্পৈঃ সমং সৌরভৈঃ ॥ ৮৫ ॥
তস্যৈবাস্মি সুতো ধনেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কিশোরো গুরো
স্তিস্রস্তা মম মাতরস্ত্রিপুরজিদ্ বধ্বা দধত্যস্তনুঃ।
ভান্ত্যস্মিন্ ভগিনীগণাশ্চ ভবনে সৌভাগ্যবন্তোনতা
রামানন্দ ইতি শ্রুতঃ স্বস্বসুতো বিদ্যোন্নতো বিদ্যতে ॥ ৮৬ ॥
বিদ্যন্তে বহবঃ কুটুম্বনিবহাঃ কিং জল্পিতৈঃ কল্পিতৈ
র্যৎ সত্যং লিখিতং তদেবমনৃতং প্রোপেক্ষিতং নেক্ষিতম্।
তারাপাদনিষেবনাৎ সুসবনাৎ সর্ব্বপ্রদান্মৎকৃতো
দত্তস্তত্র চ বাৎস্যবংশচরিতগ্রন্থঃ সমাপ্তিঙ্গতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীধনেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিতং বাৎস্যবংশচরিতং সমাপ্তম্

তেনে তেন ধনেশ্বরেণ যদিদং বৃত্তং ততোঽন্যন্ময়া
প্রোদ্ভূতাদ্ভুতকর্ম্মণো গুণনিধেস্তস্যেতিহাসঃ পুনঃ ।
যেঽস্মিন্ জন্ম ততঃ পরং জলনিধৌ বাৎস্যান্বয়ে লেভিরে
তেষাঞ্চাপি বিলিখ্যতে শ্রুতবতাং যেবা শ্রুতা বিশ্রুতাঃ ॥ ১ ॥
কস্যাংশ্চিন্নিশি শৈশবে শশিসমঃ শুশ্বাপ পিত্রা সমং
ধন্যস্তত্রধনেশ্বরোঽধরপুটাত্তস্যাথ নিদ্রাবশঃ ।
মন্ত্রং কঞ্চন সুদ্গতং শ্রুতবতা পিত্রা পরেদ্যুর্দ্দিনে
প্রাতঃ স্নাতবতেঽপ্যুপাসিতবতে সন্ধ্যাং স তস্মৈ মনুঃ ॥ ২ ॥
কাতন্ত্রস্য সসন্ধিবৃত্তিমপঠৎ শাস্ত্রং ন চান্যৎ পুনঃ
প্রাগ্জন্মপ্রভবাৎ কৃতাচ্চ সুকৃতান্মন্ত্রপ্রতাবাদপি ।
বাল্যেঽপ্যস্য বভূব তস্য বিদিতং শাস্ত্রং সমস্তং হঠাদ্
যং দৃষ্ট্বা স্ম-জুগুপ্সতে বুধসভা বাদং বিবাদং পুনঃ ॥ ৩ ॥
একো দিগ্বিজয়ী জগাম সুগুণগ্রামো বুধেষগ্রণী
গ্রামং তং বিজয়িত্বমস্য বিবুধাঃ স্বীচক্রুরগ্রঙ্গতাঃ ।
তং রাসেন ধনেশ্বরোঽজয়দসৌ পিত্রাসহাধ্যাসিতং
ধৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠমদর্শয়চ্চ জনকেনাভ্যর্চ্চিতং তং পুনঃ ॥ ৪ ॥
অস্মাদ্বাসরতস্তৃতীয়দিবসে দুর্ব্বৃত্ত পিত্রোঃ পুরো
মৃত্যুস্তে মুখমত্রপশ্যতু মুখাদ্ যস্মাদ্দুরুক্তং ত্বয়া ।
ইত্থং তং স শশাপ ধূর্জ্জটিরিব ক্রুদ্ধো জ্বলজ্জালয়া-
প্যুগ্রো নাম্রনয়ৈঃ স শান্তিমগমদ্ ভীতস্য চূড়ামণেঃ ॥ ৫ ॥
পিত্রোর্বক্ষসি বাৎস্যবংশশিরসি ব্রহ্মাস্ত্রবৎ সোঽশনিঃ
ক্ষিপ্তো হন্ত হঠাৎ যদোঃ কুলমভূদ্ যস্মাচ্চ ভস্ম ক্ষণাৎ ।
দগ্ধোঽসাবগুরুস্তরুঃসরুতরণস্তেনৈব তস্মিন্দিনে
যঃ পঞ্চোত্তরদিগ্মিতান্ নিজজনৈঃ সংবৎসবান্ বর্দ্ধিতঃ ॥ ৬ ॥

বিভ্রৎপঞ্চদশাব্দবর্দ্ধিতকলাস্ত্রিঃ পঞ্চ নির্লাঞ্ছনো
যোঽয়ং চন্দ্রইবোজ্জ্বলো নিজযশোজ্যোৎস্নাভিরভ্রাজত।
স্বর্ভানুর্গ্রসতে স্ম তং হি হতকঃ স ব্রহ্মশাপোমহান্
রাহোঃ প্রচ্যবতে বিধূর্নচপুনর্হা হন্ত সোঽভূচ্চ্যুতঃ ॥ ৭ ॥
স্বর্যাতঃ স ধনেশ্বরঃ সুরবধূহস্তাচ্চ পিত্রোর্দ্দিশো
বৃষ্টিং সঞ্জনয়ন্ জনস্য সহসা পুষ্পস্য বাষ্পস্য চ।
শোকাগাধপয়োনিধৌ স্বপিতরৌ ঘোরেঽন্ধকারে ক্ষিপন্
বাৎস্যাংশ্চস্মৃতিরস্তি কেবলমসৌ তচ্ছক্তিবাদোঽপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীরাসেশ্বরভট্টাচার্য্যবিরচিতং ধনেশ্বরচরিতং

বালক ধনেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমনের পরে যাঁহারা এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধনেশ্বরকৃত শ্লোকগুলির মধ্যে নাই, অল্প বয়সে রাসেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াও এক ধনেশ্বরের জীবনী ভিন্ন শ্লোকে আর অন্য কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই ; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারও অল্পবয়সেই পরলোকপ্রাপ্তি হয়। শ্লোকে যাঁহাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, বংশ তালিকায় তাঁহাদিগের নাম দিয়া অনর্থক তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করি না। পরবর্ত্তি-সময়ে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের নাম নিম্নে বংশ তালিকায় লিখিত হইল।

ক্ষিতাশ্বর ভট্টাচার্য্য
দুর্গেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ
রূপেশ্বর ভট্টাচার্য্য
তারিণীশ্বর ভট্টাচার্য্য
গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য্য
মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার
গোপালেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীমান্
উপনিষদের উপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের ও নানা প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ এম, এ,
শ্রীমান্ ব্রহ্মেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীমান্ মানেশ্বর ভট্টাচার্য্য
চণ্ডেশ্বর ভট্টাচার্য্য
পূর্ণেশ্বর ভট্টাচার্য্য
হরিনাথ বিদ্যাবিনাস
বাণীশ্বর ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য
কন্যা শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী
শ্রীযুক্ত ভারতীশ্বর ভট্টাচার্য্য *
শ্রীযুক্ত কামেশ্বর ভট্টাচার্য্য
লক্ষ্মীশ্বর ভট্টাচার্য্য
রূপেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন লাহিড়ী

ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি
ধনেশ্বর ভট্টাচার্য্য
জনেশ্বর ভট্টাচার্য্য
হারাধন ভট্টাচার্য্য
হরকান্ত বিদ্যাভূষণ
কন্যাদিগের মধ্যে
কল্যাণী দেবী, মানিনী দেবী (বিদুষী)
দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য
কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
মাধবেশ্বর ভট্টাচার্য্য
(কন্যা) উমাসুন্দরী দেবী
সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামানন্দ পঞ্চানন
সর্ব্বদেশ খ্যাত নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার
শ্রীযুক্ত রজনীশ্বর ভট্টাচার্য্য
খ্যাতনামা দার্শনিক রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন
রামশঙ্কর বিদ্যামণি
ভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
মহাকবি নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ কেশবেশ্বর তর্কপঞ্চানন
রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এল্
শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এল,
শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
শ্রীযুক্ত যতীশ্বর ভট্টাচার্য্য,
শ্রীযুক্ত অতুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য
কন্যাগণ
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী
শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী
শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী নিবাসী

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রদত্ত। সন ১৩১৮ সাল।

বাৎস্য গোত্র কাঞ্জিলাল বা কাঞ্জিবিল্ল গাই

কানুর সন্তান (উপাধি চৌধুরী)

পূর্ব্বে সুরাই মেলের কুলীন ছিলেন এক্ষণে বংশজ ভাবাবন্ন।

বর্ত্তমান বাসস্থান ওকরসা (পোঃ ওকরসা), জেলা বর্দ্ধমান

আত্মারাম, ব্রজনাথ, বিনয়রাম ও গুরুদাস এই চারি সহোদর ১। আত্মারাম, সুত কৃষ্ণধন (নিঃ সঃ), রামরতন, হরিশরণ (০) ও ক্ষেত্রমোহন ২। রামরতন সুত নিরঞ্জন, ৺মহিমারঞ্জন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ডাক্তার পতিতপাবন I.M.S. ও ৺বনবিহারী ৩।

নিরঞ্জন সুত অবনীপতি এম-এ, সুধাংশু, শৈলেন্দ্র, শচীন্দ্র ও মিহিরকুমার ৫।

ক্ষেত্রমোহন সুত শ্যামসুন্দর, কালীরঞ্জন, মৃত্যুঞ্জয়, সূর্য্যকান্ত (ওভারসিয়ার) বিমলাপতি ও ৺ঈশানী (স্বামী শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৩।

শ্যামসুন্দর সুত কমলাপতি ও বিশ্বপতি (ইহাদের মাতামহ বংশ ২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

এই বংশের ডাক্তার শ্রীযুক্ত পতিতপাবন চৌধুরী B.Sc., M.B.B.S., I.M.S. এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পলটনে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পাইয়াছেন। ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

শ্যামসুন্দর এলাহাবাদের বিখ্যাত ঠিকাদার। ইনি দেনুড়ের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদের মধ্যম জামাতা।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ৯ ফাল্গুন, ১৩৪৫।

বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকট
খাটুন্দী (পোঃ কুলাই) গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশ।

ইঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর সন্তান * বাৎস্য গোত্র, পূতিতুণ্ডী গাই, রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

কেশব ভারতী ১—**উষাপতি ও নিশাপতি** ২।

নিশাপতির (২) ধারা (ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল)

নিশাপতি ২—রঘুনন্দন ৩ —মনোহর ৪—পদ্মনাভ ও বৃন্দাবন ৫।

পদ্মনাভ ৫ —রামনাথ ও জগন্নাথ ৬। রামনাথ ৬ —রামনারায়ণ, রাধাকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত ৭। রামনারায়ণ ৭ —রামদুর্লভ ৮ —রামবিষ্ণু ৯ —রামদয়াল ও কন্যা প্রসন্নসুন্দরী ১০। রামদয়াল ১০ —দামোদর ও সুরেশ ১১।

বৃন্দাবনচন্দ্র ৫ —ধরণীধর ৬ —যদুনন্দন ৭ —পুরুষোত্তম দণ্ডী (ইনি দণ্ড গ্রহণ করেন) ৮ —রামচন্দ্র, সদাশিব ও শম্ভুনাথ ৯।

রামচন্দ্র ৯ —বদন, রামসুন্দর ও পরেশমণি ১০। রামসুন্দর ১০ —কৃষ্ণহরি ও গুরুদাস ১১। কৃষ্ণহরি ১১ —৺নকড়ি বিদ্যারত্ন ও বসন্ত ১২। নকড়ি ১২ —শৈলজা, সূর্য্যকান্ত ও দুর্গাপদ বিদ্যানিধি ১৩। বসন্ত ১২ —যতীন্দ্র বেদান্ততীর্থ, উপেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ (শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত) ও সৌরেন্দ্র ১৩। যতীন্দ্র ১৩ —অচ্যুতানন্দ ও অমিতানন্দ ১৪। উপেন্দ্র ১৩ —সচ্চিদানন্দ ও অমলানন্দ ১৪।

সদাশিব ৯ —রামলোচন ১০ —হরমোহন ও ঈশ্বর ১১। হরমোহন ১১ —নিস্তারিণী (কন্যা), রামগঙ্গা ও ক্ষেত্রনাথ ১২। রামগঙ্গা ১২ —নীলমণি ও হরিলাল ১৩। হরিলাল ১৩ —পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিরত্ন ও উমাপদ ভট্টাচার্য্য (Vice-Chairman, Katwa Local Board and teacher Katwa K. D. Institution) ১৪। পঞ্চানন ১৪ —নবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, মনোরমা

---

* সন্তান অর্থে পুত্র পৌত্র ও শিষ্যাদিকে বুঝাইবে।

(কন্যা) ও সত্যনারায়ণ ১৫। উমাপদ ১৪ —সেফালিকা (কন্যা), বিশ্বনাথ, শিবনারায়ণ ও গীতানন্দ ১৫।

ক্ষেত্রনাথ ১২ —গোপালদাস ১৩ —শক্তিপদ, অভয়পদ ও চণ্ডী ১৪।

শম্ভুনাথ ৯ —ধর্ম্মদাস ও বিশ্বেশ্বর ১০। ধর্ম্মদাস কন্যা বাহারমণি ১১। বিশ্বেশ্বর সুত কাঙ্গাল ১১ তৎসুত রমেশ ১২।

দৌহিত্র বংশের পরিচয়।

রাধাকান্ত ৭ —কন্যা নাম অজ্ঞাত ৮ —রামজয় ৯ —রামকিশোর, রামনাথ ও যদু ১০। রামকিশোর ১০ —রামতারণ, নৃসিংহ ও রামসত্য ১১। রামতারণ ১১ —প্রাণরাম ও ঘনরাম ১২। নৃসিংহ ১১ —ক্ষুদিরাম ১২। রামনাথ ১০ —কেনারাম ও শশধর ১১। কেনারাম ১১ —রামকমল ১২। যদু ১০ —পাঁচু ১১। ইঁহারা ভঙ্গ কুলীন।

নিস্তারিণী ১২ —যোগীন্দ্র, মহীন্দ্র, মণীন্দ্র, (দিনাজপুরের ম্যানেজার) ও নীরোদ ১৩ (ইহাদিগের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়)। যোগীন্দ্র ১৩ —কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল, নিষ্ঠাবান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ১৪। সুত বৈদ্যনাথ (উকীল বহরমপুর) ও পবিত্রকুমার ১৫। মণীন্দ্র ১৩ —কৃষ্ণকুমার উকীল, প্রমোদ এম্‌-বি ডাক্তার, সুধীর, যামিনী ইঞ্জিনিয়ার, শিশির, সুনীল ও প্রদ্যুম্ন ১৪। ইঁহারা ভঙ্গকুলীন।

১০। বদন কন্যা তারা ১১। সুত অম্বিকা ১২। কন্যা দামিনী ১৩। সুত রাজেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও যতীন্দ্র ১৪। রাজেন্দ্র সুত রাখহরি ১৫। যতীন্দ্র সুত দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫।

১০। পরেশমণি সুত রামগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ১১। সুত ঈশান ও জগবন্ধু ১২। জগবন্ধু সুত রামরেণু ও রামপদ ১৩। রামরেণু সুত তারক ও ভবেশ ১৪। রামপদ সুত হরকালী ১৪।

১১। বাহারমণি সুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। তৎসুত বামনদাস ও কালীপদ ১৩। বামনদাস সুত নলিনাক্ষ ১৪। কালীপদ সুত অমর ও বিশ্বনাথ ১৪।

খাটুন্দীর ভট্টাচার্য্য বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খাটুন্দীগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়, কাটোয়ার সন্নিকট। আহমদ-কাটোয়া রেলওয়ে (A. K. R.) নীরোল ষ্টেশন হইতে খাটুন্দীগ্রাম ৪ মাইল দক্ষিণ। পোষ্ট কুলাই। খাটুন্দী অর্থে খাট নদীয়া। এ স্থানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল কিন্তু উহা নবদ্বীপ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে কিঞ্চিৎ খাট বলিয়া, খাট নদীয়া বলিত। ক্রমে উহা খাটুন্দী বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত হয়।

নিশাপতি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ছিলেন এবং তাহার বংশধরেরা আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপিতামহগণের আচরণে চলিতেছেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহাদিগের খাটুন্দীর বসতবাটীর নাম বিদ্যাভূষণ বাটী। মুর্শিদাবাদ কলেক্টারীর অন্তর্গত ৯৫৪ নং তৌজীভুক্ত। ইহাদের বাটীতে টোল আছে। এক্ষণে এই বংশের ৪।৫ জন পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন। কিন্তু বংশাবলীতে বিদ্যাভূষণ উপাধি কাহারও দৃষ্ট হয় না। এই বিদ্যাভূষণ কে তাহা নির্ণয় আবশ্যক।

ইহাদিগের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণরায় প্রভুর সেবা আছে। দোল, দুর্গোৎসব জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব প্রভৃতি পর্ব্বে ধূমধাম হয়। ইহাদের বাটীর ৺শ্রীকৃষ্ণ-রায় প্রভুর মন্দিরের তিনধারে ৫ খানি দুর্গোৎসব হয় তাহাতে বলি হয়। আর একখানি অল্প দিন হইয়াছে তাহাতে বলি নাই। পূজা পার্ব্বণে যথাবিহিত ব্রাহ্মণাদি ভোজন হইয়া থাকে। বিজয়ার দিন ৺শ্রীকৃষ্ণরায় প্রভুর প্রাঙ্গনে ৬ খানি প্রতিমা রাখিয়া যথাবিহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণরায় প্রভুর ও দুর্গা প্রতিমাগুলির আরতি হয় সে দৃশ্য অপূর্ব্ব। রায় অর্থে রাধিকা বুঝিতে হইবে।

ইঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ; ইহাদের কন্যা কুলীন ও ভঙ্গ কুলীনে প্রদত্তা হয়। ইহাদিগের সমস্ত শিষ্য ব্রাহ্মণ ও অধিকাংশ কুলীন।

উমাপতি শূদ্রের প্রতিগ্রহ এবং শূদ্র শিষ্য করায় হুগলী জেলার বৈচির নিকট রাখালদাসপুর গিয়া বাস করেন। তাহার বংশধারা এখনও পাওয়া যায় নাই।

কাটোয়া লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। মার্চ্চ, ১৩৩৯।

বাৎস্য গোত্র দীঘলগ্রামী শ্রোত্রিয়

পূর্ব্বতন আঁধারমাণিক বর্ত্তমান কালামৃধার (জেলা ফরিদপুর) চৌধুরীবংশ

১। ছান্দর মূলপুরুষ

১। ছান্দর সুত কৃষ্ণ ২।

২। কৃষ্ণ সুত মনোহর—(ইনি দীঘল গ্রামী) ৩।

মনোহরের অধস্তন বহু পুরুষের নাম অজ্ঞাত। সুতরাং ডাওরি হালদারকে এই চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ গণনা করা যাইতেছে।

১। ডাওরি হালদার (ক) ও গোপাল হালদার। (দুই ভ্রাতা)।

ডাওরি হালদারের ধারা

১। (ক) ডাওরি সুত উমাপতি ও ধনপতি ২।

২। উমাপতি সুত বৃহস্পতি, বাচস্পতি ৩।

৩। বৃহস্পতি সুত ষষ্ঠীদাস ৪। ষষ্ঠীদাস সুত চণ্ডীদাস ৫।

৫। চণ্ডীদাস সুত বলরাম ও শিবচরণ ৬। শিবচরণ সুত রামকানু ৭।

৭। রামকানু সুত রামেশ্বর, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ৮।

৮। **রামেশ্বর সুত হরিনারায়ণ (খ), রামানন্দ (গ), রুদ্রেশ্বর (ঘ) ও বানেশ্বর (ঙ) ৯।**

চতুর্থ পরিশিষ্ট

ডাওরি প্রমুখ হরিনারায়ণের (৯) ধারা

৯ (খ)। হরিনারায়ণ সুত ভবানীচরণ, দুর্গাচরণ, রবিলোচন ও চন্দ্রনারায়ণ ১০।

১০। ভবানীচরণ সুত কৃষ্ণচন্দ্র ও রামকিশোর ১১।

১১। কৃষ্ণচন্দ্র সুত জগচ্চন্দ্র, বেচারাম, রামচন্দ্র ও রূপচন্দ্র ১২।

১২। জগচ্চন্দ্র সুত হরনাথ ১৩। হরনাথ সুত সীতানাথ (পোষ্য পুত্র) ১৪।

১৪। সীতানাথ সুত ফকিরচাঁদ ১৫।

১২। বেচারাম সুত প্রসন্নকুমার ও রামকুমার ১৩।

১৩। প্রসন্ন সুত হারাণচন্দ্র ১৪। হারাণ সুত বিনয়ভূষণ ১৫।

১৩। রামকুমার সুত গিরীন্দ্রকুমার, অক্ষয়কুমার ও উপেন্দ্রকুমার ১৪।

১৪। অক্ষয় সুত নারায়ণ ১৫।

১৪। উপেন্দ্র সুত নৃপেন্দ্র ও শচীন্দ্র ১৫।

১১। রামকিশোর সুত বৃন্দাবন ১২।

১২। বৃন্দাবন সুত রাজমোহন (পোষ্য) ১৩।

১৩। রাজমোহন সুত ভুবনমোহন ১৪। সুত দুর্গামোহন পোষ্য ১৫।

১৫। দুর্গামোহন সুত কিশোরী, কালীপদ ও ভগীরথ ১৬।

১০। দুর্গাচরণ সুত রাজকিশোর ও ব্রজকিশোর ১১।

১১। রাজকিশোর সুত জয়চন্দ্র ও রামসুন্দর ১২।

১২। জয়চন্দ্র সুত মহেশচন্দ্র, তারকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ১৩।

১৩। মহেশচন্দ্র সুত বিপিনচন্দ্র ১৪। বিপিন সুত অজিতকুমার ১৫।

১৫। অজিতকুমার সুত ডুলু ১৬। রামসুন্দর সুত, রাজকুমার ১৩।

১৩। রাজকুমার সুত রণদাকুমার পোষ্য ১৪।

১৪। রণদা সুত সরোজকুমার, দুর্গাদাস ও কালীপ্রসাদ ১৫।

১৫। সরোজকুমার সুত হারু ১৬।

১১। ব্রজকিশোর সুত কাশীচন্দ্র ও কালাচাঁদ ১২।

১২। কাশীচন্দ্র সুত প্যারীমোহন, রামমোহন ও লালমোহন ১৩।

১৩। লালমোহন (পুলিস ইন্‌স্পেক্টর) সুত সুরেন্দ্রমোহন ১৪।

১৪। সুরেন্দ্র সুত জীবনকুমার, কানাইলাল, বলরাম ও খোকা ১৫।

১২। কালাচাঁদ সুত ভগবতীচরণ পোষ্য ১৩।

১৩। ভগবতী সুত ত্রিপুরাচরণ ১৪। সুত বিনয়ভূষণ ও হরিতোষ ১৫।

১০। রবিলোচন সুত যুগলকিশোর ১১।

১১। যুগলকিশোর সুত ঈশ্বরচন্দ্র ১২। সুত কালীচরণ ও হরিচরণ ১৩।

১০। চন্দ্রনারায়ণ সুত নবকিশোর ও গৌরকিশোর ১১।

১১। গৌরকিশোর সুত জগবন্ধু ১২।

১২। জগবন্ধু সুত দ্বারকানাথ ১৩। দ্বারিকানাথ সুত বামনচন্দ্র ১৪।

১৪। বামনচন্দ্র সুত রবীন্দ্রনারায়ণ (Sub-Editor A. B. Patrika), ননীগোপাল, নীরদবিহারী, বীরেন্দ্রলাল, লক্ষ্মীকান্ত ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ ১৫।

১৫। রবীন্দ্র সুত বাবুলাল, শ্রীকান্ত ও খোকা ১৬।

ডাওরি প্রমুখ রামানন্দের ধারা

৯ (গ)। রামানন্দ সুত রামগঙ্গা,রামসন্তোষ,প্রেমনারায়ণ ও কৃষ্ণকান্ত ১০।

১৭। রামগঙ্গা সুত শ্যামসুন্দর ১১। শ্যাম সুত রামগতি ও বংশীবদন ১২।

১২। রামগতি সুত রামলোচন ১৩। রামলোচন সুত অমরচন্দ্র ১৪।

১৪। অমরচন্দ্র সুত গিরীশচন্দ্র ও কালাচাঁদ ১৫।

১৫। কালাচাঁদ সুত আনন্দলাল, অরুণলাল ও মুকুন্দলাল ১৬।

১৬। আনন্দ সুত অলোকচাঁদ ১৭।

১৬। অরুণ সুত হরিপদ, বৈদ্যনাথ ও দেবদাস ১৭।

১৬। মুকুন্দ সুত রতনলাল ১৭।

১০। রামসন্তোষ সুত কালীনাথ, কেবল ও কালীপ্রসাদ ১১।

১১। কেবল সুত চন্দ্রনাথ ১২। চন্দ্রনাথ সুত শরচ্চন্দ্র ১৩।

১১। কালীপ্রসাদ সুত চন্দ্রকুমার, শশী ও রজনী ১২।

১২। রজনী সুত নিবারণচন্দ্র ১৩।

১৩। নিবারণ সুত যতীন্দ্র, বিশ্বেশ্বর, কৃষ্ণকান্ত, হেমন্ত ও চিত্ত ১৪।

১০। কৃষ্ণকান্ত সুত গঙ্গাগোবিন্দ ও রামনারায়ণ ১১।

১১। রামনারায়ণ সুত কাশীচন্দ্র ১২। কাশীচন্দ্র সুত কালীচরণ ১৩।

১৩। কালীচরণ সুত নিশিকান্ত, হেমকান্ত ও রমণীকান্ত ১৪।

১৪। হেমকান্ত সুত অনিল, সুশীল, শিবেন্দ্র, নিধিরাম, বাদল ও শম্ভু ১৫।

ডাওরি প্রমুখ রত্নেশ্বরের ধারা

৯ (ঘ)। রত্নেশ্বর সুত নন্দকিশোর, সীতারাম, অযোধ্যারাম ও রাজকৃষ্ণ ১০।

১০। নন্দকিশোর সুত, রামরাম ১১।

১১। রামরাম সুত কালীশঙ্কর, শম্ভু, অমরচন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র ১২।

১২। কালীশঙ্কর সুত বেচারাম ১৩।

১২। অমর সুত উমেশ, দীনেশ, বিষ্ণু ও হরি ১৩।

১২। আনন্দ সুত বৈকুণ্ঠ ও হরলাল ১৩।

১৩। হরলাল সুত প্রিয়লাল ১৪। প্রিয়লাল সুত গোপাল ১৫।

১০। সীতারাম সুত গোপালকৃষ্ণ (পোষ্য) ১১।

১১। গোপাল সুত হরিশ্চন্দ্র, ভৈরব, মহেশচন্দ্র, মদনমোহন ও রূপচন্দ্র, ১২।

১২। হরিশ সুত রজনীকান্ত সাব ডেপুটি কালেক্টার ১৩। রজনী সুত নগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ (পুলিস ইন্‌স্পেক্টার) ১৪।

১৪। সুরেন্দ্রনাথ সুত দুর্গাদাস, হরিদাস ও শম্ভুদাস ১৫।

১২। মহেশচন্দ্র সুত চণ্ডীচরণ (সাব-রেজিষ্ট্রার) ও শ্যামাকান্ত ১৩।

১৩। শ্যামাকান্ত সুত হরেন্দ্রকুমার ও দেবেন্দ্রকুমার ১৪।

১৪। হরেন্দ্রকুমার সুত অমূল্য, বিমল, কমল ও নিত্যানন্দ ১৫।

১৪। দেবেন্দ্র সুত সুবল ১৫।

১০। অযোধ্যারাম সুত গঙ্গাপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ ১১।

১১। গঙ্গাপ্রসাদ সুত কমলাকান্ত, কাশীকান্ত, কালীকান্ত, তারাকান্ত ও উদয় ১২।

১২। কমলাকান্ত সুত অবনীকান্ত ১৩। (ইহার শ্যালক ৺মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী হরিগানের ওস্তাদ ছিলেন)

১৩। অবনীকান্ত সুত পূর্ণচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (জ্ঞানদা) ও ধরণীকান্ত ১৪।

১৪। পূর্ণ সুত ক্ষিতিশ, কালীপদ ও লাবণ্য ১৫।

১৪। জ্ঞানদা সুত কৃষ্ণকান্ত ১৫।

১৪। ধরণীকান্ত সুত গিরিজাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত ১৫।

১০। রাজকৃষ্ণ সুত হরশঙ্কর ১১। (হরশঙ্কর চৌধুরীর দৌহিত্র স্বভাব-কবি শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় তৎপুত্র ঢাকা সাপ্তাহিক পত্রিকা সায়ত্ত-শাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ ও নাট্য-বিদ্যাবিনোদ মহাশয় (বংশাবলী ২য় পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

১১। হরশঙ্কর সুত ঈশান ১২। সুত হেমচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র ১৩।

১৩। অবিনাশ সুত সুরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র (Group Superintendent Military A. G's Office, Calcutta) ও গণেশচন্দ্র ১৪।

১৩। সুরেশ সুত ভূপেন ১৪।রমেশ সুত বিশ্বনাথ, ভোলানাথ ও শম্ভু ১৫।

ডাণ্ডরি প্রমুখ বানেশ্বরের ধারা।

৯ (ঙ)। বানেশ্বর সুত নীলকণ্ঠ, শিবচন্দ্র, গোলকনাথ ও নন্দগোপাল ১০।

১০। গোলক সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও পঞ্চানন ১১।

১১। ঈশ্বরচন্দ্র সুত অক্ষয়কুমার ও ভুবনমোহন ১২।

১২। অক্ষয় সুত অনাথবন্ধু ১৩। সুত রমণীমোহন ১৪।

১৪। রমণী সুত ব্রজেন্দ্র, হরিমোহন, নন্দদুলাল ও নীলরতন ১৫।

১২। ভুবন সুত জ্ঞানেন্দ্র ও রাজেন্দ্র ১৩। (অন্য তালিকায় ভুবন সুত রাজেন্দ্র তৎসুত জ্ঞানেন্দ্র আছে)।

১৩। জ্ঞানেন্দ্র সুত জীবনকৃষ্ণ ১৪। জীবনকৃষ্ণ সুত নীরদভূষণ ১৫।

১১। পঞ্চানন সুত শশাঙ্কমোহন ১২।

১২। শশাঙ্ক সুত যোগেন্দ্রমোহন, ইন্দুভূষণ ও জীতেন্দ্র (অন্য তালিকায় যোগেন্দ্র ও যতীন্দ্র আছে) ১৩।

১৩। যোগেন্দ্র সুত শচীন্দ্র ও নৃপেন্দ্র ১৪।

১০। নন্দগোপাল সুত কালীচরণ ১১। সুত কুমুদিনী (পোষ্য) ১২।

১২। কুমুদিনী সুত ভূপতি, কুসুমকুমার, মনিমোহন ও মধুসূদন ১৩।

১৩। ভূপতি সুত অহিন্দ্রনারায়ণ ১৪। কুসুমকুমার সুত মৃণালকান্তি ১৫। এই দীঘল বংশ ক্রিয়ান্বিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের বংশের কন্যা সম্প্রদান ফুলিয়া খড়দা মেলের নিকষ কুলীন ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত অন্যত্র হয় নাই।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ, নাট্য-বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত।

জানুয়ারী, ১৯৩৯।

কালামৃধার চৌধুরী বংশ পরিচয়।

পোঃ কালামৃধা, পং জালালপুর

জেলা ফরিদপুর।

আঁধারমাণিক গ্রামে রামেশ্বর, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তিন ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহাদের দুই কিতা পৈতৃক তালুক ছিল। উহা রামচন্দ্র, বিষ্ণু ও মধু শর্ম্মার নামীয় (ঐ সকল নাম বংশাবলীর তালিকায় নাই)। এই ২টী পৈতৃক তালুক যাহা রূপ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ভোগ করিতেন তাহা কালক্রমে সিকস্তি হয়ে যাওয়ায় রামচন্দ্র শর্ম্মা নামীয় তালুক বাকী করের নীলামে ঢাকা জেলার শ্রীনগরের জগবন্ধু বাবু খরিদ করেন। বিষ্ণু ও মধুর নামীয় তালুক লৌহজঙ্গের পাণেরা পয়স্থি-করে আজতক দখল করিতেছেন।

রামেশ্বর তৎকালীন জমিদার মুকুন্দরাম রায়ের অধীনে চৌথ আদায় কার্য্যে নিয়োজিত হন। ইনি গ্রামে একটা দিঘী খরিদ করিয়া জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করেন। তদবধি ইনি লোক সমাজে চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত হন।

নবাবের দৌরাত্ম্যে মুকুন্দরাম রায় ধ্বংশ হইলেন। ফরিদপুর জেলার সন্নিকট পদ্মার একটা চরে মুকুনিয়া বলে স্থানটী মুকুন্দরামের ক্ষীণস্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

এদিকে রামেশ্বর ৪ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

হরিনারায়ণঃ—ইনি রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ফারসী ও হিন্দীভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাব সরকারে মুন্সীগিরী কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে খাস মুন্সী পদে উন্নীত হন।

নবাব বাহাদুরের এক আত্মীয় বৃদ্ধ ও সদাশয় জমিদার কবিরাজপুর (ফরিদপুর জেলার এক প্রসিদ্ধ গ্রাম) নিবাসী সেকেমতুল্যা সাহেব তাঁহার জমিদারীর খাজনা আদায় না করিতে পারায় নবাব সরকারে তাঁহার

রাজস্ব প্রচুর বাকী পড়ে। নবাব বাহাদুর হরিনারায়ণকে যোগ্য পাত্র বিবেচনায় তাঁহাকে জমিদার সেকেমতুল্যার সহিত সাক্ষাৎ জন্য কবিরাজপুর পাঠাইলেন। জমিদার সাহেব হরিনারায়ণের সহিত এই স্থির করিলেন যে তাঁহার জালালপুর (ফরিদপুর জেলার বড় পরগণা) পরগণা হইতে ১৬১টী মৌজা তাঁহার নামে লিখিয়া দিবেন এবং হরিনারায়ণ নবাব সরকারের বাকী খাজনা পরিশোধ করিবেন। জমিদার সাহেব ও হরিনারায়ণ তাহাই করিলেন।

অপর দিকে জমিদার সাহেব দেখিলেন যে ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মহবতপুরের তালুকদার করমদ্দি নানা ওজর বাহানা করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছেন অথচ নবাব সরকারে রাজস্ব নির্দ্ধারিত সময়ে না দিলে জমিদারী হস্তচ্যুত হইবে এই আশঙ্কায় হরিনারায়ণকে করমদ্দির সহিত একটা রফা করিবার জন্য মহবতপুর পাঠাইলেন। তিনি কলে কৌশলে করমদ্দিকে জমিদার সাহেবের নিকট হাজির করিলেন। করমদ্দি আপত্তি করিলেন যে ঐ পরগণার অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত এবং যে স্থানে বসতি আছে তথাকার প্রজা অতি গরীব সুতরাং কর আদায় হয় না। এই আপত্তি শুনিয়া জমিদার সাহেব করমদ্দিকে হুকুম করিলেন যে তুমি সম্পত্তি হরিনারায়ণকে কওলা করিয়া দাও, সে বাকী খাজনা পরিশোধ করিবে। অনেক কথাবার্ত্তার পর তাহার খানা বাড়ী নিষ্কর রাখিয়া করমদ্দির সহিত হরিনারায়ণের কওলা লেখাপড়া হইল।

হরিনারায়ণ নবাব সরকারে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার তিন ভ্রাতা মহবতপুরের কর নিয়মিতভাবে আদায় করিতে লাগিলেন। কপাদী গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ের একটী জঙ্গল কাটাইয়া বাজার বসাইলেন। কাছারী বাড়ী নির্ম্মাণ এবং কালীমূর্ত্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপনা করিয়া মহাল শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক অমাবস্যায় ছাগ বলি ও প্রত্যহ

অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। পৌরহিত্য কার্য্যের জন্য নিষ্করভূমি দান এবং তালুক মধ্যে যত ব্রাহ্মণের বসতি ছিল সকলকেই খানা বাড়ী নিষ্কর দিলেন। গ্রাম হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া সময় নির্দ্ধারণের জন্য একটী অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে রাজপণ্ডিত বলা হইত।

হরিনারায়ণের মাতৃবিয়োগ হইলে অন্য তিন ভাই পৃথক্ হইলেন। হরিনারায়ণ ।১৫ অংশ, রামানন্দ ৶১৫ অংশ, রত্নেশ্বর ৶১৫ অংশ ও বাণেশ্বর ৶১৫ অংশ পাইলেন।

আবার হরিনারায়ণ নবাবের কার্য্যোপলক্ষে পাটনা গমন করিয়া মৈমনসিংহের জমিদার দেওয়ান সাহেবের নাসিরুজান পরগণার রকমোয়ারী ।৵১০ অংশ নিলাম খরিদ করিলেন। কিছুদিন পর হরিনারায়ণ ২ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

দুর্গাচরণ :—পিতৃবিয়োগ ও ভাগ বাটোয়ারায় সকল মহালে অনাদায় হেতু নবাব সরকারে খাজনা বাঁকী পরে। তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সন্নিধানে রাজস্ব পরিশোধ জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করাইয়া মৈমনসিংহের নয়াপাড়া চৌধুরীদিগকে ঐ সম্পত্তির কিছু অংশের মালেক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় নিয়মিত কর আদায় করিয়া নবাব সরকারের বাঁকী খাজনা পরিশোধ করিলেন এবং ভবানীচরণ ও দুর্গাচরণের নাম পত্তন করাইয়া লইলেন। তৎপর মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদারদিগের সহিত মিলিয়া কান্দিউরা কাছারী বাড়ী তৈয়ারী করিয়া অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশধরগণ দখল করিয়া আসিতেছেন।

দুর্গাচরণের সময় বা তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে আঁধারমাণিক গ্রাম পদ্মানদীর ভাঙ্গনে নিমজ্জিত হইলে ইহারা যদুপুর গ্রামে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। প্রায় শত বর্ষ হইতে চলিল ইহারা যদুপুর হইতে কালামৃধা বাস করিতেছেন।

হরিনারায়ণের ৪ পুত্র ⁄৩॥⁄ কাক করে চারিভাগে বিভক্ত হয়েন। ভবানীশঙ্কর ঘোষাল নামক আমীন এই বিভাগ করিয়া দেন। এই বিভাগ ১১৮৩ সালে হয়। ঐ সনের জরিপী চিঠা আজ পর্য্যন্ত ইহাদের ঘরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিভাগ অনুসারে কালামৃধার চৌধুরী বংশ ৭টী বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে।

নদী সিকস্তিতে বিপন্ন হয়ে পড়ায় ইহাদের ত্রিপুরা যাতায়াতের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। ইহার প্রতিবিধান জন্য হরচন্দ্র ও মাধবকৃষ্ণকে তথাকার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এদিকে রত্নেশ্বরের পৌত্র হরশঙ্কর ঢাকা নবাব সরকারে তদ্বির করিয়া জালালপুরের কতকটা রাজস্ব মহবতপুরের রাজস্বের সঙ্গে যোগ করিয়া দেন। সে সময় মহবতপুরের রাজস্ব ঢাকাতেই দাখিল হইত। কালক্রমে এই রাজস্বই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। জমিদারী ও তালুকের বহুস্থান আবাদ হইয়া আয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই চৌধুরী পরিবার ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াও আঁধারমাণিকের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বারমাসী ক্রিয়া-কর্ম্ম অতিথি-সৎকার কুলীনে কন্যাদান ও দৌহিত্রদিগকে বাস্তু-ভিটা বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

[কালামৃধার এই চৌধুরী বংশ বিবরণ ঢাকার স্বায়ত্ত শাসনপত্রে প্রকাশিত, স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত তথ্য হইতে সংগৃহীত।]

বাৎস্য গোত্র শিমলাল (শিম্বলাল) সিদ্ধশ্রোত্রিয় বংশ।

ছান্দড় ১। কবি শিমলাল ২। ভয়াপহ ৩। কিরণ ৪। গৌতম ৫। কর্ণবাল ৬। ৬। কর্ণবাল সুত গঙ্গাধর, বিকর্ত্তন, রবিকর ও রজনী ৭। গঙ্গাধর পুত্র ভগীরথ, মহীমণ্ডল, চন্দ্রচূড় ও শুক্লাম্বর ৮।

কর্ণবালের অবশিষ্ট ধারা ৩০ পৃষ্ঠ হইতে ৩৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। উহাতে কর্ণবালের অধস্তন ধারায় চন্দ্রভূষণ মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতামহ রামচন্দ্রের বা প্রপিতামহ পার্ব্বতীচরণের নাম পাওয়া যায় না। রামচন্দ্রের উর্দ্ধতন কএক পুরুষের নাম পাইলে ইহারা কর্ণবালের কোন শাখার অন্তর্গত তাহা সঠিক নির্ণয় করা সহজ হইত।

নিম্নে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ মণ্ডল শর্ম্মা প্রদত্ত যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল।

কর্ণবালের ধারা।

নিবাস রোণ্ডা গ্রাম, পোঃ শ্রীবাটী, জেলা বর্দ্ধমান।

রামচন্দ্র মণ্ডল ১। পার্ব্বতীচরণ ২। গদাধর ও গঙ্গাধর (অঃ পুঃ) ৩। গদাধর সুত বিশ্বধর, রাধাধর, বংশীধর (অঃ পুঃ) ও গিরিধর ৪। বিশ্বধর সুত রামদাস ৫। সুত কৃষ্ণবিনোদ ৬। সুত রামগতি, মাগারাম ও দুর্গাপদ ৭। রামগতি অঃ পুঃ, ১ কন্যা আছে। মাগারাম সুত ধরাধর ৮। দুর্গাপদ সুত চক্রধর ও গঙ্গাধর ৮।

রাধাধর সুত ক্ষেত্রনাথ (পত্নী হরিমোহিনী মৃত্যু ২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৪) অপুত্রক, কন্যা ইন্দ্রমতী অপুত্রক মৃতা।

গিরিধর সুত শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল ৫। সুত হরিপদ ও শ্রীপদ ৬। হরিপদ সুত বটকৃষ্ণ ৭। শ্রীপদ সুত জয়কৃষ্ণ (নাদু), কপিলেশ্বর (ভাদু) ও ভদ্রেশ্বর ৭।

গদাধরের দলিল পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মণ্ডল উপাধি ৭ পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে যথা :—মহামহিম শ্রীযুক্ত গদাধর মণ্ডল, ওলদে ৺পার্ব্বতীচরণ মণ্ডল, এবনে ৺রামচন্দ্র মণ্ডল।

গদাধর :—ইনি ১২৫৯ সাল ৩০শে জ্যৈষ্ঠ উপরত হইয়াছেন। ইনি বালুচর সহরে ঘৃতের কারবার করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। গ্রাম রোণ্ডা ও

নলগড়িয়া নামক দুই মাহাল সন ১২২৫ ও ১২১৫ সালে বর্দ্ধমান রাজষ্টেট্ হইতে পত্তনি লয়েন। অনেক জমী জমা খরিদ করিয়া "কর্ত্তা" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার দানক্রিয়া বেশ ছিল। সম্পত্তি বা অর্থদান নহে। অতিথি সৎকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, প্রবাদ আছে তিনি প্রায়ই এই শ্লোকটি বলিতেন।

জঠরাগ্নি রূপে সর্ব্বভূতে নারায়ণ।
যজ্ঞ ফল পায় কৈলে প্রাণীতে অর্পণ॥

দুই দশ জন অতিথি প্রায়ই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। গদাধর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিতেন, আর কেহ আসিলেন না, তখন আহার করিতেন, তথাপি কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অতিথির জন্য সঞ্চয় রাখিতেন।

গিরিধর :— ইনি স্বভাবতই তেজস্বী, সাহসী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন, পরোপকারে কোনরূপ পরাঙ্মুখ হইতেন না। কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা সম্পন্ন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ জিদে, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত এবং কোন কোন বিষয়ে লাভবান হইয়াছিলেন।

চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল :— ইনি কবি, ইহার প্রণীত সাধারণ পাঠ্য দশখানি পুস্তক আছে। সকল গুলিই জনপ্রিয় তন্মধ্যে "প্রবাদ-পন্থ" চারিখণ্ড নীতিময় ও সুখপাঠ্য পুস্তক। ইনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার রোওাগ্রামে ১২৭০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।

রোওা :—এই স্থলে এই গ্রামের ব্যুৎপত্তি মূলক একটি জন প্রবাদ লিখিত হইল। চন্দ্রভূষণের অতি ঊর্দ্ধতন কোন পুরুষ নিকটবর্ত্তী শীলাগ্রাম হইতে দুই চারি ঘর অধিবাসী সহ এই স্থানে বাস করেন। তখন এখানে অরণ্য ছিল, তাহাই কাটাইয়া বসতি করিলেন। চারিদিকের অরণ্যভাগ যেন সে স্থানটির রোঁদ্ (বেড়া) দেওয়ার মত হইল। ক্রমশঃ অধিবাসীর

সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও স্থানটি রোঁদ দেওয়া গ্রাম নামে কথিত হইতে লাগিল। কালক্রমে রোঁদ দেওয়া হইতে "রোণ্ডা" নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ৮৫ ঘর মাত্র। শীলাগ্রামে চন্দ্রভূষণের কয়েক ঘর জ্ঞাতি বাস করেন। আজি ১২।১৪ বৎসর হইল তাঁহাদের সঙ্গে অশৌচ পালা বন্ধ হইয়াছে।

কুলক্রিয়া

জেলা নদিয়া বিল্বগ্রামের স্বভাব সর্ব্বানন্দী মেলের নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গদাধরের কন্যা জগতেশ্বরীকে বিবাহ করিয়া রোণ্ডাগ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় ১ম পরিশিষ্ট ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমান কাটোয়া থানার সিঙ্গিগ্রামে স্বভাব সর্ব্বানন্দী মেলের ভূষণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাধাধরের কন্যা দীনতারিণীকে বিবাহ করেন। দীনতারিণী অপুত্রক মৃতা।

ঐ থানার দেওয়াসীন গ্রামবাসী স্বভাব সুরাই মেলের রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় গিরিধরের কন্যা গোকুলমোহিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র বেদকণ্ঠ ওরফে দাশরথি।

দিনাজপুর জেলার উদরগ্রাম বাসী ভগবানচন্দ্র শিরোমণি (মুখোপাধ্যায়) স্বভাব খড়দহ মেলের কুলীন। তাঁহার পুত্র দুর্গাদাস, হরিপদর কন্যা সরোজরাণীর স্বামী। সরোজরাণীর সপত্নী পুত্র ও নিজ পুত্রগণ বর্ত্তমান।

বর্দ্ধমান নিজ রোণ্ডাগ্রামের স্বভাব খড়দহ মেলের নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, রামগতির কন্যা সুষমার স্বামী।

বর্দ্ধমান কাটোয়া থানার আউরে (চন্দ্রহাটী) গ্রামের শশিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় স্বভাব সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন। তিনি রামদাসের কন্যা পরমেশ্বরীর স্বামী, নিঃসন্তান। পরমেশ্বরীর সপত্নী পুত্র দয়াময় ও কৃপাময়।

উক্ত থানার যৌ গ্রামবাসী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বৈদ্যনাথ রায়, হরিপদর কন্যা নীরজরাণীর স্বামী।

চন্দ্রভূষণের ৪ কন্যা যথা :—গুরুদাসী, গোবিন্দদাসী, কমলবাসিনী ও বিমলাদাসী।

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের স্বভাব সুরাই মেলের গৌড়চন্দ্র সরকার (চট্টোপাধ্যায়) গুরুদাসীর স্বামী। তাঁহার পুত্র জিতেন্দ্র রোগুাগ্রামে বাস করিতেছেন। লাভপুরের রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের পিতা যাদব বাবু (ভঙ্গকুলীন) সরকার বংশের দৌহিত্র।

জিতেন্দ্রনাথের বংশ পরিচয়—লাভপুর, বীরভূম জেলা

রামসুন্দর সরকার (চট্টোপাধ্যায়) সুরাই মেল। সুত লক্ষ্মীকান্ত। সুত অভয়চরণ। সুত ক্ষেত্রনাথ। সুত মহেন্দ্র। সুত গৌরচন্দ্র। সুত জিতেন্দ্রনাথ সাকিম রোগুা।

থানা কাটোয়া যৌগ্রামের (সর্ব্বানন্দী ভঙ্গ) কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দদাসীর স্বামী; তাঁহার পুত্র রামরঞ্জন।

ঐ থানার জামড়া গ্রামের সাতকড়ি চৌধুরী (বন্দোপাধ্যায় ভঙ্গ) কমলবাসিনীর স্বামী; তাঁহার পুত্র পাঁচুগোপাল, ক্ষিরোদ, নীরদ ও নন্টু।

চন্দ্রভূষণের মাতামহ বংশের পরিচয়—পোষ্টগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা

ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভঙ্গ, ইহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের প্রাপ্ত নাম রামমোহন মুখোপাধ্যায়। সুত হরচন্দ্র। সুত রামদাস ও কন্যা আনন্দময়ী। (স্বামী গিরিধর মণ্ডল)। রামদাস সুত রামহরি। সুত নন্দলাল ও কিশোরীমোহন।

হরিপদর মাতামহ বংশের পরিচয়—শ্রীবাটী, বর্দ্ধমান জেলা

ইহারা কোন গ্রামীণ কুলীন বা শ্রোত্রিয় তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

পার্ব্বতীচরণ রায়। সুত গৌরীকান্ত, (পত্নী রাইমণি)। গৌরীকান্তের

চারি পুত্র যথা :— রামধন, বিষ্ণু, কালিদাস ও চন্দ্রকান্ত (•)। রামধনের পুত্র নীলমণি অপুত্রক। [রামধনের কন্যা গিরিবালা, কাশীশ্বরী ও ব্রজবালা, কাশীশ্বরী অপুত্রক মৃতা। গিরিবালা সুত রামপদ সাকিম পীলা। ব্রজবালার স্বামী চুপি গ্রামবাসী পূর্ণচন্দ্র মহাশয় (অপুত্রক)। বিষ্ণুর কন্যা যজ্ঞেশ্বরী স্বামী চন্দ্রভূষণ মণ্ডল, সুত হরিপদ ও শ্রীপদ।] কালিদাস পুত্র হরেরাম (•), [কন্যা পাঁচুবালা স্বামী পাটুলিগ্রাম নিবাসী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুত সুশীলকুমার শ্রীবাটীতে বাস করেন।]

মণ্ডল উপাধির কারণ

নবাবের আমল হইতে ইহারা মণ্ডলোপাধিক। তবে কাহার সময় হইতে ঐ উপাধি আসিল পূর্ব্বোপাধি পরিত্যক্ত হইল তাহা অবধারণ করা অসম্ভব।

"মণ্ডল" উপাধি হিন্দু ও অহিন্দু উভয়েরই আছে। শব্দটী সম্মান-সূচক ও গৌরবাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। এটী নবাবের আমল হইতে প্রচলিত হইলেও শব্দটী সংস্কৃত-মূলক মণ্ড্ ধাতু (ভূষিত হওয়া) হইতে উৎপন্ন।

চতুর্যোজন পর্য্যন্ত মধিকার নৃপস্যচ
যে রাজা বহুতঃ গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।

আরও দেখা যায় মণ্ডল, চক্র, চাক্‌লা, প্রদেশ ও রাজ্য শব্দগুলি এক পর্য্যায়ভুক্ত, কাজেই মণ্ডলেশ্বর ও চক্রবর্ত্তী এই দুই শব্দের অর্থগত পার্থক্য নাই। চক্রে যিনি বর্ত্তেন কিম্বা মণ্ডল বা রাজ্যের যিনি স্বামী রূপে বর্ত্তমান তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বর বা চক্রবর্ত্তী (চক্রেশ্বর) বলা যাইতে পারে, উর্দ্ধতন স্তরে দৃষ্টি করিলে দেখা যায়—

ভরতার্জ্জুন মান্ধাতৃ ভগীরথঃ যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগরো নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

ভরত, অর্জ্জুন প্রভৃতি আসমুদ্র করগ্রাহী ছিলেন। ক্ষুদ্রত্বে গ্রাম বা গ্রাম সমূহে দাঁড়াইলেও তিনি ক্রমশঃ মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডল, মোড়ল ও চক্রবর্ত্তী। আরও অধঃপতনে তালপুকুরের তাল গেলেও নামটি থাকার ন্যায়।

অতএব দেখা যায় অধিকার বা কর্ত্তৃত্ব করণে উক্ত মণ্ডল উপাধি তখনকার লোকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। এজন্য এখনও প্রবাদ আছে।

'গ্রামস্য মণ্ডলো রাজা'

গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল ইত্যাদি।

ইহাদিগের বংশানুক্রমিক উপাধি শিমলাল। কবি শিমলাল, শিম্বলাল গ্রামী ছিলেন সে জন্য তাহার বংশধরগণের সাধারণ উপাধি শিমলাল।

এই বংশে যাঁহারা অশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাদের বংশধরেরা "ভট্টাচার্য্য" এই মহোচ্চ উপাধিতে সুপরিচিত।

হেতমপুরের শিমলাল গ্রামী রাজবংশ চক্রবর্ত্তী উপাধিতে পরিচিত। কোন কোন শিমলাল গ্রামী শ্রোত্রিয় শিম্বলাল উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

এই শিমলাল বংশে মধুসূদনের হাজরা উপাধি ছিল। যথা :—

রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। মেলমালা।

ইনি এক হাজার গ্রামের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া ইহার হাজরা উপাধি ছিল। নদীয়া জেলার ঘাশীশ্বর বেজপাড়ার শিমলালগণের হাজরা উপাধি আছে। ইহারা মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যদিগের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেন।

যখন দেখা যাইতেছে কবি শিমলালের অধস্তন কর্ণবালের ধারায় মধুসূদন এক হাজার গ্রামের অধিপতি ছিলেন তখন তাঁহার অপর শাখার কেহ যে কতকগুলি গ্রামের মণ্ডলেশ্বর হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি ?

চন্দ্রভূষণ বাবুর পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কে কোন গ্রাম বা গ্রামসমূহের অধিশ্বর ছিলেন তাহার কোন নিদর্শন না থাকিলেও মণ্ডল এই উপাধি দ্বারা

স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে এই উপাধি যিনি প্রথম প্রাপ্ত হন তিনি গ্রাম মধ্যে প্রধান ব্যক্তি (Head Man or Leader of the Village) ছিলেন। এজন্য তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট ছিল।

বংশাবলীর ৮ পর্য্যায়ে মহীমণ্ডল একটী নাম পাওয়া যায়। মহীর সহিত মণ্ডল যুক্ত থাকায় মহীমণ্ডল নাম বুঝিতে হইবে। মহীর মণ্ডল উপাধি নহে।

বাৎস্য গোত্র কাঞ্জিলাল গাঁই কানুর সন্তান বংশজ

উপাধি তরফদার

শান্তিপুর তরফদার পাড়া

এই বংশের মূল পুরুষ গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১। কানু হইতে গৌরীকান্তের মধ্যবর্ত্তী কয়েক পুরুষের নাম অজ্ঞাত। গৌরীকান্ত সুত গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ২।

গোপীকান্ত সুত রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ ন্যায়ালঙ্কার (ক) ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (খ) ৩।

(ক) কৃষ্ণানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের (৩) ধারা

কৃষ্ণানন্দের ৮ পুত্র—গোরাচাঁদ, গদাধর, অলকনারায়ণ, কনকনারায়ণ, হরিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও মদনমোহন ৪। প্রথম পুত্রকে শিশুকালে বাঘে লইয়া যায়।

গদাধর সুত রামচন্দ্র ও কন্যা বামাসুন্দরী (অঃ পুঃ) ৫। রামচন্দ্র সুত ভূষণচন্দ্র ৬।

দর্পনারায়ণ সুত জগদ্দুর্ল্লভ ও কন্যা মনোমোহিনী (অঃ পুঃ) ও হরমোহিনী ৫। জগদ্দুর্ল্লভের তিন কন্যা অক্ষয়কুমারী, কাদম্বিনী ও নিতম্বিনী এবং পুত্র হিরালাল, আশুতোষ ও রজনীকান্ত ৬।

হিরালাল সুত দাসুগোপাল ও নৃসিংহ ৭। ইহাদের পুত্র কন্যার পর্য্যায় ৮।

আশুতোষ সুত সন্তোষ ও কালো ৭।

মদনমোহন সুত কেদারনাথ (ইনি রুড়কী কলেজ হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া ঝান্সীর পি-ডবলু-ডির সুপারভাইসার ছিলেন) ৫।

কেদারনাথের ৩ কন্যা কালীদাসী (অঃ পুঃ), হরিদাসী প্রভৃতি এবং ৩ পুত্র পশুপতি, ভূপতি ও শ্রীপতি ৬।

পশুপতি সুত পঙ্কজ, মিহির, মোহিত ও চারু ৭। ভূপতির ১ পুত্র সুধীর ও ২ কন্যা—বোচা প্রভৃতি ৭। শ্রীপতির ২ কন্যা—কড়ি ও রাণী ৭।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

হরিদাসীর স্বামী ৺বিধুভূষণ গোস্বামী এম্-এ (ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসার ছিলেন) পুত্র বিভূতি এম-বি ডাক্তার ও বিজয়কুমার। নিবাস চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া জেলা।

হরমোহিণীর স্বামী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর পরে শান্তিপুর বাসী। পুত্র সুরেন ও রাজেন।

নিতম্বিনীর পুত্র ৺বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ফুলিয়া, নদীয়া জেলা।

(খ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের (৩) ধারা।

শ্রীকৃষ্ণ সুত রামধন, ভোলানাথ (ইনি শান্তিপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে কর্ম্ম করিতেন—সেই সূত্রে বিষয় সম্পত্তির মালিক হন) ও যদুনাথ ৪।

রামধন সুত গঙ্গাগোবিন্দ ও কন্যা বীরুচণ্ডী ৫। গঙ্গাগোবিন্দ সুত কালীচরণ, নন্দলাল, হরিচরণ ও কন্যা কাশীশ্বরী (অঃ পুঃ) ৬।

কালীচরণ সন্তান পূর্ণচন্দ্র, সুশীল, সরোজবালা (কন্যা), শৈলবালা (কন্যা), নারায়ণ, সরসীবালা (কন্যা) ৭।

পূর্ণচন্দ্র সুত যতীশ (অন্ধ) ৮। সুশীলের ৫ কন্যা—মায়া, মমতা, ষষ্ঠী কল্যাণী প্রভৃতি ৮।

ভোলানাথের ১ পুত্র প্রসন্নচন্দ্র ও ৩ কন্যা আন্না, দক্ষিণাকালিকা প্রভৃতি ৫। প্রসন্নচন্দ্রের ৫ কন্যা ও ২ পুত্র—সোনামণি, নিস্তারিণী, দীনময়ী, বিধুমুখী, ঝরণা এবং মহেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ৬।

মহেন্দ্র সুত ৺চারুচন্দ্র, প্রভাত, প্রকাশ ও কন্যা শৈলবালা, বিজনবালা ও রেণুবালা ৭। প্রভাত সুত বীরেন্দ্রনাথ ৮।

যদুনাথ সুত গুরুচরণ, হরিচরণ ও মতিলাল ৫।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

বীরুচণ্ডীর পুত্র ৺দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর। সরোজবালার স্বামী শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ কে, এল্, মুখার্জ্জির পুত্র, শান্তিপুর)।

শৈলবালার স্বামী ইন্দুভূষণ বন্দ্যো, কৃষ্ণনগর।

নিস্তারিণীর পুত্র অম্বিকাচরণ বন্দ্যো, শান্তিপুর পরে মেহেরপুর।

বিধুমুখীর স্বামী চণ্ডীচরণ বন্দ্যো, শান্তিপুর। পুত্র যতীন্দ্র, গিরীন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ।

বগলার স্বামী ৺কান্তিচন্দ্র বন্দ্যো। পুত্র মন্মথনাথ।

শৈলবালার স্বামী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ, কন্যা নির্ম্মলা ও মলিনা।

রেণুবালার স্বামী সত্যপদ চট্টোপাধ্যায়। সাং সিঙ্গেরকোণ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ তরফদার, শান্তিপুর, প্রদত্ত। বৈশাখ, ১৩৪৬।

বাৎস্য গোত্র কাঞ্জারি গাঁঞি শ্রোত্রিয় নারায়ণের ধারা জগাই মাধাই বংশ

(২৪ পৃষ্ঠার তালিকার সহিত কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য আছে)

ছান্দর ১। নারায়ণ ২। বিশ্বম্ভর ৩। গুই ও ধুই ৪। গুই সুত বিকো, সাবু ও গুত ৫। বিকো সুত মহাদেব, মুরারি ও রমাপতি ৬। মুরারি সুত পৃথ্বীধর ৭। সুত গুণাকর ও নিধিপতি তর্কাচার্য্য ৮। নিধিপতি সুত যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার ও রঘুনাথ বিদ্যানিবাস ৯।

রমাপতি সুত সর্ব্বানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ৭। সর্ব্বানন্দ সুত জয়কৃষ্ণ ৮। সুত হরিবল্লভ ও রমাবল্লভ ৯। হরিবল্লভ সুত জয়দেব, কামদেব ও রামদেব ১০। জয়দেব সুত গৌরীদাস ১১। সুত বল্লভ রায় ১২। সুত গোবিন্দ শিকদার ১৩। সুত জগন্নাথ মজুমদার ও রাঘব রায় ১৪। জগন্নাথ সুত রতিনাথ রায় ও কন্দর্প রায় ১৫। রাঘব সুত হৃষীকেশ ১৫। সুত **জগাই** ও **মাধাই** ১৬। সাং নবদ্বীপ, নদীয়া।

১৬। মাধাই সুত বাণীনাথ রায় ১৭। সুত হরিচরণ ও রাধাবল্লভ ১৮।
১৮। হরিচরণ সুত রাম রায়, কিশোর রায় ও বলরাম রায় ১৯।
১৯। কিশোর সুত রামগোবিন্দ ২০। সুত ক্ষুদীরাম ২১।
২১। ক্ষুদীরাম সুত দর্পনারায়ণ ও পঞ্চানন ২২।
২২। দর্পনারায়ণ সুত গোলকনারায়ণ ২৩। সাং কাটোয়া, গঙ্গাপার।
২৩। গোলক সুত বিদ্যানন্দ ২৪।
২৪। বিদ্যানন্দ সুত পরমেশ্বর, জগদীশ্বর ও নিত্যানন্দ ২৫।
২৫। নিত্যানন্দ সুত চরণ চূড়ামণি ২৬। সুত পার্ব্বতী ২৭।
২৭। পার্ব্বতী সুত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ ২৮। কৃষ্ণ সুত মহানন্দ ২৯।
২৯। মহানন্দ সুত বৈষ্ণবদাস, শ্রীচরণদাস ও বিপ্রদাস ৩০। সাং অজয়।
৩০। বিপ্রদাস সুত ভৃগুরাম ৩১।

নদীয়া জেলার জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে লিখিত। মার্চ্চ, ১৯৩৯।

বাৎস্য গোত্র শিমলাল গাঁই সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

নবাব প্রদত্ত উপাধি "মল্লিক"।

আদি বাস তারকেশ্বরের সন্নিকট পোড়াবাজার ঘটমপুর,

বর্ত্তমান নিবাস সিমলা সোনকাটা মল্লিক বাড়ী

১২।২ নং ও ১৩ নং রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইঁহাদের কোন উর্দ্ধতন পুরুষ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি নবাব বাহাদুর হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। আমাদের মনে হয় মালিক শব্দ হইতে মল্লিক উপাধি হইয়াছে। এই উপাধি হিন্দুর সকল জাতির মধ্যে এবং অহিন্দুর মধ্যেও আছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে যাঁহাদিগের এই উপাধি আছে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বহু ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং এক্ষণে তাহা অনেকেই আংশিকভাবে ভোগদখল করিতেছেন। উপাধিটী সম্মানসূচক ও গৌরবাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও দাতা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, জজ সত্যেন্দ্র মল্লিক, I. C. S. প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা গেল।

এইরূপ শুনা যায় যে, তারকেশ্বরের সন্নিকট পোড়াবাজার ঘটমপুর হইতে ইঁহাদিগের উর্দ্ধতন পুরুষ ৺রামসুন্দর মল্লিক মহাশয় ব্যবসা করিবার জন্য কলিকাতা জোড়াসাঁকো নামক স্থানে একটী টিনের ঘর তৈয়ারী করিয়া তথায় বাস করেন। পরে সেখানে তাঁহার খুড়তুত ভ্রাতা ৺সিংহবাহিনী জগদ্ধাতৃ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও সেখানে সে মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। পরে রামসুন্দরের পৌত্র ৺দুর্গাচরণ ও ৺উমাচরণ মল্লিক মহাশয় গোয়ালাদের জমি (যাহাতে বর্ত্তমানে ইহারা বসবাস করিতেছেন) ক্রয় করিয়া তথায় খুব ঘটার সহিত শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজা আরম্ভ করেন এবং ঐ পূজায় বহু ছাগ

মহিষ বলি হইত এজন্য ইঁহারা সিমলে মোষকাটা মল্লিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে স্থানের সংকীর্ণতা হেতু মহিষবলি ৪।৫ বৎসর হইতে বন্ধ হইয়াছে। উত্তরপাড়ায় ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী বাড়ীর দক্ষিণ দিকে শম্ভুনাথ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত শিবালয় তৎসংলগ্ন জমি ও ঘাট আছে।

বংশাবলী।

শম্ভুনাথ মল্লিক ১। কৃপারাম (স্ত্রী নিগিময়ী) ২। রামসুন্দর (স্ত্রী গোপীময়ী) ৩। রামরতন (স্ত্রী করুণাময়ী) ৪। দুর্গাচরণ (স্ত্রী কাত্যায়ণী) ও উমাচরণ (স্ত্রী স্বর্ণময়ী ও হরিদাসী) ৫।

দুর্গাচরণ মল্লিকের (৫) ধারা।

১৩ নং রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

ব্যবসা—পৌরহিত্য।

দুর্গাচরণ সুত রাজকৃষ্ণ, পতিতপাবন, প্রাণকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ (স্ত্রী শ্রীমতী সৌদামিনী), কালীকৃষ্ণ (স্ত্রী সরোজিনী), পোপালকৃষ্ণ (স্ত্রী শ্রীমতী কিরণবালা) ও নন্দলাল [স্ত্রী মৃণালিনী ও নবীনকালী (০)], ও কন্যা মঙ্গলাবালা ও বিপদনাশিনী ৬।

রামকৃষ্ণের ১ম পক্ষে (স্ত্রী নবীনকালী) কন্যা ভাগীরথী। ২য় পক্ষে (স্ত্রী সৌদামিনী) কন্যা প্রসাদকুমারী, ভূতিরাণী, ননীবালা, পুত্র পরেশনাথ (০), শ্রীসীতানাথ (স্ত্রী মহামায়া) ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ (স্ত্রী অমিয়বালা) ৭।

সীতানাথ কন্যা—শ্রীমতী অনুপমা, পুত্র পঞ্চানন, শিবশঙ্কর ও মৃত্যুঞ্জয় ৮।

ফণীন্দ্রনাথ কন্যা নিলীমাবালা, আঙ্গুরবালা, আপেলবালা; পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ ও অশোকনাথ ৮।

প্রাণকৃষ্ণের ১ম পক্ষে (স্ত্রী মোক্ষদাবালা) পুত্র মাখমলাল ও কন্যা মেনকাবালা (০)। ২য় পক্ষে (স্ত্রী হৃদয়লতা) কন্যা ইন্দুরাণী; পুত্র শ্রীরাসবিহারী,

(স্ত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী), শ্রীকুঞ্জলাল (স্ত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী) ও মতিলাল (০) ৭।

রাসবিহারীর ২ পুত্র ও ২ কন্যা—গণেশচন্দ্র, রেখাবালা, রেবাবালা ও রণেন্দ্র ৮।

শিবকৃষ্ণের ১ পুত্র ও ৪ কন্যা—বিভাবতী, রমেশচন্দ্র, শ্রীমতী শান্তরাণী, লীলাবতী ও লাবণ্য ৭। রমেশচন্দ্রের (স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা) ১ পুত্র ও ৫ কন্যা—শ্রীমতী বেহুলাবালা, জোমকারাণী, মনোরমা, সুনীলকুমার, মণিমালা ও কালোরাণী ৮।

গোপালকৃষ্ণের ৩ কন্যা ও ৮ পুত্র—শ্রীপ্রফুল্লকুমার, সুবর্ণলতা, শ্রীসুধীর-কুমার, শ্রীসুবোধকুমার (স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গারাণী), প্রবোধকুমার, অনিলকুমার (স্ত্রী শ্রীমতী রমাসুন্দরী), স্নেহলতা, সাবিত্রী, অজিতকুমার, হরিপদ ও সুকুমার (অঃ বিঃ মৃত) ৮।

নন্দলাল কন্যা শ্রীমতী তারাসুন্দরী ৭।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

দুর্গাচরণের ১মা কন্যা মঙ্গলার স্বামী নিবারণচন্দ্র বন্দ্যো। ২য়া কন্যা বিপদনাশিণীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ চট্টো।

রাজকৃষ্ণের ১ম পক্ষের কন্যা ভাগীরথীর স্বামী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যো, কম্বুলেটোলা, কলিকাতা। ২য় পক্ষের ১মা কন্যা প্রসাদকুমারীর স্বামী ভূদেব-কুমার মুখো (জয়পুর), ২য়া কন্যা ভূতিরাণীর স্বামী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো (চোরবাগান); ৩য়া কন্যা ননীবালার স্বামী সুশীলকুমার মুখো, হেড মাষ্টার টাকী।

সীতানাথের ১মা কন্যা শ্রীমতী অনুপমার স্বামী শ্রীমাণিকচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী (১৫ নং লালমাধব মুখার্জ্জি লেন, কলিকাতা)।

প্রাণকৃষ্ণের ২য় পক্ষের ১মা কন্যা ইন্দুরাণীর স্বামী বিনোদবিহারী রায় চৌধুরী, রংপুর।

শিবকৃষ্ণের ১মা কন্যা বিভাবতীর স্বামী গোকুলচন্দ্র চট্টো (কোন্নগর), ২য়া কন্যা শান্তরাণীর স্বামী শ্রীহরিপদ চট্টো (পটলডাঙ্গা, কলিকাতা)। ৩য়া কন্যা লীলাবতীর স্বামী অনাথনাথ বন্দ্যো (বর্দ্ধমান) ও ৪র্থা কন্যা লাবণ্যের স্বামী সতীশচন্দ্র বন্দ্যো (কোণা)।

গোপালকৃষ্ণের ১মা কন্যা স্বর্ণলতার স্বামী শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যো (বহু-বাজার, কলিকাতা) ২য়া কন্যা স্নেহলতার স্বামী বরদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাতীবাগান, কলিকাতা। ৩য়া কন্যা সাবিত্রীর স্বামী শ্রীজীবনচন্দ্র বন্দো (মধু রায় লেন, কলিকাতা)।

নন্দলালের কন্যা শ্রীমতী তারাসুন্দরীর স্বামী শ্রীননীলাল বন্দ্যো, বন্দীপুর।

উমাচরণ মল্লিকের (৫) ধারা (১২।২ নং রামতনু বসুর ষ্ট্রীট)

ব্যবসা—পৌরহিত্য।

উমাচরণের ১ম পক্ষের পুত্র বৈদ্যনাথ (পত্নী কিরণবালা ও চপলাবালা) ৬। বৈদ্যনাথ বাবু পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্যনাথের ১ম পক্ষে ১ পুত্র ও ৩ কন্যা—শ্রীমতী মৃণালিনী, শ্রীমতী পঙ্কজিনী, শ্রীমতী শৈলবালা ও শ্রীতারাপদ মল্লিক (পত্নী কাত্যায়ণী) ৭। তারাপদ বাবু পৌরহিত্য ও তান্ত্রীক কার্য্য করেন এবং কমলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। তারাপদের ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা—শ্রীমতী বিমলা, শ্রীমতী সুপ্রভা, শ্রীঅচ্যুতকুমার, শ্রীকল্যাণেশ্বর, শ্রীমহেশ্বর, শ্রীযাদবেন্দ্র, শ্রীমতী চিত্রা ও শ্রীমতী সাগদা ৮।

বৈদ্যনাথের ২য় পক্ষে ২ পুত্র ও ৪ কন্যা—শ্রীমতী মনোরমা, শ্রীমতী অপসরী, শ্রীমতী ধেবুরাণী, শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীসুকুমার (পত্নী পুষ্পাবলা) ও সন্তোষকুমার ৭।

উমাচরণের ২য় পক্ষে ১ কন্যা ও ১ পুত্র—শ্রীমতী দেবরাণী ও শ্রীভোলানাথ (পত্নী শ্রীমতী পঙ্কজিনী) ৬। ভোলানাথের চারি কন্যা—শ্রীমতী বেলারাণী, শ্রীমতী ছবিবালা, শ্রীমতী পাচুবালা ও শ্রীমতী মানুকুবালা ৭।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

বৈদ্যনাথের ১ম পক্ষের ১মা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিণীর স্বামী শ্রীসুদর্শন চট্টো (মেটেরী)।

২য়া কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনীর স্বামী শ্রীঅনিলকৃষ্ণ চট্টো দর্জ্জীপাড়া চাটুয্যেদের সন্তান, ৩য়া কন্যা শ্রীমতী শৈলবালার স্বামী সুশীলকুমার আচার্য্য এম্‌-এস্‌-সি সায়েন্স কলেজের প্রফেসর, কৃষ্ণনগর হইতে আচার্য্য উপাধি-প্রাপ্ত।

তারাপদর কন্যা শ্রীমতী বিমলার স্বামী শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টো, নিবাস কদমতলা।

বৈদ্যনাথের ২য় পক্ষের ১মা কন্যা শ্রীমতী মনোরমার স্বামী শ্রীনগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাহেশ। ২য়া কন্যা শ্রীমতী অপসরীর স্বামী শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা)। ৩য়া কন্যা শ্রীমতী ধেবুরাণীর স্বামী শ্যামাচরণ বন্দ্যো (শ্যামপুকুর, কলিকাতা)।

ভোলানাথের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বেলারাণীর স্বামী শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যো (বর্দ্ধমান)।

কলিকাতা কমলা হাই স্কুলের পণ্ডিত

শ্রীতারাপদ মল্লিক মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। জুলাই, ১৯৩৯

বাৎস্য গোত্র ঘোষাল গাঁঞি।

(জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পুঁথি হইতে)

১। ছান্দড় সুত সুরভী প্রভৃতি ২।

২। সুরভি (ঘোষাল গাঁঞি) তৎসুত সাগর ও জিতামিত্র ৩।

৩। সাগর সুত তমোপহ, ভয়াপহ ও মনোরথ ৪।

৪। তমোপহ সুত হল, ৫। হল সুত মুরারি ৬।

৬। মুরারি সুত বিশ্বামিত্র ৭। বিশ্বামিত্র সুত জিতামিত্র ৮।

৮। জিতামিত্র সুত শরণি ৯। শরণি সুত পিঙ্গল ১০।

১০। পিঙ্গল সুত শিরোমণি বা শিরো ঘোষাল ১১।

১১। শিরো ঘোষাল সুত উদ্ধব বা উধো ১২।

১২। উদ্ধব বা উধো সুত কোঁচ্, তিয়ো, লম্বু ও মার্কণ্ডেয় ১৩।

১৩। কোচ সুত আভো, শুভো, পণ্ডিত, হৃষীকেশ ও মাদ্ধানি।

১৪। আভো সুত (ক) গদাধর বা গদ, ইনি খুলনা জেলার অন্তর্গত ডুমুরিয়া বাসী। ইহার সন্তানগণকে ডুমুরিয়ার ঘোষাল কহে, (নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা থানার এলাকায় এক ডুমুরিয়া আছে), (খ) পশুপতি বা পশো (ইনি কলিকাতা, বৌবাজারবাসী, ইঁহার সন্তানগণকে কলিকাতার ঘোষাল কহে), (গ) সার্থক বা শেথো (ইনি বিশ্বজ, গ্রামবাসী, ইঁহার সন্তানগণকে বিশ্বজ গ্রামের ঘোষাল বলে), (ঘ) মার্কণ্ড (ইনি নবগ্রাম বাসী, ইঁহার সন্তানগণকে নবগ্রামের ঘোষাল কহে) ইঁহারা ঘোষাল বংশে খুব সম্মানিত। (ঙ) পুরন্দর বা পুরো (ইনি বন্দীপুর বাসী, ইহার সন্তানগণকে বন্দীপুরের ঘোষাল কহে), (চ) লক্ষ্মণ বা লখ" (ইনি পাঁচবেড়িয়া গ্রামবাসী, ইহাঁর সন্তানগণকে পাঁচবেড়িয়ার ঘোষাল কহে), (ছ) গোপীনাথ ও পীতাম্বর ইঁহারা স্বগ্রামবাসী ১৫।

(ক) গদাধর বা গদর (১৫) ধারা

১৫। গদাধর বা গদ (ডুমুরিয়া বাসী) তৎসুত সুদর্শন, সঙ্কেত ও হরি ১৬।

১৬। সুদর্শন সুত দয়ু বা দৌ, হিঙ্গুল, কিঙ্কর, কুমার ও কেশব ১৭।

১৭। দয়ু বা দৌ সুত শ্রীরঙ্গ, গণ, কানু, চাঁদ ও নারায়ণ ১৮।

১৮। শ্রীরঙ্গ সুত শ্রীনিবাস, রাঘব ও লক্ষ্মণ ১৯। ইঁহাদের সময় মেল বন্ধন হয়।

১৯। শ্রীনিবাস সুত দৈত্যারি ও শিব ২০।

২০। দৈত্যারি সুত রঘুপতি ২১। রঘুপতি সুত পুরন্দর ২২।

২২। পুরন্দর সুত কৃষ্ণ, বলভদ্র, যদু ও কেশব ২৩।

২৩। কৃষ্ণ সুত ভাগবত আচার্য্য ২৪।

২৪। ভাগবত আচার্য্য সুত ভবাই, শিব ও রাঘব ২৫।

২৫। ভবাই সুত যাদব, গোপাল ও হরিনারায়ণ ২৬। সাং নেগা

২৫। রাঘব সুত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, পীতাম্বর ও বনমালী ২৬।

২৬। রাম সুত নারায়ণ ২৭।

২৬। লক্ষ্মণ সুত ষষ্ঠীবর, মুকুন্দ, বাসুদেব ও রঘুদেব ২৭।

২৭। মুকুন্দ সুত যদু, হৃদয় ও বাণী ২৮।

২৮। যদু সুত শ্রীকান্ত ও কমলাকান্ত ২৯।

২৯। কমলকান্ত সুত নয়ন, রমানন্দ, কামদেব, গোবিন্দ, নারায়ণ, গঙ্গারাম ও মথুর ৩০।

৩০। গোবিন্দ সুত বলরাম ৩১। সাং ইলছোবামোল্লা, হুগলী।

২৬। ভরত সুত জগন্নাথ, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ, বাণীনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৭।

২৬। শত্রুঘ্ন সুত কমল, ত্রিবিক্রম ও দৈবকীনন্দ ২৭।

২৬। বনমালী সুত নরহরি, বাসুদেব ও মধুসূদন ২৭।

দয়ু বা দৌ সুত গণের (১৮) ধারা।

১৮। গণ সুত কুবের, অনন্ত, অরবিন্দু ও কেশব ১৯।

১৯। কুবের সুত নিত্যানন্দ ২০। নিত্যানন্দ সুত শ্রীকান্ত খাঁ ২১।

সুদর্শন সুত কুমারের (১৭) ধারা।

১৭। কুমার সুত কামদেব বা কামো, বাড়ো, সাগর, চন্দ্রপতি, শ্রীরঙ্গ ও রঘুনাথ ১৮।

১৮। রঘুনাথ, সুত গদাধর ১৯। গদাধর সুত বিষ্ণু ২০।

২০। বিষ্ণু সুত শম্ভু ২১। শম্ভু সুত হরিদাস ২২।

২২। হরিদাস সুত অচ্যুত ও গুণার্ণব আচার্য্য ২৩।

২৩। গুণার্ণব সুত অনন্ত ও নারায়ণ ২৪।

২৪। অনন্ত সুত হরানন্দ ও বলরাম ২৫।

গদ সুত সঙ্কেতের (১৬) ধারা।

১৬। সঙ্কেত সুত নিশাপতি ১৭।

১৭। নিশাপতি সুত নারায়ণ, রবিকর, লক্ষ্মণ বা লখাই, দিগম্বর, জয়পতি. ভগীরথ, শম্ভু, শ্রীপতি ও রঘুপতি ১৮।

১৮। নারায়ণ সুত দামোদর, অচ্যুত, দিবাকর, হেরম্ব, গোপাল, বিদ্যাপতি, দানবপতি, সুধাকর ও শ্রীধর ১৯।

১৯। দামোদর বা দামো সুত কংসারি, ভগীরথ, মকরন্দ ও জগবন্ধু ২০।

১৯। হেরম্ব সুত দৈত্যারি ঘোষাল ২০।

২০। দৈত্যারি সুত রুদ্রেশ্বর সার্ব্বভৌম ২১।

২১। রুদ্রেশ্বর সুত তিতুরাম, সিদ্ধেশ্বর ও বিদ্যাধর ২২।

২২। সিদ্ধেশ্বর সুত শ্যামকান্ত ও রামকান্ত ২৩।

২৪। শ্যাম সুত শীতল ২৪। শীতল সুত বিশ্বনাথ ২৫।

২৩। রামকান্ত সুত উদয়নারায়ণ ২৪।

২৫। উদয় সুত হরগোবিন্দ, রামজয়, কালী ও রতন ২৫। সাং সাঁওতা বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

২২। তিতুরাম সুত কাশীনাথ ২৩। ২২। বিদ্যাধর সুত সৃষ্টিধর ২৩।

২৩। সৃষ্টিধর সুত রাঘব ২৪।

১৯। শ্রীধর সুত কংসারি ২০। কংসারি সুত গরুড়াসন ২১।

২১। গরুড়াসন সুত জগন্নাথ আচার্য্য ২২। সুত বিষ্ণুদাস আচার্য্য ২৩।

২৩। বিষ্ণুদাস সুত অনন্তরাম, গোবিন্দরাম, কৃষ্ণরাম, শ্যামরাম ও রাজীবলোচন ২৪।

২৪। অনন্তরাম সুত মধু, শচী, যদুনন্দন, নরসিংহ, রাম ও লক্ষ্মণ ২৫।

২৫। মধু সুত রামচন্দ্র আচার্য্য ২৬। সাং উদ্ধারণপুর, হুগলী।

১৯। সুধাকর সুত দৈবকীনন্দন ২০।

২০। দৈবকীনন্দন সুত কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ ২১।

২১। কাশীনাথ সুত অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ ২২।

২২। অনিরুদ্ধ সুত রামচন্দ্র ও হরিদাস ২৩।

২৩। রামচন্দ্র সুত রাজেন্দ্র ২৪।

২৪। রাজেন্দ্র সুত রামশরণ ২৫। সুত রামদেব ও বিশ্বনাথ ২৬।

১৯। গোপাল সুত পুরুষোত্তম ২০।

২০। পুরুষোত্তম সুত অর্জ্জুন ও বাঙ্গাল ২১।

২১। বাঙ্গাল সুত জন্মেজয় ও মধু ২২। সাং ধুকি।

২২। জন্মেজয় সুত যদু, শ্রীমুখ ও নরসিংহ ২৩।

২৩। যদু সুত গোপীনাথ ও বিশ্বেশ্বর ২৪।

২৪। গোপীনাথ সুত সুমেরু ও রামকৃষ্ণ ২৫।

২৫। সুমেরু সুত মহেন্দ্র ওরফে চামু, দামোদর ও মুরারি ২৬।

২৪। বিশ্বেশ্বর সুত সুবুদ্ধি ২৫। সাং দোহেন।

১৮। রবিকর সুত বলাই, যোগাই, বাসু, শূলপাণি, দুর্গাবর, পীতাম্বর, ভৈরব, নন্দন, জনার্দ্দন, কুবের ও কেশব ১৯।

১৯। বলাই সুত তেঁই, নেই, মধু, মাধব ও শ্রীধর ২০।

২০। তেঁই সুত গোবর্দ্ধন, শুকচাঁদ, সৃষ্টিধর, নিধাই, বল্লভ ও হিঙ্গুল ২১।

২০। নেই সুত শ্রীগর্ভ, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণহরি, গঙ্গাধর, কনকেশ্বর, হৃদয়, পরমেশ্বর, শ্রীকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ ও সম্বর ২১।

২১। গঙ্গাধর সুত দুরাই, গোকুল ও মুকুন্দ ২২।

২২। গোকুল সুত দুর্গাদাস ও গৌরীদাস ২৩।

২৩। গৌরীদাস সুত রামকৃষ্ণ ২৪। রামকৃষ্ণ সুত রামদেব ও শ্যামদেব ২৫।

২৫। শ্যাম সুত হরিশ্চন্দ্র ২৬।

২১। শ্রীকান্ত সুত বৈদ্যনাথ, বাণী, জ্ঞান, লোকনাথ ও কাশীনাথ ২২।

২২। বৈদ্যনাথ সুত অঙ্গদ ২৩। অঙ্গদ সুত গণেশ ও ধনেশ ২৪।

২২। বাণী সুত রঘুনাথ ও রমানাথ ২৩। রমানাথ সুত ভবানী ২৪।

২২। জ্ঞান সুত যুবানন্দ, শিবানন্দ ও নয়নানন্দ ২৩।

২২। লোকনাথ বা লোকাই সুত ভোলানাথ ও অযোধ্যানাথ ২৩।

২১। কৃষ্ণানন্দ (ইনি ঘটক ও কুলাচার্য্য পণ্ডিত ছিলেন) তৎসুত চূড়ামণি ঘটক, লোহাই, কুলাই ও রজনী ২২।

২২। চূড়ামণি সুত বল্লভ, অপরাজিতা ও অমোঘ ২৩।

২৩। বল্লভ সুত মুরারি ঘটক সিংহ রায়, রঘুনাথ, নিশানাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৪।

২৪। মুরারি সুত নৃসিংহ ২৫।

২৫। লক্ষ্মীনাথ সুত নরসিংহ ও ভগবান্ ২৬।

বনাই সুত মধুর (২০) ধারা।

২০। মধু সুত কেতন ও সদাশিব ২১। কেতন সুত শ্রীনাথ ও বিশু ২২।

২১। সদাশিব সুত বাসুদেব ও চূড়ামণি ২২।

২০। মাধব সুত শৌরি, গৌরী, দেবানন্দ, গর্ভেশ্বর, হিরণ্য ও সনাতন ২১।

২১। শৌরি সুত ধনঞ্জয়, জন্মেজয়, শ্রীনিবাস ২২।

২২। ধনঞ্জয় সুত চন্দ্রশেখর ও শিবশেখর ২৩।

২৩। চন্দ্রশেখর সুত কুলানন্দ আচার্য্য ২৪।

২৪। কুলানন্দ সুত বিষ্ণুদাস, কালিদাস, মধু ও বিশ্বনাথ ২৫।

২৫। বিষ্ণুদাস সুত গোপাল ২৬।

২৫। কালিদাস সুত রাজেন্দ্র ও গোবিন্দ ২৬।

২৩। শিবশেখর সুত কৃষ্ণ ও গোপী ২৪। গোপী সুত নিমাই ২৫।

২২। শ্রীনিবাস সুত গুণাই, মুকাই ও হরি ২৩। গুণাই সুত জানকীনাথ ২৪।

২৪। জানকীনাথ সুত পরশুরাম, বিশ্বম্ভর বা বিশাই ও জয়রাম ২৫।

বলাই সুত শ্রীধরের (২০) ধারা।

২০ শ্রীধর সুত রাম, কংসারি, সত্যবান ও কমলাকর ২১।

২১। রাম সুত চন্দ্রকেতু, ধ্রুবানন্দ ও হরি ২২।

২২। চন্দ্রকেতু সুত জগদানন্দ, হৃদয়ানন্দ ও জানকীনাথ ২৩।

২৩। হৃদয় সুত গোপীনাথ ২৪।

২৪। গোপীনাথ সুত রতিনাথ, মথুরানাথ, গোবিন্দ ও রাজেন্দ্র ২৫।

২৫। গোবিন্দ সুত শিবনাথ, কাশীনাথ ও জগন্নাথ ২৬।

২১। কংসারি সুত মালাধর ও গোপাল ২২।

২১। সত্যবান সুত বেদগর্ভ, দৈবকীনন্দন, মহাদেব ও অচ্যুত ২২।

২২। বেদগর্ভ সুত নিরঞ্জন, শত্রুঘ্ন ও নয়ন ২৩।

২৩। নয়ন সুত বিশ্বনাথ ২৪। সুত কামদেব, মহাদেব ও শ্রীধর ২৫।

২৫। কামদেব সুত মাধব ২৬। সুত জগবন্ধু ২৭।

২৫। মহাদেব সুত শত্রুঘ্ন, মধুসূদন ও রজনী ২৬।

২৬। মধুসূদন সুত পার্ব্বতী ও ভবানী ২৭।

২৭। ভবানী সুত চন্দ্রশেখর ও মদন ২৮।

২৮। চন্দ্রশেখর বা চাঁদ সুত বংশীধর, শ্রীমন্ত, কানু, দর্পনারায়ণ, দুর্গারাম, গঙ্গারাম, হরিরাম ও রসরাজ ২৯।

২৮। মদন সুত অনন্ত ও মনু ২৯। সাং ধোধা।

২১। মহাদেব সুত গঙ্গাহরি ২২। সুত শিবাচার্য্য ও জ্যোতিষ ২৩।

রবিকর সুত যোগাইয়ের (১৯) ধারা।

১৯। যোগাই সুত বাণীনাথ, বিশ্বনাথ, গৌরীনাথ ও সোমনাথ ২০।

২০। বাণী সুত রতন ও পদ্মগর্ভ ২১।

২১। রতন সুত মাধব ও লক্ষ্মীনাথ ২২।

২০। বিশ্বনাথ সুত অশোক ও কামদেব ২১।

২০। গৌরীনাথ সুত লক্ষ্মণ ২১।

২০। সোমনাথ সুত চিরঞ্জীব, যদু ও শঙ্কর ২১।

১৯। বাসুদেব সুত জগন্নাথ, দুর্ল্লভ, নারায়ণ ও বক্রেশ্বর ২০।

২০। জগন্নাথ সুত যাদবাচার্য্য ২১। সুত বিষ্ণুদাস ২২।

২২। বিষ্ণুদাস সুত অনন্ত ২৩।

২০। দুর্ল্লভ সুত বদন ২১। সুত রতিকান্ত ২২।

রবিকর সুত শূলপাণি ও দুর্গাবরের (১৯) ধারা।

১৯। শূলপাণি সুত রত্নাকর, কমলেশ্বর ও কাকুই ২০।

২০। রত্নাকর সুত গোপী ও কালিদাস ২১।

১৯। দুর্গাবর সুত বাসুদেব, দাশু, জগাই, বলভদ্র ও বনমালী ২০।

২০। বলভদ্র সুত হরি, বাণ, পুরাই, ষষ্ঠীবর, জগৎ ও যোগী ২১।

২১। হরি সুত শ্রীমান্ বিশ্বাস ২২।

২২। শ্রীমান্ বিশ্বাস সুত দৈবকীনন্দন, মধু, রমানাথ ও শ্রীনিবাস ২৩

২৩। দৈবকী সুত নারায়ণ ২৪। সুত শঙ্কর ২৫।

২৩। মধু সুত গোবিন্দ, পরশুরাম ও গঙ্গানন্দ ২৪।

২৩। রমানাথ সুত অভিরাম ২৪। শ্রীনিবাস সুত পুরাই ২৪।

২১। ষষ্ঠীবর সুত পদ্মনাভ ২২। সুত গোসাইদাস ২৩।

২৩। গোসাইদাস সুত রাণীদাস ২৪।

রবিকর সুত পীতাম্বরের (১৯) ধারা।

১৯। পীতাম্বর সুত শ্রীকান্ত ২০। সুত সৃষ্টিধর ২১।

২১। সৃষ্টিধর সুত গোপীনাথ ২২। সুত মাধব ও শঙ্কর্ষণ ২৩।

২৩। শঙ্কর্ষণ সুত চাঁদ ও কমল ২৪।

রবিকর সুত ভৈরবের (১৯) ধারা।

১৯। ভৈরব সুত মহেশ ২০। সুত গোবিন্দ ২১।

রবিকর সুত নন্দন ও জনার্দ্দনের (১৯) ধারা।

১৯। নন্দন সুত সদাশিব, সঙ্কেত ও শুভাই ২০।

১৯। জনার্দ্দন সুত অনন্তদেব ও দেবীবর ২০।

রবিকর সুত কুবেরের (১৯) ধারা।

১৯। কুবের সুত রত্নাকর, গোবিন্দ ও নরসিংহ ২০।

২০। রত্নাকর সুত ধনপতি ২১। গোবিন্দ সুত গৌরীনাথ ২২।

২২। গৌরীনাথ সুত মহাদেব আচার্য্য ২৩। সাং দেবগ্রাম, নদীয়া।

২০। নরসিংহ সুত জয়ানন্দ ২১। সুত কমলাকান্ত ২২।

২২। কমলা সুত ত্রৈলোক্য ও হরি ২৩।

রবিকর সুত কেশবের (১৯) ধারা।

১৯। কেশব সুত আস্তিক ২০। সুত সুবুদ্ধি খাঁ ও সদাশিব ২১।

নিশাপতি সুত দিগম্বর ও লক্ষ্মণের ধারা

১৮। দিগম্বর সুত শুক্লাম্বর ও বৃহস্পতি ১৯।

১৯। শুক্লাম্বর সুত কালিদাস, জগদানন্দ ও কেশব ২০।

১৯। বৃহস্পতি সুত গোবিন্দ ২০। ১৮। লক্ষ্মণ সুত শান্তি ১৯।

(খ) পশুপতির (১৫) ধারা।

১৫। পশুপতি বা পশো (কলিকাতা বাসী, ইহার সন্তানগণকে কলিকাতার ঘোষাল বলে) সুত তেঁই ; হিঙ্গুল ও রুদ্র ১৬।

১৬। তঁহই সুত উদয়ন, কৃষ্ণ মিশ্র, বনমালী ও সূর্য্য ১৭।

১৭। উদয়ন সুত বাণেশ্বর বা বাণ, অনন্ত, কেশব, জটাধারী, শ্রীকণ্ঠ, নিত্যানন্দ, ঈশ্বর ও বাসুদেব ১৮।

১৮। বাণেশ্বর সুত সর্ব্বানন্দ ও বিশ্বনাথ ১৯।

১৯। সর্ব্বানন্দ সুত শ্রীনাথ ও গোপীনাথ ২০। গোপী কুলভ্রষ্ট হওয়ায় ইহার বংশ লেখা নাই।

২০। শ্রীনাথ সুত কমল ২১।

২১। কমল সুত ভবানীদাস, দেবীদাস ও শ্যামাদাস ২২।

২২। শ্যামাদাস সুত রাধাবল্লভ ২৩।

২৩। রাধাবল্লভ সুত রামকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, মোহনচাঁদ ও মুনিরাম ২৪।

২৪। রামকৃষ্ণ সুত কুশল ২৫।

১৯। বিশ্বনাথ সুত কংসারি মিশ্র ও অরবিন্দ ২০।

২০। কংসারি মিশ্র (ইনি মহিন্তা কং বিং করায় সর্ব্বানন্দী মেলে গতা) সুত ভুবনাচার্য্য, রামাচার্য্য, শ্রীকর, শ্রীধর, রাঘব, রঘুরাম ও বাসুদেব ২১।

২১। ভুবনাচার্য্য (ইহাকে ঘোষ ঠাকুর বলিত, ইনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন) সুত চক্রপাণি, পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, বনমালী, জ্ঞান ও হৃদয় ২২।

২২। চক্রপাণি সুত হরিহর ২৩।

২৩। হরিহর সুত রাম তর্কবাগীশ ও গোবিন্দ ২৪।

২৪। রাম তর্কবাগীশ (ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত আঁড়িয়াদহ বাসী, ইহার সন্তানগণকে আঁড়িয়াদহের ঘোষাল কহে) সুত রাঘবেন্দ্র, যাদবেন্দ্র (০), মহাদেব, রঘুদেব, শিবদেব, রুদ্রদেব ও শুকদেব ২৫। সকলেই পণ্ডিত।

২৫। রাঘবেন্দ্র সুত রূপনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৬।

২৬। রূপনারায়ণ সুত রামচন্দ্র, রামকেশব ও রামশরণ ২৭।

২৭। রামচন্দ্র সুত সদারাম, শোভারাম, বলরাম ও কেনারাম ২৮।

২৮। সদারাম সুত বিনোদরাম, রামসুন্দর ও রামদুলাল ২৯।

২৮। বলরাম সুত ভৈরব ২৯। সুত কালীসদয়, রামসদয় ও যোগেন্দ্র ৩০।

৩০। কালীসদয় সুত উমেশচন্দ্র ৩১।

৩০। রামসদয় সুত পরাণচন্দ্র ৩১। সুত নিরদবরণ ও সুরথ ৩২।

২৮। কেনারাম সুত পীতাম্বর ও হীরালাল ২৯। পীতাম্বর সুত মুকুন্দরাম ৩০।

৩০। মুকুন্দ সুত বেণীমাধব, রাধামাধব ও প্রসন্ন ৩১।

৩১। রাধামাধব সুত পুলিনবিহারী ৩২।

৩১। প্রসন্নচন্দ্র সুত মোহিনীমোহন ৩২।

৩২। মোহিনী সুত বটকৃষ্ণ ৩৩। সাং আঁড়িয়াদহ।

২৭। রামশরণ (ভঙ্গ) সুত কৃষ্ণরাম, আনন্দীরাম, আত্মারাম, দয়ারাম, বিষ্ণুরাম, কানাই, দুলাল, মনোহর ২৮। সাং বেলঘরিয়া, ২৪ পঃ

২৮। কৃষ্ণরাম সুত প্রীতরাম, রামসুন্দর, রামহরি, রাধানাথ ও বঙ্গধর ২৯।

২৯। রামসুন্দর সুত রামকান্ত, কাশীনাথ ও শিবচন্দ্র ৩০।

৩০। রামকান্ত সুত কালীকান্ত ও কালীপদ ৩১।

৩১। কালীকান্ত বা কালীদত্ত সুত মঙ্গল, পূর্ণ ও আশু ৩২।

৩২। মঙ্গল সুত মহাদেব ৩৩। সুত মণিলাল ও নারায়ণ ৩৪।

৩৪। মণিলাল সুত মহিমারঞ্জন, রাধিকারঞ্জন, বিশ্বরঞ্জন, অসিতরঞ্জন ও অভয়ারঞ্জন ৩৫।

৩৪। নারায়ণ সুত অবনীরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন ৩৫।

৩২। পূর্ণচন্দ্র সুত ক্ষিরোদচন্দ্র ৩৩।

৩৩। ক্ষিরোদ সুত প্রভাতকুমার, প্রদ্যুৎকুমার ও প্রফুল্লকুমার ৩৪।

৩২। আশু সুত উপেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ ওরফে লালু ৩৩।

৩৩। উপেন্দ্র সুত রমাপ্রসাদ ৩৪।

৩৩। নরেন্দ্র সুত সন্তোষ ৩৪। বেলঘরিয়া, ২৪ পঃ।

৩১। কালীপদ (ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন) সুত অন্নদাপ্রসাদ, অবিনাশ ও চারু ৩২।

৩২। অন্নদা সুত সুরেন্দ্রনাথ এম্-এ, বি-এল্ ৩৩।

৩৩। সুরেন্দ্র সুত পাঁচুগোপাল, এম্-এ (ইনি হাওড়া কলেজের প্রফেসর) ৩৪।

৩৪। পাঁচুগোপাল সুত নির্ম্মলচন্দ্র ৩৫। সাং ভবানীপুর ৪১ নং চক্রবেড়ে রোড নর্থ, কলিকাতা।

৩২। অবিনাশ সুত শশধর বি-এ ৩৩। সাং ডোমজুর, হাওড়া।

৩০। কাশীনাথ সুত গোবিন্দ সার্ব্বভৌম ৩১।

৩১। গোবিন্দ সুত রুদ্ররাম বাচস্পতি ৩২। সুত কালীপ্রসাদ ৩৩।

৩৩। কালীপ্রসাদ সুত রাজচন্দ্র, কমলাকান্ত ও গৌরীকান্ত ৩৪। সাং তেলকুপী।

২৮। আনন্দীরাম সুত রামজয় ২৯। সুত ভৈরবচন্দ্র ৩০।

৩০। ভৈরব সুত তারাচাঁদ ৩১। সুত নবকুমার ৩২। সুত বৈদ্যনাথ ৩৩।

৩৩। বৈদ্যনাথ সুত রক্ষিতমোহন ৩৪।

২৮। আত্মারাম সুত গৌরীচরণ ২৯। সুত কালীপ্রসাদ ৩০।

৩০। কালীপ্রসাদ সুত কাশীনাথ, হরিনারায়ণ, আনন্দ, কামদেব ও মাণিক ৩১। সাং কালীঘাট।

রূপনারায়ণ সুত রামশরণের (২৭) ধারা।

২৭। রামশরণ সুত দুর্গারাম, সীতারাম, কৃপারাম, জানকীরাম, কালীচরণ, মনোহর, রাজবল্লভ বা রাজকণ্ঠ ও বাঞ্ছারাম ২৮।

২৮। দুর্গারাম সুত পদ্মলোচন ও কালীশঙ্কর ২৯।

২৯। পদ্মলোচন সুত শিব ও নারায়ণ ৩০।

৩০। শিব সুত বিশ্বনাথ ৩১। সুত নিবারণ, মুটবিহারী ও ভূতনাথ ৩২।

৩২। নিবারণ সুত হৃষীকেশ ৩৩। মুটবিহারী সুত সত্যচরণ ৩৩।

২৮। সীতারাম সুত সত্যকিঙ্কর, কানাই ও কিনু ২৯।

২৯। সত্যকিঙ্কর সুত রামরতন, রামমোহন ও দাতারাম ৩০।

৩০। রামমোহন সুত রামেশ্বর ৩১। সুত কালী ৩২।

৩২। কালী সুত শশী ৩৩।

২৮। কৃপারাম (ভঙ্গ) সুত হরিরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ বেচারাম ও বিশ্বনাথ ২৯।

২৮। জনকীরাম সুত রামজয় ২৯।

২৯। রামজয় সুত আনন্দ বা সনন্দ, ভৈরব, রাজেন্দ্র, রামকান্ত, রামলোচন, রামরতন, রামানন্দ ও রামধন ৩০।

৩০। আনন্দ বা সনন্দ সুত ঠাকুরদাস ৩১। সুত গোবিন্দ ৩২।

৩২। গোবিন্দ সুত প্রতাপ ৩৩।

৩০। ভৈরব সুত কালীপদ, বদন ও মাণিক ৩১।

৩১। কালীপদ সুত প্রমথ ও ফটিক ৩২।

৩০। রাজেন্দ্র সুত মহেশ ৩১। সুত ঈশান ৩২।

৩০। রামকান্ত সুত প্রেমচাঁদ ও নয়নচাঁদ ৩১।

৩১। প্রেমচাঁদ সুত ধনঞ্জয় ৩২। নয়নচাঁদ সুত বনমালী ও নবকুমার ৩২।

৩২। বনমালী সুত হারাধন ৩৩।

৩০। রামলোচন সুত মথুরানাথ ও ভোলানাথ ৩১।

৩১। মথুরানাথ সুত নীরদ ৩২। সাং পানিত্রাস, হাওড়া।

৩২। নীরদবরণ সুত সতীশ, সঞ্জিব ও কেবলরাম ৩৩।

৩১। ভোলানাথ সুত কুমুদ, উমেশ, অক্ষয়, অধর, ক্ষেত্রনাথ, যাদব, গায়ত্রী ও অরুণ ৩২।

৩২। কুমুদ সুত যামিনী ৩৩। সুত হরিপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ৩৪।

৩২। উমেশ সুত বিজয় ওরফে জহরীলাল ও বিনয় ৩৩।

৩৩। বিজয় সুত বিমলেন্দু, ভবদেব ও বিশ্বরঞ্জন ৩৪।

৩২। অধর সুত রসিক, নন্দলাল, হরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩৩।

৩৩। নন্দলাল সুত শ্যামাচরণ ও শান্তিময় ৩৪।

৩২। যাদব সুত বৈদ্যনাথ, হীরালাল, ভূষণ ও অহিন্দ্র ৩৩।

৩২। গায়ত্রী সুত কেশবলাল বি-এল, কাল, প্রফুল্ল, অমূল্য ও মদন ৩৩।

৩৩। কেশব সুত নির্ম্মল, পুলিনবিহারী, বনবিহারী, বিপিনবিহারী, বিজনবিহারী ৩৪। সাং পানিত্রাস, হাওড়া।

২৮। কালীচরণ সুত বেচারাম বা বেচু, রামকানাই, রাজীব ও গঙ্গা-নারায়ণ ২৯।

২৯। বেচারাম (ভঙ্গ) সুত দয়ারাম, বিষ্ণুরাম, কানাই, কৃষ্ণ, দুলাল, মনোহর ও আত্মারাম ৩০।

৩০। দয়ারাম সুত চণ্ডীচরণ প্রভৃতি ৩১।

৩০। কৃষ্ণ সুত রামসুন্দর শিরোমণি, গঙ্গাধর, রামজয়, রামহরি ও কমলাকান্ত ৩১।

৩০। দুলাল সুত জগন্নাথ ও কালীচরণ ৩১।

৩১। জগন্নাথ সুত রুক্মিণীকান্ত ও গোরাচাঁদ ৩২।

৩১। কালীচরণ সুত কাশীনাথ ৩২।

২৮। মনোহর (বেলঘরিয়া) সুত রামজীবন ২৯। সুত পরাণ ৩০।

৩০। পরাণ সুত আশুতোষ ৩১।

ঘোষাল রাম তর্কবাগীশ সুত মহাদেবের (২৫) ধারা।

২৫। মহাদেব সুত রমাকান্ত, রামজীবন, রামগোপাল ও শিবরাম ২৬।

২৬। রামজীবন সুত মাণিক ও রামভদ্র ২৭। সাং বুত্নী, ঢাকা।

২৭। মাণিক সুত কানাই ও জগন্নাথ ২৮।

২৭। রামচন্দ্র (ভঙ্গ) সুত রামশঙ্কর ২৮।

২৮। রামশঙ্কর সুত রামহরি ও গুরুগোবিন্দ ২৯।

২৯। রামহরি সুত মধুসূদন ও শিবরাম ৩০।

৩০। মধুসূদন সুত যদুনাথ ৩১। শিবরাম সুত বিশ্বনাথ ৩১।

৩১। বিশ্বনাথ সুত রামলাল, নীলমণি, কালাচাঁদ, বিপিন ও কুঞ্জবিহারী ৩২।

৩২। রামলাল সুত তিনকড়ি ৩৩।

২৬। রামগোপাল সুত কৃষ্ণবল্লভ ও শঙ্কর ২৭।

২৭। কৃষ্ণবল্লভ সুত জগন্নাথ (দেওয়ান) ও রামকানাই ২৮।

২৮। রামকানাই সুত কাশীনাথ ও কালীনাথ ২৯।

২৯। কাশীনাথ সুত ঈশানচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ৩০।

৩০। মহেশ সুত ক্ষেত্রপাল ৩১। সুত কেদারনাথ ৩২।

৩২। কেদারনাথ সুত প্রভাস ও পূর্ণচন্দ্র ৩৩। সাং আড়িয়াদহ, ২৪ পঃ।

২৯। কালীনাথ সুত নীলচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র ৩০।

৩০। শরচ্চন্দ্র সুত সত্যগোপাল ৩১।

৩১। সত্যগোপাল সুত বিভূতিভূষণ, ফণীভূষণ ও সুধাংশুভূষণ।

ঘোষাল রাম তর্কবাগীশ সুত রঘুদেবের (২৫) ধারা।

২৫। রঘুদেব সুত রাজারাম, কাশীশ্বর, রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার ও মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার ২৬।

২৬। রাজারাম সুত রামচন্দ্র, রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গাপ্রসাদ ২৭।

২৭। রামচন্দ্র সুত রামহরি ২৮।

২৭। রামনাথ বা রামানন্দ (ভঙ্গ) সুত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ২৮।

২৭। কৃষ্ণচন্দ্র (ভঙ্গ) সুত রামশঙ্কর, রাজদুর্ল্লভ ২৮। সাং রামনগর, থানা ঝিনাইদহ, যশোহর। এই গ্রাম বেং নদীর উপর, এখন জনশূন্য।

২৮। রামশঙ্কর সুত গুরুগোবিন্দ ২৯।

২৯। গুরুগোবিন্দ সুত দীনবন্ধু ও প্রমথভূষণ (ইনি নলডাঙ্গার রাজা ইন্দুভূষণ দেব রায়ের পোষ্য পুত্র) ৩০।

৩০। দীনবন্ধু সুত মুরারিমোহন বি-এল ৩১। সাং ঝিনাইদহ, জেলা যশোহর।

২৭। দুর্গাপ্রসাদ সুত তিতু ওরফে সোনারাম, মনোহর, কানাই ও দীপচাঁদ ২৮।

২৬। কাশীশ্বর সুত আত্মারাম, তিতুরাম, রামচরণ নন্দরাম, ব্রজরাম ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৭।

২৭। ব্রজরাম সুত রামপ্রসাদ ও উমাকান্ত ২৮।

২৭। কৃষ্ণচন্দ্র (ভঙ্গ) সুত রামশঙ্কর ২৮। সুত গোবিন্দচন্দ্র ২৯।

২৬। রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার সুত বাণেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর ও জগন্নাথ ২৭।

২৭। বাণেশ্বর সুত কিঙ্কর ও রামকানাই ২৮।

২৭। রত্নেশ্বর সুত রামচরণ, নিমাইচরণ, শ্যামাচরণ, ভবানীচরণ, সদানন্দ ও ভবানন্দ ২৮।

২৮। রামচরণ সুত রামহরি ২৯।

২৭। রামেশ্বর সুত ধনঞ্জয়, মনোহর, ভবানী ও সনাতন ২৮।

২৭। যজ্ঞেশ্বর সুত রামতনু, উদয়রাম ও রামপ্রসাদ ২৮।

২৮। রামতনু সুত পীতাম্বর ২৯।

২৯। পীতাম্বর সুত রামনারায়ণ, চন্দ্রনাথ, হরনাথ, কালীনাথ, যদুনাথ ও ননীরাম ৩০।

৩০। রামনারায়ণ সুত শ্যামাচরণ, জয়কৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ ৩১।

৩১। শ্যামাচরণ সুত চণ্ডীচরণ ও বটকৃষ্ণ ৩২।

৩১। জয়কৃষ্ণ সুত উমাপ্রসন্ন, গিরিজাপ্রসন্ন, সারদাপ্রসন্ন ও কম্বু ৩২।

৩১। নবকৃষ্ণ সুত ব্যোমকেশ, হৃষীকেশ, সুরেন্দ্র, প্রভাত, সুধীর, শচীন্দ্র ৩২। সাং আড়িয়াদহ।

২৭। জগন্নাথ সুত রামরতন বা রামরত্ন ২৮।

২৬। মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার সুত দয়ারাম, ঘনশ্যাম সার্বভৌম ও অযোধ্যারাম ২৭।

২৭। দয়ারাম সুত কানাই ও বলাই ২৮।

ঘোষাল রাম তর্কবাগীশ সুত শিবদেবের (২৫) ধারা।

২৫। শিবদেব সুত রামনাথ বাচস্পতি, রামকেশব বিদ্যাবাগীশ, রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার ও দেবীচরণ বিদ্যাভূষণ ২৬।

২৬। রামনাথ সুত গঙ্গাধর বিদ্যাবাচস্পতি ও রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার ২৭।

২৭। গঙ্গাধর সুত রামশঙ্কর ও রামনিধি ২৮।

২৭। রামগোবিন্দ সুত রামকান্ত বিদ্যালঙ্কার ২৮।

২৮। রামকান্ত সুত রাজীবলোচন তর্কসিদ্ধান্ত ২৯। সাং আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

২৯। রাজীবলোচন সুত রামকুমার ও রামকমল ৩০।

৩০। রামকুমার সুত গোলকনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ ৩১।

৩১। বৈকুণ্ঠনাথ সুত যোগেন্দ্রনাথ, বেণীমাধব, ভোলানাথ ও ননীগোপাল ৩ .।

৩২। যোগীন্দ্রনাথ সুত অপূর্বকৃষ্ণ ৩৩।

৩৩। অপূর্ব সুত অমিয়কুমার, অমলকুমার ও অশিতকুমার ৩৪।

৩২। বেণীমাধব সুত বিমলাচরণ; ভবনীশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর ৩৩।

৩২। ভোলানাথ সুত ভবদেব, ভূদেব, যাদব, শিবদেব, অনাদিদেব, অনন্তদেব, জয়দেব ও রামদেব ৩৩।

৩২। ননীগোপাল সুত সত্যব্রত, দেবব্রত, বিশ্বব্রত ৩৩। সাং আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

২৭। রামকেশব বিদ্যাবাগীশ সুত জগন্নাথ ২৮।

২৮। জগন্নাথ সুত সন্তোষ, সুধারাম, কানাই, বলাই, গোকুল, রামতনু ও উমাকান্ত ২৯।

২৯। সন্তোষ সুত রামনিধি ৩০।

৩০। রামনিধি সুত কালীনাথ, কাশীনাথ, তারকনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ ৩১।

৩১। কালীনাথ সুত শিবনাথ ৩২।

৩১। তারকনাথ সুত নকুড়চন্দ্র ৩২। সুত অক্ষয়চন্দ্র ৩৩।

৩১। বৈকুণ্ঠ সুত অনুকূলচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ৩২।

৩২। অনুকূল সুত উপেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ৩৩।

৩৩। উপেন্দ্র সুত সতীশচন্দ্র ৩৪।

২৯। সুধারাম সুত কুমুদ ৩০। সুত শিবনাথ, দ্বারকানাথ ও আশুতোষ ৩১।

৩১। শিবনাথ সুত সুরেন্দ্রনাথ ৩২।

৩১। দ্বারকানাথ সুত শৈলেন্দ্র প্রভৃতি ৩২। সাং আড়িয়াদহ।

২৯। কানাই (ইনি দেওয়ান ছিলেন, ইহাকে কেহ কেহ রামকানাইও কহিত) সুত হরনাথ ৩০।

৩০। হরনাথ (ইনিও দেওয়ান ছিলেন) সুত নীলচন্দ্র ৩১।

২৯। বলাই বা বলরাম সুত হরপ্রসাদ ৩০। সুত ত্রৈলোক্যনাথ ৩১।

২৯। গোকুলচন্দ্র সুত অম্বিকাচরণ, যাদবচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র ৩০।

৩০। অম্বিকাচরণ সুত রামকমল, নীলকমল, কৃষ্ণকমল ও কালীকমল ৩১।

৩১। কৃষ্ণকমল সুত দুর্গাচরণ, বনমালী ও সন্তোষ ৩২।

২৬। রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার সুত রামহরি ও রামচরণ (বংশাভাব) ২৭।

২৭। রামহরি সুত হরচন্দ্র ও কালীচরণ ২৮। কালী সুত পঞ্চানন ২৯।

ঘোষাল রাম তর্কবাগীশ সুত রুদ্রদেবের (২৫) ধারা।

২৫। রুদ্রদেব সুত বিশ্বেশ্বর, দুর্গারাম, জনার্দ্দন, রতিরাম (ভঙ্গ) ও রামবল্লভ ২৬।

২৬। বিশ্বেশ্বর সুত কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও রামরাম ২৭।

২৭। কৃষ্ণরাম সুত দেবীপ্রসাদ ২৮।

২৮। দেবীপ্রসাদ সুত রামকিশোর ২৯। সাং ফয়তাবাজ (গড়িয়ার হাট ষ্টেশনের নিকট ২৪ পরগণা) বোকানিবাসী।

২৭। বিষ্ণুরাম সুত রাজনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও সদারাম ২৮।

২৭। রামরাম সুত দেবীপ্রসাদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৮।

২৮। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত গঙ্গানারায়ণ, রাজনারায়ণ ও কেবলরাম ২৯।

২৯। গঙ্গানারায়ণ সুত চণ্ডীচরণ, জগন্নাথ, রামতনু ও রামরতন ৩০। সাং রামপুর।

২৬। দুর্গারাম সুত অনন্তরাম, রামচন্দ্র, চন্দ্রনারায়ণ ও রামপ্রসাদ ২৭।

২৭। অনন্তরাম সুত রামশরণ, রামনারায়ণ, আনন্দীরাম ও প্রাণকৃষ্ণ ২৮।

২৮। রামশরণ সুত রামকিঙ্কর ওরফে দোকড়ি ২৯।

২৮। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণকান্ত ২৯।

২৮। প্রাণকৃষ্ণ সুত রবিলোচন ওরফে ভরশরাম ২৯।

২৭। চন্দ্রনারায়ণ সুত হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণগোবিন্দ, নীলকণ্ঠ, জীবনকৃষ্ণ ও বিদ্যাধর ২৮।

২৮। হরেকৃষ্ণ সুত রামমোহন, রাধাকান্ত, রবিলোচন, মৃত্যুঞ্জয় ও রামজয় ২৯।

২৮। কৃষ্ণগোবিন্দ সুত মাণিক ২৯। নীলকণ্ঠ সুত রামশঙ্কর ২৯।

২৭। রামপ্রসাদ সুত গোবিন্দ, রামচন্দ্র, শ্যাম ও জগন্নাথ ২৮।

২৮। গোবিন্দ সুত কীর্ত্তিনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৯।

২৮। রামচন্দ্র সুত রামানন্দ, রামধন, পদ্মলোচন ও রামরতন ২৯।

২৮। শ্যাম সুত গঙ্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও মাধবচন্দ্র ২৯।

২৮। জগন্নাথ সুত গৌরীপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ ২৯।

২৬। জনার্দ্দন সুত নন্দরাম ২৭। সুত নন্দদুলাল ২৮।

২৮। নন্দদুলাল (কেশর কোণী কং বিং) সুত জগন্নাথ, গোপীনাথ, কাশী-নাথ, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি ২৯।

২৬। রামবল্লভ সুত চন্দ্রনারায়ণ ২৭। সুত কৃষ্ণদেব ও বাণীনাথ ২৮।

২৮। কৃষ্ণদেব সুত গোপীকান্ত ও মহানন্দ ২৯।

ঘোষাল রাম তর্কবাগীশ সুত শুকদেবের [২৫] ধারা।

২৫। শুকদেব সার্ব্বভৌম সুত রামরাম, শ্রীরাম তর্কপঞ্চানন, জয়রাম বিদ্যার্ণব, রামগোবিন্দ, বাসুদেব (০), রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণরাম ২৬।

২৬। রামরাম সুত শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরাম ও জগতরাম ২৭।

২৭। শ্রীকৃষ্ণ সুত নন্দরাম, বিনোদরাম, রামতনু ও রামরত্ন ২৮।

২৮। নন্দরাম সুত রাজচন্দ্র ২৯।

২৮। রামরত্ন সুত রামগোপাল, কাশীনাথ, মদনমোহন ও রাধানাথ ২৯।

২৭। জগতরাম সুত জয়নারায়ণ (ভঙ্গ) ও দর্পনারায়ণ ২৮।

২৬। শ্রীরাম তর্কপঞ্চানন সুত রাধাকান্ত (ভঙ্গ), লক্ষ্মীকান্ত, ধনঞ্জয় ও কালীশঙ্কর ২৭। সাং রহমতপুর, বরিশাল জেলা।

২৭। লক্ষ্মীকান্ত সুত রামসুন্দর, রামজয়, হীরারাম ও রামধন ২৮।

২৮। রামজয় সুত রামমোহন, তারাচাঁদ, হরচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র ও রাজবল্লভ ২৯।

২৯। তারাচাঁদ সুত মহেশচন্দ্র ৩০। সুত বনমালী ৩১।

৩১। বনমালী সুত যজ্ঞেশ্বর ৩২। সুত বটকৃষ্ণ ৩৩।

৩৩। বটকৃষ্ণ সুত কালিদাস ৩৪। সাং বেলঘরিয়া. ২৪ পরগণা।

২৮। হীরারাম সুত অভয়াচরণ ২৯।

২৮। রামধন সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ও কালীচরণ ২৯।

২৬। জয়রাম বিদ্যার্ণব সুত রামনারায়ণ (বংশাভাব), গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ ও হরেকৃষ্ণ ২৭।

২৭। গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ সুত যাদবেন্দ্র ২৮।

২৮। যাদবেন্দ্র সুত রামনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম ২৯।

২৯। রামনারায়ণ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ও আনন্দচন্দ্র ৩০।

৩০। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত রামশঙ্কর, শিবচন্দ্র ও রঘুরাম ৩১। সাং ফুলবাড়ী।

২৭। হরেকৃষ্ণ সুত রামলোচন ২৮।

২৬। রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (ভঙ্গ) সুত আনন্দীরাম, রামকিশোর ও হরিরাম তর্কালঙ্কার ২৮।

২৭। আনন্দীরাম সুত দুর্গাচরণ ২৮।

২৮। দুর্গাচরণ সুত ভগবতীচরণ, রাধাচরণ, শ্যামাচরণ, কালীচরণ, ভবানীচরণ ও মদনমোহন ২৯।

২৯। ভগবতীচরণ সুত কালীনন্দন ৩০।

২৯। রাধাচরণ সুত পাঁচুগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র ৩০।

৩০। পাঁচুগোপাল সুত নীলমণি, ক্ষিরোদ, নীরদ ও বিনোদ ৩১।

৩১। নীরদ সুত সতীশ ৩২।

৩০। ঈশ্বর সুত সারদা, বরদা, মোক্ষদা ভজহরি ও ক্ষেত্রনাথ ৩১।

৩১। সারদা সুত আশুতোষ ও বিশ্বনাথ ৩২।

৩১। বরদা সুত অমূল্যচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ৩২।

৩১। মোক্ষদা সুত যোগেন্দ্রপ্রসাদ ৩২।

৩১। ক্ষেত্রনাথ সুত মতিলাল ৩২। ২৯। শ্যামাচরণ সুত চন্দ্ররাজ ৩০।

২৯। কালীচরণ সুত শম্ভুচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র ৩০।

২৯। মদনমোহন সুত ভোলানাথ, যদুনাথ ও দীননাথ ৩০।

২৭। হরিরাম তর্কালঙ্কার সুত অভয়াচরণ, তারিণীচরণ, নিমাইচরণ, রামদুলাল ও রামচন্দ্র ২৮।

২৮। অভয়াচরণ সুত শিবচন্দ্র ২৯।

২৮। তারিণীচরণ সুত কৃষ্ণমোহন ও উমাচরণ ২৯।

২৯। কৃষ্ণমোহন সুত হারাণ, কালীপদ, কালীপ্রসন্ন কালীগতি ও গঙ্গাগতি ৩০।

৩০। হারাণ সুত অঘোরনাথ ও দীননাথ ৩১।

৩০। কালীপদ সুত হরিগোপাল ৩১।

৩০। কালীপ্রসন্ন সুত নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ৩১। সাং কল্যাণপুর ডায়মণ্ডহারবার লাইন, ২৪ পরগণা।

২৯। উমাচরণ সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ৩০।

৩০। ঈশ্বর সুত হরিচরণ, হরিপদ ও গোপাল ৩১।

৩১। হরিচরণ সুত আনন্দ ও নেপাল ৩২।

৩১। হরিপদ সুত আশুতোষ, সুরেন্দ্র, ভূতনাথ, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ, নিকুঞ্জ ও রাসবিহারী ৩২।

৩২। আশু সুত পশুপতি ও বিশ্বনাথ ৩৩।

৩২। ভূতনাথ সুত নলিনী, শম্ভু, কাশীনাথ, বরুণকুমার ও অজয়কুমার ৩৩।

৩০। গিরিশ সুত হরিপ্রসাদ ৩১। সাং গরিফা, থানা নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

২৮। নিমাইচরণ সুত কালীচরণ ও হরেন্দ্র ২৯।

২৯। কালীচরণ সুত ঈশ্বর ও গোবিন্দ ৩০। গোবিন্দ সুত নবীনচন্দ্র ৩১।

২৮। রামদুলাল সুত কালিদাস ২৯। সুত রামনারায়ণ ৩০।

৩০। রামনারায়ণ সুত কালীপ্রসন্ন, জগবন্ধু ও শিবকৃষ্ণ ৩১।

৩১। কালীপ্রসন্ন বি-এল (Calcutta Police Court) সুত সুরেন্দ্র ৩২।

২৮। রামচন্দ্র সুত মহাদেব, শ্যামাচরণ, বলাইচাঁদ ও গোবিন্দচাঁদ ২৯।

২৯। মহাদেব সুত প্রমথনাথ ৩০। সুত শৈলেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও প্রবোধ ৩১।

২৯। শ্যামাচরণ সুত শিবনাথ ৩০।

২৯। বলাইচাঁদ সুত তিনকড়ি ৩০।

৩০। তিনকড়ি (ইনি জোড়াসাঁকোর জমিদার মল্লিক বাবুদের দেওয়ান ছিলেন। আর্য্য বংশাবলী নামক একখানি কুলগ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, কিন্তু অসমাপ্ত)। সুত বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, প্রফুল্লকুমার, অমূল্য-কুমার ও অতুলকুমার ৩১। সাং ৩ নং সাগর ধর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

৩১। বসন্ত সুত হারাধন, হরিসাধন, কৃষ্ণধন ও শ্যামধন ৩২।

৩১। প্রফুল্লকুমার সুত সুশীলকুমার, শঙ্করকুমার ও খোকা ৩২। সাং অবিনাশ ব্যানার্জ্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া।

২৯। গোবিন্চাঁদ সুত অনঙ্গমোহন, শ্রীনাথ ও ললিতমোহন ৩০।

৩০। অনঙ্গ সুত অজিতমোহন ওরফে শিবানী, অবনী ও শিবদাস ৩১। সাং বেলঘরিয়া।

৩১। অজিতমোহন সুত অশ্বিনীকুমার ৩২।

ঘোষাল হরিহর সুত গোবিন্দের (রাম তর্কবাগীশের ভ্রাতার) ধারা।

২৪। গোবিন্দ সুত কৃষ্ণবল্লভ ও রঘুনাথ ২৫।

২৫। কৃষ্ণবল্লভ (ভঙ্গ) সুত গঙ্গাধর, রাঘব, রঘুরাম, চন্দ্রশেখর, মধুসূদন ও রাজীবলোচন ২৬।

২৬। গঙ্গাধর সুত রামচন্দ্র ২৭।

২৬। রাঘব সুত কাশীশ্বর ও রামেশ্বর ২৭।

২৭। রামেশ্বর সুত শঙ্কর, গোপীনাথ, শ্রীনাথ ও যদুনাথ ২৮।

২৬। রঘুরাম সুত কৃষ্ণরাম ও রামরাম ২৭।

২৭। কৃষ্ণরাম সুত মাণিক্‌রাম তর্কভূষণ, সনাতন তর্কবাগীশ ২৮। সাং মালপাড়া।

২৮। সনাতন সুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও ভগবান্ বিদ্যারত্ন ২৯।

২৬। চন্দ্রশেখর সুত নন্দরাম, ইন্দ্রনারায়ণ, রাধাকান্ত ও রামশরণ ২৭।

২৭। নন্দরাম সুত আনন্দরাম ও রূপরাম ২৮।

২৮। আনন্দ সুত রামপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ ২৯।

২৭। রাধাকান্ত সুত রামকেশব, শ্যাম, দেবীপ্রসাদ, দর্পনারায়ণ ও কৃষ্ণকিঙ্কর ২৮।

২৮। রামকেশব সুত কৃষ্ণকিশোর ২৯।

২৮। শ্যাম সুত ভবানীপ্রসাদ, মনোহর ও কাশীনাথ ২৯।

২৮। দেবীপ্রসাদ সুত সদাশিব ২৯।

২৮। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত গোকুল ২৯।

২৭। রামশরণ সুত রামমোহন, রামধন ও গোপাল ২৮। সাং দরাজহাট, যশোহর।

ঘোষাল ভুবনাচার্য্য সুত পুরুষোত্তমের [২২] ধারা।

২২। পুরুষোত্তম সুত রাজেন্দ্র ও রমাপতি মহামহোপাধ্যায় ২৩।

২৩। রাজেন্দ্র সুত রামেশ্বর, রত্নেশ্বর ও রাজচন্দ্র ২৪।

২৪। রামেশ্বর সুত দামোদর ও দুর্গারাম ২৫।

২৫। দামোদর সুত রামনারায়ণ ও লোহারাম ২৬।

২৬। লোহারাম সুত রাধু রায় ২৭।

২৭। রাধু রায় সুত আনন্দীরাম রায় ও হরেকৃষ্ণ রায় ২৮।

২৮। আনন্দীরাম রায় সুত নবকান্ত রায় ২৯। সাং ওড়িগাঁ, উত্তররাঢ়।

২৮। হরেকৃষ্ণ সুত গুরুচরণ রায় ২৯। ২৫। দুর্গারাম সুত বাবুরাম রায় ২৬।

২৬। বাবুরাম সুত অভিমন্যু রায় ও রমানাথ রায় ২৭।

২৭। অভিমন্যু সুত দীপচাঁদ ২৮।

২৭। রমানাথ সুত ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, শ্রীপতিসিংহ রায় ২৮। সাং আটলা মৌলা, উত্তররাঢ়।

২৪। রত্নেশ্বর (ভঙ্গ) সুত রামদেব রায় ২৫।

২৩। রমাপতি মহামহোপাধ্যায় সুত মণিরাম, হরিরাম, মহাদেব, মধু, নন্দরাম, অকিঞ্চন, রামশরণ ও বলরাম ২৪।

২৪। মহাদেব সুত কানুরাম, শ্যামা ও কিশোর ২৫।

২৫। কানুরাম সুত রামনিধি ও ছকু ২৬।

২৬। রামনিধি সুত রামকিশোর ও রামশঙ্কর ২৭।

২৭। রামশঙ্কর সুত হরিপ্রসাদ, রামকুমাম, কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরব ২৮।

২৮। হরিপ্রসাদ সুত রামসুন্দর, রামপ্রসাদ, পদ্মলোচন, বামনদাস, রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত ২৯।

২৯। রামকুমার সুত রামলোচন ৩০। সাং শ্যামপুর, মেহেরপুরের নিকট, জেলা নদীয়া।

২৪। অকিঞ্চন সুত প্রাণকৃষ্ণ ও কানু ২৫। প্রাণকৃষ্ণ সুত নীলকণ্ঠ ২৬। ভুবনাচার্য্যের অপর চারি পুত্র জগন্নাথ, বনমালী, জ্ঞান ও হৃদয়ের বংশ অপ্রাপ্ত বা বংশাভাব। (১২২পৃঃ)

ঘোষাল কংসারি মিশ্র সুত রামাচার্য্যের [২১] ধারা। (১২২ পৃঃ)

২১। রামাচার্য্য সুত জানকীনাথ ২২।

২২। জানকীনাথের কুলাভাব হেতু তাহার বংশ লিখিত হয় নাই।

কংসারি মিশ্র সুত শ্রীকরের [২১] ধারা। (১২২ পৃঃ)

২১। শ্রীকর সুত চণ্ডীদাস ও ভবানীদাস ২২।

২২। চণ্ডী সুত মধু ২৩। সুত মৃত্যুঞ্জয় ২৪। সুত রাম ২৫।

২২। ভবানী সুত বলরাম ২৩। রঘুনাথ ২৪। কৃষ্ণানন্দ ২৫। রাজীবলোচন ২৬। দৈবকীনন্দন ২৭। চণ্ডীচরণ ২৮।

২৮। চণ্ডীচরণ সুত পদ্মলোচন, জগমোহন ও রাজচন্দ্র ২৯।

২৯। জগমোহন সুত অনুপনারায়ণ ও কৃষ্ণপ্রসাদ ৩০।

৩০। অনুপনারায়ণ সুত কালীপ্রসাদ ৩১।

৩০। কৃষ্ণপ্রসাদ সুত নরসিংহ ঘোষাল (স্ত্রী জয়কালী) ও চন্দ্রনাথ ঘোষাল (স্ত্রী নীরদকালী) বংশাভাব ৩১। সাং কুশনা, থানা কোটচাঁদপুর, যশোহর জেলা। কুশনাগ্রামে এক্ষণে আদৌ ব্রাহ্মণ নাই। হিন্দুর মধ্যে ৬।৭ ঘর ধীবরের বাস আছে।

ঘোষাল কংসারি মিশ্র সুত রাঘবের [২১] ধারা।

২১। রাঘব সুত গোপীকান্ত, গোপাল ও অনন্ত ২২। (অনন্তের কুলাভাব বশতঃ তাহার বংশ লেখা নাই)।

২২। গোপীকান্ত সুত রাজীবলোচন ও শিবরাম ২৩। (রাজীবের কুলাভাব বশতঃ তাহার বংশ লেখা নাই)।

২৩। শিবরাম সুত বলরাম ২৪। সুত কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম ২৫।

২৫। কৃষ্ণরাম সুত যাদবেন্দ্র, রামদেব, শঙ্কর, রাজারাম ও ভৃগুরাম ২৬।

২৬। রাজারাম সুত বীরেশ্বর ২৭।

২৭। বীরেশ্বর সুত শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ, গুরুপ্রসাদ, রামকান্ত ও ষষ্ঠীচরণ ২৮।

২৮। শম্ভুনাথ সুত গৌরীচরণ, কালীপ্রসাদ, ধর্ম্মপ্রসাদ ও মাধবপ্রসাদ ২৯।

২৮। বিশ্বনাথ সুত অভয়াচরণ, শিবনাথ, অশোকরাম ও পদ্মলোচন ২৯।

২৮। গুরুপ্রসাদ সুত রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দ ২৯।

২৮। রামকান্ত সুত সদাশিব ও নফরলাল ২৯।

২৮। ষষ্ঠীচরণ সুত হারাধন ও পরাণ ২৯। সাং আখিরা, বলহাটী পরগণা।

২২। গোপাল সুত শিবরাম ও কৃষ্ণদেব ২৩।

২৩। শিবরাম সুত মধুসূদন, বিষ্ণু সিদ্ধান্ত, রামেশ্বর, নন্দকিশোর ও হরানন্দ ২৪।

২৪। মধুসূদন সুত রমাবল্লভ, রামদেব, পরশুরাম ও অযোধ্যারাম ২৫।

২৪। বিষ্ণু সিদ্ধান্ত সুত কৃষ্ণ ও কাশী ২৫।

ঘোষাল কংসারি মিশ্র সুত রঘুরামের (২১) ধারা

২১। রঘুরাম সুত বল্লভাচার্য্য ২২।

২২। বল্লভাচার্য্য সুত শিবরাম, ভবানীদাস, রামভদ্র, নারায়ণ ও রাধাবল্লভ ২৩।

২৪। শিবরাম সুত বলরাম, পরশুরাম, পার্ব্বতীনাথ ও মহাদেব ২৪।

২৪। বলরাম সুত মুনিরাম ও জনার্দ্দন ২৫।

২৫। মুনিরাম সুত ভৃগুরাম, সীতারাম, রামশরণ, মাধব, যাদব, জনার্দ্দন কৃষ্ণ ও অভিরাম ২৬।

২৬। ভৃগুরাম সুত কন্দর্প ২৭। সুত কালীচরণ ২৮।

২৬। সীতারাম সুত রামেশ্বর ও হটুরাম ২৭।

২৬। যাদব সুত আনন্দীরাম ২৭। সুত রামচন্দ্র ২৮।

২৬। জনার্দ্দন সুত গিরিধর ও কুঞ্জবিহারী ২৭। কুঞ্জ সুত সদাশিব ২৮।

২৬। কৃষ্ণ সুত রামগোবিন্দ ২৭।

২৩। ভবানীদাস (ভঙ্গ) সুত রাম রায় ২৪।

২৪। রাম রায় সুত আত্মারাম রায় ও শিবরাম রায় ২৫।

২৩। রাধাবল্লভ সুত জয়কৃষ্ণ রায় ২৪। সুত বৃন্দাবন রায় ২৫। সুত মদন, শ্রীনারায়ণ ও সন্তোষ ২৬।

২৬। মদনরাম রায় সুত সাহেবরাম রায়, আনন্দীরাম রায় ২৭। সাং দত্তবত্যা, ফতেসিংহ পরগণা।

২৭। সন্তোষ রায় সুত পরীক্ষিত রায় ২৮। সাং নাডাঙ্গা পয়ারি।

ঘোষাল বিশ্বনাথ সুত অরবিন্দুর (২০) ধারা। (১২২ পৃঃ)

২০। অরবিন্দু সুত বাসুদেব ও শ্রীমন্ত ২১।

(শ্রীমন্তের কুলাভাব বশতঃ বংশ লেখা নাই)

২১। বাসুদেব সুত মুনিরাম, শ্রীকৃষ্ণ, রামরাম ও রামনাথ ২২।

২২। মুনিরাম সুত কৃষ্ণচরণ ও পুরুষোত্তম ২৩।

২৩। পুরুষোত্তম সুত গোপীকান্ত ২৪। সুত জনার্দ্দন ২৫।

২৫। জনার্দ্দন সুত রঘুনাথ, রামগোপাল, রামচরণ ও রাজারাম ২৬।

ঘোষাল উদয়নের (১৭) সন্তানগণের ধারা (১২২ পৃঃ)

১৮। অনন্ত সুত মহী ১৯।

১৮। কেশব সুত কাক ও আশাই ১৯।

১৯। কাক সুত সুনক্ষত্র ২০। সুত নারায়ণ, গোবিন্দ ও হরি ২১।

২১। নারায়ণ সুত কমললোচন নস্কর ২২। সাং কেতুগ্রাম বা কেঁওগ্রাম, বর্দ্ধমান।

১৮। জটাধারী সুত গোবর্দ্ধন ১৯।

১৮। শ্রীকণ্ঠ সুত মকরন্দ, পরমেশ্বর ও চতুর্ভুজ ১৯। মকরন্দ সুত বিপ্রদাস ২০। পরমেশ্বর সুত দুর্য্যোধন, পণ্ডিত, ধ্রুবানন্দ ও লক্ষ্মীনাথ ২০।

২০। দুর্য্যোধন সুত কমল, গরুড় ও জগৎ ২১। চতুর্ভুজ সুত শঙ্কর ২০।

১৮। নিত্যানন্দ (নিঃসন্তান)।

১৮। ঈশ্বর সুত কাকুস্থ, দামোদর বা দামাই, ভাগবত বা ভাগই ১৯।

১৯। কাকুস্থ সুত বিপ্রদাস, কুলপতি, পরমেশ্বর ও গর্ব্বেশ্বর ২০। দামোদর বা দামাই সুত সুপ্রভাত ও শ্রীহরি ২০। সুপ্রভাত সুত বাসুদেব, শ্রীধর ও ধরণীধর আচার্য্য ২১।

১৮। বাসুদেব সুত পুরুষোত্তম ১৯।

ঘোষাল পশুপতি সুত হিঙ্গুলের (১৬) ধারা। (১২১ পৃঃ)

১৬। হিঙ্গুল সুত বিনায়ক, নন্দন ও মানু ১৭।

১৭। বিনায়ক সুত শৌরি, ভাগীরথ, শ্রীপতি, দেবপতি, দৌ ও নৌ ১৮।

১৮। শৌরি সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাসুদেব, ভূধর, শম্ভু ও কার্ত্তিক ১৯।

১৯। বাসুদেব সুত কীর্ত্তিবাস ও ধনঞ্জয় ২০।

২০। কীর্ত্তিবাস সুত বিপ্রদাস, সর্ব্বেশ্বর, সাতকড়ি, বৈশম্পায়ণ, ভরত ও গঙ্গাধর ২১।

২১। বিপ্রদাস সুত গোপাল, নেপাল, ষষ্ঠীবর, ধরাধর ও সংসার ২২।

২২। গোপাল সুত হৃদয় ও সদানন্দ ২৩।

২৩। হৃদয় সুত জগদানন্দ, ভবানন্দ ও কুমুদ ২৪। কুমুদ সুত জয়ানন্দ ২৫।

২০। ধনঞ্জয় সুত গোবিন্দ ও শঙ্কর ২১।

২১। গোবিন্দ সুত সৃষ্টিধর ও প্রদ্যুম্ন ২২।

২২। সৃষ্টিধর সুত যদুনন্দন ও বনমালী ২৩। সাং ক্ষকগ্রাম।

২২। প্রদ্যুম্ন সুত রাঘব ও রূপনাথ ২৩। রাঘব সুত যাদব, রামদাস ও হরিদাস ২৪। হরিদাস সুত বিষ্ণুদাস ২৫। সুত বিপ্রদাস, গোবিন্দ-রাম ও দুর্গারাম ২৬। বিপ্রদাস সুত রামদেব ও শুকদেব ২৭।

১৭। বিনায়ক সুত ভগীরথ ১৮। সুত মহেশ্বর ও কিতো ১৯।

১৯। মহেশ্বর সুত বাণেশ্বর বা বাণ ২০। সুত ত্রিলোচন ২১।

২১। ত্রিলোচন সুত রাজেন্দ্র ২২। সুত যদুনাথ ও চিরঞ্জীব ২৩।

২৩। যদুনাথ সুত হিরণ্য, রাম, নারায়ণ ও শ্রীমন্ত ২৪।

২৪। হিরণ্য সুত গঙ্গারাম ও শ্রীকৃষ্ণ ২৫।

১৮। দৌ সুত বাটু, ভিক্ষাকর ও বশিষ্ট ১৯। নৌ সুত ভাস্কর ১৯।

১৭। মামু সুত কন্দ, জনার্দ্দন বা জন, গণপতি বা গণ, গোবর্দ্ধন, চাঁদ, মহানন্দ, দিগম্বর বা দিগ, পুরুষোত্তম বা পুরো, অরবিন্দ, নন্দ, লক্ষণ বা লথ ১৮। কন্দ সুত কাউ ১৯।

১৮। জনার্দ্দন সুত হলধর বা হল, জগন্নাথ বা জগ ও শ্রীধর ১৯। হলধর সুত কৃষ্ণধন ২০। জগন্নাথ সুত অচ্যুত ও মাধব ২০। অচ্যুত সুত মকরন্দ, দামিনী ও নকরু ২১। মকরন্দ সুত শ্রীমান্ ও রামচন্দ্র ২২। রামচন্দ্র সুত কবিরত্ন, সুখরত্ন ও লক্ষ্মীনাথ ২৩। সুখরত্ন সুত যাদব, শ্রীমুখ ও হরিদাস ২৪। লক্ষ্মীনাথ সুত শ্যামদাস ২৪।

১৮। গণপতি বা গণ সুত মুরারি ও নাথাই ১৯।

১৮। গোবর্দ্ধন সুত লক্ষ্মণ বা লখাই, পুরুষোত্তম বা পুরাই ও গর্ভেশ্বর ১৯।

১৯। পুরুষোত্তম সুত বিষ্ণু ২০।

১৯। গর্ভেশ্বর সুত গোবিন্দ, সঙ্কেত ও কমলাকর ২০।

২০। গোবিন্দ সুত গোপাল ঘটক ও তেয়াই ২১।

২১। গোপাল সুত অনিরুদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর বা সিধো, গণেশ বা গণাই ২২।

২২। অনিরুদ্ধ সুত জনার্দ্দন ২৩। সিদ্ধেশ্বর সুত কাশী ২৩।

২২। গণেশ বা গণাই সুত শ্রীধর ও প্রজাপতি ২৩।

২৩। শ্রীধর সুত দেবনাথ বা দেবাই, লক্ষ্মণ বা লখাই ও গঙ্গাদাস (০) ২৪।

২৪। দেবনাথ সুত প্রসাদ, লোকনাথ, যদুনাথ, অনন্ত ও নন্দ ২৫। প্রসাদ সুত গোপাল, বনমালী, রমানাথ ও অনন্ত ২৬। লোকনাথ সুত মাধব ২৬। যদুনাথ সুত বনমালী, বাণীনাথ ও গৌরীনাথ ২৬।

২৫। নন্দ বা নন্দাই সুত শ্রীমন্ত ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬।

২৪। লক্ষ্মণ বা লখাই সুত শান্তি ২৫।

ঘোষাল পশুপতি সুত রুদ্রের (১৬) ধারা। (১২১ পৃঃ)

১৬। রুদ্র সুত দাশু, ভগীরথ, পদ্মনাথ (নাভ) ও মধুসূদন ১৭।

১৭। দাশু সুত মুরারি, অনন্ত, থাকরাম ও নারায়ণ ১৮।

১৮। মুরারি সুত মকরন্দ ও নরসিংহ ১৯। মকরন্দ সুত রত্নাকর ২০। পদ্মাকর ২১। সুত মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ ২২। মধুসূদন সুত ষষ্ঠীদাস ও জানকীবল্লভ ২৩। জানকী সুত বিশ্বেশ্বর ২৪। বিশ্বেশ্বর সুত রঘুনাথ, শিবেশ্বর, রাধাকান্ত ও গঙ্গাধর ২৫।

২৫। রঘুনাথ সুত গঙ্গারাম ও মহাদেব। সাং ছিলামপুর কবিশপাড়া।

২২। নীলকণ্ঠ সুত রামচন্দ্র ২৩। সুত মহেশচন্দ্র, গৌরীকান্ত, চন্দ্রশেখর, রাজীবলোচন ও দুর্গাদাস ২৪। মহেশ সুত কমলাকান্ত ২৫। সুত

গঙ্গারাম ২৬। সুত যাদবচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ২৭। যাদব সুত কৃষ্ণরাম ও রামনারায়ণ ২৮। রামনারায়ণ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ও আনন্দীরাম ২৯।

২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত হরিনারায়ণ, রাজনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও রামশঙ্কর ৬০। সকলের বংশাভাব। সাং ফুলবাড়ী, থানা কোটচাঁদপুর, জেলা যশোহর।

৩০। রামশঙ্কর দৌহিত্র জয়দিয়া বলরামনগর নিবাসী দৈবচরণ রায় চৌধুরী। তৎসুত জ্যোতিষ।

২৪। গৌরীকান্ত সুত লক্ষ্মীকান্ত, রাঘবেন্দ্র, রূপনারায়ণ ও রমাকান্ত ২৫।

২৪। চন্দ্রশেখর সুত গোপীকান্ত ২৫।

২৪। রাজীবলোচন সুত বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর ২৫।

২৫। বিশ্বেশ্বর সুত রুক্মিণীকান্ত হালদার ও রামেশ্বর হালদার ২৬। সাং প্রিয়নগর, চাকদহ, নদীয়া জেলা।

১৮। মুরারি সুত নরসিংহ সুত শ্রীধর ২০। সুত ত্রিলোচন ২১। সুত মকরন্দ (বংশাভাব) ২২। সাং এড়ান্দা, থানা কোটচাঁদপুর, জেলা যশোহর। কুশনা, ফুলবাড়ী এবং এড়ান্দা, এই তিন গ্রাম পাশাপাশী গ্রাম। এই তিন গ্রামের ঘোষালেরা ধনে মানে ঐ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাদিগের গৃহে হিন্দুর সর্ব্ববিধ ক্রিয়া কর্ম্ম হইত। ইহাদের মধ্যে কুশনার নরসিংহ ঘোষালের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল। এখন এই সব স্থানে হিন্দুর অভাব দৃষ্ট হয়।

১৭। দাশু সুত অনন্ত ১৮। সুত সর্ব্বানন্দ ১৯। সুত মকরন্দ ২০। সুত জটাধারী, শ্রীধর ও নির্গুণানন্দ ২১। জটাধারী সুত রামকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ ২২। রামকৃষ্ণ সুত বিষ্ণু ও বলরাম ২৩। বিষ্ণু সুত রাজারাম, রঘুরাম ও আত্মারাম ২৪। রাজারাম সুত রামজীবন। সাং ছত্রপাড়া আলমডাঙ্গা, নদীয়া জেলা।

১৮। থাকরাম সুত নিত্যানন্দ ও লম্বোদর ১৯। নিত্যানন্দ সুত রত্নাকর, ধনপতি বা ধনো ২০। রত্নাকর সুত কলাধর ও রাজ্যধর ২১। রাজ্যধর সুত রামভদ্র ও রঘুরাম ২২।

ঘোষাল রুদ্র সুত ভগীরথ ও পদ্মনাথের (১৭) ধারা। (১৪২ পৃঃ)

১৬। রুদ্র সুত ভগীরথ ও পদ্মনাভ (নাথ) ১৭। ভগীরথ সুত গর্ভেশ্বর, মহেশ্বর, জনার্দ্দন, বরাহ ও রঙ্গলাল ১৮। গর্ভেশ্বর সুত শিবেশ্বর ১৯। মহেশ্বর সুত জয়রাম ১৯। জনার্দ্দন সুত চূড়ামণি ১৯। সুত হরি, মুকুন্দ, জন্মেজয় ২০। জন্মেজয় সুত জিতামিত্র ২১। সুত রাম ২২।

১৭। পদ্মনাভ সুত গঙ্গাধর ও আদিত্যনন্দন ১৮।

১৮। গঙ্গাধর সুত রাম, বশিষ্ঠ ও সুরেশ্বর ১৯। রাম সুত কমলেশ্বর, শাক্তিধর, দিবাকর, কামদেব, গোবিন্দদেব, কংসারি ও দামোদর ২০। শাক্তিধর সুত কাশীনাথ ও সুষেণ ২১। কাশীনাথ সুত জনার্দ্দন, ভবানন্দ, সত্যানন্দ ও মুকুন্দাচার্য্য ২২।

২২। জনার্দ্দন সুত গোপী, রাঘব ও পুরুষোত্তম ২৩। ভবানন্দ সুত লক্ষ্মীনাথ ২৩। কুমুদাচার্য্য সুত শিবাচার্য্য ২৩। সুত কৃষ্ণবল্লভ, নরসিংহ চক্রবর্ত্তী, রাজারাম ও মুনিরাম ২৪। নরসিংহ সুত কালুরাম, অনন্তরাম, ঘনশ্যাম ও বৃন্দাবন ২৫। রাজারাম সুত গোবিন্দ ও বংশী ২৫। গোবিন্দ সুত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ২৬। সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ২৭। নারায়ণ ২৮।

২১। সুষেণ সুত রমানাথ ২২। সুত হরিদাস ও রতিনাথ ২৩। হরিদাস সুত চাঁদ ও বিনোদ ২৪। চাঁদ সুত বাসুদেব ও জয়দেব ২৫। বিনোদ সুত শ্রীকৃষ্ণ ২৫। রতিনাথ সুত রাধাবল্লভ ২৪। সুত গঙ্গারাম ২৫।

২০। কংসারি সুত বাসুদেব ২১। সুত জিতামিত্র ঘটক রায় ও মুরারি ২২। জিতামিত্র সুত কৃষ্ণ, গৌরী ও শিবশঙ্কর ২৩।

২০। দামোদর সুত শ্রীনাথ, বিশ্বনাথ, লক্ষ্মীনাথ ও জগন্নাথ ২১।

২১। বিশ্বনাথ সুত শিবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও শঙ্কর সরকার ২২।

২২। শিবানন্দ সুত গোপাল ও চিরঞ্জীব ২৩।

২৩। চিরঞ্জীব সুত মহেশ, বিনোদ ও রামচন্দ্র ২৪।

২৪। মহেশ সুত রত্নেশ্বর, হরিচরণ ও শ্রীরাম ২৫।

২৪। বিনোদ সুত ভগবান্ ২৫। রামচন্দ্র সুত ভৃগুরাম ২৫।

২২। কৃষ্ণানন্দ সুত চণ্ডীদাস ২৩। সুত ব্রহ্মানন্দ ২৪।

১৯। সুরেশ্বর সুত বনমালী ২০।

কলিকাতা বহুবাজারের
বাৎস্য গোত্রীয় মতিলাল (মহিন্তা) শ্রোত্রিয় বংশ।

৺ব্রজগোপাল সঙ্কলিত বংশ তালিকা

১। ভবানীমোহন মতিলাল

১। ভবানীমোহন সুত অম্বিকাচরণ ২।

২। অম্বিকাচরণ সুত হরকিশোর, ঈশানকিশোর ও হরিকিশোর ৩।

৩। ঈশানকিশোর সুত হরনারায়ণ ৪।

৪। হরনারায়ণ সুত শ্রীনারায়ণ ও চণ্ডীচরণ ৫।

৫। শ্রীনারায়ণ সুত ঈশ্বরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র ৬।

৬। শৈলেশচন্দ্র সুত নিবারণচন্দ্র, নয়নচন্দ্র ও নবকিশোর ৭।

৭। নবকিশোর সুত করুণেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও ঈশেন্দ্র ৮।

৫। চণ্ডীচরণ সুত ভুবনেশচন্দ্র ৬।

৬। ভুবনেশচন্দ্র সুত দেবেন্দ্রচন্দ্র, আশুতোষ, শরৎচন্দ্র ও নীলকমল ৭।

৭। আশুতোষ সুত রামকিশোর ও রামধন ৮।

৭। শরচ্চন্দ্র সুত তারিণীচরণ ৮। তারিণীচরণ সুত ভৈরবচন্দ্র ৯।

৯। ভৈরবচন্দ্র সুত রামবল্লভ (নিধিরাম) ১০।

১০। রামবল্লভ সুত কাশীনাথ, বিখ্যাত **বিশ্বনাথ ম**তিলাল ও কন্যা গোকুলমণি ১১।

১১। বিশ্বনাথ সুত নীলমণি, গোবিন্দচন্দ্র, রামনারায়ণ ও কন্যা ব্রহ্মময়ী ১২।

১২। নীলমণি সুত নন্দগোপাল ও ব্রজগোপাল ১৩।

১৩। নন্দগোপাল সুত বিনোদগোপাল ১৪।

১৪। বিনোদগোপাল সুত ননীগোপাল ১৫। তৎসুত বিজনগোপাল ১৬।

৺যতীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত বংশ তালিকা

১। গুণানন্দ মতিলাল

১। গুণানন্দ সুত বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ২।

২। বাসুদেব সুত রামজীবন (ক), যোগীশ্বর (খ), রত্নেশ্বর (গ), ভুবনেশ্বর (ঘ) ও নন্দকিশোর (ঙ) ৩।

৩ (ক) রামজীবনের ধারা

৩। রামজীবন সুত রামচন্দ্র ও হরদেব ৪।

৪। রামচন্দ্র সুত রামকৃষ্ণ,কৃপারাম,কেনারাম, মনোহর ও বাঞ্ছারাম (চ) ৫।

৫। কেনারাম সুত জগৎরাম ও গোলকনাথ ৬।

৬। জগৎরাম সুত ভগবানচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৭।

৭। ভগবানচন্দ্র সুত মথুরানাথ ও কেদারনাথ ৮।

৬। গোলকনাথ সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলকমল ৭।

৫। মনোহর সুত রামপ্রসাদ ৬। তৎসুত মধুসূদন ৭।

৪। হরদেব সুত রামলোচন ও বলরাম (ছ) ৫।

৫। রামলোচন সুত রামকান্ত, গঙ্গারাম ও রামসুন্দর ৬।

৬। রামকান্ত সুত গৌরীশঙ্কর ও কালীকিঙ্কর ৭।

[illegible] সুত রামধন, বিশ্বনাথ ও [illegible]

৭। বিশ্বনাথ সুত শ্রীনারায়ণ ৮। তৎসুত কৃষ্ণকালী ও রামকালী ৯।

৫ (ছ)। বলরাম সুত রামনিধি ও রামলোচন ৬।

৬। রামনিধি সুত রামচাঁদ, নবীনচাঁদ ও ত্রৈলোক্যমোহন ৭।

৭। নবীনচাঁদ সুত সীতানাথ ৮।

৬। রামলোচন সুত মধুসূদন, হারাধন, রাধানাথ ও গোপালচন্দ্র ৭।

৭। রাধানাথ সুত চন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার ৮।

৮। যোগেন্দ্রনাথ সুত রামকুমার ৯।

৭। গোপালচন্দ্র সুত কৃষ্ণধন ৮।

৫ (চ) বাঞ্ছারামের ধারা

৫। বাঞ্ছারাম সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, রামকানাই, রামলোচন, পদ্মলোচন, কাশীনাথ, কৃষ্ণমোহন, নীলমণি, ভৈরবচন্দ্র, শম্ভূচন্দ্র, তারিণীচরণ (জ) ও আনন্দচন্দ্র (ঝ) ৬।

৬। রামকানাই সুত ঈশ্বরচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, কালিদাস, দুর্গাদাস ও বদনচাঁদ ৭।

৭। ঈশ্বরচন্দ্র সুত যাদবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র ৮।

৭। কালিদাস সুত নিমাইচরণ ৮। দুর্গাদাস সুত পূর্ণচন্দ্র ৮।

৬। কৃষ্ণমোহন সুত উমাচরণ, শ্যামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ ৭।

৬। নীলমণি সুত প্যারীচরণ ৭। তৎসুত শিবনাথ ৮।

৬। ভৈরবচন্দ্র সুত গোবিন্দ, পীতাম্বর, ভগবতীচরণ, দয়ালচাঁদ, দিগম্বর ও বিশ্বম্ভর ৭।

৭। গোবিন্দ সুত রাজকৃষ্ণ, শ্রীধর, রমাপতি ও আশুতোষ ৮।

৮। আশুতোষ সুত নরেন্দ্রনাথ ৯।

৭। ভগবতীচরণ সুত গণেশচন্দ্র, শশীভূষণ, মন্মথনাথ ও অনন্তরাম ৮।

৭। দয়ালচাঁদ সুত ভূপালচন্দ্র ৮।
৬। শম্ভুচন্দ্র সুত রামকুমার ৭। তৎসুত যোগেন্দ্রনাথ ৮।
৬ (জ)। তারিণীচরণ সুত হলধর, তারকনাথ, কালিদাস, চন্দ্রকুমার, সূর্য্য-কুমার ও অক্ষয়কুমার ৭।
৭। হলধর সুত রাজকুমার,কাশীরাম,ভোলানাথ, বসন্তকুমার ও হারাধন ৮।
৬ (ঝ)। আনন্দচন্দ্র সুত গোপালচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ও বিরাজমোহন ৭।

৩ (খ) যোগীশ্বরের ধারা

৩। যোগীশ্বর সুত শিবরাম ৪। তৎসুত রামসুন্দর ৫। তৎসুত রাধাচরণ :

৩ (গ) রত্নেশ্বরের ধারা

৩। রত্নেশ্বর সুত রামগোবিন্দ ও অনন্তরাম ৪।
৪। রামগোবিন্দ সুত বিনোদরাম ৫।
৪। অনন্তরাম সুত শুভরাম, গঙ্গারাম ও রাধাকৃষ্ণ ৫।
৫। শুভরাম সুত রামনিধি, গোপীনাথ ও কৃষ্ণপ্রসন্ন ৬।
৬। রামনিধি সুত গৌরচন্দ্র ও গোবর্দ্ধনচন্দ্র ৭।
৬। গোপীনাথ সুত কেশবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র ৭।
৭। ঈশ্বরচন্দ্র সুত ভূপেন্দ্রনাথ, হরিনাথ, হরিপ্রসন্ন ও নৃত্যগোপাল ৮।
৫। গঙ্গারাম সুত রামলোচন ও নবকৃষ্ণ ৬।
৫। রাধাকৃষ্ণ সুত রামচাঁদ,তারাচাঁদ,ভগবানচন্দ্র,ভৈরবচন্দ্র ও মাণিকচন্দ্র ৬।
৬। ভগবানচন্দ্র সুত ভবানীচরণ ৭।
৭। ভাবানীচরণ সুত চন্দ্রকান্ত, নীলমাধব, রাধামাধব, মোহিমচন্দ্র ও কন্যা হরিমতি ৮।

৩ (ঘ) ভুবনেশ্বরের ধারা

৩। ভুবনেশ্বর সুত রামনাথ ও রামচন্দ্র ৪।

৪। রামচন্দ্র সুত গয়ারাম ও কৃষ্ণরাম ৫।

৫। গয়ারাম সুত রামনারায়ণ, রামধন ও শম্ভুচন্দ্র ৬।

৬। রামনারায়ণ সুত রামসাগর ও অভয়চন্দ্র ৭।

৩ (ঙ) নন্দকিশোরের ধারা।

৩। নন্দকিশোর সুত বিষ্ণুরাম ও কেবলরাম ৪।

৪। বিষ্ণুরাম সুত রামবল্লভ (নিধিরাম) ও রামমোহন ৫।

৫। রামবল্লভ সুত কাশীনাথ, প্রসিদ্ধ **বিশ্বনাথ** মতিলাল ও কন্যা গোকুলমণি (স্বামী হরচন্দ্র মুখো) ৬।

৬। কাশীনাথ কন্যা আনন্দময়ী ও দয়াময়ী ৭।

৬। বিশ্বনাথ সুত নীলমণি, গোবিন্দচন্দ্র, রামনারায়ণ ও কন্যা ব্রহ্মময়ী ৭।

বিশ্বনাথ সুত নীলমণির (৭) ধারা। ১১ দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন

৭। নীলমণি (স্ত্রী ভবসুন্দরী) সুত শিবপ্রসন্ন (স্ত্রী চণ্ডী), নন্দগোপাল (স্ত্রী কুসুমকুমারী), ব্রজগোপাল (স্ত্রী জগৎমোহিনী), কন্যা কাদম্বিনী (স্বামী গিরিশচন্দ্র মুখো) ও হেমাঙ্গিনী [স্বামী উমেশচন্দ্র বন্দ্যো (Mr. W. C. Bonerjee, Bar-at-law)] ৮।

৮। নন্দগোপাল সুত বিনোদগোপাল (স্ত্রী বসন্ত ও হেমন্তকুমারী) ও কন্যা সুরৎকুমারী (স্বামী রজনীকান্ত চট্টো) ৯।

৯। বিনোদগোপাল সুত নলিনীগোপাল (স্ত্রী সাধনবালা) ১০।

১০। নলিনীগোপাল সুত বিজনগোপাল ও কন্যা সুষমা (স্বামী বিরেশ্বর বন্দ্যো) ১১।

৮। ব্রজগোপাল কন্যা মৃণালিনী (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ চট্টো), কমুদিনী (স্বামী অমৃতলাল মুখো) ও চারুবালা (স্বামী নগেন্দ্রনাথ চট্টো) ৯।

বিশ্বনাথ সুত গোবিন্দচন্দ্রের (৭) ধারা।
১৯।১এ দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন

৭। গোবিন্দচন্দ্র (স্ত্রী শিবসুন্দরী) সুত রাজেন্দ্রনাথ (স্ত্রী নিস্তারিণী), দেবেন্দ্রনাথ (স্ত্রী গোলাপবাসিনী), আশুতোষ (স্ত্রী মোক্ষদা), কন্যা বিন্দুবাসিনী (স্বামী শশীভূষণ মুখো), জগৎমোহিনী (স্বামী মহেশচন্দ্র মুখো), বামাসুন্দরী (স্বামী চন্দ্রনাথ মুখো) ও পদ্মমুখী (স্বামী মহেন্দ্র বন্দ্যো) ৮।

৮। রাজেন্দ্রনাথ সুত অঘোরচন্দ্র ও কন্যা হারামণি (স্বামী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো) ৯।

৮। দেবেন্দ্রনাথ সুত সতীশচন্দ্র (স্ত্রী মহাশ্বেতা), শ্রীশচন্দ্র (স্ত্রী ধরা-সুন্দরী), যতীশ (স্ত্রী সত্যবতী ও হিরণ্ময়ী), হরিশচন্দ্র, (স্ত্রী তারা-সুন্দরী), ক্ষিতিশচন্দ্র (স্ত্রী লীলাবতী) এবং কন্যা কিরণবালা (স্বামী সত্যপ্রসাদ মুখো), প্রভাবতী (স্বামী দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী), মনোরমা (স্বামী মন্মথনাথ চট্টো), দুর্গামণি (স্বামী দুর্গাচরণ মুখো) ও সুরমা (স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টো) ৯।

৯। সতীশচন্দ্র সুত মোহিনীমোহন (স্ত্রী উর্ম্মিলা), কন্যা বীণাপাণি (স্বামী আশুতোষ চট্টো) ও কমলা (স্বামী ধনগোপাল মুখো) ১০।

১০। মোহিনীমোহন সুত ভবানীমোহন ও কন্যা প্রতিমা (স্বামী শৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টো) ১১।

৯। শ্রীশচন্দ্র সুত রমণীমোহন (স্ত্রী হৈমবতী) ও যামিনীমোহন (স্ত্রী আশালতা) ১০।

১০। রমণীমোহন কন্যা সুব্রতা ও সুনীতা ১১।

১০। যামিনীমোহন সুত অরুণচন্দ্র ১১।

৯। যতীশ সুত রুক্মিণীমোহন (স্ত্রী নিহারবালা), গোপিনীমোহন, নলিনীমোহন এবং কন্যা আভা (স্বামী রবীন্দ্র চট্টো), শোভা (স্বামী অখিলচন্দ্র চট্টো), বিভা (স্বামী বিভূতিভূষণ চট্টো), নিভা ও চম্পা ১০।

১০। রুক্মিণীমোহন সুত কমলকৃষ্ণ, অমলকৃষ্ণ ও বিমলকৃষ্ণ ১১।

৯। হরিশচন্দ্র সুত রোহিণীমোহন, কন্যা অর্পণা (স্বামী নরেন্দ্রকুমার চট্টো) ও অপরাজিতা ১০।

৯। ক্ষিতীশচন্দ্র সুত অবনীমোহন, কন্যা তিলোত্তমা (স্বামী অমলজীবন মুখো), অলকা ও বাণী ১০।

৮। আশুতোষ সুত বিজয়চন্দ্র ও বিনয়চন্দ্র ৯।

বিশ্বনাথ সুত রামনারায়ণের (৭) ধারা।

১।১এ দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন

৭। রামনারায়ণ সন্তান বিনায়কচন্দ্র (স্ত্রী গঙ্গাবতী), শ্যামলাল (স্ত্রী কুসুমকুমারী), কৈলাসবাসিনী (স্বামী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো), কমুদিনী (স্বামী মথুরামোহন মুখো). সুরেন্দ্রনাথ (স্ত্রী রাধারাণী), শরৎচন্দ্র (স্ত্রী অন্নপূর্ণা), হেমচন্দ্র (স্ত্রী কৃষ্ণকালী), ধনেন্দ্রনাথ (স্ত্রী সুবর্ণকুমারী), গিরিবালা (স্বামী বেণীমাধব চট্টো), চন্দ্রবালা (স্বামী শ্যামকুমুদ মুখো) ও শশীবালা (স্বামী দিগম্বর বন্দ্যো) ৮।

৮। বিনায়কচন্দ্র সুত সুরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র (স্ত্রী রাধারাণী) ৯।

৯। যোগেশচন্দ্র (১এ দুর্গাচরণ পিথুড়ী লেন) সুত গোপালচন্দ্র (স্ত্রী রাজলক্ষ্মী), কৃষ্ণচন্দ্র, নিমাইচন্দ্র ও কন্যা সিদ্ধেশ্বরী (স্বামী বিশ্বপতি চৌধুরী), হৈমবতী (স্বামী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যো), মনোরমা (স্বামী বলাইচন্দ্র গোস্বামী) ও রাণীবালা ১০।

৮। শ্যামলাল সুত বঙ্কিমচন্দ্র (স্ত্রী নীরদবালা), মৃণালকান্ত ও কন্যা কৃষ্ণনলিনী (স্বামী মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর—নদীয়া) ৯।

৮। সুরেন্দ্রনাথ (১।১ বি, দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন) সন্তান যতীন্দ্রনাথ (স্ত্রী ইন্দুমতী), শৈলেন্দ্রনাথ (স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী), পুরন্দর, গোরাচাঁদ, বিনোদিনী (স্বামী গিরিজানাথ রায়চৌধুরী জমিদার সাতক্ষিরা), রাণী (স্বামী পরেশচন্দ্র মুখো), সর্ব্বমঙ্গলা (স্বামী কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুর জেলার মহাদেবপুরের ছোট তরফের জমিদার), চমৎকার (স্বামী কিরণলাল বন্দ্যো), সরযূবালা (রাজামুখী) (স্বামী কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভাওয়াল—ঢাকা), সুধামুখী (স্বামী নীলমণি মুখো) ও সজনীকান্ত (স্ত্রী উর্ম্মিলা) ৯।

৯। যতীন্দ্রনাথ সুত নিতাইচাঁদ (স্ত্রী বারিবালা), কন্যা গৌরীরাণী (স্বামী বিপ্রদাস গোস্বামী), উষারাণী (স্বামী কালীপ্রসাদ বন্দ্যো) উমারাণী (স্বামী শৈলেশচন্দ্র মুস্তোফী, কুচবেহার) ও দেবরাণী (স্বামী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায়) ১০।

৯। শৈলেন্দ্রনাথ সুত নির্ম্মলচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ, পতাকীচরণ, কন্যা তরুবালা বা লক্ষ্মী (স্বামী অমূল্যচন্দ্র রায়-চৌধুরী), রমারাণী (স্বামী কমলচন্দ্র মুখো), নিভারাণী (স্বামী শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যো) ও নিশারাণী (স্বামী গণেশচন্দ্র মুখো) ১০।

৯। সজনীকান্ত সুত বিমল ১০।

৮। শরৎচন্দ্র সুত ভোলানাথ (স্ত্রী শ্যামভাবিনী), কন্যা কালীকুমারী (স্বামী সতীনাথ রায় (চট্টো) এডভোকেট আলিপুর জজকোর্ট) ও হারামণি (স্বামী জিতেন্দ্রনাথ পাকড়াশী) ৯।

৯। ভোলানাথ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, রবিনারায়ণ ও কন্যাগণ ১০।

৮। হেমচন্দ্র সুত বৈদ্যনাথ (স্ত্রী দুর্গামণি), উমানাথ (স্ত্রী বিভাবতী), শঙ্করনাথ (স্ত্রী শোভাবতী) ও কন্যা কমলাবালা (স্বামী তুলসীচরণ বন্দ্যো) ৯।

৯। বৈদ্যনাথ, (১ বি, দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন ও ৫৫এ হৃদয়রাম বন্দ্যো লেন) সুত হারাণচন্দ্র, দুলালচন্দ্র, কন্যা মহামায়া (স্বামী শঙ্করপ্রসাদ চট্টো) ও যোগমায়া (স্বামী সুধীরচন্দ্র মুখো) ১০।

৯। উমানাথ সুত রবীন্দ্রনাথ ও কন্যা ঈশানী প্রভৃতি।

৯। শঙ্করনাথ সুত জিতেন্দ্র ও কন্যাগণ ১০।

৮। ধনেন্দ্রনাথ (১।১এ দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন) সুত চন্দ্রশেখর (স্ত্রী বিজনবালা), নরনাথ এম্‌-এ, বি-এল্‌, এড্‌ভোকেট জজকোর্ট আলিপুর (স্ত্রী উমাশশী), কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী (স্বামী মন্মথকুমার চট্টো) ও নন্দরাণী (স্বামী মহাদেবগোবিন্দ মুখো) ৯।

৯। চন্দ্রশেখর সুত পান্নালাল ও কন্যা মুক্তকেশী (স্বামী শিবপ্রসাদ মুখো) ও তারাসুন্দরী ১০।

১১। নরনাথ সুত হীরালাল, জহরলাল, দ্বারিকানাথ ও কন্যা করুণাময়ী, হরসুন্দরী ও বিন্দুবাসিনী ১০।

মতিলাল বংশের ইতিকথা

বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দরের পুত্র রবি মহিন্তা গ্রামী। কলিকাতা বহুবাজারের মহিন্ত্যাদিগের উপাধি মতিলাল। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ গুণানন্দ যশোহর জেলার বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুর আসিয়া বাস করেন। তথায় এই মতিলাল বংশের পূর্ব্ব বাসস্থান, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর গুরুপীঠ এবং বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠান আজিও বর্ত্তমান আছে। মহিন্তা বংশের বহু উর্দ্ধতন পুরুষ কানু, গোবর্দ্ধন, মাধব ও কেশবের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও ইঁহারা গুণানন্দের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কিনা তাহা অবগত হওয়া যায় নাই।

আমরা বংশাবলীর যে দুইটী তালিকা দিয়াছি তন্মধ্যে যতীন্দ্রনাথের তালিকা উপরোল্লিখিত গুণানন্দ হইতে আরব্ধ। ব্রজগোপালের তালিকায় গুণানন্দ

ও তদীয় অধস্তন পুরুষ কেবলরামের নাম নাই। জয়নগর মজিলপুরে কেবলরামের নামীয় জমী জমা তদীয় কুল-গুরু ও কুল-পুরোহিত বংশ মারফৎদাররূপে ভোগ করিতেছেন। এখনও জমিদারী কাছারীতে কেবল-রামের নাম খারিজ হইয়া ইহাদের নাম পত্তন হয় নাই। ব্রজগোপালের তালিকায় এই উভয় নামের অভাব দৃষ্টে আমরা যতীন্দ্রনাথের তালিকাটী বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে করি।

স্বনামধন্য বিশ্বনাথ মতিলালঃ—সন ১১৮৬ সালে (১৭৭৯ খৃঃ অব্দে) ইঁহার জন্ম। অল্পবয়সে ইহার পিতা রামবল্লভের মৃত্যু হয়। রাম-বল্লভের স্ত্রী বিধবা হইয়া পুত্র কাশীনাথ,বিশ্বনাথ ও কন্যা গোকুলমণিকে লইয়া ভ্রাতা দুর্গাচরণ পিথুড়ির বহুবাজারস্থ বাটীতে আসেন। দুর্গাচরণের একটী মাত্র কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তানাদি না থাকায় তিনি ভাগিনেয়দের পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। এবং তাহাদিগকে জয়নগর ফিরিয়া যাইতে দেন নাই। অবশেষে নিজ তদ্রাসন বিশ্বনাথকে দিয়া যান।

কলিকাতার দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়ম) নির্ম্মাণের ভার দুর্গাচরণ পিথুড়ির উপর অর্পিত হয়, ইহাতেই তিনি প্রভূত ধনশালী হন। দুর্গাচরণের মৃত্যু-কালে (১৮২৫,জুলাই) তাঁহার বিশাল ধন-সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বনাথ মতিলাল পাইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ মতিলাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় ৮৲ টাকা মাহিনায় মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবশেষে দাওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পুত্র পৌত্রাদির জন্য ১৫ লক্ষ মুদ্রা ও বহু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। বৌবাজার নামক বাজারটী তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহারা ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে বহু কুলক্রিয়া করায় সমাজে সাধ্য শ্রোত্রিয়রূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মতিলাল ও শ্রীভবানী প্রসাদ মতিলাল মহাশয়ের আনুকুল্যে সংগৃহীত। ১৯৩৯, আগষ্ট।

বঙ্গ সাহিত্য সেবক কর্ম্মবীর

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির

(সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত)।

বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন

যশোহর জিলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে ১৭৬৪ শকাব্দে ৬ই চৈত্র (ইং ১৮৪৩ খৃঃ) সন ১২৪৯ সালে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। রমেশচন্দ্রের পিতামহ রামরাম তর্কপঞ্চানন (ইনি সন ১১৬৫ সালের ১৯শে মাঘ নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৪২।২ বিয়াল্লিশ বিঘা সাত কাঠা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন), পিতা রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণনগরের রাজসভাসদ নাট্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী নদীয়া ও যশোহর পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ ইহঁাদের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি মহেশপুর হইতে নদীয়ার অন্তর্গত বহিরগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রমেশচন্দ্র ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠাবান্ ও পরোপকারী ছিলেন বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যেরা বিহারের চাম্পারণ জেলার বেথিয়া রাজের পুরোহিত বংশ।

রমেশচন্দ্র নদীয়ার প্রধান রাজ জ্ঞাতি তারণচন্দ্র রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। রমেশচন্দ্রের প্রথম পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম লালমোহন।

পঞ্চম বর্ষে লালমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণানন্দ আচার্য্য-গুরু রূপে লালমোহনের হাতে খড়ি দিয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থা

লালমোহন সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মহেশপুরের মহানন্দ সরকারের পাঠশালায় বাঙ্গলা লেখাপড়া করিয়া কিছুদিন মহেশপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় কৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (কথক) কার্য্যব্যাপদেশে বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মহেশপুরের শিবচন্দ্র তর্কভূষণের টোলে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার লেখাপড়ায় বাল্যকাল হইতেই এরূপ মনোযোগ ছিল যে, যখন তিনি মাতুলালয় দিগম্বরপুরে যাইতেন তখন সেখানকার হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে পড়িতেন। খেলার মধ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করিতেন। ১১ বৎসর বয়সে লালমোহনের উপনয়ন হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কিম্বা পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এসময় তাঁহার পিতৃব্য শ্রীপতি ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রতিপালিত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি উলা (বা বীরনগর) গ্রামে ৺রাম চূড়ামণির টোলে পড়িতে আসেন।

মহেশপুর, দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে তিনি যথাক্রমে, মুগ্ধবোধ. অমরকোষ-অভিধান, কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠ ও ভট্টীকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১২।১৩ বৎসর মাত্র। ইহার পর কিছুদিন মহেশপুরের মডেল স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ সময় উলার প্রসিদ্ধ জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণে তিনি যে বিদায় পাইয়াছিলেন, তাহাই পাথেয় সম্বল করিয়া বরাবর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তথায় "ব্যবস্থা-দর্পণ" প্রণেতা কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ ট্রান্শ্লেটর বদান্য মহাত্মা ৺শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার অবস্থা জানাইয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্যামাচরণ তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার

প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, তাঁহাকে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে লালমোহন কলেজের টোল বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ), 'হিন্দু ল' গ্রন্থপ্রণেতা গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী (সরকার) ও কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪২ খৃঃ অব্দ) তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। ঐ তিন জন কলেজ বিভাগে পাঠ করিতেন কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাকালে তাঁহাদিগকে টোল বিভাগে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইত।

এই সময় লালমোহন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি কলিকাতার দেওয়ানজীর বাড়ীতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চেষ্টায় তিনি কলিকাতা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত রাজকুমারদিগের শিক্ষকতা লাভ করেন। তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বিনয় ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হইত।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত লালমোহনের পরিচয় হওয়ার পর তিনি "রহস্য সন্দর্ভে" শিশু সাহিত্য-বিষয়ক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে বহু গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া "রহস্য সন্দর্ভের" গৌরব বর্দ্ধন করেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মহামান্য এল্, এস্ জ্যাকসন সাহেব "রহস্য সন্দর্ভে" তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করেন। তখনকার বিচারপতিরা এদেশীয়দিগের নিকট শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে ও হিন্দু আইন সম্বন্ধে মীমাংসা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। মহামান্য এল্, এস্, জ্যাকসনের সহায়তায় তিনি

তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহামাণ্য অ্যাটকিন্‌সন ও মিষ্টার উড্রো সাহেবের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত কলেজে ১৮৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৬৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়াদি অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন কালের মধ্যেই ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ ১৮৬০ খৃঃ অব্দে "পরিদর্শক" নামক পত্রে অলঙ্কার পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিলে, বঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষিণী সভা তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে লালমোহনের "কাব্য-নির্ণয়" নামক বাঙ্গলা অলঙ্কার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মহাত্মা ই, বি, কাউএল ও মিষ্টার টি, পালিত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। "কাব্যনির্ণয়" পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন এফ-এ ও বি-এ, ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং অদ্যাপিও বি-এ, ক্লাশে পঠিত হয় ও শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ই, বি, কাউএল প্রমুখ তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পুস্তকের বিশেষ সমালোচনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি কলেজ কমিটী কর্ত্তৃক "বিদ্যানিধি" উপাধি প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মজীবন, বিবাহ ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহামান্য অ্যাটকিনসন, শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার এইচ উড্রো সাহেব দ্বারা তাঁহাকে কটক স্কুল ও কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যে পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

My dear Sir,

I am requested by the Director of Public Instruction to inform you that the appointment of Head Pandit of the Cuttack School will soon be filled up. The salary is Rs. 50/-, the holder of it must know English up to the Entrance Standard and be capable of teaching Sanskrit B. A. Standard.

The Cuttack School will some time only read up to the first Arts Standard in Sanskrit. If you are willing to be a candidate for the post you must make your application atonce.

Yours Sincerely,

Sd/- H. Woodrow.

24, Dec. 1867

To Pandit Lalmohan Bhattacharya.

তিনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ২৫এ জানুয়ারী কটক স্কুল ও কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন (বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ উচ্চপদের মাহিনা বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন)। এই পদের নিয়োগপত্র পাইয়া তিনি পদব্রজে কটক যাত্রা করেন। অর্থাভাব হেতু তিনি ইন্স্পেক্টর বাহাদুরের নিকট কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পাথেয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থ অগ্রিম পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; কিন্তু ইনস্পেক্টর বাহাদুর তাঁহার সে প্রার্থনা মঞ্জুর না করিয়া, কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পথে যতগুলি গবর্ণমেণ্ট স্কুল পড়ে, তাঁহাকে তৎসমুদয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। লালমোহন প্রথমে হাওড়া জিলা স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত হন, উহার পারিশ্রমিক ২০৲ টাকা ধার্য্য হয়। এইরূপে গবর্ণমেণ্ট স্কুল সমূহে পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার কটক যাইতে একমাস লাগিয়াছিল। কটক পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি পাল্কী

পাইয়াছিলেন ; তাহাতেই নির্ব্বিঘ্নে কটকে উপস্থিত হন। কটক স্কুলে তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায়।

"The School has also gained in the appointment of Pandit Lalmohan Vidyanidhi to the Head Panditship, though young in years he is a painstaking teacher, erudite Scholar and well behaved."

কটকে অবস্থানকালে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সহায়তা করিতেন। কটক হইতে বহু তালপাতায় লিখিত উড়িয়া পুঁথিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কটক কলেজে অধ্যাপনা কালে ১৮৬৮খৃঃ অব্দে তিনি শান্তিপুর নিবাসী চৈতল বংশের ভক্ত পণ্ডিতের জ্ঞাতি ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা অন্নদা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। তখন শান্তিপুর খুব সমৃদ্ধিশালী, স্বাস্থ্যকর ও বহু জ্ঞানী পণ্ডিত ও মহাপুরুষের আবাসস্থল ছিল। এই সব নানা কারণে ও মহেশপুরে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ হেতু কিছুদিন পরে অর্থাৎ সন ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে ইং-১৮৮১ খৃঃ অব্দে লালমোহন শান্তিপুরেই বাড়ী খরিদ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

শান্তিপুরবাসী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একস্থানে বলিয়াছেন,—

"ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন এবং শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখবার জিনিষ, এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যারা না দেখেছেন কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না।"

প্রকৃত পক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন তুল্য শান্তিপুরে গঙ্গা উপকূলে বাস জন্য লালমোহনকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ইহার পর তিনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে দিনাজপুরের পাতিরাম সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদে ৭৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময় দিনাজ-

পুরের রাজপণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী B. A., B. L. মহাশয়ের বাসায় সপরিবারে অবস্থান করিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতেন। এই শ্রীশচন্দ্র কালে বেহার উড়িষ্যা প্রদেশের Superintending Engineer হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া পেনসন্ ভোগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরে জন্ম হওয়ায় এবং বাল্যকালে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হস্তে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীশচন্দ্র উত্তরকালে Superintending Engineer এর ন্যায় এতাদৃশ উচ্চ রাজ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত আচার, ব্যবহার ও শুদ্ধাচার ভুলিতে পারেন নাই।

সালমোহন একদিকে যেরূপ পণ্ডিতবর্গ, রাজা, মহারাজ ও উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সহিত মিশিতেন, অন্যদিকেও তেমনি সাধারণ লোকের সহিত মিলিয়া যাহাতে শিক্ষোন্নতি ও পাঠশালার ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তিনি যখন যে স্কুল পরিদর্শনে যাইতেন, তখন সেই স্কুলের পরীক্ষা না লইয়া অধিকাংশ স্থলে তাঁহার নূতন পদ্ধতি অনুসারে নিজেই শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য দিনাজপুর ও বগুড়া জিলার লোকে আজিও তাঁহার অমায়িকতার কথা ভুলিতে পারেন নাই।

দিনাজপুর রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত স্তম্ভটী গঙ্গারামপুরের অরণ্যে স্কুল পরিদর্শনকালে তিনিই প্রথম সন্ধান পাইয়া তথাকার মহারাজকে সংবাদ দেন। ঐ স্তম্ভে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা গেল।

"দুর্ব্বারারিবরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥"

ইহার পর হইতেই তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের ইচ্ছা বলবতী হয়।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে লালমোহন ৭৫৲ টাকা বেতনে রাঁচী জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে তিনি হাজারীবাগ, পালামৌ, লোহারডগা ও সিংভূম জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর হন এবং তাঁহার ঐকান্তিক উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্টে মিঃ এইচ উড্রো সাহেব তথাকার ওরাও ও মুণ্ডা জাতিদিগের জ্ঞানোন্নতি ও শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় ঐ প্রদেশের অসভ্য জাতির স্ত্রীলোকেরা সূচের কার্য্যে বিশেষভাবে অগ্রসর হয়।

এ সম্বন্ধে উড্রো সাহেবের পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

My dear Pandit,

Mr. Atkinson has appointed you to Ranchi one of the healthiest places in Bengal at least in my opinion. I am not certain whether you will stay at Ranchi or at Hazaribag but both are healthy.

I shall welcome your assistance as a Deputy Inspector and I trust that our future relations may strengthen the esteem and regard that I now feel for you.

Yours very sincerely,
Sd/ H. Woodrow

এখানে আসিয়া তিনি হিন্দী ভাষাও বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং লোহারডগার স্কুল বুক ও ভার্ণাকুলার সোসাইটীর এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কার্য্য তিনি বিশেষ দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করেন।

তিনি যখন রাঁচী গমন করেন তখন সেখানে রেল-পথ হয় নাই। সেখানে যান বাহনাদি অতি দুষ্প্রাপ্য ও রাস্তাঘাট খুব খারাপ থাকায় যাতায়াতের অসুবিধা ছিল।

স্কুল পরিদর্শনে বাহির হইলে তিনি নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতেন। সে সময় ছোটনাগপুরের সর্ব্বত্র মেটে হাঁড়ীও দুষ্প্রাপ্য ছিল। কোলেরা সাল পাতা দ্বারা হাঁড়ীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর মাটীর প্রলেপ দিয়া অগ্নির উত্তাপে হাঁড়ি তৈয়ারি করিয়া দিলে তাহাতে তিনি মধ্যে মধ্যে রন্ধন করিতেন। মুণ্ডাদিগের নিকট তিনি কাঠে কাঠে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেও শিখিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে দেশলাই পাওয়া যাইত না। ওরাওন ও মুণ্ডা ছাত্রেরা তাঁহার রন্ধনের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া দিত। তৎকালে ছোটনাগপুর প্রদেশ ভীষণ জঙ্গলে আবৃত থাকায় ব্যাঘ্রের ভয় বিশেষ ছিল; স্কুল পরিদর্শনের জন্য তাঁহাকে বহু জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইত এবং মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্র দর্শনে বঞ্চিত হইতেন না। সৌভাগ্যক্রমে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগর নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ খালি হইলে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

কৃষ্ণনগরে আসিয়া তিনি এখানকার রাজবাড়ীর দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত বঙ্গসমাজের উন্নতিকল্পে প্রত্যহ নানা প্রকার আলোচনা করিতেন। এখান হইতে তিনি তদানীন্তন নদীয়া মহারাজের এবং বহু পণ্ডিত ও সামাজিক ব্যক্তির নিকট এবং পৈতৃক নানাবিধ পুরাতন পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায় ও তাঁহাদিগের অশেষ প্রকার সাহায্য ও উৎসাহে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গ সমাজের অমূল্য রত্ন "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বহরমপুর নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার পদে এবং তদানীন্তন বঙ্গের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহরমপুর অবস্থানকালে তিনি সাহিত্য-সম্রাট্ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। এবং পরে "বঙ্গদর্শনে" ধারাবাহিক ভাবে বহু গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বঙ্কিমবাবু বহরমপুর হইতে বারাসত বদলী হইলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভাব বিশেষরূপ অনুভব করিতেন।

বহরমপুর অবস্থানকালে আর একজন মনস্বীর সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুবিধা ঘটে। এই মনস্বীর জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে তৎকালে সুধিজনের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যায়:—
ইহঁার নাম Dr. Ram Das Sen.

(Born Dec. 10, 1845, Died Aug. 19, 1887) "An eminent Oriental Scholar, a learned antiquarian and a stunch friend of education."

বহরমপুর কলেজে ডাঃ রামদাস সেনের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহার গাত্রে উক্ত ছত্র কয়টী খোদিত আছে।

ডাঃ রামদাস সেনের সহিত লালমোহনের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং এই সম্বন্ধে উভয়েই উভয়ের সহায়ক ছিলেন।

তদানীন্তন মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্কুল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার সি, ডবলিউ, বোল্‌টন্‌ সাহেব লালমোহনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, কার্য্যতৎপরতা ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তি দর্শনে তাঁহার উপর বহু কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেন এবং বহু সারবান বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে লালমোহন বহরমপুর নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, কাল্‌নার স্পেশাল স্কুল সব-ইনিস্‌পেক্টর ও কৃষ্ণনগর নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টারের কার্য্য করেন। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরের নর্ম্ম্যাল স্কুল উঠিয়া যাওয়ায় তিনি কাল্‌না ও কাটোয়ার স্পেশাল সব-ইনিস্‌-

পেক্টরের পদে ৭৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। কালনা মহকুমার সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ আছে যে, ঐ অঞ্চলে তিনি গ্রামে গ্রামে পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন এবং বহু দরিদ্র ছাত্রদের অর্দ্ধ বেতনে বা বিনা বেতনে পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইবার অনুমতি দিতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করাইতেন।

সরকারী রিপোর্ট হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তিনি স্কুল পরিদর্শনের জন্য বৎসরে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিতেন। সে সময় বঙ্গদেশের কোন স্কুল পরিদর্শকই তাঁহার ন্যায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই ভ্রমণ জনিত ঐ অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল এজন্য তদানীন্তন বঙ্গের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর সম্ভবতঃ টমসন্ সাহেব কাল্না পরিদর্শনকালে প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য কেবল মাত্র তাঁহাকে রাজকীয় যানে উঠাইয়া লয়েন।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তিনি ১০০৲ টাকা বেতনে হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ হইতে ১৯০১ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের এবং মধ্যে মধ্যে হেডমাষ্টারের কার্য্যে করেন। এখানে তাঁহার মাহিনা ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এখানে তিনি যতদিন শিক্ষক ছিলেন ততদিনই হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। এখানে হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করাতে তাঁহার ডিভিসন্যাল ইন্সপেক্টরের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইলেও তিনি শিক্ষিত সমাজে ও I. C. S. প্রভৃতি উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী মহলে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। হুগলী

নর্ম্ম্যাল স্কুল হইতে তাঁহার বহু কৌতূহলোদ্দীপক ও গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ "এডুকেশন গেজেটে" ও বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এখান হইতে "আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা", "সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে ৩৪ বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই আগষ্ট হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁহার সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার একটী তৈলচিত্র গৃহীত হয়। অদ্যাপি উহা হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলে রক্ষিত আছে।

"সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থখানির জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। হুগলী অবস্থানকালে তিনি মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের কমিশনার রমেশচন্দ্র দত্ত, মিষ্টার পি, মুখার্জ্জি, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেন।

হুগলী থাকিতে তিনি জুরীর কার্য্যও অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুন্সেফ্, সব্-জজ্ ও উকীল মহলে এবং ইংরাজ উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট তাঁহার সম্মান যথেষ্ট ছিল; কারণ ঐ সকল ব্যক্তিগণ হিন্দু-ল সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সারবানরূপে গ্রহণ করিতেন। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীও হিন্দু-ল গ্রন্থ প্রকাশ কালে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্যও ছিল। ১৮৯০, ১৯০১ ও ১৯১০ খৃঃ অব্দের সেন্‌সসে তিনি Sir H. H. Risley এবং Sir E. A. Gait সাহেব বাহাদুরদ্বয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের এই দুইজন Census কমিশনার তাঁহার জাতীয় মীমাংসা পক্ষপাতশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহামান্য স্যর এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট গেট সাহেব বাহাদুর বেহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট হইয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন।

পেন্‌সন্‌ লইয়াও তিনি বাড়ীতে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতেন না। মাসের মধ্যে প্রায় ২০ দিন বিদেশেই থাকিতেন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কামনায় অধিকাংশ সময় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, কলিকাতার সাহিত্য পরিষৎ মন্দির এবং রঙ্গপুরের সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের নব্য ঐতিহাসিকদিগের সংগৃহীত দ্রব্য সকল দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিতেন এবং ঐতিহাসিক নূতন উপাদান সকল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে তাহারও সন্ধান নব্য ঐতিহাসিকদিগকে বলিয়া দিতেন।

তিনি বৃদ্ধ বয়সেও এত কর্ম্মঠ ছিলেন যে ১০।১২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াও অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিতেন। তিনি দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণগণের দীক্ষা-গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার কুটুম্বগণ মধ্যে যাঁহারা বহু বিবাহ করিতেন তাঁহারা তাঁহারই উপদেশে ঐ প্রকার কার্য্য করিতে বিরত হয়েন। এরূপে তিনি বহু বিবাহের স্রোত অনেকটা দমন করিয়াছিলেন।

কার্য্যসূত্রে তাঁহার কলিকাতা প্রায়ই যাইতে হইত এবং এই সূত্রে তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভার, সাহিত্যসভার, বাঙ্গালা ভাষা ও ইতিহাস শাখার সভ্য ও ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের ধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত এবং বঙ্গদেশের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা অবস্থানকালে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন,এন, ঘোষ, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম, মিষ্টার পি, মুখার্জ্জী, রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, মৌলবী মহম্মদ আলফাজুদ্দীন সাহেব প্রভৃতির সহিত

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ইহঁাদের মধ্যে রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশ বিদ্যাভূষণ বহু মৌলিক গবেষণার জন্য প্রায়ই কলিকাতায় তাঁহাকে আহ্বান করিতেন।

তাঁহার জীবনীতে শিক্ষার বহু প্রকৃষ্ট উদাহরণ জাজ্বল্যমান আছে। তিনি অতিশয় কর্ম্মঠ ছিলেন ও সময়ের সদ্ব্যবহার জানিতেন।

ফলতঃ বাল্যকালেই তাঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল তাহা সচরাচর জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যেও সুদুর্লভ। এই অসামান্য প্রতিভাবলেই তিনি অতি অল্পবয়সেই পণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন।

তাঁহার কষ্টসহ পরিশ্রম, অনলসভাব, অনাড়ম্বরপ্রিয়তা, সাধুতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, সরলতা, কার্য্যকুশলতা, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা, সমদর্শিতা ও দরিদ্রের প্রতি দয়া, প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাজীর যেরূপ বিকাশ হইয়াছিল, উহা সকলেরই অনুকরণীয়।

তিনি ১৩২৩ সালের ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪॥০ ঘটিকার সময় (ইং ১৯১৬, ২৮শে সেপ্টেম্বর) শান্তিপুরে জাহ্নবী তীরে ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা পুত্রহীন, নদীয়া ও যশোহরবাসী অনাথ হইয়াছে।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির পুত্র ও কন্যাগণ

পুত্রগণ :— ১। বিশ্বেশ্বর (মৃত) ২। পাঁচুগোপাল (মৃত) ৩। শ্রীমাণিকচন্দ্র ৪। শরৎ (শৈশবে মৃত) ৫। শ্রীবিজয়কুমার ৬। শ্রীরামচন্দ্র।

কন্যাগণ :— ১। সুরেশ্বরী (মৃতা) ২। শ্রীমতী নলিনী ৩। শ্রীমতী বিনোদিনী ৪। শ্রীমতী কুসুমকুমারী ৫। শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী।

৺বিশ্বেশ্বর :—বিদ্যানিধি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর ন্যায়পরায়ণ, অতিথিবৎসল ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অকালে ৪২ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর ১ বৎসরের মধ্যে ১৯১৭ সালে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার ২পুত্র, ২কন্যা ও স্ত্রী বর্ত্তমান।

৺পাঁচুগোপাল :—বিদ্যানিধি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র পাঁচুগোপাল পিতার ন্যায় তেজস্বী, কর্ম্মিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে Sub-Inspector of Schools এর কার্য্য করিতেন। উক্ত পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিতে করিতে ইনি কাঁথীতে (মেদিনীপুর জেলা) অকালে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা ও স্ত্রী বর্ত্তমান।

শ্রীমাণিকচন্দ্র :—বিদ্যানিধি মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র মাণিকচন্দ্র ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতার অনেক গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। ইনি কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়বান ব্যক্তি। ইঁহার ন্যায় সদ্ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইনি কাহারও নিন্দা, স্তুতিতে কর্ণপাত না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। ইনি প্রকৃত পিতৃভক্ত ব্যক্তি।

পিতৃ-স্মৃতি রক্ষা কল্পে ইনি যেরূপ পরিশ্রম ও অকাতরে কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইঁহারই একান্ত চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এবং ইঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অমূল্য গ্রন্থরাজীর পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা হইয়াছে। "কাব্যনির্ণয়" বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম অলঙ্কার গ্রন্থ ইতি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থখানিকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পরিশিষ্টাকারে প্রকাশ করিতেছেন। বংশাবলী ও সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে ইনি অসাধারণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য ইনি দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ইনি নিজেও একজন গ্রন্থকার। ইঁহার প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তক সমূহ একসময়ে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের D. P. I. কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বহু স্কুলে পাঠ্য ছিল। ইনি প্রাথমিক জ্যামিতি, ব্যবহারিক জ্যামিতি, চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি প্রভৃতি ৮।১০ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় কার্য্যই ইনি সরকারী কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমের পরেও করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নয়। পিতৃ-স্মৃতি রক্ষায় ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে ইনি কতদূর দৃঢ়-সঙ্কল্প তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। ইনি এক্ষণে উড়িষ্যা সরকারের P. W. D. তে Overseer রূপে কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীবিজয়কুমার :—বিদ্যানিধি মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র বিজয়কুমার বি-এ অবধি পড়িয়া হোমিওপ্যাথিতে এম্-বি পাশ করিয়া, বর্ত্তমানে শান্তিপুরে Practice করিতেছেন। ইঁহার সুচিকিৎসায় অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে। ইনি অতি সরল, অনাড়ম্বরপ্রিয় ও উচ্চমনা ব্যক্তি।

ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৮৯৫ খৃঃ অঃ শান্তিপুরে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়। রামচন্দ্র ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত শান্তিপুরে থাকিয়া স্থানীয় বিদ্যালয় (Oriental Academy) হইতে Matriculation পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৯১৪ সালে কলিকাতা Bangabasi College হইতে I. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Presidency Collegeএ B. Sc. পড়া আরম্ভ করেন। ১৯১৬ সালে Presidency College হইতে Honours লইয়া B. Sc. পাশ করেন। তাহার পর তিনি Calcutta Medical College এ 2nd. Year Class এ ভর্ত্তি হয়েন। এই সময় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে তিনি Geological Survey of India অফিসে Museum Assistant হইয়া চাকরী আরম্ভ করেন। দাসত্বের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই বলিয়াই তিনি পর বৎসরই সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। রসায়ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও রাসায়নিক গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি Leipzig University তে Technological Chemistry Dept.এ ভর্ত্তি হয়েন। সুদীর্ঘ ৫ বৎসর এই বিশ্ববিখ্যাত Laboratoryতে ফলিত রসায়ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা করার পর তিনি ঐ University হইতে Dr. Phil (Ph. D) উপাধি লাভ করেন। ঐ সময়ে Leipzig Universityর ফলিত রসায়ণের ছাত্র হিসাবে Krupp, Coppers, Badische Anilin & Soda Fabrik, Agfa, Zeiss, Rutgers, প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত কারখানায় যাইয়া ফলিত রসায়ণের সম্যক Technique শিক্ষা করেন। ১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি Tata Iron & Steel Works এ জামসেদপুরে ৫০০৲ বেতনে চাকরী পান। Tata Company তাঁহার দ্বারা নানারূপ রাসায়নিক গবেষণা করাইবার জন্যই তাঁহার জন্য Chief Research Chemistএর পদ সৃজন করেন।

তাঁহার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে Research Department খোলা হয়। এই সময়ে তাঁহার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে যে সব সহকারী ছিলেন, তাঁহারই শিক্ষার গুণে তাঁহাদেরই মধ্যে ২।১ জন কৃতী রাসায়নিক নামে পরিচিত হইয়াছেন। Dr. R. K. Dutta Roy, Imperial Chemist Geological Survey of India তাঁহার উল্লিখিত কৃতী সহকারীর মধ্যে একজন। Tata Companyতে চাকরী করার সময় রামচন্দ্র লোহা ও ইস্পাতের কারখানার ইন্ধন কয়লা ও কয়লার Bye-Products সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করেন। Calcutta University College of Science এর ফলিত রসায়ণ বিভাগে যতগুলি বিষয়ের অধ্যাপনা ও গবেষণা হয়, Low-Temperature Carbonisation of Coals তাহার মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে রামচন্দ্রই প্রথম Low-Temperature Carbonisation of Coals সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। ফলিত রসায়ণের এই একটি অধ্যায়ই যে দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে কত প্রয়োজনীয় সে কথা রামচন্দ্র বার বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং সেই জন্যই কলিকাতা সায়েন্স্ কলেজে আজ ১০ বৎসর যাবৎ ইহার গবেষণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একা রামচন্দ্র মৌলিক গবেষণা দ্বারা যে সব তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, আজ দশ বৎসরের গবেষণা দ্বারাও সায়েন্স্ কলেজের অধ্যাপকেরা কিন্তু তাহা অপেক্ষা নূতন কোন তথ্যেরই সন্ধান দিতে পারেন নাই।

জামসেদপুরের কারখানায় প্রত্যহই ২।৪টি লোক আহত এবং ক্ষত, বিক্ষত হইত এবং তাহার ফলে নানারূপ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, সমস্ত শরীর বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অসমাপ্ত থাকার ক্ষোভ রামচন্দ্রের মনকে মাঝে মাঝে বিচলিত করিত। তিনি প্রায়ই মনে করিতেন যে সাধারণকে রোগের

যন্ত্রণা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে পুনরায় চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি না ? ৫০০৲ বেতনের চাকরী স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া পুনরায় ছাত্রজীবন আরম্ভ করায় যে কত সাহস, কত আত্মনির্ভরতা ও কত স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন বিশেষতঃ একজন বিবাহিত ও সংসারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

জামসেদপুরের দৈনন্দিন দুর্ঘটনার ছবি রোগীদিগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার স্মৃতি রামচন্দ্রের মনে প্রায়ই "যন্ত্রণার উপশম" ও "রোগের প্রতিকার" এ দুইটি কথার প্রতিধ্বনি করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার মন ততই চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অবশেষে একদিন হঠাৎ তিনি Tata Companyর চাকুরীতে (Resign) ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। য়ুরোপ যাইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাঁহাকে উপস্থিত য়ুরোপ যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল; কারণ তাঁহার বৃদ্ধা মাতৃদেবী তখন অসুস্থা ছিলেন। মাতৃদেবীকে সুস্থা দেখিয়া পুনরায় য়ুরোপ যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া তিনি সামান্য দিনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্য লইলেন। এই অধ্যাপনার জন্য তাঁহাকে যৎসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া তিনি তাঁহার অবসর সময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন। নানারূপ আয়ুর্ব্বেদ মন্থন করিয়া তিনি দেখিতে পান যে আর্য্যঋষিরা নানাপ্রকার দুঃশ্চিকিৎস্য রোগ নিরাময়ের জন্য সর্পবিষ ব্যবহার করিতেন। সর্পবিষ সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ ভাবে হয় নাই এবং উহা দ্বারা মানবের উপকার সাধনের সম্ভাবনা আছে জানিয়া তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া সর্পবিষের সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করিলেন। ১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি মাতার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। ১৯৩১ সালে ফ্রান্সের Pasteur Instituteএ তিনি

Bacteriology পড়িতে আরম্ভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি French ভাষা শিখিয়া Serology ও Immunology শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া Paris Universityর Diploma পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি Pasteur Institutএ প্রফেসার Besredkaর Laboratoryতে Local Immunityর কতকগুলি জটিল প্রশ্নের সমাধান করেন: কিছুদিন পরে তিনি Pasteur Institut ও Paris Universityর Professor G. Bertrandর Laboratoryতে Bio-chemistryর মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন। Prof. Bertrand ও Phisalix ১৮৯৩ সালে সর্ব্বপ্রথম সর্পবিষের টিকা আবিষ্কার করেন। রামচন্দ্র Prof. Bertrand ও Mme Phisalix এর নিকট সর্পবিষ সম্বন্ধে অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারায়, এ সম্বন্ধে গবেষণার অনেক সুবিধা হয়। এই Pasteur Institut এর Director Prof. Roux ও Prof. Calmette প্রায়ই রামচন্দ্রের গবেষণা ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেন। রামচন্দ্রকে ইহাঁরা বিশেষ স্নেহ করিতেন বলিয়া Calmette এর নিকট হইতেও রামচন্দ্র সর্পবিষ সম্বন্ধে অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। Calmetteই সর্ব্বপ্রথম Snake bite চিকিৎসার জন্য Anti-Venom Serum তৈয়ারী করেন। ১৯৩৪ সালে রামচন্দ্র Paris University হইতে State Doctorate (Docteur-es-Sciences avec la mention "tres honorable") উপাধি প্রাপ্ত হন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ সম্মান সাধারণ ছাত্রের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; ৪।৫ বৎসর অন্তর মাত্র একটী ছাত্রকে এই সম্মান দেওয়া হয়। State Doctorate এর জন্য তিনি যে Thesis দেন তাহা Zinc এর Bio-chemistryর উপর। Viva-voce পরীক্ষায় সর্পবিষ তাঁহার Second Subject ছিল বলিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সমস্ত জৈবিক ও রাসায়নিক তথ্য অবগত হইতে হইয়াছিল।

সর্পবিষ সম্বন্ধে রামচন্দ্র সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ও ইহার গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া এবং এই সময় সর্পবিষ দ্বারা ক্যানসারের যন্ত্রণার উপশম হয় জানিয়া Paris এর সর্ব্বপ্রধান ক্যানসার চিকিৎসক Dr. Taguet রামচন্দ্রকে তাঁহার সহকর্ম্মী হিসাবে ভারতে যাইয়া, সর্পবিষ হইতে আর কি কি ঔষধ বাহির হইতে পারে, তাহার গবেষণা করিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র ১৯৩৪ সালে ভারতে ফিরিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের খরচ এবং এই গবেষণার খরচপত্র Dr. Taguet ফরাসীর কোন Research Society হইতে যোগার করিয়া দেন। ১৯৩৫ সালের পর হইতে রামচন্দ্র দমদমে নিজ ব্যয়ে তাঁহার Research Laboratories for Cancer & Venom প্রতিষ্ঠা করেন। এই Laboratory হইতে তিনি ক্যানসার, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা উপশমের মহৌষধ Cobra-Toxil প্রস্তুত করেন। Vipro-Toxyl, Bee-Toxyl ও Anti-venom Serum প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার নূতন নূতন ঔষধ এই Laboratory হইতে বাহির হইতেছে। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তিনি আজ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, ভারতীয় Science Congress এর Jubilee Session এ যে সমস্ত য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক Deligates আসেন, তাঁহারা তাঁহার এই Laboratory পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই Laboratory ও বসু বিজ্ঞান মন্দির ছাড়া তাঁহারা আর কোনও Private Laboratory, পরিদর্শন করিতে যান নাই। ক্যানসার ও অন্যান্য রোগীগণকে দুর্ব্বিহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবার জন্য সর্প-বিষ লইয়া কি ভাবে গবেষণা করিতে হইবে সে বিষয়ে রামচন্দ্রকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ইহাঁরা তাঁহার মতামত সংগ্রহ করেন। সর্প-বিষ হইতে জগতের কত উপকার হয় রামচন্দ্র তাহা দেখাইবার পর England, Germany,

France, America, Belgium প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান Universityতে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। Calcutta Universityও রামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র সস্ত্রীক England, France, Spain, Italy, Switzerland, Germany, Austria, Chekoslovakia, Balkan countries, Greece, Turkey ও Egypt, প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু আশ্চর্য্য প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্ট বস্তু দর্শন করেন ও এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেন যে তাহা সাধারণ লোকের জীবনে ঘটিয়া উঠে না। দেশ ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সামাজিক তথ্যগুলি রামচন্দ্র সম্যক আয়ত্ব করেন। রামচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার মন শুধু বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নহে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের রসও যে তিনি পূর্ণমাত্রায় উপভোগে সক্ষম তাহা তাঁহার নিজস্ব Library দেখিলেই বোঝা যায়। য়ুরোপীয় দর্শন শাস্ত্র, ইতিহাস, শিল্পকলা ও বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁহার যেরূপ জ্ঞান আছে তাহা সাধারণ বিলাত-ফেরতদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণ বিলাত-ফেরত ভারতবাসীরা শুধু নিজের অধীত বিষয় ছাড়া আর কিছু সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখেন বলিয়া মনে হয় না, রামচন্দ্রের কিন্তু সর্ব্ব বিষয়েই সম্যক জ্ঞান আছে।

রামচন্দ্র চেকোস্লোভাকিয়ার Dr. H. E. V. Carliczek, Ph.Dর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী R. E. সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। Dr. H. Carliczek একজন রাসায়নিক ছিলেন। তাঁহার পিতা Otomar Carliczek একজন জমিদার ছিলেন। তিনি অতিশয় ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন; জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি Asia, Europe ও America ভ্রমণে কাটাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। পরোপকারী ও দাতা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সাধারণের উপকারার্থে তিনি বহু অর্থ ও ভূ দান

করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা Dr. Carliczek ও তাঁহার বন্ধু Count de Reden পোল্যাণ্ডের লোহার কারখানা Krolewska Huta স্থাপন করেন। সাবিত্রী দেবী ইংরাজী, বাংলা, ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষা জানেন। ইনি ফরাসী ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ইনি একজন চিত্রশিল্পী। ইঁহার অঙ্কিত চিত্র Parisএ অনেকবার expose করা হইয়াছে। ফরাসী ও ইংরাজী সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে, ফরাসী ও ইংলণ্ডের Art-criticsরা ইঁহার ছবির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি বড় ছবির জন্য বেশীর ভাগ Ancient Indian Cave Style ব্যবহার করেন এবং Miniature এর জন্য Kangra Style ও 16th. century Persian Style ব্যবহার করেন।

স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ ইঁহার মধ্যে বিলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

রামচন্দ্র পিতার সমস্ত গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। ইনি পিতার ন্যায় কর্ম্মঠ, তেজস্বী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি।

রামচন্দ্র যে বংশে জন্মিয়াছেন সে বংশের প্রত্যেক পুরুষেই অন্ততঃ একজন করিয়া অসাধারণ বিদ্বানের জন্ম হইয়াছে। বহু পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে ধরিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, এই বংশের রামরাম তর্কপঞ্চানন, তৎপুত্র রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত, তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র লালমোহন বিদ্যানিধি ও তৎপুত্র ডাক্তার রামচন্দ্র স্বনামখ্যাত যশস্বী বিদ্বান।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির

বংশলতা

(আদি বাসস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রাম)

বাৎস গোত্র শিমলাল শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ।

ছান্দড় ১
|
কবি শিমলাল ২ (ছান্দড়ের পুত্রের নাম কবি, তাঁহার গ্রামের নাম বা গাঁই শিমলাল)
|
ভয়াপহ ৩
|
কিরণ ৪
|
গৌতম ৫
|
কর্ণবাল ৬
|
গঙ্গাধর ৭
|
ভগীরথ ৮
|
রাম ৯
|
রুদ্র ১০
|
বিষ্ণু ১১
|
শ্রীমান্ ১২
|
মধুসূদন ১৩
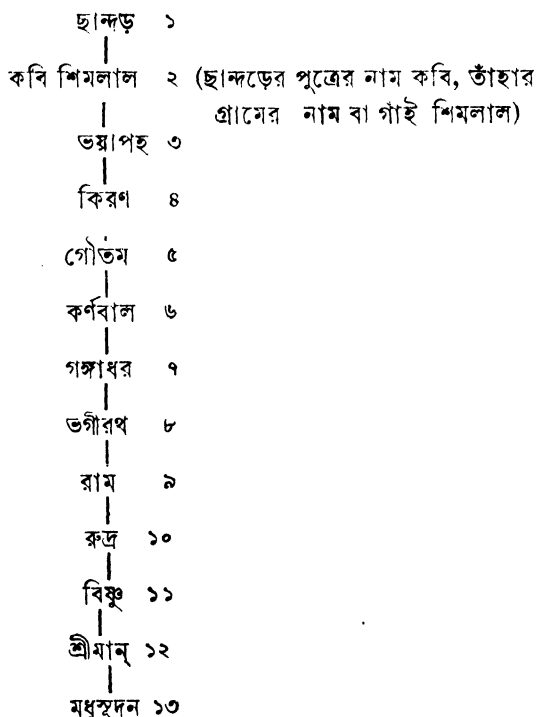
ইঁহার অধস্তন সন্তানেরা মধুসূদন হাজরার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তৎকালে ইনি রাঢ় দেশের মধ্যে বিশেষ ধনবান ও মান্য ছিলেন।

যথা—রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। মেলমালা

মধুসূদন ১৩
|
যদুনন্দন ১৪
|
সুবুদ্ধি ১৫
|
উমাপতি ১৬
|
গঙ্গাদাস ১৭
|
অভয় ১৮
|
রামগোপাল ১৯
|
রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ২০ (ইনি প্রথমে মহেশপুর গ্রামে আবাস গ্রহণ করেন; তদবধি নবদ্বীপাধিপতির গুরুর অধ্যাপক হন)
|
মধুসূদন বিদ্যালঙ্কার ২১
|
রামরাম তর্কপঞ্চানন ২২
|
রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত — পদ্ম ২৩
|
মদন ২৪
|
পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ২৫ (ইনি সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষাধ্যাপক ছিলেন)

২৩ রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত
২৪ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী (ইনি কৃষ্ণনগরের রাজ-সভাসদ ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন)
পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (কথক)
রমেশ
শ্রীপতি (নিঃ সঃ)
২৫ শীতল
২৫ পূর্ণচন্দ্র
লালমোহন বিদ্যানিধি
২৬ শশী (নিঃ সঃ)
কালীকৃষ্ণ এম্ এ, বিএল
২৫ কাশীপতি
উমাপতি
সীতাপতি শিরোমণি
২৬ ভূধর
তারক
পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ২৫
২৬ বিশ্বেশ্বর
সুরেশ্বরী দেবী
নলিনী দেবী
পাঁচুগোপাল
বিনোদিনী দেবী
মাণিকচন্দ্র
শরৎ
বিজয়
ক্ষেমঙ্করী দেবী
রামচন্দ্র
জ্যোতিদেবী
২৭ ইন্দুমতী দেবী
ভূদেব
কিরণ্ময়ী দেবী
বিমল
যমুনা দেবী
২৭ চারুচন্দ্র
সুধাময়
২৭ শম্ভুনাথ
কণকবালা
প্রতিমা
খুকী
২৮ মুকুন্দ
নিভা
খোকা
২৮ মৃগাঙ্ক
শোভা
২৮ অমরনাথ
গৌরীদেবী

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত

পুস্তকাবলী ও প্রবন্ধরাজীর তালিকা

সাধারণের পাঠ্য।

১। সম্বন্ধ-নির্ণয় ঃ—(জাতীয় ইতিহাস) ও তাহার পরিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ড।

২। কাব্যনির্ণয় ঃ—বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার গ্রন্থ।

৩। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক সমূহ।

৪। চারুপ্রবন্ধ (ঢাকা হইতে প্রকাশিত) ৫। পত্র প্রবন্ধ।

৬। শিক্ষাসোপান। ৭। মেঘদূতের টীকা সংস্কৃত

৮। মেঘদূতের টীকা ইংরাজি অনুবাদ উইলসন কৃত

৯। কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠ

অপ্রকাশিত পুস্তক

১০। মুগ্ধবোধ দিধিতি ১১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী

প্রবন্ধরাজী

পত্রিকার নাম কোন বিষয়ক প্রবন্ধ

১। পরিদর্শক পত্রে—বাঙ্গালা অলঙ্কার সম্বন্ধে

২। রহস্য সন্দর্ভে—শিশু সাহিত্য বিষয়ক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ ও বিবিধ প্রবন্ধ।

৩। বঙ্গদর্শনে (বঙ্কিম বাবুর)—জাতিতত্ব, ধর্ম্মতত্ব ও বিবিধ-বিষয়ক।

৪। আর্য্যদর্শনে—বিবিধ-বিষয়ক।

৫। বান্ধবে (ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর দ্বারা প্রকাশিত)—জাতিতত্ত্ব ও বিবিধ-বিষয়ক।

৬। নবপ্রভায় (দেওয়ান জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের)—বিবিধ প্রবন্ধ।

৭। সাহিত্য-সংহিতায়—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ও বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ।

৮। বঙ্গদর্শনে (মজুমদার লাইব্রেরীর)—গণিত সম্বন্ধীয়।

৯। প্রজাপতি—জাতিতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়ক।

১০। এডুকেশন গেজেটে—জাতিতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়ক।

১১। বসুমতীতে—শুদ্ধাচার সম্বন্ধীয়।

১২। প্রতিভায় (ঢাকা হইতে প্রকাশিত)—তত্ত্বচিন্তন (দর্শন সম্বন্ধে)।

বর্দ্ধমান জেলার গলাতূণের চক্রবর্ত্তী বংশ।

মধুসূদন প্রমুখ অভিরামের ধারা (৩১ পৃঃ)

বাৎস্য গোত্র শিমলাল সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ

অভিরাম (১৭) সুত রাজীবলোচন তর্কপঞ্চানন ১৮। সুত ভৃগুরাম তর্কবাগীশ ১৯। সুত দয়ারাম ন্যায়রত্ন ও শ্রীরাম ২০। দয়ারাম সুত বৈদ্যনাথ, ভোলানাথ, কাশীনাথ ও রঘুনাথ ২১। ভোলানাথ সুত নন্দলাল ও হারাধন ২২। কাশীনাথ সুত বিশ্বেশ্বর ২২।

হারাধন সন্তান উমেশ, যদুনাথ, কালীকিঙ্কর দাক্ষায়ণী, আশুতোষ, ব্যোমকেশ ও শরচ্চন্দ্র ২৩। উমেশ সুত পিনাকনাথ, মথুরানাথ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাকৌমুদী জ্যোতির্ভূষণ ও শ্যামাপদ (বাল্যে মৃত) ২৪। মথুরানাথ সুত বলরাম, শৈলেন ও শঙ্করীমোহন ২৫। মৃত্যুঞ্জয় সুত জগন্নাথদেব ২৫। জগন্নাথ সুত মনোজমোহন, মধুসূদন ও শান্তিদেব।

আশুতোষ সুত দুর্গাশঙ্কর, বি-এ, ত্রিপুরানন, রাধাজীবন, সতীশঙ্কর (আই-এ) ও গিরিজাশঙ্কর (এ-এম্-এম্, সাঁইথিয়া) ২৪।

দুর্গাশঙ্কর সুত চণ্ডীদাস, ব্রজবাসী ও শিবদাস এবং ৪ কন্যা ২৫।

ত্রিপুরাননের ২ পুত্র ও ২ কন্যা। ১ম পুত্র তারানাথ ও ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ ২৫। রাধাজীবনের ২ পুত্র ও ২য় কন্যা (সকলেই অবিবাহিত)। ১ম পুত্রের নাম কনককৃষ্ণ ও ২য় পুত্রের নাম ক্ষেত্রনাথ ২৫।

সতীশঙ্করের ২ পুত্র ও ১ম কন্যা—পুত্র আনন্দ ও কন্যা আশাপূর্ণ তৎপর যমজ পুত্র অমৃতনাথ ২৫।

গিরিজাশঙ্কর পুত্র ক্ষীরোদ ও সুবোধ ২৫।

শ্রীরাম সুত অভয়রাম ২১। তৎকন্যা শিবদাসী (স্বামী জয়চাঁদ মুখো খড়দা মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান) ২২।

[দৌহিত্র বংশ। জয়চাঁদ সুত গিরীশ (সন্ধ্যানন্দী পোষ্য) ২৩। তৎসুত কালীপদ ২৪। তৎসুত রামরাম (দত্তক) ২৫।

হারাধন চক্রবর্ত্তীর কন্যা দাক্ষায়নীর স্বামী অমৃতলাল মুখো খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান মুড়াগাছা, নদীয়া ২৩। সুত বিমলাচরণ ২৪। তৎসুত নীলাদ্রী (পোষ্ট মাষ্টার আলিপুর, বোম্বের (A. P. M. G.), সত্যেন্দ্র বি-এল, গোপেন্দ্র (অরুন্ধদার স্বদেশী) ও নৃপেন্দ্র ডাক্তার ২৫।

নীলাদ্রী সুত পাঁচু, বি-এ, ও সাধন ২৬।

সত্যেন্দ্র সুত নিত্য বি-এ ২৬।]

ভৃগুরাম (১৯ পর্য্যায়) ঃ—এইরূপ শুনা যায় যে তাঁহার প্রথম বয়সে পুত্র না হওয়ায় তিনি ভাগিনেয়দিগকে সম্পত্তি দিয়া, রসুই (রসবতী) হইতে খড়েশ্বরী নদীতীরে গলাভূণ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে দুই পুত্র হয়। তখন হইতেই অবস্থা হীন হয়। পরে ভৃগুরামের পৌত্র ভোলানাথ কিছু সম্পত্তি করেন। তৎপুত্র হারাধন তীর্থভ্রমণ, পূজা প্রভৃতিতেই সময় কাটাইতেন। কাইগ্রাম নিবাসী জমিদার বসু বংশীয়েরা তাঁহাকে খুবই ভক্তি করিতেন এবং কিছু সম্পত্তি দান করেন। বর্ত্তমান আধুনিক উগ্রক্ষত্রিয় জমিদারদিগের নিকট পূর্ব্বতন জমিদারদিগের ন্যায় ইহারা সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করেন।

হারাধন (২২শ পর্য্যায়) ঃ—ইহার মাতা শ্রীমতী রাইগ্রামীর কন্যা। পিতামহী কাত্যায়নী এবং পত্নী মৃন্ময়ী মামুদপুরের মজুমদার বংশের কন্যা। ইনি ৩ বার গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। ৫০ বৎসরের পর ইষ্ট চিন্তায় রত থাকিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না থাকিলেও দোল, দুর্গোৎসব ও কালীপূজা প্রভৃতি করিতেন। ইনি মিষ্টভাষী ও অতিথিসেবক ছিলেন।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

২৩। উমেশচন্দ্র পালধি কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন।

২৪। পিনাকনাথ বংশজ বন্দ্যঘটীতে বিবাহ করেন। মথুরানাথ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ে এবং মৃত্যুঞ্জয় কাচনার মুখুটী দ্যাকরের সন্তান রামবিষ্ণুর কন্যা নীলরু-বরণীকে বিবাহ করেন।

হারাধনের দ্বিতীয় পুত্র যদুনাথ ক্ষীরগ্রামে কাশ্যপ পালধি কন্যা বিবাহ করেন। তৃতীয় পুত্র কালীকিঙ্করের কাশ্যপ পলশাই কুলচণ্ডায় বিবাহ। তাহার এক কন্যা হিঙ্গুলেশ্বরী স্বামী সিঙ্গীনিবাসী সাতকড়ি মুখো। হিঙ্গুলেশ্বরীর দুই পুত্র মুরারি ও সাগর।

হারাধনের ৪র্থ পুত্র আশুতোষ বংশজ বন্দ্যঘটীতে বিবাহ করেন। তাহার ৫ পুত্র ও এক কন্যা মৃড়ানী স্বামী বিল্বগ্রামের সর্ব্বানন্দী মেলের যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ব্যোমকেশ আদি বংশজ শীলা নিবাসী বন্দ্যো বংশের কন্যা বিবাহ করেন, নিঃসন্তান। শরচ্চন্দ্র কাষ্ঠকুরুম্বার ভরদ্বাজ গৌরী মুখোর কন্যার সহিত বিবাহ হয়। তাহার ২ পুত্র ও ১ কন্যা। ১মা কন্যার সর্ব্বানন্দীতে বিবাহ। দ্বিতীয়া কন্যার মামুদপুরের চৈতল চাটুজ্যে বংশে (খড়দহ মেলে) বিবাহ হয়।

২৪। মথুরানাথের দুই কন্যা। ১ কন্যার গোপীপুরের রাজবল্লভের সন্তান ভুবনমোহন মুখোর পুত্র ক্ষিতীশ মুখোর সহিত বিবাহ হয়। তাহার এক পুত্র ও এক কন্যা। মথুরার বিবাহ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান ফুলিয়ার পূর্ণচন্দ্র বাঁড়ুয্যের পুত্র বামাচরণের সহিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান (ফুলিয়া) পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোর দ্বিতীয় পুত্র তারিণীচরণের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্যা চিত্তরূপার বিবাহ ফুলে রামের সন্তান দিবাপতি মুখোর সহিত হয়।

গলাতুণ নিবাসী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী প্রদত্ত। ৯।৯।৩৯

১১৩-১৪৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ।

বাৎস্য গোত্র ঘোষাল বংশ

জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পুঁথি হইতে

(খ) পশুপতির ধারা কংসারি মিশ্রজ। ১২২ পৃঃ

২১। শ্রীধর সুত কৃষ্ণানন্দ ২২।

২২। কৃষ্ণানন্দ সুত জ্ঞানানন্দ ও পরমানন্দ ২৩।

২৩। পরমানন্দ সুত কাশীশ্বর ও গোপীকান্ত ২৪।

২৪। গোপীকান্ত সুত রামকৃষ্ণ পাঠক ২৫।

২৫। রামকৃষ্ণ সুত রাজেন্দ্র পাঠক ২৬।

২৬। রাজেন্দ্র পাঠক সুত বিষ্ণুদেব ও মহাদেব ২৭।

২৭। বিষ্ণুদেব পাঠক সুত দুলাল পাঠক ও **কন্দর্প ঘোষাল** ২৮।

২৮। **কন্দর্প** ঘোষাল সুত কৃষ্ণচন্দ্র, (সাং ভূকৈলাস, খিদিরপুর, কলিকাতা), গোকুলচন্দ্র (পটলডাঙ্গার বংশ) ও রামচন্দ্র (০) ২৯।

২৯। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল সুত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ৩০।

৩০। জয়নারায়ণ সুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর ৩১।

৩১। কালীশঙ্কর সুত কুমার কাশীকান্ত, কুমার সত্যপ্রসাদ, কুমার সত্যকিঙ্কর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, কুমার সত্যপ্রসন্ন ও কুমার সত্যভক্ত (০) ৩২।

৩২। কুমার কাশীকান্ত সুত সত্যদয়াল ও সত্যবল্লভ ৩৩।

৩২। কুমার সত্যপ্রসাদ সুত সত্যজীবন (০) ৩৩।

৩২। কুমার সত্যকিঙ্কর কন্যা সবিত্রীদেবী ও শচীদেবী ৩৩।

৩২। রাজা সত্যচরণ সুত রাজা সত্যানন্দ ও কুমার সত্যসত্য ৩৩।

৩৩। রাজা সত্যানন্দ সুত সত্যশ্রী, সত্যনিধি (০), সত্যসেবক ও সত্য মোহন ৩৪।

৩৪। সত্যশ্রী সুত সত্যশান্তি ও সত্যজ্যোতি ৩৫।

৩৪। কুমার সত্যসেবক সুত সত্যতপন ৩৫।

৩৪। কুমার সত্যমোহন সুত সত্যবিজয় ৩৫।

৩৪। কুমার সত্যসত্য সুত সত্যশঙ্কর, সত্যবাদী (০), সত্যভানু, সত্যধ্যান ও সত্যচর্ম ৩৫।

৩৪। কুমার সত্যশঙ্কর সুত সত্যকাম, সত্যনিধি, সত্যদ্বিজ, সত্যপ্রিয় ও সত্যরাম ৩৫।

৩২। কুমার সত্যপ্রসন্ন সুত সত্যরঞ্জন ও সত্যকৃষ্ণ ৩৩।

৩৩। সত্যরঞ্জন কন্যা বসুমতী দেবী ৩৪।

৩৩। সত্যকৃষ্ণ সুত সত্যভূষণ, সত্যেশ্বর, সত্যাঙ্গ, সত্যজিৎ, ও সত্যকান্তি ৩৪।

৩৪। সত্যভূষণ সুত সত্যেন্দ্র ৩৫।

৩৪। সত্যাঙ্গ সুত সত্যপ্রিয় ৩৫।

৩৫। সত্যপ্রিয় সুত সত্যসত্য ৩৬।

৩৪। সত্যজিৎ সুত সত্যসুধীর ৩৫।

কন্দর্পজ—

২৯। গোকুলচন্দ্র ঘোষাল সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ ৩০। সাং ভূকৈলাস, খিদিরপুর কলিকাতা।

৩০। লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যা রাধামণি দেবী ৩১।

৩০। গঙ্গানারায়ণ, রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণের বংশ অপ্রাপ্ত বা বংশাভাব

ঘোষাল পশুপতির ধারা তেঁইজ (১২২পৃঃ)

১৭। কৃষ্ণ মিশ্র সুত শূলপাণি মিশ্র, নরসিংহ, বৈকুণ্ঠ, মাধব, চাঁদ ও শঙ্কর ১৮।

১৮। শূলপাণি সুত বিদ্যাধর, হরিদাস, ভবানীদাস, চতুর্ভুজ, ধনঞ্জয়, কনকেশ্বর ও লম্বোদর ১৯।

১৯। বিদ্যাধর সুত ভবানীদাস, বিষ্ণুদাস, কৃষ্ণদাস, বাসুদেব, ও গৌরীনাথ ২০।

২০। ভবানীদাস সুত বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ বিদ্যালঙ্কার, হরিনাথ তর্কালঙ্কার ও পার্ব্বতী সিদ্ধান্ত ২১।

২১। বাসুদেব সুত অভিরাম চক্রবর্ত্তী, মুণিরাম চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ২২। সাং বোর।

২১। গোপীনাথ সুত বুদ্ধিরাম ও কৃষ্ণকিঙ্কর ২২। সাং চোয়বন্দী—রাঢ়দেশ

২১। হরিনাথ সুত কংসারী, ত্রৈলোক্য, গোপীনাথ, ভগীরথ ও জগন্নাথ ২২।

২১। পার্ব্বতী নাথ সুত রামচন্দ্র ২২।

২২। রামচন্দ্র সুত দুর্গারাম ২৩।

২৩। দুর্গারাম সুত রামরাম, অযোধ্যারাম ও বিষ্ণুরাম ২৪।

২৪। রামরাম সুত রামদুলাল ২৫।

২৫। রামদুলাল সুত জগমোহন ও গৌরমোহন ২৬।

২৪। অযোধ্যা সুত গোপীনাথ ২৫।

২৫। গোপীনাথ সুত রাজনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৬।

২৪। বিষ্ণুরাম সুত জয়নারায়ণ ২৫।

১৯। হরিদাস সুত কৃষ্ণদাস ২০।

১৯। ভবানীদাস সুত শ্রীকণ্ঠ ও সৃষ্টীধর ২০।

২০। শ্রীকণ্ঠ সুত চণ্ডীদাস, হরিমিশ্র, কৃষ্ণমিশ্র ও দাশাই ২১।

২১। চণ্ডী সুত জয়রাম ২২।

২১। হরিমিশ্র সুত জগদীশ ও রতিনাথ ২২।

২২। জগদীশ সুত রামানন্দ, রামকৃষ্ণ ও রামনাথ ২৩।

১৯। চতুর্ভুজ সুত শ্রীকান্ত মিশ্র ২০।

১৯। কনকেশ্বর সুত নয়ন ২০।

১৯। লম্বোদর সুত ভবদেব ২০। সাং আজুগড়, খুলনা জেলা।

২০। ভবদেব সুত আচার্য্যশেখর ২১।

২১। আচার্য্যশেখর সুত হৃদয়ানন্দ বাচস্পতি ২২।

২২। হৃদয়ানন্দ সুত ভবানন্দ ও বিদ্যাভূষণ ২৩।

২৩। ভবানন্দ সুত রাজীব চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ২৪। সাং আজুগড়, খুলনা।

২৪। রাজীব সুত মহাদেব ২৫।

২৪। নারায়ণ সুত বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশ ২৫।

২৫। বিশ্বনাথ সুত রামকৃষ্ণ ও নন্দরাম ২৬।

২৬। রামকৃষ্ণ সুত রামসন্তোষ, শ্যামসুন্দর ও আনন্দীরাম সার্ব্বভৌম ২৭।

২৭। রামসন্তোষ সুত রামদুলাল ও রামরুদ্র ২৮।

২৮। রামদুলাল সুত রতন ও মহেশ ২৯।

২৯। রতন সুত নিবারণ ৩০।

২৮। রামচন্দ্র সুত বাঞ্ছারাম ২৯। সুত পার্ব্বতী ও হরশীত ৩০।

২৭। শ্যামসুন্দর সুত রঘুনাথ সিদ্ধান্ত ২৮।

২৮। রঘুনাথ সুত রামতনু ও উগ্রকণ্ঠ ২৯।

২৯। রামরতন সুত মদন, দীননাথ, মধু, রামধন ও হরচন্দ্র ৩০।

২৯। উগ্রকণ্ঠ সুত দিগম্বর ও ফটিক ৩০।

২৭। আনন্দীরাম সার্ব্বভৌম সুত দেবীপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার, গৌরীকান্ত ও তারাচাঁদ ২৮।

২৮। গৌরীকান্ত সুত জনমেজয়, গদাধর ও ঈশ্বর ২৯।

২৯। জনমেজয় সুত শ্রীমন্ত ৩০।

২৮। তারাচাঁদ সুত হরকালী ২৯।

২৬। নন্দরাম সুত রামচরণ, ঘনশ্যাম, রামকিঙ্কর ও নন্দন ২৭।

২৭। রামকিঙ্কর সুত রামকুমার বিদ্যাধর ২৮।

২৮। রামকুমার সুত দীননাথ ও কালাচাঁদ ২৯।

২৭। রামচরণ সুত মাণিক ২৮। সুত রামচাঁদ ২৯। সুত উমাচরণ ৩০।

২৭। ঘনশ্যাম সুত মনোহর ২৮।

২৮। মনোহর সুত গোবিন্দ ২৯। আড়ুগড়, খুল্না।

২৪। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সুত রামেশ্বর সিদ্ধান্ত ও রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী ২৫।

২৫। রামেশ্বর সুত রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, কাশীশ্বর পঞ্চানন ও রতিকান্ত ২৬।

২৬। রামগোবিন্দ সুত নাম অজ্ঞাত ২৭।

২৭। কাশীশ্বর সুত ঘনশ্যাম ও রাজবল্লভ ২৮।

২৭। ঘনশ্যাম সুত আনন্দীরাম ও নন্দদুলাল ২৮।

২৮। আনন্দীরাম সুত রামকানাই ২৯।

২৯। রামকানাই সুত হরিনাথ ৩০।

২৮। নন্দদুলাল সুত রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র বাচস্পতি ২৯।

২৭। রাজবল্লভ সুত গোপীনাথ ও প্রেমনারায়ণ ২৮।

২৮। গোপীনাথ সুত রামগঙ্গা, সদানন্দ ও রামরতন ২৯।

২৮। প্রেমনারায়ণ সুত দুর্গাবর, তারাচাঁদ ও ঈশ্বর ২৯। সাং আড়ুগড়, জেলা খুল্না।

২৬। রতিকান্ত সুত রামশরণ তর্কালঙ্কার, বিষ্ণুরাম সার্ব্বভৌম ও শিবরাম বিদ্যার্ণব ২৭।

২৭। রামশরণ সুত কালীকুমার পঞ্চানন ২৮।

২৮। কালীকুমার সুত বীরেশ্বর তর্কবাগীশ ২৯।

২৭। বিষ্ণুরাম সুত রাজকৃষ্ণ তর্কভূষণ ও মুক্তেশ্বর বিদ্যাবাগীশ ২৮।

২৭। শিবরাম সুত রামলোচন ২৮।

২৮। রামলোচন সুত বিশ্বেশ্বর ২৯। সাং আজুগড়, খুলনা।

২৫। রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী সুত রামনাথ বাচস্পতি, পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, রামানন্দ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ২৬।

২৬। রামনাথ সুত রাধাকান্ত ২৭। সুত রামধন ২৮।

২৮। রামধন সুত কৃষ্ণমোহন ২৯।

২৬। পরমানন্দ সুত রামশঙ্কর ২৭।

২৭। রামশঙ্কর সুত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বনমালী বিদ্যাবাগীশ ২৮।

২৬। রামানন্দ সুত রামকুমার ও হরচন্দ্র ২৭।

২৭। হরচন্দ্র সুত জনার্দ্দন ২৮।

২৬। শ্যামসুন্দর সুত নন্দকিশোর ২৭।

২৭। নন্দকিশোর সুত মদনমোহন, পঞ্চানন শিরোমণি ও পার্ব্বতীনাথ ২৮। সাং আজুগড়, খুলনা জেলা।

২৪। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী সুত রামজীবন ২৫।

২৫। রামজীবন সুত কালিদাস, রামদাস ও লক্ষ্মণ ২৬।

২৬। কালিদাস সুত রামানন্দ ও রামরাম ২৭।

২৭। রামানন্দ সুত শিবরাম ২৮।

২৮। শিবরাম সুত মহেশ ও ঈশ্বর ২৯।

২৭। রামরাম সুত নীলকণ্ঠ ২৮।

২৮। নীলচন্দ্র সুত ভরতচন্দ্র ও কাশীনাথ ২৯।

২৬। লক্ষ্মণ সুত অযোধ্যারাম ও রামকিঙ্কর ২৭।

২৭। অযোধ্যারাম সুত রামসুন্দর বিদ্যাবাগীশ ২৮।

২৮। রামসুন্দর সুত গঙ্গারাম ২৯।

২৭। রামকিঙ্কর সুত রামতনু ও রামধন ২৮। সাং আজুগড়, জেলা খুলনা।

ঘোষাল পশুপাতির ধারা—কৃষ্ণমিশ্রজ।

১৮। নরসিংহ সুত রামচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র, হুকো, চকো, নিনো, সিধো, কুবের, গোবিন্দ ও দুর্গাবর ১৯।

১৯। রামচন্দ্র সুত লোচনদাস, গৌরীবর ও বিকর্ত্তন ২০।

২০। লোচন সুত গোপাল ও বিশ্বেশ্বর ২১।

২১। গোপাল সুত রঘুনাথ ও রামচন্দ্র ২২।

২২। রঘুনাথ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ও রূপনারায়ণ ২৩।

২৩। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত চন্দ্রশেখর, রত্নেশ্বর, জীবনকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র ২৪।

২৪। চন্দ্রশেখর সুত নরনাথ ও যদুনাথ ২৫।

২৪। রত্নেশ্বর সুত জগৎচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ২৫।

২৪। জীবনকৃষ্ণ সুত রুক্মিণীকান্ত ও বাণীকান্ত ২৫।

২৪। প্রাণকৃষ্ণ সুত মহেশ ও উদয় ২৫।

২৪। রামচন্দ্র সুত ঈশান ও যাদব ২৫।

১৯। বিষ্ণুচন্দ্র সুত গৌরীবর, বিকর্ত্তন বা বিকো, পৃথ্বীধর বা পিথো ২০।

২০। গৌরীবর সুত বাসুদেব ২১।

২১। বাসুদেব সুত মধুসূদন ২২।

২২। মধুসূদন সুত হরিজীবন, বিষ্ণুদাস ও লোকনাথ ২৩।

২৩। হরিজীবন সুত যদুনাথ ও বিনোদ ২৪।

২৪। যদু সুত গোপাল, গোপীরমণ ও দেবিদাস ২৫।

১৯। হুকো সুত শ্রীকর, বিদ্যানিধি, পরশুরাম, পরমানন্দ ও রুদ্ররাম ২০।

২০। শ্রীকর সুত রাঘবেন্দ্র ২১।

২১। রাঘবেন্দ্র সুত রঘুনাথ, রূপনারায়ণ ও মথুরানাথ ২২।

২২। রঘুনাথ সুত বল্লভ, রামভদ্র ও রাজীবলোচন ২৩।

২২। রূপনারায়ণ সুত নাম অজ্ঞাত ২৩।

২২। মথুরানাথ সুত পরশুরাম, গোপীনাথ ন্যায়বাগীশ, রামদেব ও কামদেব ২৩।

২৩। পরশুরাম সুত কৃষ্ণদেব ২৪।

২৩। গোপীনাথ সুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত, জয়দেব তর্কবাগীশ ও চন্দ্রশেখর বিদ্যারত্ন ২৪।

২৪। বিষ্ণুরাম সুত রাজবল্লভ ন্যায়ালঙ্কার ও রামনারায়ণ বিদ্যাভূষণ ২৫।

২৫। রাজবল্লভ সুত কালীশঙ্কর তর্কভূষণ ২৬।

২৬। কালীশঙ্কর সুত শ্রীনাথ শিরোমণি, ষষ্ঠীবর ন্যায়পঞ্চানন ২৭।

২৭। শ্রীনাথ সুত শশীশেখর, সূর্য্যকান্ত ও বরদাকান্ত ২৮।

২৭। ষষ্ঠীবর সুত পদ্মলোচন, প্রসন্নচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ২৮।

২৮। গোবিন্দ সুত নিধিরাম ও চিন্তামণি ২৯।

২৩। রামদেব সুত রাধাকৃষ্ণ ২৪।

২৩। কামদেব সুত রুদ্ররাম বিদ্যাবাগীশ ২৪।

২৪। রুদ্ররাম সুত রামশরণ, নন্দকিশোর ও কার্ত্তিক ২৫।

২৫। রামশরণ সুত রামকিঙ্কর, রামজয়, তিলক ও সদাশিব ২৬।

২৬। রামকিঙ্কর সুত জগমোহন ২৭।

২৭। জগমোহন সুত শ্যামাচরণ ও অভয়াচরণ ২৮।

২৬। রামজয় সুত মাধবচন্দ্র, উমাকান্ত ও রামচন্দ্র ২৭।

২৭। মাধব সুত হরচন্দ্র ; অম্বিতাচরণ, চণ্ডীচরণ ও গোবিন্দচরণ ২৮।

২৭। উমাকান্ত সুত প্রিয়নাথ ২৮। সাং মদনপুর, রাণাঘাট, জেলা নদীয়া।

২৭। রামচন্দ্র সুত রামশঙ্কর ২৮।

ঘোষাল পশুপতির ধারা—কৃষ্ণমিশ্রজ।

১৮। বৈকুণ্ঠ সুত বিজয়, গর্ভেশ্বর ও নিত্যানন্দ ১৯।

১৯। নিত্যানন্দ সুত শ্রীকর ২০। শ্রীকর সুত ত্রিপুরারি ২১।

১৯। বিজয় সুত বাচস্পতি, গোপীনাথ আচার্য্য ২০।

২০। বাচস্পতি সুত সোমনাথ; ভবনাথ ও নীলকণ্ঠ ২১।

২১। সোমনাথ সুত শ্রীনিধি ও পুরুষোত্তম ২২।

২১। ভবনাথ সুত সদানন্দ ও শিবানন্দ ২২।

২২। সদানন্দ আচার্য্য সুত শ্রীনাথ আচার্য্য, লক্ষ্মীকান্ত, রামনাথ ভট্টাচার্য্য ও রুক্মিণীকান্ত ২৩।

২৩। শ্রীনাথ সুত কেশব চক্রবর্ত্তী ২৪। সুত শিবরাম চক্রবর্ত্তী ২৫।

২৫। শিবরাম সুত মধু, রামভদ্র, রামদেব ২৬। সাং উপক্ষ মচিরা।

২৩। রুক্মিণীকান্ত সুত রাজীবলোচন ২৪।

২৪। রাজীব সুত রাঘব ও মথুরেশ ২৫। সাং কুমারহট্ট হালিসহর, ২৪ পঃ।

২০। গোপীনাথ সুত গোবিন্দ, বিমলানন্দ, কমলাকর, লোচনদাস, হৃদয় ২১।

২১। গোবিন্দ সুত শ্রীহর্ষ ও শ্রীনিধি ২২।

২০। লক্ষ্মীকান্ত সুত পরমেশ্বর, চন্দ্রশেখর, হৃষীকেশ, পরমানন্দ ও রামকৃষ্ণ ২১।

২১। পরমেশ্বর সুত যুগলকিশোর ও কৃষ্ণকিশোর ২২।

২২। কৃষ্ণকিশোর সুত দয়ারাম ২৩।

২৩। দয়ারাম সুত জীবনধন, মদনমোহন ও গোপীকৃষ্ণ ২৪।

২৪। মদনমোহন সুত হরিনাথ, জগমোহন ও আদিত্যনাথ ২৫।

২৫। আদিত্যনাথ সুত গোপীজনবল্লভ ২৬। সুত রামচরণ ও কৃষ্ণচরণ ২৭।

২৭। কৃষ্ণচরণ সুত অনাথবন্ধু ২৮। সুত শিবশেখর ২৯।

২৯। শিবশেখর সুত রামধন ও জীবনধন ৩০।

৩০। রামধন সুত রামচন্দ্র ৩১। সুত রামশঙ্কর (ভঙ্গ) ও শিবশঙ্কর ৩২।

২৯। গুরুগোবিন্দ সাং রামনগড়, থানা ঝিনাইদহ, জেলা যশোহর। (১২৮পৃঃ)

২৯। গুরুগোবিন্দ সুত দীনবন্ধু ও প্রমথভূষণ (ইহাকে নলডাঙ্গার রাজা

ইন্দুভূষণ দেবরায়কে পোষ্যপুত্র দেওয়া হয়)। **রাজা প্রমথভূষণ** দেব রায় বাহাদুর জীবিত আছেন। তিনি এক্ষণে পুরীবাসী।

৩০। দীনবন্ধু সুত মুরারিমোহন B. L. ৩১। সাং ঝিনাইদহ, জেলা যশোহর।

ঘোষাল পশুপতির ধারা—কৃষ্ণমিশ্রজ।

১৮। মাধব সুত গোপাল, বামন, কৃত্তিবাস, বিশ্বম্ভর, কানু ও চাঁদ ১৯।

১৯। গোপাল সুত সুরানন্দ, নিত্যানন্দ, পরমানন্দ ও মকরন্দ ২০।

২০। নিত্যানন্দ সুত শ্রীনাথ ২১।

১৯। বামন সুত রত্নগর্ভ ও কালিদাস ২০। কালিদাস সুত গোবিন্দ ২১।

২১। গোবিন্দ সুত শ্রীকর ও বিদ্যাবল্লভ ২২।

২২। শ্রীকর সুত সিদ্ধান্তবাগীশ ও রাজীব ২৩।

২৩। সিদ্ধান্তবাগীশ সুত রামভদ্র ন্যায়রত্ন, মহাদেব ন্যায়বাগীশ, রামনারায়ণ ও মথুরেশ ২৪।

২৪। রামভদ্র সুত রত্নেশ্বর, মুকুন্দ, কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ও রামগোবিন্দ বাচস্পতি ২৫।

২৫। রত্নেশ্বর সুত গঙ্গাধর পঞ্চানন ২৬।

২৬। গঙ্গাধর সুত রামচরণ ন্যায়ালঙ্কার, শঙ্কর বিদ্যালঙ্কার ও ভবানীচরণ সিদ্ধান্ত ২৭। সাং আউলা, পঃ আনরপুর।

২৫। কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম সুত রামশরণ ন্যায়বাগীশ ও অনন্তরাম তর্কবাগীশ ২৬।

২৬। রামশরণ ন্যায়বাগীশ সুত রঘুনাথ, রামনাথ, শম্ভুনাথ, হরিরাম কালিদাস, সীতারাম, লক্ষ্মণ, কেবলরাম ও রামশঙ্কর ২৭। সাং আউলা।

২৬। অনন্তরাম সুত রামচরণ ন্যায়পঞ্চানন, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, দয়ারাম বাচস্পতি ২৭। সাং বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

২৫। রামগোবিন্দ বাচস্পতি সুত রামানন্দ বিদ্যাবাগীশ ২৬। সাং আউলা, পোঃ আনারপুর।

২৪। মহাদেব ন্যায়বাগীশ সুত রামদেব, গোপীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, রামগোবিন্দ তর্কপঞ্চানন, রাজেন্দ্র তর্কবাগীশ ও মাধব বিদ্যাভূষণ ২৫। সাং আড়িয়াদহ, জেলা ২৪ পরগণা।

২৫। রামদেব সুত শিবদেব ২৬।

২৫। গোপীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সুত কৃষ্ণচরণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী ২৬। সাং কামারহাটী, জেলা ২৪ পরগণা।

২৬। কৃষ্ণচরণ সুত রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ, রামদুলাল ও রামসুন্দর বিদ্যাবাচস্পতি ২৭।

২৫। রামগোবিন্দ সুত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য, রমাকান্ত বিদ্যাভূষণ, রমানাথ ন্যায়বাচস্পতি, কেশব ভট্টাচার্য্য ও রামদাস ভট্টাচার্য্য ২৬। সাং পুড়, পোঃ কাথুলিয়া।

২৬। কৃষ্ণরাম সুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও রামজীবন ন্যায়ালঙ্কার ২৭।

২৭। কমলাকান্ত সুত রামহরি, রামনারায়ণ ও শিবচন্দ্র ২৮।

২৮। রামহরি সুত কৃষ্ণহরি পাঞ্চতীর্থ ২৯।

২৮। রামনারায়ণ সুত রামজীবন তর্কবাগীশ ও জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম ২৯।

২৯। রামজীবন সুত রামজয়, নীলকণ্ঠ, রাজারাম সিদ্ধান্ত ৩০। সাং বারাশত, পরগণা আনরপুর।

২৯। জনার্দ্দন সুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও রুদ্ররাম বাচস্পতি ৩০।

৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সুত দুর্গারাম বিদ্যালঙ্কার ও লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কবাগীশ ৩১। সাং কলিকাতা।

৩১। দুর্গারাম সুত কালীচরণ সিদ্ধান্ত ও হরিচরণ তর্কভূষণ ৩২।

৩২। কালীচরণ সুত শিবনারায়ণ ৩৩।

৩১। হরিচরণ সুত জয়নারায়ণ, রাজনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও কাশীনাথ ৩৩।

৩১। লক্ষ্মণচন্দ্র সুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ৩২।

৩২। কালীপ্রসাদ সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ও ভৈরবচরণ ৩৩।

৩০। রুদ্ররাম বাচস্পতি সুত দয়ারাম বাচস্পতি, কালীচরণ সিদ্ধান্ত ও শ্যাম বিদ্যাপঞ্চানন ৩১।

৩১। দয়ারাম সুত রামদুলাল ৩২।

৩১। কালীচরণ সুত গঙ্গাচরণ ৩২।

৩১। শ্যাম বিদ্যাপঞ্চানন সুত হরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ৩২।

২৬। রমানাথ সুত কৃষ্ণচরণ ন্যায়বাগীশ, দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ, কন্দর্প তর্কসিদ্ধান্ত ২৭।

ঘোষাল পশুপতির ধারা—তেঁইজ।

১৭। বনমালী সুত গঙ্গাধর, উমাপতি ও নিধিরাম বা নিধো ১৮।

১৮। গঙ্গাধর সুত শত, সর্ব্বানন্দ, অচ্যুত ও পদ্মনাভ ১৯।

১৯। সর্ব্বানন্দ সুত শ্রীনাথ ২০।

১৯। পদ্মনাভ সুত প্রভাকর ২০।

২০। প্রভাকর সুত ত্রিলোচন ২১। সুত সত্যবান ২২।

২২। সত্যবান সুত সূর্য্যকান্ত, কমলাকর ও পুরন্দর ২৩।

২৩। সূর্য্য সুত জগদানন্দ কবিরাজ ২৪।

২৪। জগদানন্দ সুত রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ বা লখো ২৫।

২৫। লক্ষ্মণ বা লখো সুত যদুনাথ ও কৃপানাথ ২৬।

২৩। কমলাকর সুত বামাকর, দিবাকর, সুধাকর ও রবিকর ২৪।

১৮। উমপতি সুত বিশ্বনাথ ১৯।

১৯। বিশ্বনাথ সুত সদাশিব ও বিকর্ত্তন ২০।

২০। সদাশিব সুত নারায়ণ ২১।

২১। নারায়ণ সুত রঘুনাথ ২২। সাং বাগোনশা।

১৮। নিধিরাম বা নিধো সুত ব্যাস ১৯। ব্যাসদেব সুত কামদেব ২০।

২০। কামদেব সুত মহাদেব ২১। সুত ভবদেব ২২। সুত শিবদেব ২৩।

ঘোষাল পশুপতির ধারা—তেঁইজ।

১৭। সুগা সুত সাগর, কানু, আনন্দ, মদন, গোবিন্দ, মার্কণ্ডেয় ও ব্যাস ১৮।

১৮। সাগর সুত লম্বোদর, মনোহর, নীলাম্বর, শ্রীকর, গণেশ বা গণ ১৯।

১৯। লম্বোদর সুত ষষ্ঠীবর ও দুর্গাবর ২০।

২০। ষষ্ঠীবর সুত রাম ২১। দুর্গাবর সুত নারায়ণ ২১।

১৮। কানু সুত লক্ষ্মণ বা লখাই, কামাই, বাসুদেব, নাথু ও চণ্ডীবর ১৯।

১৯। লক্ষ্মণ বা লখাই সুত মালাধর, পরাশর, পীতাম্বর বা পদ্মাম্বর ও ষষ্ঠীবর ২০।

২০। মালাধর সুত দৈত্যারি ২১।

২০। পরাশর সুত রত্নাকর, কমলেশ্বর, শ্রীনাথ ও পুরন্দর ২১।

২১। রত্নাকর সুত রামচন্দ্র ২২। সুত চণ্ডীদাস ২৩। সুত নরসিংহ ২৪।

২০। পীতাম্বর সুত কংসারী ২১।

১৯। কামদেব বা কামাই সুত মহাদেব ২০।

১৯। বাসুদেব সুত বংশীধর ও পুরন্দর ২০।

২০। বংশীধর সুত অভিমন্যু ও বিশ্বনাথ ২১।

২১। অভিমন্যু সুত গৌরী, অশোক ও কামদেব ২২।

২২। গৌরী সুত কার্ত্তিক ২৩।

২২। অশোক সুত জয়রাম ও জগদীশ ২৩।

২৩। জয়রাম সুত গোবিন্দরাম ২৪।

২৪। গোবিন্দরাম সুত হরিশ ২৫।

২৩। জগদীশ সুত রামভদ্র ও কমলাকান্ত ২৪।

২৪। রামভদ্র সুত কৃষ্ণচরণ ও রামচরণ ২৫।

২৫। কৃষ্ণচরণ সুত ভগবতী, নবনী, সুবুদ্ধি ও ভৃগুরাম ২৬।

২৫। রামচরণ সুত রাজারাম ও রাধাবল্লভ ২৬।

১৯। নাথু সুত ষষ্ঠীদাস ২০। সুত যদুনাথ ২১।

২১। যদুনাথ সুত গোপীনাথ ও দিবাকর ২২।

১৮। আনন্দ সুত গোকুলবিহারী ১৯।

১৮। মদন সুত ধনপতি বাচস্পতি ১৯। ধনপতি সুত গঙ্গাধর ২০।

২০। গঙ্গাধর সুত ধ্রুবানন্দ, পরমানন্দ, মুড়ানন্দ ও লক্ষ্মীকান্ত ২১।

২১। ধ্রুবানন্দ সুত কংসারি ২২।

২১। লক্ষ্মীকান্ত সুত শ্রীরাম ২২। সুত গৌরীচরণ ২৩।

২৩। গৌরীচরণ সুত কৃষ্ণরাম ২৪।

২৪। কৃষ্ণরাম সুত রামসুন্দর, রামদুলাল, কালীপ্রসাদ, ভৈরবচন্দ্র ও ব্রজনাথ ২৫।

২৫। রামসুন্দর সুত শ্রীনাথ, আনন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ ও রাধানাথ ২৬।

২৫। রামদুলাল সুত কালাচাঁদ, রামচাঁদ ও প্রেমচাঁদ ২৬।

২৫। কালীপ্রসাদ সুত মদনচন্দ্র, ভগবান্ ও ত্রিলোচন ২৬।

২৫। ভৈরবচন্দ্র সুত শশাঙ্কশেখর ২৬।

২৫। ব্রজনাথ সুত গিরীশচন্দ্র ২৬। সাং তাতলা, রাণাঘাট, নদীয়া জেলা।

১৯। বাচস্পতি সুত কংসারি ও ত্রিপুরারি ২০।

(গ) ঘোষাল সার্থক বা সেথোর ধারা (১১৪ পৃঃ)

১৫। সার্থক বা সেথো (ইনি বিশ্বজ গ্রামবাসী, ইহার সন্তানগণকে বিশ্বজ গ্রামের ঘোষাল কহে)। তৎসুত শিব, দনু, বিজো, মাঙ্গলিক ও মহীপতি ১৬।

১৬। শিব সুত সাগর ও গণপতি ১৭।

১৭। সাগর সুত কিনু, কুলপতি, দুর্গাবর ও পরাশর ১৮।

১৮। কিনু সুত শ্রীনাথ ও গোপীনাথ ১৯।

১৯। শ্রীনাথ সুত ত্রিলোচন, মকরন্দ, চক্রপাণি ও সুধাকর ২০।

২০। ত্রিলোচন সুত কেশব, অচ্যুত ও অনন্ত ২১।

২১। কেশব সুত যদু, মধু ও রঘু ২২।

২২। যদু সুত কুমুদ ও সদানন্দ ২৩। কুমুদ সুত রাজারাম ২৪।

২২। মধু—(ভঙ্গ) সুত রতিনাথ ২৩। সুত চাঁদ ও নয়ন ২৪।

২৪। চাঁদ সুত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ২৫।

২৫। রাম সুত লব ও কুশ ২৬

২৫। লক্ষ্মণ সুত নাম অজ্ঞাত।

২৫। ভরত সুত ঐ ঐ।

২৫। শত্রুঘ্ন সুত ঐ ঐ।

২২। রঘু সুত রাম ২৩।

২০। মকরন্দ সুত সুরানন্দ ও সুরোত্তম ২১।

২০। চক্রপাণি সুত যুধিষ্ঠির, বাচস্পতি, নকুল ও নারায়ণ ২১।

২১। যুধিষ্ঠির সুত কমল ২২। সুত জগত ২৩।

২০। সুধাকর সুত ধ্রুবানন্দ, হিরণ্য ও ভরত ২১।

২১। ধ্রুবানন্দ সুত কুমুদ ও কাশী ২২।

২১। হিরণ্য সুত মুরারি, জিতামিত্র ও কৃষ্ণ ২২।

২২। মুরারি সুত গঙ্গাদাস ও চৈতন্যদাস ২৩।

২৩। গঙ্গাদাস সুত শ্যামদাস ও মোহন ২৪।

২৪। শ্যামদাস সুত দোকড়ি ২৫।

২৪। মোহন সুত আনন্দ, বৃন্দাবন ও কামদেব ২৫।

২২। জিতামিত্র সুত বংশীধর, হরিবল্লভ ও গোপীজন ২৩।

২৩। বংশীধর সুত ঘনশ্যাম ২৪। সাং দিকনগর, রাণাঘাট, নদীয়া।

২৩। গোপীজন সুত দুর্গাদাস, মোহন, বৈষ্ণব, যজ্ঞেশ্বর ও নৃসিংহ ২৪।

২২। কৃষ্ণ সুত গোবিন্দ ও বাসুদেব ২৩।

১৯। গোপীনাথ সুত শ্রীনিবাস মিশ্র ২০।

২০। শ্রীনিবাস সুত রাম, জগদানন্দ, বাসুদেব, বল্লভাচার্য্য, ভট্টবর ও নরহরি ২১।

২১। রাম সুত কৃষ্ণানন্দ, অনন্ত ও অনিরুদ্ধ ২২।

২২। কৃষ্ণানন্দ সুত রাঘব ২৩।

২১। জগদানন্দ সুত পদ্মনাভ, কংশারি, লোকনাথ ও নারায়ণ ২২।

২২। পদ্মনাভ সুত কামদেব ২৩। কামদেব সুত শিবদাস ২৪।

২৪। শিবদাস পুত্র জয়হরি ২৫।

২১। বাসুদেব পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ বা পুণ্ড, মহেশ, মহাদেব ও যদু ২২।

২২। পুণ্ডরীকাক্ষ পুত্র মথুর ও গোপাল ২৩। মথুর পুত্র অভিরাম ২৪।

২৪ অভিরাম পুত্র কমল ও মনোহর ২৫।

২৫। কমল পুত্র গোবর্দ্ধন ও হরেকৃষ্ণ ২৬।

২৫। মনোহর সুত চতুর্ভুজ, জয়হরি ও হরিহর ২৬।

২২। মহেশ সুত কার্ত্তিক ও গণেশ ২৩।

২২। মহাদেব সুত গোবিন্দ ২৩। সুত চিরঞ্জীব ২৪।

২৪। চিরঞ্জীব সুত গৌরাঙ্গ, পরশুরাম ও বলরাম ২৫।

২৫। গৌরাঙ্গ সুত দুর্গাদাস, অনন্তরাম ও অযোধ্যারাম ২৬।

২২। লোকনাথ সুত ভোলানাথ ও রাজেন্দ্র ২৩।

২৩। ভোলানাথ সুত রাধাবল্লভ, গোপীবল্লভ ও রমাবল্লভ ২৪।

২২। নারায়ণ সুত সনাতন ২৩। সুত ঘটকমণি ২৪।

২৪। ঘটকমণি সুত রামরাম, কৃষ্ণরাম, গোপীরাম ও জয়কৃষ্ণ ২৫।

২৫। রামরাম সুত রূপরাম ২৬। কৃষ্ণরাম সুত নিধিরাম ২৬।

২৪। রাধাবল্লভ সুত জগতবল্লভ ২৫।

২৪। গোপীবল্লভ সুত, কেশব, কিঙ্কর ও দয়ারাম ২৫।

২১। বল্লভাচার্য্য সুত বাচস্পতি মিশ্র ও কাশী মিশ্র ২২।

২২। বাচস্পতি সুত গোপাল ২৩।

২২। কাশী সুত রঘুনাথ ও বাণীনাথ ২৩।

২১। ভট্টবর সুত কৃষ্ণানন্দ ২২।

২১। নরহরি সুত জানকীরাম, বিষ্ণুরাম, রমানাথ, গৌরীনাথ ও ভবনাথ ২২।

২২। জানকীরাম সুত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ ২৩।

২২। বিষ্ণুরাম সুত মধুসূদন ২৩।

২২। রমানাথ সুত রতিনাথ ও বৈদ্যনাথ ২৩।

২৩। রতিনাথ সুত কামেশ্বর ২৪।

২৩। বৈদ্যনাথ সুত শিবরূপ ও রামরূপ ২৪।

২২। ভবনাথ সুত গুণানন্দ ২৩। সুত বলরাম ও হরিরাম ২৪।

২৪। বলরাম সুত রাজারাম ২৫।

২৪। হরিরাম সুত রামনারায়ণ, বীরেশ্বর, গোবিন্দ, ভবানন্দ, অনন্তরাম, হৃষীকেশ ও দামোদর ২৫।

ঘোষাল সেথোর ধারা—সাগরজ

১৮। কুলপতি সুত জগন্নাথ, রামনাথ ও গদাধর ১৯।

১৯। জগন্নাথ সুত দীনবন্ধু ২০।

১৯। রামনাথ সুত বলাই, চিরাই ও অনন্ত ২০।

সগরজ

১৮। দুর্গাবর সুত শ্রীধর, দেবীবর ও মহেশ্বর ১৯।

১৯। শ্রীধর সুত মাধব, বাণী, হরিগোবিন্দ ও দৈবকীনন্দন ২০।

২০। দৈবকীনন্দন সুত কুমুদ ২১।

২১। কুমুদ সুত জয়কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও অভিরাম ২২।

২২। অভিরাম সুত রামজীবন, গৌরাঙ্গ, রমাকান্ত ও রামচরণ ২৩।

২৩। রামজীবন সুত মনোহর ও মদন ২৪।

২৩। গৌরাঙ্গ সুত কৃষ্ণরাম ২৪।

২৩। রমাকান্ত পুত্র গোপাল, গোপীনাথ ও রামনাথ ২৪।

২৩। রামচরণ পুত্র রাজবল্লভ ও জানকীবল্লভ ২৪।

১৯। দেবীবর পুত্র মুক্তিরাম ২০।

১৯। মহেশ্বর পুত্র নয়নচাঁদ ২০।

ঘোষাল সেথোর ধারা সাগরজ

১৮। পরাশর পুত্র লোকনাথ ও ষষ্ঠীবর ১৯।

১৯। লোকনাথ পুত্র জ্ঞানানন্দ ও গুণানন্দ ২০।

২০। জ্ঞানানন্দ পুত্র গোপীকান্ত ১। পুত্র গঙ্গারাম ২২।

২২। গঙ্গারাম পুত্র বলরাম, রাধাবল্লভ, প্রহ্লাদ ও রূপরাম ২৩।

২৩ বলরাম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ২৪।

২০। গুণানন্দ পুত্র পরমানন্দ, রাঘবানন্দ, পঞ্চানন্দ ও সদানন্দ ২১।

২১। পরমানন্দ পুত্র বল্লভানন্দ ২২।

২১। পঞ্চানন্দ পুত্র রামায়ণ ও পরশুরাম ২২।

ঘোষাল সেথোর ধারা—শিবজ

১৭। গণপতি পুত্র কুবের, অরবিন্দ ও কেশব ১৮।

১৮। কুবের পুত্র নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর, দুর্গাবর ও দোকড়ি ১৯।

১৯। নিত্যানন্দ পুত্র কৌতুক, মালাধর, শ্রীমন্ত খাঁ ঘটক ও পুরন্দর খাঁ ২০।

২০। পুরন্দর পুত্র অনন্ত, বাণী, কানু, অমর, রামানন্দ ২১।

২১। অমর পুত্র বল্লভরাম ২২। ১৯ সুরেশ্বর পুত্র কুলধ্বজ ২০।

২০। কুলধ্বজ পুত্র অশোক ২১। পুত্র দুর্লভ ২২।

২২। দুর্লভ পুত্র রামগোপাল, গঙ্গারাম, রামনারায়ণ ও রামচন্দ্র ২৩।

২৩। রামগোপালপুত্র কৃষ্ণজীবন ২৪। পুত্র রামগোবিন্দ ২৪।

২৩। গঙ্গারাম পুত্র রঘুরাম ওরফে শুকদেব, রামশরণ, রূপরাম, শ্যামরাম, গোপীরাম ও কাশীরাম ২৪।

২৪। রঘুরাম ওরফে শুকদেব পুত্র হৃদয় ও রামদেব ২৫।

২৩। রামনারায়ণ পুত্র বিষ্ণুচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র ২৪।

২৩। রামচন্দ্র পুত্র যদু, রামহরি ও রামচরণ ২৪।

১৯। দুর্গাবর পুত্র পদ্মনাভ ও কৌতুক ২০।

২০। কৌতুক পুত্র গোবিন্দ ও রামহরি ২১।

২১। গোবিন্দ পুত্র মহানন্দ, যাদব ও দৈবকীনন্দন ২২।

২২। মহানন্দ পুত্র রাঘব ২৩।

১৯। দোকড়ি পুত্র পুরন্দর বা পুরাই, সত্যবান, বলাই, জগৎ ও উমাপতি ২০।

২০। পুরন্দর বা পুরাই পুত্র রমানাথ, গোপীনাথ ও বাণীনাথ ২১।

২১। রমানাথ বিদ্যাভূষণ পুত্র রামভদ্র ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও মহেশ ভট্টাচার্য্য ২২।

২২। রামভদ্র পুত্র শুভঙ্কর ও নারায়ণ ২৩।

২২। লক্ষ্মীকান্ত পুত্র সুন্দর, বাসুদেব, রামরাম ও সর্ব্বানন্দ ২৩।

২৩। সুন্দর পুত্র বাগেশ্বর ও রামচরণ ২৪।

।২৩ বাসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ২৪।

২৩। রামরাম পুত্র রামহরি ও রামগোবিন্দ ২৫।

২৩। সর্ব্বানন্দ পুত্র গোপীনাথ ২৪।

২২। মহেশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুত্র জয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও রূপনারায়ণ ২৩।

২৩। জয়কৃষ্ণ পুত্র মথুরানাথ ও রঘুদেব ২৪।

১৮। অরবিন্দ পুত্র শিব ও নকড়ি ১৯।

১৯। নকড়ি পুত্র পুরন্দর, রাজ্যধর, বিদ্যাধর, মালাধর ও গঙ্গাধর ২০।

২০। পুরন্দর পুত্র শ্রীধর ও মহেন্দ্র ২১।

২১। মহেন্দ্র পুত্র রাঘব ও রামভদ্র ২২। রাঘব পুত্র শ্রীরাম ২৩।

২৩। শ্রীরাম পুত্র কৃষ্ণদাস ও রাধাবল্লভ ২৪

ঘোষাল সার্থক বা সেথোজ—

১৬। দনু পুত্র তারাপতি ১৭। পুত্র বিশ্বেশ্বর বা বিশু ১৮।

১৮। বিশ্বেশ্বর বা বিশু পুত্র দিগম্বর ও হেরম্ব ১৯।

১৯। দিগম্বর পুত্র শঙ্কর ২০।

২০। শঙ্কর পুত্র মাধব, পদ্মানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ ২১।

২১। পদ্মানন্দ পুত্র ধ্রুবানন্দ ও মুকুন্দ ২২।

২২। ধ্রুবানন্দ পুত্র রাঘব ২৩।

২২। মুকুন্দ পুত্র জগদানন্দ ও শিবানন্দ ২৩।

১৯। হেরম্ব পুত্র পরমেশ্বর ও মহেশ্বর ২০।

২০। পরমেশ্বর পুত্র দেবানন্দ বা দেবাই, ভবানন্দ বা ভবাই, মহানন্দ, কালিদাস, হৃদয় ও নিতাই ২১।

ঘোষাল সার্থক বা সেথোজ—

১৬। মহীপতি পুত্র দানবপতি, দাশরথি বা দাশু ১৭।

১৭। দানবপতি পুত্র মুরারি, বৎস, শ্রীকণ্ঠ ও দামোদর ১৮।

১৮। মুরারি পুত্র ষষ্ঠীধর বা ষাঠ ১৯।

১৯। ষষ্ঠী সুত পাঁচু, চণ্ডী ও শঙ্কর ২০।

২০। পাঁচু পুত্র হৃদয়, মৃত্যু, গোবিন্দ ও দামোদর ২১।

২০। চণ্ডী পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, শ্রীবর ও শ্রীকর ২১।

২১। শ্রীকর পুত্র লোকনাথ আচার্য্য ২২। পুত্র চৈতন্য ২৩।

১৮। শ্রীকণ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধ ১৯। পুত্র জগন্নাথ ২০।

২০। জগন্নাথ পুত্র সাবো ২১। পুত্র ষাঠো বা ষষ্ঠী ২২।

১৭। দাশরথি বা দাশু পুত্র নন্দন, নরসিংহ ও অনন্ত ১৮।

১৮। নন্দন পুত্র রঘু ও লম্বোদর ১৯।

১৯। রঘু পুত্র পশো, কিনো, চুকো, ছয়ি ও রাম ২০।

১৯। লম্বোদর পুত্র মালাধর, দুর্গাবর ও গঙ্গাধর ২০।

১৮। নরসিংহ পুত্র শ্রীপতি ও কুলপতি ১৯।

১৮। অনন্ত পুত্র গোবিন্দ ১৯। পুত্র দামোদর ২০।

২০। দামোদর পুত্র মধু, কৃষ্ণ ও কাকুস্থ ২১।

২১। মধু পুত্র সুষেণ ঘটক ও যাদব ঘটক ২২।

২২। সুষেণ পুত্র রাজীব ঘটকরায়, পদ্মলোচন ও দুর্গাদাস ২৩।

২২। যাদব পুত্র বল্লভ ঘটক ২৩।

ঘোষাল সার্থক বা সেথোজ—

১৬। মাঙ্গলিক পুত্র কুবের ও বাসুদেব ১৭।

১৭। কুবের পুত্র শ্রীপতি ও গুণাকর ১৮। শ্রীপতি পুত্র বিষ্ণু ১৯।

১৯। বিষ্ণু পুত্র ভাস্কর ও পিথো ২০।

২০। ভাস্কর পুত্র অশোক ও শ্রীনাথ ২১।

২১। অশোক পুত্র লোকনাথ, কেশব, নয়ন ও জিতামিত্র ২২।

১৮। গুণাকর পুত্র নীলাম্বর, পীতাম্বর, দিগম্বর, মেঘনবি, পঞ্চানন, পুরন্দর, শশী ও বিনায়ক ১৯।

১৯। নীলাম্বর পুত্র শ্রীনিধি ২০। পুত্র নয়ন ২১।

১৯। শশী পুত্র অশ্বপতি ২০। পুত্র চন্দ্রকর ২১। পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ২২।

২২। পুণ্ডরীকাক্ষ পুত্র যদু ও রমানাথ ২৩

১৯। বিনায়ক পুত্র নারায়ণ ২০।

২০। নারায়ণ পুত্র পদ্মনাভ, শ্রীধর, ধনপতি বা ধনো ২১।

২১। শ্রীধর পুত্র শ্রীবৎস, অমোঘ ও হিরণ্য ২২।

২১। ধনপতি বা ধনো পুত্র অশোক ২২।

১৭। বাসুদেব পুত্র শৌরী, বিষ্ণু, মদন, মনোহর ও শ্রীপতি ১৮।

১৮। বিষ্ণু পুত্র দেবীবর ও গৌরীবর ১৯।

১৯। গৌরীবর পুত্র লক্ষ্মীনাথ, কাশীনাথ ও কেশব ২০।

২০। কেশব পুত্র রঘুনাথ ও বাসুদেব ২১।

২১। রঘুনাথ পুত্র মুকুন্দ ২২।

২২। মুকুন্দ পুত্র কনকেশ্বর, বলরাম ও কানুরাম ২৩।

২৩। কনকেশ্বর পুত্র জয় ২৪।

১৮। শ্রীপতি পুত্র উদ্ধারণ ১৯।

১৯। উদ্ধারণ পুত্র প্রভাকর, প্রিয়ঙ্কর, হরি ও অর্জ্জুন ২০।

২০। প্রভাকর পুত্র হিরণ্য, রজনীকর ও দশরথ ২১।

২১। হিরণ্য পুত্র অগস্ত মিশ্র ২২।

২১। দশরথ পুত্র শ্রীনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ ২২।

২২। ত্রৈলোক্যনাথ পুত্র গোপী, মঙ্গল ও শুকদেব ২৩।

২৩। শুকদেব পুত্র কেশব ভট্টাচার্য্য ২৪। পুত্র বিষ্ণুরাম, গোবিন্দ ও কৃষ্ণানন্দ ২৫।

(ঘ) মার্কণ্ডেয় বংশ—বনগ্রামী ঘোষাল (১১৪ পৃঃ)

১৫। মার্কণ্ডেয় পুত্র পুণ্ড, নেকড়ি, বলবান, শ্রীধর, অনন্ত ও হল ১৬।

[মার্কণ্ডেয় নবগ্রামবাসী. এই নবগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান ও হাওড়া জেলায় নবগ্রাম নামক গ্রামও আছে]

১৬। পুণ্ড পুত্র রাঘব, বিভো, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ বা নিতো ও মাধব ১৭।

১৭। রাঘব সুত জগ, কৃত্তিবাস, শশীধর, ছকড়ি, রাম ও জয়পতি ১৮।

১৮। জগ পুত্র চক্রপাণি, শ্রীপতি, উমাপতি ও নরসিংহ ১৯।

১৯। চক্রপাণি পুত্র বিনায়ক ২০।

২০। বিনায়ক পুত্র যুধিষ্ঠির, সত্যবান ও অর্জ্জুন ২১।

২১। যুধিষ্ঠির পুত্র পাঁচু ২২। ২১। সত্যবান পুত্র চান্দো ২২।

২২। চান্দো পুত্র পরাশর, নিমাই ও গদাই ২৩।

২৩। পরাশর পুত্র দৈবকীনন্দন, রঘুনাথ ও জনার্দ্দন ২৪।

২৪। দৈবকীনন্দ পুত্র চিরঞ্জীব ২৫।

২৪। রঘুনাথ পুত্র গোপীনাথ, জানকীনাথ ও ভোলানাথ ২৫।

২৩। নিমাই পুত্র নয়ন, জগৎ, কৃষ্ণানন্দ ও রামানন্দ ২৪।

২৩। গদাই পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ২৪।

২৪। রাম পুত্র গঙ্গাদাস, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, শিবদাস, চৈতন্যদাস ও বৈষ্ণবদাস ২৫।

২৫। গঙ্গারাম পুত্র মহানন্দ ২৬।

২৫। চণ্ডীদাস পুত্র রামনারায়ণ, রামরাম ও গোবিন্দরাম ২৬।

২৬। রামনারায়ণ পুত্র শিবরাম ২৭।

২৬। রামরাম পুত্র মনোহর, দুর্গারাম, কানু ও রামচন্দ্র ২৭।

২৬। গোবিন্দরাম পুত্র রামদেব ২৭।

২৫। দেবীদাস পুত্র বলরাম, রাজারাম ও জানকীরাম ২৬।

২৬। বলরাম পুত্র রামনাথ, প্রাণনাথ, হরিনারায়ণ, রূপনারায়ণ ও রামেশ্বর ২৭।

২৬। রাজারাম সুত জীবনকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণরাম ২৭।

২৬। জানকীরাম পুত্র মহাদেব ২৭। সাং খুটুন্দি।

২১। অর্জ্জুন পুত্র মাধব ২২। পুত্র শ্রীগর্ভ কবিরাজ ২৩।

২৩। শ্রীগর্ভ পুত্র শূলপাণি ২৪।

২৪। শূলপাণি পুত্র নারায়ণ, চক্রপাণি ও দণ্ডপাণি ২৫।

২৫। নারায়ণ পুত্র বিপ্রদাস ২৬। পুত্র পুরন্দর বা পুরাই ২৭।

২৭। পুরন্দর বা পুরাই পুত্র দণ্ডপাণি ২৮।

২৮। দণ্ডপাণি পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, নরহরি ও সঙ্কেত ২৯।

২৯। সহদেব পুত্র শ্রীধর, দিবাকর ও গণেশ ৩০।

৩০। শ্রীধর পুত্র নিকেতন ও শ্রীশ্চন্দ্র ৩১। নিকেতন সুত বক্রেশ্বর ৩২।

৩১। শ্রীচন্দ্র পুত্র নারায়ণ ৩২।

২৯। নরহরি পুত্র যদু মিশ্র ও লোকনাথ ৩০। যদু পুত্র শিব ৩১।

২৯। সঙ্কেত পুত্র নিতাই ৩০।

১৯। শ্রীপতি পুত্র বাসুদেব, মহাদেব, কন্দর্পদেব ও সুধাকর ২০।

২০। বাসুদেব পুত্র অনিরুদ্ধ ২১।

২০। মহাদেব পুত্র দৈত্যারি ও জনার্দ্দন ২১।

২১। দৈত্যারি পুত্র রঘুরাম, শ্রীমুখ, লোহারাম বা লোহাই ও গোপাল ২২।

২২। রঘুরাম পুত্র অযোধ্যারাম ২৩।

২২। শ্রীমুখ পুত্র চণ্ডীদাস ২৩।

২২। গোপাল পুত্র অভিরাম ২৩।

২১। জনার্দ্দন পুত্র কৃষ্ণানন্দ ২২।

২২। কৃষ্ণানন্দ পুত্র শ্রীনিবাস ও গোপীনাথ ২৩।

২৩। শ্রীনিবাস পুত্র গৌরীবর ২৪। পুত্র সাগর, বৈদ্যনাথ ও বলভদ্র ২৫।

১৮। কৃত্তিবাস পুত্র বাঞ্ছ ও মহীপতি ১৯।

১৯। বাঞ্ছ পুত্র শ্রীকান্ত, রবিকান্ত ও রক্ষিত ২০।

২০। শ্রীকান্ত পুত্র জগন্নাথ মিশ্র, বলভদ্র, রাজাধর, ত্রিবিক্রম, শিবানন্দ ও বৃহস্পতি ২১

২০। রক্ষিত পুত্র সুরেশ্বর ২১।

২১। সুরেশ্বর পুত্র দেবনাথ বা দেবাই, সোমেশ্বর বা সোমাই ও মহেশ্বর ২২।

২২। দেবনাথ পুত্র যদু, গোপীকবি, হরিহরেশ্বর আচার্য্য ও শ্রীরাম ২৩।

২৩। যদু পুত্র দেবানন্দ আচার্য্য ২৪। পুত্র রামভদ্র ও বীরভদ্র ২৫।

২৫। রামভদ্র পুত্র মাধব, সন্তোষ ও হরিচরণ ২৬।

২৫। বীরভদ্র পুত্র ইষ্ট রাম ২৬।

২৩। গোপী কবি পুত্র দীনবন্ধু কবি ২৪।

২৩। হরিহরেশ্বর আচার্য্য সুত রামচন্দ্র ও ঈশ্বর ভট্টাচার্য্য ২৪।

২৪। ঈশ্বর ভট্টাচার্য্য সুত জয়রাম, গঙ্গারাম ও গোপীরাম ২৫।

২২। সোমেশ্বর বা সোমাই সুত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ২৩।

১৯। মহীপতি সুত দুর্গাবর ও গণপতি ২০।

২০। দুর্গাবর সুত কংসারি ও পদ্মনাভ ২১।

২১। কংসারি সুত নারায়ণ, কেশব, মহাকাল, পরমানন্দ ও মধু ২২।

২২। নারায়ণ সুত কাশীনাথ ও রঘুনাথ ২৩।

২৩। কাশীনাথ সুত মথুরেশ্বর ও রামেশ্বর ২৪।

২৪। মথুরেশ্বর সুত রমাকান্ত ২৫।

২৫। রমাকান্ত সুত গোবিন্দ, রামহরি, শঙ্কর, বলরাম ও গোকুলরাম ২৬।

২৬। গোবিন্দ সুত কৃষ্ণরাম ও কৃষ্ণচরণ ২৭।

২৪। রামেশ্বর সুত জয়কৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ ও গঙ্গারাম ২৫। জয় সুত হরি ২৬।

২১। পদ্মনাভ সুত ভুবন, বাসুদেব ও কামদেব ২২।

২২। ভুবন সুত যদু ও রত্নগর্ভ ২৩।

২২। বাসুদেব সুত গোবিন্দ, দামোদর ও ধনাই ২৩।

২৩। গোবিন্দ সুত কুবের, রঙ্গলাল, বাদলী ও দিনকর ২৪।

২৪। কুবের সুত গুণাকর ২৫। সুত পাঁচু ২৬।

২৬। পাঁচু সুত লক্ষ্মীনাথ ২৭। সুত ভূপতি ২৮।

২৮। ভূপতি সুত উদয়নারায়ণ, গোপীনাথ ও পদ্মাকর ২৯।

২৯। পদ্মাকর সুত মৃত্যুঞ্জয়, হরি ও সাগর ৩০।

৩০। মৃত্যুঞ্জয় সুত হৃদয় ও ধ্রুবানন্দ ৩১।

৩১। হৃদয় সুত শ্রীনাথ ও হিরণ্য ৩২।

৩২। শ্রীনাথ সুত শিবরাম ও পরশুরাম ৩৩।

৩৩। শিবরাম সুত হরিরাম ও সুদাম ৩৪।

৩৪। সুদাম সুত রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, মাধব, কৃষ্ণকিঙ্কর ও মুরলিধর ৩৫।

৩৫। মুরলীধর সুত পীতাম্বর ও হরিপ্রসাদ ৩৬।

২০। ধনপতি সুত দানবারি, ভাস্কর ও হরিহর ২১।

২১। হরিহর সুত শ্রীগর্ভ, সনাতন, পুষ্পরাক্ষ, সোমনাথ ২২। সাং দক্ষিণখণ্ড. জেলা মুর্শিদাবাদ।

২৪। রঙ্গলাল সুত মুরারি ২৫। সুত শিব ২৬।

ঘোষাল মার্কণ্ডের ধারা—পুণ্ডজ

১৭। বিভো সুত উৎসাহ, শঙ্কর, ধরাধর ও পুরুষোত্তম বা পুরো ১৮।

১৮। উৎসাহ সুত অশ্বপতি ও গজপতি ১৯। অশ্বপতি সুত কিতো ২০।

২০। কিতো সুত উষাপতি ২১। সুত মৃত্যুঞ্জয় ২২। সুত উমানন্দ ২৩।

২৩। উমানন্দ সুত গৌরীবর ২৪। সুত ভবানন্দ ও গুণানন্দ ২৫।

২৫। ভবানন্দ সুত রমানাথ ২৬। সুত জয়কৃষ্ণ ২৭।

২৭। জয়কৃষ্ণ সুত রামজীবন, পরশুরাম ও রাজারাম ২৮।

২৮। রামজীবন সুত মহাদেব ২৯।

২৮। পরশুরাম সুত বৃন্দাবন ও হরেকৃষ্ণ ২৯। সাং গোঁসাই।

১৮। শঙ্কর সুত অলঙ্কার, প্রজাপতি ও পঞ্চানন ১৯।

১৯। অলঙ্কার সুত পরমেশ্বর ও বিকর্ত্তন ২০।

২০। পরমেশ্বর সুত দশরথ ২১। সুত মৃত্যুঞ্জয় ২২।

২২। মৃত্যুঞ্জয় সুত বলভদ্র, লোকনাথ, ভবাই ও গুণাই ২৩।

২০। বিকর্ত্তন সুত শ্রীনাথ, শ্রীনিধি ও যুবরাজ ২১।

১৮। ধরাধর সুত ঈশান রবিকর ১৯।

১৯। ঈশান সুত বিজয়, দৈত্যারি ও উৎসাহ ২০।

২০। বিজয় সুত মাধব, সনাতন, কৌতুক, ত্রৈলোক্য ও শ্রীধর ২১।

২১। মাধব সুত আনন্দ, হিরণ্য ও গোবিন্দ ২২।

২২। হিরণ্য সুত শ্রীকৃষ্ণ ও বেদগর্ভ ২৩।

২১। সনাতন সুত গুনাই, কৌতুক ও অপরাজিতা ২২।

২০। দৈত্যারি সুত উদয়ন ও মুরারি ২১।

২১। মুরারি সুত ধ্রুবানন্দ, সদানন্দ, আনন্দ ও ভবানন্দ ২২।

২২। সদানন্দ সুত কামদেব, দুর্গাদাস, দেবীদাস, চণ্ডীদাস, নারায়ণ দাস ও গোপাল দাস ২৩।

২৩। দেবীদাস সুত হরিবল্লভ, বলরাম ও হর্ষ ২৪।

২৪। হরিবল্লভ সুত চাঁদ, জয়কৃষ্ণ ও গোবিন্দচন্দ্র ২৫।

২৫। বলরাম সুত রামজীবন, রামচরণ ও রামকৃষ্ণ ২৬।

২৪। হর্ষ সুত রামভদ্র ২৫।

২০। উৎসাহ সুত মধুসূদন, বাসুদেব ও জনার্দ্দন ২১।

২১। মধু সুত মঙ্গল মিশ্র ২২। বাসুদেব সুত অনন্তরাম ২২।

২১। জনার্দ্দন সুত পুষ্পরাক্ষ ২২।

১৯। রবিকর সুত পদ্মাকর, ভাস্কর, চন্দ্রাকর ও কমলাকর ২০।

২০। পদ্মাকর সুত সদানন্দ ২১।

২০। ভাস্কর সুত গোপীনাথ, বল্লভ ও অমরসিংহ ২১।

২১। গোপীনাথ সুত শ্রীকর ও লক্ষ্মীনাথ ২২।

২২। শ্রীকর সুত গোবিন্দ, হরিদাস ও নৃসিংহ ২৩।

২৩। হরিদাস সুত কেশবদাস ও রাধাবল্লভ ২৪। কেশব সুত ফটীক ২৫।

২৪। রাধাবল্লভ সুত দুর্ল্লভ, কানু, শ্রীমুখ, যদু, কৃষ্ণ ও নরহরি ২৫।

২৫। দুর্ল্লভ সুত রূপনারায়ণ ও বসন্ত ২৬।

২৫। শ্রীমুখ সুত শিবরাম ও হরিরাম ২৬। শিবরাম সুত শান্তি ২৭।

২০। চন্দ্রাকর সুত হৃদয় মিশ্র, শ্রীমন্ত খাঁ, জ্ঞান, সহস্রাক্ষ, সুরানন্দ ও নয়নানন্দ ২১।

২১। হৃদয় সুত গরুড়, ধ্রুবানন্দ ও বিষ্ণুদাস ২২।

২২। গরুড় সুত বিনোদ ২৩। সুত বেণী ও মথুর ২৪।

২২। ধ্রুবানন্দ রত্নাচার্য্য সুত কাশীনাথ, গঙ্গাহরি, শিবরাম ও রামকৃষ্ণ ২৩।

২৩। কাশীনাথ সুত বাণীনাথ ও বিনোদ ২৪। বিনোদ সুত কৃষ্ণবল্লভ ২৫।

২৫। কৃষ্ণবল্লভ সুত রাজারাম, রামনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৬।

২৩। রামকৃষ্ণ সুত মদনমোহন, মধুসূদন, মনোহর ও মুরারি ২৪।

২১। শ্রীমন্ত খাঁ সুত কুলানন্দ, শ্রীবৎস ও শ্রীগর্ভ ২২।

২১। জ্ঞান সুত রামনাথ ২২। সুত নৃসিংহ ২৩। সুত শিবরাম ২৪।

২১। সহস্রাক্ষ সুত যুধিষ্ঠির, শ্রীমন্ত, অচ্যুত ও গোপাল ২২।

২২। যুধিষ্ঠির সুত শ্রীধর ও জয়ানন্দ ২৩।

২৩। শ্রীধর সুত শ্রীরাম, হরেকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ২৪।

২৪। শ্রীরাম সুত শঙ্কর্ষণ, মাধব, যাদব ও নারায়ণ ২৫।

২৩। জয়ানন্দ সুত শিবরাম, রূপরাম ও নরসিংহ ২৪।

২৪। শিবরাম সুত দুর্গারাম ২৫।

২৪। রূপরাম সুত ঘনশ্যাম, চামু, জগত, জীবনকৃষ্ণ ও রামজীবন ২৫।

২৪। নরসিংহ সুত চাঁদ ২৫। সুত বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ ও সন্তোষ ২৫।

২০। কমলাকর সুত শ্রীনিবাস ও রঘুনাথ কবিরাজ ২১।

২১। শ্রীনিবাস সুত ভগবান্ ও ঠাকুরদাস ২২। ভগবান্ সুত নৃসিংহ ২৩।

২২। ঠাকুরদাস সুত রাজীব, বিশ্বেশ্বর ও রামশরণ ২৩।

২৩। রাজীব সুত মুকুন্দ ও বৃন্দাবন ২৪।

২১। রঘু কবিরাজ সুত শীতল ও নন্দন ২২।

২২। শীতল সুত চণ্ডীদাস, নারায়ণ ও কৃষ্ণ ২৩।

২২। নন্দন সুত গোবিন্দ ২৩।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয় বংশ—হৃদয়জ

২২। বিষ্ণুদাস সুত চতুর্ভুজ বা চৌ ২৩। সুত বিনায়ক ২৪।

২৪। বিনায়ক সুত সত্যবান ও অর্জ্জুন ২৫। সত্যবান সুত রাম ২৬।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয় বংশ—বিভোজ

১৮। পুরুষোত্তম বা পুরো সুত লোকনাথ ১৯। সুত কানু ২০।

২০। কানু সুত নারায়ণ, রামদাস ও বিষ্ণুদাস ২১।

২১। নারায়ণ সুত কুবের ও দিবাকর ২২।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয় বংশ—পুণ্ডজ

১৭। গোবিন্দ সুত রঙ্গ, বৎস, বাদলি ও দিবাকর ১৮।

১৮। রঙ্গ সুত মুরারি, তারাপতি, শ্রীপতি, ব্যাস, ঈশ্বর, বিষ্ণু, দৌ ও দামোদর ১৯।

১৯। মুরারি সুত ভরত, শ্রীকর, শিব ও সুরেশ্বর ২০।

২০। ভরত সুত সনাতন আচার্য্য ২১।

২১। সনাতন সুত বেদগর্ভ, নেয়গী, দৈবকীনন্দন ও অশোক ২২।

২২। বেদগর্ভ সুত শ্রীকৃষ্ণ, জানকীনাথ, হরিনাথ ও নারায়ণ ২৩।

২৩। শ্রীকৃষ্ণ সুত যদু ও ঠাকুরদাস ২৪। ঠাকুরদাস সুত রাধাবল্লভ ২৫।

১৯। তারাপতি সুত রামগোপাল, সত্যবান, বাণেশ্বর, রুদ্ররাম ও কন্দর্প ২০।

২০। রামগোপাল সুত প্রয়াণ, জগন্নাথ ও কংসারি ২১।

২১। প্রয়াণ সুত পৃথ্বীধর, দুর্জ্জয়, বাসুদেব, গদাধর ও দামোদর ২২।

২২। পৃথ্বীধর সুত রত্নাকর, শ্রীগর্ভ ও যাদব ঘটক বাচস্পতি ২৩।

২৩। যাদব ঘটক সুত অচ্যুত, মুকুটমণি ও পদ্মনাথ ঘটক সার্ব্বভৌম ২৪।

২৪। অচ্যুত সুত রূপরাম ঘটক ও শিবরাম ঘটক ২৫।

২৫। শিবরাম সুত অযোধ্যারাম বাচস্পতি ও সীতারাম ২৬।

২৬। অযোধ্যারাম সুত রামচন্দ্র সর্ব্বভৌম, শম্ভুরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও রামনাথ ঘটক ২৭।

২৪। পদ্মনাভ সুত ঘনশ্যাম ও অভিরাম ২৫।

২৭। বিষ্ণুরাম সুত ধনপতি বা ধনো ও মঙ্গল ২৮।

২৮। ধনো সুত চন্দ্রাকর ২৯। সুত মান্দারি ৩০।

২১। জগন্নাথ সুত শ্রীনাথ ও সাগর ২২। সাগর সুত জ্ঞান ২৩।

২৩। জ্ঞান সুত নয়ন ২৪। সুত হরি ও কেশর ২৫। কেশর সুত চন্দ্রচূড় ২৬।

১৯। শ্রীপতি সুত বক্রেশ্বর, চন্দ্রাকর, উমাপতি ও বাণেশ্বর বা বাণ ২০।

২০। বক্রেশ্বর সুত ধ্রুবানন্দ ২১। সুত রাম ও লক্ষ্মণ ২২।

২২। লক্ষ্মণ সুত জগবন্ধু ও কুমুদ ২৩।

২৩। জগবন্ধু সুত ভগবান, কৃষ্ণ, মথুরা, বংশী, হরিরাম, ঘম্মু, গণেশ ও শ্রীধর ২৪।

২৪। মথুর সুত গোপাল ২৫।

২০। চন্দ্রাকর সুত কমলাকর, হরি ও পরমেশ্বর ২১।

২০। উমাপতি সুত গৌরীবর, শঙ্কর, মাধব ও শ্রীধর ২১।

২১। গৌরীবর সুত বসুন্ধর ২২।

১৯। ব্যাস সুত প্রভাকর, অনন্ত ও সর্ব্বানন্দ ২০।

১৯। ঈশ্বর সুত কামদেব, হেরম্ব, শুক্লাম্বর ও লম্বোদর ২০

২০। কামদেব সুত চাঁদ, শ্রীধর, প্রয়াগ, পৃথ্বীধর ও গরুড় ২১।

২১। চাঁদ সুত সহস্রাক্ষ ও সহদেব ২২।

২২। সহস্রাক্ষ সুত অমোঘ, হরিহর ও জানকী ২৩।

২৩। অমোঘ সুত লক্ষ্মীনাথ ও গোপীনাথ ২৪।

২২। সহদেব সুত নয়ন ও রজনীকর ২৩।

২৩। রজনী সুত শ্যাম ২৪। সুত শিবরাম ও ঘনশ্যাম ২৫।

২১। শ্রীধর সুত ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম ও গুণরাম ২২।

২২। পুরুষোত্তম সুত নিত্যানন্দ ও যাদবানন্দ ২৩।

২৩। নিত্যানন্দ সুত কৃষ্ণদাস আচার্য্য, নরোত্তম ও কালিদাস ২৪।

২৪। কৃষ্ণদাস সুত হরিরাম ও অভিরাম ২৫।

২৩। যাদবানন্দ সুত জয়কৃষ্ণ আচার্য্য, মোহন ও মহেশ ২৪।

২৪। জয়কৃষ্ণ সুত পরশুরাম, ঘনশ্যাম, হরিচরণ ও রামেশ্বর ২৫।

২৪। মোহন সুত রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রামরাম ২৫।

২৫। রামরাম সুত ধর্ম্মানন্দ ২৬। সুত দামোদর ২৭। সুত রঘুনাথ ২৮।

২৮। রঘুনাথ সুত মথুরানাথ ২৯। সুত জয়কৃষ্ণ, লক্ষ্মণ, রামচরণ ও গৌরাঙ্গ ৩০।

২৪। মহেশ সুত বৃন্দাবন ও কৃপারাম ২৫।

২১। প্রয়াণ সুত মাধব ২২। সুত পরমানন্দ ২৩। সুত হরিরাম, জয়রাম ও রক্ষাকর ২৪।

২৪। হরিরাম সুত বলরাম, গোপীরমণ ও নৃসিংহ ২৫।

২১। পৃথ্বীধর সুত সদানন্দ ও মহানন্দ ২২।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয় বংশ—ঈশ্বরজ

২০। হেরম্ব সুত প্রয়াণ, মাধব, হরি ও বিদ্যাপতি ২১।

২১। প্রয়াণ সুত হর্ষ ও বল্লভ ২২। হর্ষ সুত বাণী ও গোপাল ২৩।

২৩। বাণী সুত দৈবকীনন্দন ২৪। সুত গঙ্গারাম ২৫। সাং খরুল।

২৫। গঙ্গারাম সুত রামচরণ, ঘনশ্যাম ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬। গোটপাড়া নবদ্বীপের নিকট। জেলা নদীয়া।

২৬। রামচরণ সুত রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণরাম ২৭।

২৭। রামকৃষ্ণ সুত রামেশ্বর ২৮। রাধাকৃষ্ণ সুত রামনাথ ২৮।

২৬। ঘনশ্যাম সুত নিধিরাম ২৭।

২৬। শ্রীকৃষ্ণ সুত রামরাম ও রামশরণ ২৭।

২২। বল্লভ সুত দৈবকী, উমাপতি, মাধব ও উদয়ণ ২৩।

২৩। মাধব সুত দুর্গাদাস ২৪। সুত হরিচরণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ২৫।

২৩। উদয়ন সুত যাদব ২৪।

১৯। বিষ্ণু সুত ধনপতি ২০। সুত চন্দ্রাকর ও মণ্ডল ২১।

২১। চন্দ্রাকর সুত পরমানন্দ, গদাধর, মান্দারি ও সনাতন ২২।

২২। মান্দারি সুত যাদব মজুমদার ২৩। সুত শিবরাম ২৪।

১৯। দৌ সুত রুদ্ররাম ও ভৈরব ২০।

২০। রুদ্ররাম সুত বংশীধর, পৃথ্বীধর, বিদ্যাধর, মহেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, গোপীবর, দিনকর ও হর্ষ ২১।

২১। বংশীধর, সুত কৃষ্ণাঙ্গ, সনাতন, বাণীনাথ, শিবনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২২।

২১। কন্দর্প সুত মাধব ও ত্রৈলোক্য ২৩। মাধব সুত রঘুনাথ ও অনুকূল ২৪। অনুকূল সুত দেবানন্দ ২৫।

২২। সনাতন সুত রূপরাম ২৩।

২২। বাণীনাথ সুত সদানন্দ মিশ্র ও লোকনাথ ২৩।

২১। গোপীবর সুত রামচন্দ্র ও মৃত্যুঞ্জয় ২২।

২২। রামচন্দ্র সুত শ্রীবৎস ও কামদেব ২৩।

২২। মৃত্যুঞ্জয় সুত অলঙ্কার ২৩।

২৩। শ্রীবৎস সুত মদন, গাভো, হেরম্ব ও আদিত্য ২৪।

২৪। হেরম্ব সুত প্রয়াণ, মাধব, গোবিন্দ ও গোপাল ২৫।

২৫। মাধব সুত রজনীকর ২৬।

২৬। রজনী সুত ধ্রুবানন্দ, অনন্ত, কমলাকান্ত ও শ্রীনিধি ২৭।

২৭। ধ্রুবানন্দ সুত রতিকান্ত ও শ্রীরাম ২৮। রতিকান্ত সুত রাঘব ২৯।

২৭। কমল সুত গঙ্গারাম ও কৃষ্ণরাম ২৮।

২৪। গাভো সুত খাঁকো ২৫। সুত গোবর্দ্ধন ও পুরুষোত্তম ২৬।

২৬। গোবর্দ্ধন সুত শ্রীনাথ, বিশ্বনাথ, লোকনাথ, ভগবান ও সুরানন্দ ২৭।

২৭। শ্রীনাথ সুত সিদ্ধান্ত (ইনি রূপবান ছিলেন এইজন্য রূপে খ্যাত) তৎসুত নারায়ণ ও শ্রীরাম ২৮।

২৮। শ্রীরাম সুত জয়কৃষ্ণ ও ঘনশ্যাম ২৯।

২৯। জয়কৃষ্ণ সুত নবনীকুমার, রামেশ্বর, কালিদাস ও গিরিধর। সাং নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ।

২৭। বিশ্বনাথ সুত তিনকড়ি ও তিনাই ২৮। সুত জয়রাম ও অভিরাম ২৯।

২৭। লোকনাথ সুত বজ্র ২৮।

২৭। ভগবান সুত লোচনদাস ২৮। সুত শ্রীরাম ২৯।

২৪। আদিত্য সুত দুর্ল্লভ, বল্লভ, শম্ভু ও হরি ২৫।

২৫। বল্লভ সুত দৈবকীনন্দন, উদয়চরণ ও মাধব ২৬।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয় বংশ—গোবিন্দজ

১৮। দিনকর সুত কানাই, লক্ষ্মণ বা লখাই ও বিশাই ১৯।

১৯। কানাই সুত জগন্নাথ ও পরাশর ২০।

২০। জগন্নাথ সুত হরিহর ২১। সুত নিশ্বেশ্বর ২২।

২২। নিশ্বেশ্বর সুত বংশধর ২৩। সুত বিশ্বনাথ ২৪। সুত পণ্ডো ২৫।

২৫। পণ্ডো সুত রামভদ্র ২৬। সুত ভবানীদাস ২৭।

২৭। ভবানীদাস সুত কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম ও রামনারায়ণ ২৮।

১৯। লক্ষ্মণ বা লখাই সুত নরহরি ও দেবল ২০।

২০। নরহরি সুত দুর্গাবর ২১। সুত আস্তিক ২২।

১৯। বিশাই সুত মহীপতি ২০।

ঘোষাল মার্কণ্ডেয়জ (পৃঃ ২০৬)

১৬। নেকড়ি সুত শিব ১৭। শিব সুত নন্দন ও কুবের ১৮।

১৮। নন্দন সুত রঘুপতি, কিরণ, দামোদর, নরহরি, ভীম, অর্জ্জুন, অনুকূল ও প্রিয় ১৯।

১৯। রঘুপতি সুত শুভাই, লম্বোদর, বাসুদেব, মাধাই, গার্ভো ও নিধাই ২০।

২০। শুভাই সুত গোবিন্দ ২১। সুত কেশব, নৃসিংহ, বীরসিংহ ও সনাতন ২২।

২২। কেশব সুত রজনীকর ও প্রিয়ঙ্কর ২৩। প্রিয়ঙ্কর সুত শ্রীবৎস ও সুদর্শন ২৪।

২৪। শ্রীবৎস সুত শ্রীমান্, মৃত্যুঞ্জয় ও জন্মেঞ্জয় ২৫। শ্রীমান্ সুত যাদব ২৬।

২৫। মৃত্যুঞ্জয় সুত কমল, নীলাম্বর, গঙ্গাদাস, অনন্ত, দেবকী, বিষ্ণু, বিশু ও নিমাই ২৬।

২৬। কমল সুত রাঘব ২৭। নীলাম্বর সুত জগদীশ ২৭।

২৬। গঙ্গাদাস সুত কামদেব বা কামে ২৭।

২৫। জন্মেজয় সুত হরি আচার্য্য, মধুসূদন, মাধব, করুণাময়, রাম, লক্ষ্মণ ও শ্রীশচন্দ্র ২৬।

২৪। সুদর্শন সুত পুরন্দর ও শ্রীকর ২৫। পুরন্দর সুত শ্রীনিবাস ২৬।

২৫। শ্রীকর সুত কানাই, শুভাই ও যদু ২৬।

২৬। কানাই সুত গোপীনাথ ২৭। সুত জগদীশ ও রতিনাথ ২৮।

২৬। যদু সুত বল্লভ, ঠাকুরদাস ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৭।

১৮। কুবের সুত সাগর, গঙ্গাধর, উৎসাহ, নিত্যানন্দ, পিতাম্বর, দানবপতি, রঘুদেব ও রত্নাকর ১৯।

১৯। সাগর সুত কিরণ, দণ্ডপাণি, লোহারাম পাঠক ও কবিরত্ন ২০।

২০। কিরণ সুত প্রয়াণ ২১। সুত বিশ্বনাথ, গোপীনাথ ও মন্মথনাথ ২২।

২০। লোহারাম সুত বল্লভ, দুর্লভ ও মান্দারি ২১।

২১। বল্লভ সুত শ্রীশচন্দ্র ও শ্রীমান্ ২২।

২২। শ্রীশ সুত গোপাল ২৩।

২১। দুর্লভ সুত নীলকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ ও চন্দ্রকান্ত ২২।

২২। নীলকণ্ঠ সুত পুরুষোত্তম ২৩।

২২। শিতিকণ্ঠ সুত কাশীনাথ, যদুনাথ, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনাথ ও রাধব ২৩।

২২। চন্দ্রকান্ত সুত রামভদ্র ও মধু ২৩।

২১। মান্দারি সুত প্রজ্ঞানন্দ, যুধিষ্ঠির ও মুকুন্দ ২২।

২২। প্রজ্ঞানন্দ সুত কামদেব ২৩।

২২। যুধিষ্ঠির সুত অনুকূল ২৩।

২২। মুকুন্দ সুত গণপতি বা গণাই, কানাই, কমল, গোপীনাথ ২৩।
সাং তাঁতীবন্দ, পাবনা।

১৯। গঙ্গাধর সুত বলভদ্র, লম্বোদর ও উৎসাহ ২০।

২০। লম্বোদর সুত মনোহর কবি সুরঙ্গ ও শশীধর ২১।

২১। শশী সুত অঙ্গদ ২২। সুত রাম ২৩।

২৩। রাম সুত কৃষ্ণানন্দ, নয়নানন্দ, জন্মেঞ্জয় ও জগদীশ ২৪।

২৪। জগদীশ সুত জয়হরি ও বংশীধর ২৫।

২১। মনোহর কবি সুরঙ্গ সুত কবিবল্লভ, পুরন্দর, জগন্নাথ, লোকনাথ ও জ্ঞান ২২।

২২। কবিবল্লভ সুত লক্ষ্মীনাথ, কবিকঙ্কন, কৃষ্ণদাস ও চন্দ্রকান্ত ২৩।

২৩। কবিকঙ্কন সুত সভাভরণ ও কবিডিণ্ডী ২৪।

২৪। সভাভরণ সুত মহেশ সিদ্ধান্ত ২৫।

২৪। কবিডিণ্ডী সুত রামভদ্র চক্রবর্ত্তী, হরিরাম চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, নরহরি সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম বিদ্যাবাগীশ, গণেশ মিশ্র, ঘনশ্যাম স্মৃতিরত্ন ও জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি ২৫।

২৫। রামভদ্র সুত যোগেশ্বর ও রামেশ্বর ২৬।

২৫। হরিরাম চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি সুত গঙ্গাচরণ ও দুর্গাচরণ ২৬।

২৫। শঙ্কর তর্কালঙ্কার সুত রামরাম, রাজারাম, গোবর্দ্ধন ও প্রাণনাথ ২৬।

২৫। গণেশ মিশ্র সুত বাসুদেব, মধুসূদন ও শত্রুঘ্ন ২৬।

২২। জগন্নাথ সুত শ্রীনিধি বাচস্পতি ও মধু ২৩।

২২। লোকনাথ সুত শুভঙ্কর, ত্রিবিক্রম ও দেবীদাস ২৩।

২২। জ্ঞান সুত শত্রুঘ্ন ও অনিরুদ্ধ ২৩।

২০। উৎসাহ সুত বিপ্রদাস ২১। সুত অশোক, কেতন ও কিরণ ২২।

২২। অশোক সুত রক্ষাকর, অনুকূল, তিনাই ও দামাই ২৩।

২৩। রক্ষাকর সুত গোসাইদাস ২৪।

ঘোষাল পুঞ্জ (পৃঃ ২০৭)

১৭। নিত্যানন্দ বা নিত্যে সুত শ্রীমান্, ত্রিলোচন মজুমদার ১৮।

১৮। ত্রিলোচন সুত বৈকুণ্ঠ, পৃথ্বীধর বা পিপে ১৯।

১৯। বৈকুণ্ঠ সুত শিতিকণ্ঠাচার্য্য ২০। সুত রাজেন্দ্র ও রুদ্ররাম ২১।

(ঙ) বন্দীপুরী ঘোষাল পুরন্দর বা পুরো বংশ

১৫। পুরন্দর বা পুরো (ইনি বন্দীপুর গ্রামবাসী, এইজন্য ইঁহার সন্তানগণকে বন্দীপুরের ঘোষাল কহে) তৎসুত জগন্নাথ, বাসুদেব, সন্তোষ, উৎসব ও গঙ্গাচরণ ১৬।

১৬। জগন্নাথ সুত উৎসাহ ১৭।

১৭। উৎসাহ সুত সোমনাথ বা সোম, দামোদর বা দামে, বিভূতি বা বিভো, মাঙ্গলী বা মাঙ্গু ১৮।

১৮। সোমনাথ সুত বশিষ্ঠ, ভূধর ও লম্বোদর ১৯।

১৯। বশিষ্ঠ সুত অশ্বপতি, শূলপাণি ও রঘুনাথ ২০।

২০। শূলপাণি সুত চণ্ড, গৌতম ও দুর্গা ২১।

২১। চণ্ড সুত বামন ও মহেশ্বর ২২।

২২। বামন সুত জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গুণার্ণব ২৩।

২৩। জগদানন্দ সুত অমরনাথ ও শ্রীকান্ত ২৪।

২৪। গুণার্ণব সুত বিদ্যাবল্লভ ও লোকনাথ ২৫।

২২। মহেশ্বর সুত বৈদ্যনাথ ২৩। সুত ছকড়ি ও মধু ২৪।

(চ) পাঁচবেড়িয়ার ঘোষাল লক্ষ্মণ বা লখোর বংশ (১১৪ পৃঃ)

১৫। লক্ষ্মণ বা লখ (ইনি পাঁচবেড়িয়াবাসী, ইঁহার সন্তানগণকে পাঁচবেড়িয়ার ঘোষাল কহে) তৎসুত প্রজাপতি ও উমাপতি ১৬।

১৬। প্রজাপতি সুত জগন্নাথ ১৭।

১৭। জগন্নাথ সুত রামগোবিন্দ, ধরণীধর, বাসুদেব, ভিক্ষারাম বা ভিক্ষু ১৮।

১৮। ভিক্ষু সুত ত্রিলোচন, জটাধর, তপস্বী ও মহানন্দ ১৯।

১৯। ত্রিলোচন সুত দুর্গাবর, মালাধর ও সুরেশ্বর ২০।

১৯। জটাধর সুত গোপাল ও যুধিষ্ঠির ২০। সুত মহানন্দ ২১।

২১। মহানন্দ সুত পদ্মাকর ও অলঙ্কার ২২। পদ্মাকর সুত বিশ্বনাথ ২৩।

২২। অলঙ্কার সুত শ্রীকর মিশ্র ২০।

(ছ) ডুমুরিয়ার ঘোষাল গোপীনাথ ও পীতাম্বরের ধারা

গোপীনাথের বংশ

১৫। গোপীনাথ সুত পয়ো, দৌ, বামন ও বিদ্যাধর বা বিদো ১৬।

১৬। পয়ো সুত গুণাকর, সন্ন্যাসী, মহাদেব ও কুবের ১৭।

১৭। গুণাকর সুত শ্রীপতি, উৎসাহ ও অনন্ত ১৮।

১৮ শ্রীপতি সুত ধরণী ১৯। সুত দামোদর ও বিষ্ণু ২০।

২০। দামোদর সুত সর্ব্বানন্দ ২১। সুত কংসারি ও দৈত্যারি ২২।

পীতাম্বরের বংশ

১৫। পীতাম্বর (ইনি স্বগ্রামবাসী। কিন্তু ইঁহার এবং গোপীনাথের কুল যাওয়ায় এই দুই ভায়ের বংশাবলী লেখা নাই। ইঁহারা শূদ্রযাজী, অগ্রদানী প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায়, সমাজে নীচ ও হেয় বলিয়া গণনীয়। কেন যে এরূপ নীচতা ও হীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন ইহার কারণ কোন কুলগ্রন্থে নির্ণয় করিয়া লেখেন নাই।

কোচের ধারা (১৩) ১১৪ পৃঃ

১৪। শুভঙ্কর বা শুভ সুত ভাসু, পভো ও কানু ১৫।

১৫। ভাসু সুত নৌ, ররি, বিত্ত, ভীম ও বীর ১৬।

১৬। নৌ সুত কানাই ১৭। সুত সারাদি ১৮।

১৬। বীর সুত কানাই ১৭। সুত ঈশান, শিব ও নিশাপতি ১৮।

১৮। ঈশান সুত ডুয়ো, সারঙ্গ ও বাসুদেব ১৯।

১৯। ডুয়ো বা ডুখো সুত কুশাই ২০।

১৫। পতো সুত ভানু ১৬।

১৫। কানু সুত ঈশান, নসীরাম ও বিষ্ণু ১৬।

১৬। ঈশান সুত সারঙ্গ ও সুযোধন ১৭।

কোচজ

১৪। কোচজ (বংশ অপ্রাপ্ত)

কোচজ

১৪। হৃষিকেশ সুত ভরত ১৫। সুত পশ ও সোম ১৬।

কোচজ

১৪ মান্ধানি সুত ষষ্ঠী বা ষাঠ ও কাপড়ি ১৫। ষষ্ঠী সুত রত্নাকর ১৬।

ঘোষাল (খ) পশুপতির ধারা

১২৩-১২৪ পৃষ্ঠের অবশিষ্টাংশ

রামশরণ (ভঙ্গ) পুত্র কৃষ্ণরাম, আনন্দীরাম, আত্মারাম, দয়ারাম, বিষ্ণুরাম, কানাই, দুলাল ও মনোহর ২৮।১২৩ পৃঃ দেখুন।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে ইঁহারা রামকেশবের সন্তান। আত্মারাম সুত গৌরচরণ ২৯। তৎসুত কালীপ্রসাদ ৩০।১২৪ পৃঃ দেখুন।

আত্মারামের ধারা

আত্মারাম (জমীদার রাধানগর ডায়মণ্ড হারবার ২৪পঃ) ইনি গোবিন্দপুরবাসী ছিলেন। ঐ গোবিন্দপুর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লায় পরিণত হইয়াছে।

২৮। আত্মারাম সুত গৌরচরণ ২৯। ইনিও রাধানগরের জমিদার ও গোবিন্দপুর বাসী ছিলেন।

২৯। গৌরচরণ সুত কালীপ্রসাদ ৩০। ইনিও রাধানগরের জমিদার ও গোবিন্দপুর বাসী ছিলেন।

৩০। কালীপ্রসাদ সুত কাশীনাথ (ক) কালীঘাটের জমিদার, হরিনারায়ণ (খ) আনন্দ (গ), কামদেব (ঘ) জমীদার, বেহালা, ২৪পঃ ও মাণিক (ঙ) জমিদার বারুইপুর, ২৪ পঃ ৩১।

কাশীনাথের (ক) ধারা

৩১। কাশীনাথ সুত তারিণীচরণ (জমিদার) ও শ্যামাচরণ (জমিদার) ৩২।

৩২। তারিণী সুত ভগবতীচরণ, পতিতপাবন (ডাক্তার) ও ভুবনমোহন (Pleader Diamond Harbour) ৩৩।

৩৩। ভগবতী সুত শশিভূষণ ও চন্দ্রভূষণ (Civil Court Peshcar) ৩৪।

৩৪। চন্দ্রভূষণ সুত বিভূতিভূষণ M. A., B. L. Professor Asutosh College, Bhawanipur, Calcutta ও সুনীতি (বা কানাই) ৩৫। সাং ১৬ নং কালিদাস পুতিতুণ্ড লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

৩৫। বিভূতিভূষণ সুত মণীন্দ্র ৩৬।

৩৩। পতিতপাবন সুত হরিধন, মহিত, ললিত, নীরোদ, কৃষ্ণ ও মন্মোহন ৩৪।

৩৪। মহিত সুত শিবপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ ৩৫।

৩২। শ্যামাচরণ সুত মহেন্দ্র. দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র (Bengal Police D. S. P., C. I. D. ছিলেন ৩৩।

৩৩। মহেন্দ্র সুত নরেন্দ্র (Civil Court Peshcar ছিলেন), ব্রজেন্দ্র (P. W. D.র S. D. O. ছিলেন) ও সুরেন্দ্র (Contractor of Military Account Office Meerutএ চাকরি করেন) ৩৪।

৩৪। নরেন্দ্র সুত মনীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অমরেন্দ্র, মহাদেব ও জয়দেব ৩৫। সাং সাপুর, থানা টালিগঞ্জ, ২৪ পঃ জেলা।

৩৪। ব্রজেন্দ্র সুত হরেন্দ্র B. Sc., B. E., M. E. & E. E. ৩৫। সাং ১।২৪ নং রূপচাঁদ মুখার্জির লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৩৪। সুরেন্দ্র সুত বিশ্বনাথ ৩৫।

কামদেবের (ঘ) ধারা

৩১। কামদেব সুত আদিত্যনাথ, উমাচরণ, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র ও ছেনো ৩২। সাং বেহালা, ২৪ পরগণা।

মাণিকের (ঙ) ধারা

৩১। মাণিক সুত ঈশ্বর ৩২। সাং বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

৩২। ঈশ্বর সুত পূর্ণচন্দ্র ৩৩।

৩১ চৈত্র—১৩৪৬।

শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পুঁথি হইতে

(সন ১৩৪৫ সালে প্রাপ্ত)

বাৎস্য গোত্র পূতিতুণ্ড গাঁঞি

সুধানিধি—ইনি কান্যকুব্জান্তর্গত তাড়িক গ্রাম হইতে গৌড়ের রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে শুভাগমন করেন। তৎসুত ছান্দড় (রাঢ় দেশবাসী) ও ধরাধর (বারেন্দ্র দেশবাসী) ১।

১। ছান্দড় ইনি মহারাজ আদিশূরের পুত্র মহারাজ ভূশূর যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাঢ় দেশের অন্তর্গত শূরনগর নামক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন সেই সময় মহারাজ ভূশূরের সহিত ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ ও বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাঢ় দেশে আসিয়া বাস করায় তাহাদের সন্তানগণকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কহে। আর যাহারা বারেন্দ্র দেশে বাস করিতে লাগিলেন তাহাদের সন্তানগণ বারেন্দ্র আখ্যা পাইলেন।

ছান্দর সুত ধীর (পূতিতুণ্ড গ্রামী), শ্রীধর (কাঞ্জিলাল গ্রামী), সুরভী (ঘোষাল গ্রামী), রবি (মহিন্ত্যা গ্রামী), বিশ্বম্ভর (পূর্ব্ব গ্রামী), শঙ্কর (পিপলাই গ্রামী), গুণাকর (চৌৎখণ্ডী গ্রামী), মনোহর (দীঘল গ্রামী), কবি (সিম্বলাল গ্রামী), নারায়ণ (কাঞ্জারী গ্রামী) ও মহাযশা (বাপুলী গ্রামী) ২।

২। ধীর—ইনি মহারাজ আদিশূরের পৌত্র (মহারাজ ভূশূরের পুত্র) মহারাজ ক্ষিতীশূর কর্ত্তৃক পূতিতুণ্ড নামক গ্রাম জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন। তৎসুত জৈমিনী ৩।

৩। জৈমিনী সুত শান্তি ৪। সুত তমোপহ ও পদাক্ষ ৫। তমোপহ সুত লক্ষ্মীধর, শ্রীকণ্ঠ, মাঙ্গলি ও ধরণী ৬। লক্ষ্মীধর সুত বনমালী ও গৌতম ৭।

৭। বনমালী সুত বৎসল ও মৎসল ৮। মৎসল সুত বর্ণন ও পুণ্ডরীক ৯।

৯। বর্ণন সুত আভো, জিমো. উৎসাহ ও নীলাম্বর ১০।

১০। উৎসাহ সুত গোবর্দ্ধন, বল, সম্বর ও জহ্ণু (পূতিতুণ্ড) ১১।

১১। গোবর্দ্ধন—ইনি মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি একজন মহাপণ্ডিত। অন্য মতে ইনি নীলাম্বরের পুত্র। গোবর্দ্ধন সুত শিকো ও নৃসিংহ ১২।

১২। শিকো সুত পীতাম্বর ১৩। সুত শ্রীরাম বা রামচন্দ্র ও মাধব ১৪।

১৪। শ্রীরাম বা রামচন্দ্র সুত চক্রপাণি ১৫।

১৫। চক্রপাণি সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ, পুণ্ডরীক, জটাধারী, শশী, শ্রীধর. শম্ভু ও ভূধর ১৬।

১৬। ব্যাস সুত কুবের ১৭। সুত হিরণ্যগর্ভ ১৮। সুত হৃষীকেশ ১৯।

১৯। হৃষীকেশ সুত শ্রীমন্ত ২০। সাং রাকুদিয়া।

২০। শ্রীমন্ত সুত কৃষ্ণানন্দ (সাং হোসেনপুর), কৃষ্ণপ্রসাদ (সাং রাকুদিয়া), রামানন্দ ও বিষ্ণুরাম ২১।

২১। কৃষ্ণানন্দ সুত রামকমল ২২। সাং হোসেনপুর।

২২। রামকমল সুত মহাদেব ২৩। সুত রামরাম ২৪। সুত প্রাণকৃষ্ণ বাচস্পতি ২৫।

২৫। প্রাণকৃষ্ণ (ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, ইহার মীমাংসা সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়) সুত রামসুন্দর ২৬।

২৬। রামসুন্দর সুত গুরুপ্রসাদ ২৭। সুত কাশীচন্দ্র ২৮।

১৬। পুণ্ডরীক সুত গোপাল ১৭। সুত শ্রীরঙ্গ ভট্ট ১৮।

১৮। শ্রীরঙ্গ (ইনি শ্রীরঙ্গ ভট্ট মেলের কর্ত্তা) সুত ভূধর ১৯।

১৯। ভূধর সুত প্রভাকর ২০। সুত সুরাই ঘটক সিংহ (সুরাই মেল নায়ক) ২১।

২১। সুরাই সুত কৃষ্ণানন্দ, অনুপ ও নারায়ণ ২২।

২২। কৃষ্ণানন্দ সুত ক্রমদীশ্বর বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি ২৩। সাং ভূগিলহাট, জেলা যশোহর।

২৩। ক্রমদীশ্বর বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি—এইরূপ প্রবাদ আছে যে একদিন তাঁহার পুত্র-বধূরা ভৈরব নদীতে স্নান করিতেছিলেন তখন একদল লোক নৌকায় বসিয়া অশ্লীল গান গাহিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহারা বিশেষ অপমান বোধ করেন এবং বাড়ী আসিয়া শ্বশ্রু মাতার নিকট অনুযোগ করেন। বাদীন্দ্র সেই কথা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যোগে বসেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে নদীর গতি পরিবর্ত্তন না হইলে তিনি জল গ্রহণ করিবেন না। ঐ যোগ বলে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হয়। তদবধি লোকে তাঁহার নাম গাঙ্গ ফিরান ভট্টাচার্য্য বলে। তৎসুত রামভদ্র (ভূগিলহাটের শাখা) এবং রুদ্ররাম (নবদ্বীপের শাখা) ২৪।

নদীয়ার মহারাজ ক্রমাদীশ্বরের এই সব গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি তাহার জন্মভূমি ভূগিলহাট পরিত্যাগ করিয়া নদীয়ায় আসিয়া বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং মহারাজকে জ্ঞাত করান যে তাহার উপযুক্ত যে দুইটী পুত্র আছে তাহার মধ্যে একটিকে মহারাজ রাজসভায় রাখিতে পারেন এবং মধ্যে মধ্যে তিনি মহারাজার রাজসভা অলঙ্কৃত করিবেন। মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রুদ্ররামকে সপরিবারে নবদ্বীপ মহারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন।

রুদ্ররামও একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং তন্ত্রে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। পিতা

অপেক্ষাও পুত্রের যশ-গৌরব সে সময় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি সংক্ষিপ্ত সার ব্যকরণের টীকা এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ঐ সকল গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে এখনও সমাদৃত আছে।

রুদ্ররাম নবদ্বীপ আসিলে মহারাজ তাঁহার বাসের জন্য গঙ্গা তীরে কালীদহ অঞ্চলের উত্তর পুরাতন-গঞ্জ নামক পল্লীতে বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ঐ পল্লী এখন নাই, গঙ্গার গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। পরে রুদ্ররামের বংশধরেরা নবদ্বীপের অন্তর্গত বেতড়াপাড়া তেঘরী নামক পল্লীতে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিলাসিতার ভাবভাবে নবদ্বীপের স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশের অনেকেই এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষিত বড় বড় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য এই বংশের শিষ্যমণ্ডলী দীক্ষা গুরুর অভাব অনুভব করিতেছেন।

ভূগিলহাটের শাখা (২৪) পূতিতুণ্ড রামভদ্রের বংশ

২৪। রামভদ্র (ভূগিলহাট বাসী) সুত পূর্ণানন্দ ও পরমানন্দ ২৫। সাং ভূগিলহাট, জেলা যশোহর।

২৫। পূর্ণানন্দ সুত মথুরেশ, জানকীবল্লভ ও রঘুদেব ২৬।

২৬। মথুরেশ সুত রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামনারায়ণ ২৭।

২৭। রামচন্দ্র সুত রামকান্ত ২৮।

২৮। রামকান্ত সুত কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম, জয়দেব বাচস্পতি ও রতিদেব সিদ্ধান্ত ২৯।

২৯। কৃষ্ণদেব সুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কবাগীশ ও বিনোদরাম ৩০।

৩০। দুর্গাপ্রসাদ সুত জগন্নাথ, বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ ৩১।

২৯। জয়দেব বাচস্পতি সুত রামসুন্দর, মনোহর ও বাণীনাথ ৩০।

৩০। মনোহর সুত জগন্মোহন ও রামধন ৩১।

৩০। বাণীনাথ সুত বীরেশ্বর ও তারাচাঁদ ৩১।

২৯। রতিদেব সুত ভবানীপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি ও দেবীপ্রসাদ ৩০।

৩০। ভবানীপ্রসাদ সুত পীতাম্বর ৩১।

২৭। রামজীবন সুত রূপেশ্বর ২৮। সুত রাম ন্যায়পঞ্চানন ২৯।

২৯। রাম সুত আনন্দচন্দ্র, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ৩০।

২৭। রামনারায়ণ সুত রামদাস ও শ্যাম তর্কালঙ্কার ২৮।

২৮। শ্যাম সুত গৌরীকান্ত ও শ্রীধর তর্কবাগীশ ২৯।

২৯। শ্রীধর সুত জগৎরাম ৩০।

২৬। জানকীবল্লভ সুত মধুসূদন, রামদেব, কামদেব, রামনাথ ও বাণেশ্বর ২৭।

২৭। রামদেব সুত কালিদাস, রামসন্তোষ, কৃষ্ণনাথ, পুরুষোত্তম, রামবল্লভ ও নন্দকিশোর ২৮।

২৮। কৃষ্ণনাথ সুত জগদীশ ২৯। সুত নীলমণি ৩০।

২৮। রামসন্তোষ সুত নন্দকিশোর ও পুরুষোত্তম ২৯।

২৮। রামবল্লভ সুত দুলাল ২৯। সুত সদাশিব, দেবনারায়ণ ও রামনারায়ণ ৩০।

২৭। কামদেব সুত রামনাথ সিদ্ধান্ত, চন্দ্রশেখর, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ২৮।

২৮। রামনাথ বা রামানন্দ সিদ্ধান্ত সুত রামচন্দ্র, রামকিশোর ও নন্দকিশোর ২৯।

২৮। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ সুত রামানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি, রামকুমার, পদ্মলোচন, প্রাণনাথ, বৈদ্যনাথ শিরোমণি ও রামদুর্লভ তর্কসিদ্ধান্ত ২৯।

২৭। রামনাথ সুত রঘুনাথ ও দুর্গাদাস ২৮।

২৮। রঘুনাথ সুত লক্ষ্মীকান্ত, রামগোপাল ও ভুবনেশ্বর তর্কভূষণ ২৯।

২৯। ভুবনেশ্বর সুত ব্রজবল্লভ বিদ্যানিধি ও রামসুন্দর ৩০।

৩০। রামসুন্দর সুত শ্রীনাথ ও কাশীনাথ ৩১।

২৮। দুর্গাদাস সুত নিধিরাম ২৯।

২৫। পরমানন্দ সুত রামবল্লভ সিদ্ধান্তবাগীশ, রাঘবেন্দ্র, গোপাল ও গঙ্গাধর ২৬। সাং ভূগিলহাট, জেলা যশোহর।

২৬। রামবল্লভ সুত রামেশ্বর, সুধারাম ও রামকৃষ্ণ বাচস্পতি ২৭।

২৭। রামেশ্বর সুত রত্নেশ্বর সার্ব্বভৌম ২৮।

২৬। রাঘবেন্দ্র সুত শুকদেব বিদ্যাবাগীশ, রামকান্ত ও রামদেব ন্যায়বাগীশ ২৭।

২৭। শুকদেব সুত রঘুরাম ২৮। সুত রামবল্লভ ও রামলোচন ২৯।

২৯। রামবল্লভ সুত রামমোহন, রামহরি ও তিলকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ৩০।

২৯। রামলোচন সুত রামকুমার ৩০।

২৭। রামকান্ত সুত রামকেশব ও কালিদাস ২৮।

২৮। রামকেশব সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। সুত রামগোবিন্দ ৩০। সুত রামরত্ন ৩১।

২৮। কালিদাস সুত দুর্গারাম বাচস্পতি ২৯।

২৯। দুর্গারাম সুত রাধাকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি, রামমোহন ও রামধন ৩০।

৩০। রাধাকান্ত সুত রামতনু ও তিলকরাম ৩১।

২৬। গঙ্গাধর সুত রামনাথ পঞ্চানন ও চন্দ্রশেখর ২৭।

২৭। রামনাথ সুত রামানন্দ ২৮। সুত রামবল্লভ সিদ্ধান্ত ২৯। সুত রাধানাথ ৩০।

২৭। চন্দ্রশেখর সুত রামরাম, রূপরাম ও বিষ্ণুরাম ২৮।

২৮। রামরাম সুত রামকিশোর বিদ্যাভূষণ, রামজয় ও রামসুন্দর ২৯।

২৯। রামকিশোর সুত পিতাম্বর, জগন্নাথ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও হরদেব ন্যায়রত্ন ৩০।

২৯। রামজয় সুত উদয়নারায়ণ ৩০।

২৮। বিষ্ণুরাম সুত রামদুলাল ও নিধিরাম ২৯।

২৯। রামদুলাল সুত ঈশ্বরচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র ও ভোলানাথ ৩০।

২৯। নিধিরাম সুত শম্ভুচন্দ্র ৩০। সাং ভূগিলছাট, জেলা যশোহর।

২৬। গোপাল সুত মুকুন্দ ন্যায়পঞ্চানন ও রামজীবন তর্কবাগীশ ২৭।

২৭। মুকুন্দ সুত রাজারাম বিদ্যালঙ্কার, নরেন্দ্র বাচস্পতি, রামহরি সরস্বতী ও রামরাম ২৮।

২৮। রাজারাম সুত রামকেশব, গঙ্গারাম তর্কভূষণ, শ্যামসুন্দর ন্যায়ালঙ্কার ও শিবরাম ২৯।

২৯। রামকেশব সুত চন্দ্রচূড় ও নিধিরাম ৩০।

২৯। গঙ্গারাম সুত ত্রিলোচন ও সর্ব্বলোচন ৩০।

২৮। রামরাম সুত শুকদেব ২৯। সুত কাশীনাথ ৩০।

২৮। নরেন্দ্র বাচস্পতি সুত রঘুনাথ, বৈদ্যনাথ ও পদ্মলোচন ২৯।

২৭। রামজীবন তর্কবাগীশ সুত কালিশঙ্কর তর্কালঙ্কার, জয়রাম সিদ্ধান্ত, রামশঙ্কর ন্যায়ভূষণ ও রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ ২৮।

২৮। কালিশঙ্কর সুত জগন্নাথ পঞ্চানন, রামসন্তোষ বিদ্যাবাচস্পতি ও মনোহর ২৯।

২৮। জয়রাম সিদ্ধান্ত সুত ভবানীপ্রসাদ ও রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ ২৯।

২৯। রামেশ্বর সুত দর্পনারায়ণ তর্কবাচস্পতি ৩০। সুত দুর্গারাম ৩১।

পূতিতুণ্ড (২৬) রামবল্লভজ (২৩০ পৃঃ)

২৭। সুধারাম সুত রুদ্রদেব ২৮। সুত নন্দকিশোর ও রামগোপাল ২৯।

২৯। নন্দকিশোর সুত কমলাকান্ত, রাধাকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও রামহরি ন্যায়বাচস্পতি ৩০।

৩০। কমলাকান্ত সুত রামকিঙ্কর সরস্বতী, শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও বিশ্বনাথ শিরোমণি ৩১।

৩০। রাধাকান্ত বিদ্যাবাগীশ সুত রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ৩১।

৩১। রামচন্দ্র সুত ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্য, নবকিশোর ন্যায়রত্ন, নিমচাঁদ বিদ্যাবাচস্পতি ৩২।

৩০। রামহরি সুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৩১

২৯। রামগোপাল সুত কৃষ্ণমোহন ও জগমোহন ৩০। সকলেই ভূগিলহাট বাসী।

(ভূগিলহাট শাখা সম্পূর্ণ)

নবদ্বীপের শাখা—পূতিতুণ্ড (২৪) রুদ্ররামের বংশ।

২৪। রুদ্ররাম (ইনি নবদ্বীপ বাসী হয়েন) তৎসুত মহাদেব, রামজীবন ও রামানন্দ (ইনি ঘাসেশ্বর বাস করেন) ২৫

২৫। মহাদেব সুত চন্দ্রশেখর, কাশীনাথ, রামদেব, গদাধর (০) ও রামসুন্দর ২৬। মহাদেব একদিন কৃষ্ণনগর মহারাজার পশুশালা দেখিতে আসিয়া বাঘের ঘরে গরাদের ফাঁক দিয়া পাতায় করিয়া খানিকটা নস্য রাখিয়া দেন; বাঘ উহা শুকিবা মাত্র অস্থির হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। মহারাজ বাহাদুর এই সংবাদ অবগত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং হাসিতে হাসিতে বলেন, ঠাকুর আপনিত ভারি বেদড়া। মহাদেব বেদড়াপাড়া বাস করিতেন। ঐ বেদড়া পাড়ার প্রকৃত নাম তেঘরী। মহাদেবের ৫ম বা কনিষ্ঠ পুত্র রামসুন্দরের পুত্রাদি বেদড়াপাড়া হইতে উঠিয়া যোগনাথতলা নামক পল্লীতে বাস করেন।

পূতিতুণ্ড (২৬) চন্দ্রশেখরের ধারা। (১৩২ পৃঃ)

২৬। চন্দ্রশেখর সুত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি, রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গাধর শিরোমণি ২৭।

২৭। বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি (ইনি জয়দিয়ার জমিদার কাশ্যপ গোত্র চাটুতি গাঞি তিতুরাম রায় চৌধরীর মন্ত্র দাতা দীক্ষা গুরু ছিলেন। তিতুরাম গুরুদেবকে বহু ব্রহ্মোত্তর দান করেন)। বিশ্বেশ্বর সুত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য ২৮।

২৮। মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত—ইনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, ইহার ন্যায় বিদ্বান ও পণ্ডিত এ বংশে আর জন্মে নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু বিস্তৃত। তাঁহার অনেকগুলি টীকা টিপ্পনী এখনও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরনীয় আছে। তাঁহার টীকা টিপ্পনীর কতক পুস্তকাকারে বোম্বাই সহর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার লিখিত শক্তিবাদের টীকায় ইনি একটী শ্লোকে নিজ বংশের সামান্য পরিচয় দিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে ইহার টীকাদির বিশেষ আদর হইয়াছে। আর আমরা বঙ্গের গৌরব মুখোজ্জলকারী পণ্ডিতের একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিলাম না, ইহা কি কম লজ্জার কথা।

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ১২৭২ সালের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দশমী তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্র জীবিত না থাকায় পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তাহার নাম রামযাদু ও ঔরষজাত পুত্রের নাম শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৯।

২৯। রামযাদু সুত হরিদাস ন্যায়সিদ্ধান্ত ৩০।

৩০। হরিদাস—ইনি একজন মহাপণ্ডিত, সাধক ও যোগী পুরুষ তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে স্বর্গারোহণ

করেন। তৎসুত শিবদাস ভট্টাচার্য্য, কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (বংশলোপ) ৩১। শিবদাসের মৃত্যু ১৩২৫ সালের ২৭শে কার্ত্তিক বেলা ৩টার সময়।

২৮। আনন্দচন্দ্র সুত অক্ষয় ২৯। সুত উমাচরণ ও সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩০।

২৮। বিশম্ভর সুত নীলকণ্ঠ ২৯। সুত হরিপদ ৩০।

২৭। রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুত নীলকমল, জগমোহন ও তিতুরাম ২৮।

২৮। তিতুরাম সুত জয়রাম ও নীলকমল ২৯।

২৯। জয়রাম সুত চণ্ডীদাস, ষষ্ঠীদাস ও গোপাল ৩০। সকলের বংশ লোপ।

২৭। গঙ্গাধর সুত নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য ২৮।

২৮। নন্দকুমার সুত রামোদয় ভট্টাচার্য্য ও রামবিলাস ভট্টাচার্য্য ২৯।

২৯। রামোদয় সুত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ৩০।

২৮। বৈদ্যনাথ সুত ষষ্ঠীচরণ ২৯। সুত রামগোপাল ও নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য ৩০।

পূতিতুণ্ড (২৬) কাশীনাথের ধারা (২৩২ পৃঃ)

২৬। কাশীনাথ সুত কালিদাস, তারিণীপ্রসাদ (০) ও গঙ্গাপ্রসাদ ২৭।

২৭। কালিদাস সুত রঘুমণি ও গোবিন্দ (০) ২৮।

২৮। রঘুমণি সুত শ্যামকণ্ঠ ও নিমচাঁদ ২৯।

২৯। শ্যামকণ্ঠ সুত অনুকূল ও রমণ ৩০।

৩০। রমণ সুত কুমারেশ ও তারকনাথ ৩১।

২৯। নিমচাঁদ সুত তারাপদ, আনন্দগোপাল ও সরোজগোপাল ৩০।

২৭। গঙ্গাপ্রসাদ সুত শ্রীরাম (০) ও বিষ্ণু ২৮। বিষ্ণু সুত রামনাথ (০) ২৯।

পূতিতুণ্ড (২৬) রামদেবের ধারা (২৩২ পৃঃ)

২৬। রামদেব সুত বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ ২৭।

২৭। বিশ্বনাথ সুত কেশব (০), কৃষ্ণনাথ ও কিশোর (০) ২৮।

২৮। কৃষ্ণনাথ সুত গৌরীনাথ ও চন্দ্রনাথ ২৯।

২৯। গৌরীনাথ সুত গোপাল ও নৃসিংহ (বংশাভাব) ৩০।

২৭। জগন্নাথ সুত হরিরাম ও গঙ্গানারায়ণ ২৮।

২৮। হরিরাম সুত হেরম্ব (বংশাভাব) ও তিনকড়ি ২৯।

২৯। তিনকড়ি সুত শ্রীরাম ও পুরুষোত্তম ৩০।

২৮। গঙ্গানারায়ণ সুত পূর্ণচন্দ্র, কাশীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ ২৮। সকলের বংশাভাব।

পূতিতুণ্ড (২৬) রামসুন্দরের ধারা (১৩২ পৃঃ)

২৬। রামসুন্দর সুত তারিণীশঙ্কর, ভবানীশঙ্কর (বংশাভাব), কৃপাশঙ্কর, রামধন ও রামতনু (বংশাভাব) ২৭।

২৭। তারিণীশঙ্কর সুত শ্রীনাথ তর্কবাগীশ ২৮। ইনি ও ইহার পিতা তারিণীশঙ্কর জজপণ্ডিত ছিলেন।

২৮। শ্রীনাথ সুত ত্রৈলোক্যনাথ, দ্বারকানাথ, যদুনাথ, মথুরানাথ, দীননাথ ও রামনাথ ২৯।

২৯। ত্রৈলোক্য সুত সতীশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র ৩০। ত্রৈলোক্যনাথের বহু শিষ্য সেবক ও বাটীতে টোল ছিল। শিষ্য বাড়ী যাইবার পথে বিসূচিকা রোগে তাহার মৃত্যু হয়।

৩০। সতীশচন্দ্র—ইনি পিতার ন্যায় তাদৃশ পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি সদা সহাস্যবদন প্রিয়ভাষী ও সদাশয় লোক ছিলেন। শিষ্যসেবক বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎসুত জ্যোতিশ, ক্ষিতীশ, সরযূ, জয়ীশ ও পীযূস ৩১।

৩১। জ্যোতিশ সুত জগদীশ, দেবেশ, ভবেশ ও সুস্থি বা গীতা ৩২।

২৯। দ্বারকানাথ—ইহার সময় হইতেই এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশের দেবভাষা

অন্তর্ধ্যান হইয়া ইংরাজী ভাষা সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ইনি গণিতে এম্-এ এবং বি-এল্ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সংস্কৃত ও পার্শি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। জুনিয়ার সিনিয়র পরীক্ষা পাশ করিয়া উত্তরপাড়া রাজস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। পরে মুন্সেফ এবং সবজজ হন ও রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অনেক সিভিলিয়ন তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইনি স্কুলপাঠ্য গণিত পুস্তক প্রণয়ণ করেন।

ইনি ক্যাপারীণের উপাখ্যান নামক একখানি সুন্দর গল্পের বই মুদ্রিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ দেন তখন দ্বারকানাথ সপরিবারে তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ দ্বারকানাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দ্বারকানাথ বৃদ্ধ হইয়া নবদ্বীপ বাস করেন সেই সময় স্যার রাসবিহারী দ্বারকানাথকে দেখিতে নবদ্বীপ আসেন এবং গুরুদর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। দ্বারকানাথ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং দীর্ঘকাল চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলটী সেক্রেটারীর পুত্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়া উহা সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করেন এবং শেষে ঐ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া স্কুলটীর বহু উন্নতি সাধন করেন।

তিনি ৮৩ বৎসর বয়ক্রমকালে সজ্ঞানে নবদ্বীপে গঙ্গা লাভ করেন। জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ, অঃ, মৃত্যু ১৯১৬ খৃঃ অঃ। তৎসুত সুকুমার, সত্যকুমার, শরৎকুমার, সুশীলকুমার, সুবোধকুমার, সুজনকুমার ও সুহৃদকুমার ৩০।

৩০। সুকুমার—ইনি এম্-এ, বি-এল, প্রথমে মুন্সেফ পরে সবজজ হইয়া পেনসন গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ম্যানেজার ছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতা সহরে তাঁহার

মৃত্যু হয়। তৎসুত বিনয়কুমার, জীবনকুমার, প্রমোদকুমার, কিরণ-কুমার, বিমলকুমার, কমলকুমার ও চারি কন্যা ৩১।

৩১। বিনয়কুমার বি-এ পাশ করিয়া সব্ ডেপুটী কলেকটার হয়েন কিন্তু অল্প বয়সে নিউমনিয়া রোগে হটাৎ মারা যান। তৎসুত কানাই, বলাই বি-এ (এম-এ পড়িয়া ছিলেন) ৩২।

৩১। জীবনকুমার—ইনি কলিকাতায় একটী বাতির কারখানা করেন। তৎ সুত আবু, পানা ও খোকা ৩২।

৩১। প্রমোদকুমার বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হয়েন। তৎ সুত খোকা ৩২।

৩১। কিরণকুমার এম্-এ, বি-এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে নাম লেখানর পরই মুন্সেফী কার্য্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু এম্-এল (মাষ্টার-অফ্-ল) পড়িবার জন্য ছুটী লইয়া বিলাত যান এবং এম্-এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাশ করিয়া ভারত প্রত্যাগমন করেন। তিনি মুন্সেফী পদে ইস্তফা দিয়া এলাহাবাদ ইউনিভারসিটীর ল-রিডারের পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাত্রা করেন। তথায় ব্যারিষ্টারী করিবারও সুযোগ পাইয়াছেন।

৩১। বিমলকুমার এম্-এ, বি-এল—ইনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৮ম স্থান অধিকার করেন এবং আই-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রত্যেকটীতে ২য় স্থান অধিকার করেন। পরে বি-এল পাশ করিয়া মুন্সেফ হন। ইহার ন্যায় সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি উচিত বক্তা নির্ভিক যুবা-পুরুষ কম দেখা যায়। ইনি একবার রেলগাড়ীতে একটী সাহেবকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়া সংবাদ পত্রে প্রশংসা পান। আর একবার একটী গোক্ষুরা সর্প উহাকে দংশন করিতে আসিতেছে দেখিয়া ঐ বিষধর সর্পের গলাটী তিনি এমন কৌশলে ধরিয়া ফেলেন যে সর্প সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

৩১। কমলকুমার—ইনিও এম্‌-এ, বি-এল হাইকোর্টে বাহির হইতেছেন।

৩০। সুহৃদকুমার (ইনি ঢাকা এগ্রিকলচার ডিপার্টমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান)।

৩০। শরৎকুমার বি-এ—ইনি প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনে কিছু দিন চাকুরী করেন পরে ঐ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর ষ্টেটে চাকুরী করিতে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাশ্মীরে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার বাটী আসিয়া ৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩০। সুশীলকুমার বি-এ—ইনি প্রথমে মহেশগঞ্জ পাল চৌধুরী ষ্টেটের ম্যানেজার পরে ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার হন। তৎসুত প্রবোধকুমার, রাজকুমার, দেবকুমার, বুধাই, বাপাই, হাবুল, মাণ্টু ও মাইকম ৩১।

৩১। প্রবোধকুমার ইনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার।

৩১। রাজকুমার বি-এ, বি-এল।

৩০। সুবোধকুমার—ইনি সবরেজেষ্ট্রার ছিলেন (২৩৬ পৃঃ) সুত ভবেশ, যোগেশ (এম্‌-এ) ও আশীষ ৩১।

৩০। সুজনকুমার—ইনি বেহার গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ইন্সপেক্টর) (২৩৬ পৃঃ) সুত বসন্ত, হেমন্ত, অনন্ত প্রভৃতি ছয় পুত্র ৩১।

৩১। বসন্ত বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছেন।

পূতিতুণ্ড (২৮) শ্রীনাথজ (২৩৫ পৃঃ)

২৯। যদুনাথ—ইনি সনামধন্য পুরুষ। যখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হয় তখন ঐ কলেজে একটী বাঙ্গলা বিভাগ খোলা হয়। যদুনাথ মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে কিছুদিন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভগবানের দৈব-শক্তি তাহার এরূপ হয় যে, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং

ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার করেন। পরের দুঃখ দূর করিতে পারিলে তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন। বহু অর্থ তিনি পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ৪৪।৪৫ বৎসর বয়সে অকালে মারা যান। তাহার মৃত্যুতে বহু পরিবারের দুঃখ ও ক্লেশ হয়। তৎসুত শশীভূষণ ও চন্দ্রভূষণ ৩০।

৩০। শশীভূষণ (ইনি পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন) ৫০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। তৎসুত প্রফুল্লকুমার ও রণজিৎকুমার ৩১।

৩১। প্রফুল্লকুমার--ইনি পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসা করেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অবস্থায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। তৎসুত দিলীপকুমার ও প্রভাতকিরণ ৩২।

৩১। রণজিতকুমার এম্-বি ডাক্তার। ইনি কিছুদিন ভারতীয় আর্ম্মি বিভাগের রিজার্ভ অফিসারের পদে কার্য্য করেন। ইনিও যদুনাথের ন্যায় একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। দূরদেশ হইতে বহুতর রোগী আসিয়া অল্প ব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া রোগ মুক্ত হন। ইনি নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের সম্পাদক, এংলো সংস্কৃত লাইব্রেরির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। ইনি একজন গল্প লেখক এবং ডাক্তারী বিষয়ের বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া বহুবার বহু পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি একজন বঙ্গভাষার সাহিত্যিক। তৎসুত রবিকিরণ কালিদাস, বাণীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ ও কালীকুমার ৩২।

৩০। চন্দ্রভূষণ--ইনি মুন্সেফ কোর্টের নাজির ছিলেন। ৪৫ বৎসর বয়সে মারা যান। ইহার পুত্র সন্তান নাই। চারিটী মাত্র কন্যা।

২৯। দীননাথ—ইনি ওভারসিয়ার ছিলেন (২৩৫ পৃঃ) তৎসুত কেদারেশ্বর, করুণাকুমার, ব্রজেন্দ্রকুমার ও অমূল্যকুমার ৩০।

৩০। কেদারেশ্বর বি-এ—কৃষ্ণনগর এ-ভি উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তৎসুত অমরেশ, অপরেশ, কমলেশ ও নিহারিশ ৩১।

৩১। অমরেশ বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ ও ল পড়িতেছিলেন।

৩০। করুণাকুমার বি-এ, বি-এল কৃষ্ণনগরের উকীল। তৎসুত সত্যসুন্দর ও সত্যবিকাশ ৩১।

৩১। সত্যসুন্দর এম্-এ ও ল পড়িতেছিলেন।

৩০। ব্রজেন্দ্রকুমার--ইনি কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করেন। তৎসুত অজিত-কুমার, অসিতকুমার, অমিয়কুমার, নিতাই ও গৌর ৩১।

৩০। অমূল্যকুমার এম্-এস্-সি, বি-এল—ইনি একজন মেধাবী ছাত্র এবং বিশ্বালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কেমিষ্ট্রির একখানি সুন্দর নোট প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতে মুন্সেফ হন। তৎসুত শৈলশিখর ৩১।

২৯। রামনাথ (২৩৫ পৃঃ)—ইনি প্রথমতঃ জুনিয় সিনিয়র পাশ করেন এবং পরে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া স্কুলের পণ্ডিতী আরম্ভ করেন। পরে ওকালতী পাশ করিয়া ৩০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছোট আদালতে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন। ৫০ বৎসরের অধিক কাল প্রতিপত্তি, সম্মান ও পশারের সহিত ওকালতী ব্যবসা করিয়া শেষে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ৫০ বৎসর ওকালতী ব্যবসা পূর্ণ হইলে কৃষ্ণনগরের উকীলগণ এক জুবিলী করিয়া তাহাকে মানপত্র প্রদান করেন। ইনি নবদ্বীপের হিন্দু স্কুলের প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য এবং নবদ্বীপের সপ্তম এডওয়ার্ড লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তৎসুত ননীগোপাল, অমূল্যকুমার ও অপূর্ব্বকুমার ৩০।

৩০। ননীগোপাল সুত বৈদ্যনাথ ও আদ্যনাথ ৩১।

৩০। অপূর্ব্বকুমার বি-এ—ইনি বি, এন, রেলওয়ের ট্রাভলিং ইন্সপেক্টর তৎসুত অজু, আমু, অশোক প্রভৃতি ৫ পুত্রে ৩১।

এই বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধাদির কোন পরিচয় নাই। বর্ত্তমানে ইহারা কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় তাহারও কোন পরিচয় নাই। কেবলমাত্র বংশাবলী সংগ্রহ এই পুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। সামাজিক মর্য্যাদার স্থিতি সন্নিবেশ জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে।

পূতিতুণ্ড বংশের অন্যান্য শাখাতেও বহু বিদ্বান, বহু পণ্ডিত এবং বহু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। নিম্নে তাহার একটী পরিচয় দিতেছি।

১। যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা রাজধানীর নিকট চেউনিয়া গ্রামে গগনচন্দ্র শিরোমণি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

২। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর ও মথুরাপুর থানার এলাকা লক্ষ্মীকান্তপুরে (রেলের শেষ ষ্টেশন) অনেক ভাল ভাল পুতিতুণ্ড আছেন।

৩। কলিকাতা কালীঘাটের শ্যামলাল পূতিতুণ্ড ও কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন বিখ্যাত। শ্যামবাজারের কালাচাঁদ পূতিতুণ্ডের নামে একটী রাস্তা আছে। কালিদাস পূতিতুণ্ড একজন বিখ্যাত কালওয়াৎ ছিলেন।

এই সমস্ত প্রসিদ্ধ বংশের বংশাবলী ও কুলপরিচয় সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে।

——:০:——

বাৎস্য গোত্র কাঞ্জিলাল গাঁই

১। **সু**ধানিধি ইনি কান্যকুব্জ প্রদেশান্তর্গত তাড়িত গ্রাম হইতে গৌড়াধিপতি মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে শুভাগমন করেন। তৎসুত ছান্দড় (রাঢ়দেশ বাসী) ও ধরাধর (বারেন্দ্র দেশ বাসী)

১। **ছা**ন্দড় ইনি মহারাজ আদিশূর পুত্র মহারাজ ভূশূর, পাল বংশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পাটুলি পুত্রের রাজা কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলে রাঢ় দেশের অন্তর্গত শূরনগর নামক স্থানে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় পাত্র-মিত্রাদিসহ আসিয়া রাজত্ব করেন। সেই সময় বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় শূরনগর রাজ্যে আসিয়া বসবাস করেন। তৎসুত ধীর (পুতিতুণ্ড গাঁই) ও শ্রীধর (কাঞ্জিলাল গাঁই) প্রভৃতি একাদশ পুত্র পর্য্যায় ২।

২। **শ্রী**ধর—মহারাজা আদিশূরের পৌত্র মহারাজ ভূশূরের পুত্র মহারাজ ক্ষিতীশূর শ্রীধরের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কাটোয়া সহর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অক্ষ রেখা ২৩´ ১১´´ উঃ ও দ্রাঃ ৮৭° ৫৯´ ৩০´´ পূঃ কাঞ্জিলাল বা কাঞ্জিয়ান গ্রাম দান করেন। তৎসুত বেদগর্ভ বা বেদকণ্ঠ ৩। এই সময় হইতে গাঁইএর সৃষ্টি হইল।

৩। বেদগর্ভ বা বেদকণ্ঠ সুত বিষ্ণু ৪।

৪। বিষ্ণু সুত সুজিষ্ণু বা সহিষ্ণু ৫।

৫। সুজিষ্ণু সুত কোল বা কোন ৬।

৬। কোল সুত ধুরন্ধর ও ধীর ৭।

৭। ধুরন্ধর সুত বাণেশ্বর ৮। বাণেশ্বর সুত প্রাণেশ্বর বা প্রাণেশ ৯।

৯। প্রাণেশ সুত হিঙ্গুল ও বরাহ ১০।

১০। তিঙ্গুল সুত **কানু** কাঞ্জিলাল ১১। ইনি বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন।

১০। বরাহ সুত কুতূহল (খড়দহ বাসী) ১১। ইনিও বল্লাল পূজিত এবং কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন।

১১। কানু কাঞ্জিলাল সুত চন্দ্রশেখর বা চাঁদ, জয়মণি, অগস্ত্য, উধা, তিয়, মকরন্দ ও দাম ১২।

১২। চন্দ্রশেখর বা চাঁদ সুত ত্রিলোচন বা তেয়ী, নৃসিংহ, বামন, বাসুদেব ও শিব ১৩।

১৩। ত্রিলোচন বা তেয়ী সুত জনক জনার্দ্দন বা জনো, বিষ্ণু, পশুপতি ও নিশিকুমার ১৪।

১৪। জনক জনার্দ্দন বা জনো সুত ভীম, তপন, গঙ্গাদাস বা গঙ্গাধর ও গোপীনাথ ১৫।

১৫। তপন সুত কৌতুক, ভৈরব ও দশরথ ১৬।

১৬। কৌতুক সুত নরোত্তম বা নরপতি, বিষ্ণু ও বিজয় ১৭।

১৭। নরোত্তম সুত মধুসূদন তর্কাচার্য্য, কৃষ্ণদেব আচার্য্য, বলভদ্র, দেবানন্দ, নীলাম্বর ও নীলকণ্ঠ ১৮। কৃষ্ণদেব আচার্য্যের সময় মেল বন্ধ হয়।

১৮। মধুসূদন সুত **দামোদর**, **কালিদাস**, **মাধব**, **মৃত্যুঞ্জয়**, **বসুদেব** ও **ভাস্কর** ১৯।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর পণ্ডিত বংশ সুরাই মেল

১৯। **দামোদর** সুত গঙ্গাদাস, গোপাল, ভগীরথ ও গঙ্গানন্দ (ইনি পারিহাল মেলপ্রাপ্ত) ২০।

২০। গঙ্গাদাস সুত শঙ্করাচার্য্য, সত্যানন্দ, যাদব, মহেশ ও রাজেন্দ্র ২১।

২১। শঙ্করাচার্য্য সুত হরিনারায়ণ ও বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ২২।

২২। বিশ্বেশ্বর সুত শিবরাম, রামেশ্বর, রমাপতি, রামদেব, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও মহাদেব ২৩।

২৩। শিবরাম সুত সূর্য্যদাস, কালিদাস, রামজীবন ও রামনারায়ণ ২৪।

২৪। সূর্য্যদাস সুত রামগোবিন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৫।

২৫। রামগোবিন্দ সুত নিমানন্দ ও শ্যামসুন্দর ২৬।

২৬। নিমানন্দ সুত কৃষ্ণচন্দ্র, শতানন্দ, হরিহর ও ভবানীশঙ্কর ২৭।

২৭। কৃষ্ণচন্দ্র সুত প্রসন্নকুমার ও লোকনাথ ২৮।

২৮। লোকনাথ সুত শ্যামাচরণ ২৯।

২৯। শ্যামাচরণ সুত অশ্বিনীকুমার ৩০। সাং আড়পাড়া, যশোহর।

২৭। শতানন্দ সুত তিলক ও গোরাচাঁদ ২৮।

২৮। তিলক সুত গোবিন্দচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত ও কালাচাঁদ ২৯।

২৯। গোবিন্দ সুত নগেন্দ্রনাথ ৩০।

৩০। নগেন্দ্র (বংশাভাব) সাং মহেশপুর, যশোহর।

২৯। চন্দ্রকান্ত সুত বসন্তকুমার ও হরি (বংশাভাব) ৩০।

৩০। বসন্ত সুত পাগল ও দেবী ৩১। সাং মহেশপুর, যশোহর।

২৯। কালাচাঁদ সুত নাম অজ্ঞাত (সাং চাতরা শ্যামপুর, রাঢ় দেশে)।

২৬। শ্যামসুন্দর সুত শম্ভু, বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ ২৭।

২৭। শম্ভু সুত শ্যামাচরণ ২৮।

২৮। শ্যামাচরণ সুত হীরালাল ২৯। সাং বিছালী, যশোহর।

২৭। বৈদ্যনাথ সুত চন্দ্রকান্ত ২৮। সুত নগেন্দ্র ২৯।

২৭। বিশ্বনাথ সুত মহানন্দ ২৮।

২৮। মহানন্দ সুত রসিকলাল ২৯। সাং শ্যামপুর, রাঢ় দেশ।

২৭। হরিহর সুত রাজমোহন, ব্রজমোহন ও চাঁদমোহন ২৮। সাং মহেশপুর, যশোহর।

২৮। রাজমোহন সুত চণ্ডীচরণ ও ললিতমোহন ২৯। সাং নখপুর, খুলনা জেলা।

২৫। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত রামসুন্দর (ভঙ্গ) ২৬।

২৬। রামসুন্দর (ভঙ্গ) তৎসুত পদ্মলোচন, ত্রিলোচন ও রামলোচন ২৭।

২৭। পদ্মলোচন সুত মধুসূদন ও জনার্দ্দন ২৮।

২৮। মধুসুদন সুত ভোলানাথ, পার্ব্বতীনাথ, ষষ্ঠীচরণ ও কালীচরণ ২৯। সাং আড়পাড়া, যশোহর।

২৯। ভোলানাথ সুত যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র ৩০।

২৯। পার্ব্বতী সুত মতিলাল, সুধাংশু ওরফে অঘোর ও বিজয় ৩০। সাং আড়পাড়া।

২৯। ষষ্ঠীচরণ সুত কেশবলাল ৩০।

২৯। কালীচরণ সুত হীরালাল, বিনোদলাল ও কুমুদলাল ৩০।

২৮। জনার্দ্দন সুত লালমোহন ও মনোমোহন ২৯। সাং আড়পাড়া, যশোহর।

২৪। কালিদাস সুত নাম অজ্ঞাত ২৫। তৎসুত নাম অজ্ঞাত ২৬।

তৎসুত নাম অজ্ঞাত ২৭। তৎসুত মহেশচন্দ্র ন্যায়-পঞ্চানন ২৮। সাং নাটাখোলা।

২৮। মহেশ সুত গিরীশচন্দ্র ও চন্দ্রকান্ত ২৯। সাং মাণিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

২৯। গিরিশ সুত পরেশনাথ, বেণীমাধব ও বালক ৩০। সাং কনকসার, ঢাকা জেলা।

২৪। রামজীবন সুত রামকান্ত ও রামশরণ ২৫।

২৫। রামকান্ত সুত জয়রাম ২৬।

২৫। রামশরণ সুত ষষ্ঠীদাস ২৬।

২৬। ষষ্ঠীদাস সুত রামরত্ন, রামনিধি ও রাজচন্দ্র ২৭।

২৪। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণশরণ ২৫। কৃষ্ণশরণ সুত তেকু ২৬।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৩) রামেশ্বরের ধারা (২৪৪ পৃঃ)

২৩। রামেশ্বর সুত রূপনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৪।

২৪। রূপনারায়ণ সুত নৃসিংহ, জানকী, মহেশ ও রামনাথ বিদ্যাবাগীশ (বংশাভাব) ২৫।

২৫। নৃসিংহ সুত রামরাম, অভিরাম, দুর্গারাম বা বাবুরাম, ভগবতী, গঙ্গেশ ও নন্দকুমার ২৬। সাং বেণীপুর, মুর্শিদাবাদ।

২৬। রামরাম সুত নদীরাম, শুকদেব ও রঘুদেব ২৭।

২৭। নদীরাম সুত কমললোচন ও রাজীবলোচন ২৮।

২৮। কমললোচন সুত জগবন্ধু ২৯। সুত কৃষ্ণনাথ ৩০। সাং সাদীপুর।

৩০। কৃষ্ণনাথ সুত নীলরতন ৩১।

৩১। নীলরতন সুত প্রাণনাথ, প্রমথনাথ (স্বভাব) ও ইন্দুভূষণ ৩২।

২৮। রাজীবলোচন সুত বেণী ও মতিলাল ২৯।

২৯। মতিলাল সুত ঈশ্বর, উমেশ, পূর্ণচন্দ্র, প্রফুল্ল, অধর ও শ্রীশ (স্বভাব) ৩০।

২৭। শুকদেব সুত ছকু, কেতু ও রাধাকান্ত ২৮।

২৮। ছকুরাম সুত জয়চন্দ্র, রাজচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯।

২৯। রাজচন্দ্র সুত অপরা বল্লভকান্ত ও ভৈরবনাথ ৩০।

৩০। অপরা সুত রত্নেশ্বর ৩১। সুত মথুরানাথ ৩২। সুত রাখালদাস ৩৩।

৩৩। রাখাল সুত ললিতমোহন, জ্যোতিষ ও ভূদেব ৩৪। সাং শ্যামপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা।

৩০। বল্লভকান্ত সুত ভজরাম ৩১। সুত রামকিশোর ৩২।

৩২। রতনলাল সুত দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী ৩৩। সাং পশুই, মুর্শিদাবাদ।

২৭। রঘুদেব সুত হৃদয়রাম, পরীক্ষিত ও রসিক ২৮।

২৮। হৃদয় সুত বৈদ্যনাথ ও সাহেবরাম ২৯।

২৯। বৈদ্যনাথ সুত দুর্লভরাম, অভয়াচরণ ও ঘনশ্যাম ৩০।

৩০। দুর্লভ সুত মহানন্দ, পরমানন্দ, হরেরাম ও রামকুমার ৩১।

৩১। মহানন্দ সুত রামদেব ও দীনবন্ধু ৩২।

৩২। রাম সুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৩৩।

৩৩। রাজেন্দ্রনারায়ণ সুত ননীমোহন, ললিতমোহন ও বিভূতিভূষণ ৩৪। সাং ছামুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলা।

৩২। দীনবন্ধু সুত রাখালদাস চক্রবর্ত্তী ৩৩। সাং কাঁকড়া মৃজাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

৩১। হরেরাম সুত গঙ্গাগোবিন্দ, মাণিকলাল ও বিহারীলাল ৩২।

৩২। গঙ্গাগোবিন্দ সুত বটকৃষ্ণ ৩৩।

৩৩। বটকৃষ্ণ সুত মোহিনীমোহন ৩৪। সাং ছামুগ্রাম সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ।

৩২। মাণিক সুত নৃত্যগোপাল, কৃষ্ণধন ও দেবেন্দ্র ৩৩। সাং গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।

৩০। অভয়াচরণ সুত লোহারাম, গদাধর, গোপীনাথ ও মাধবানন্দ ৩১।

৩১। লোহারাম সুত রামকল্যান, মথুর ও গুরুগোবিন্দ ৩২।

৩২। রামকল্যান সুত আনন্দলাল ও রাধিকালাল ৩৩।

৩৩। আনন্দলাল সুত মধুসুদন ৩৪।

৩২। গুরুগোবিন্দ সুত গিরীশচন্দ্র ৩৩।

৩৩। গিরীশ সুত জ্ঞানানন্দ ৩৪। সাং ছামুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৩১। মাধবানন্দ সুত গোকুলচন্দ্র ৩২। সুত গৌরগোপাল চক্রবর্ত্তী ৩৩।

২৬। দুর্গারাম বা বাবুরাম রায় সুত মহানন্দ রায় ২৭।

২৭। মহানন্দ রায় সুত বিশ্বনাথ রায় ২৮।

২৮। বিশ্বনাথ সুত কীর্ত্তিচন্দ্র (ভঙ্গ) ২৯। সাং সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

২৯। কীর্ত্তিচন্দ্র সুত হারাধন রায় ৩০। সুত রামগোপাল ৩১।

৩১। রামগোপাল সুত গোকুলচন্দ্র ৩২। সুত কালীপদ ৩৩। সুত দুর্গাশঙ্কর ৩৪। সাং ছাতিনা, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

২৬। অভিরাম সুত উদয়নারায়ণ ২৭।

২৭। উদয়নারায়ণ সুত আভর্শিচরণ ২৮। সুত রামলোচন ২৯।

২৯। রামলোচন সুত রামদয়াল ও রামসুন্দর ৩০।

৩০। রামদয়াল সুত বেণীমাধব ও রামরতন ৩১।

৩১। বেণীমাধব সুত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩২।

৩২। অম্বিকাচরণ সুত উমেশচন্দ্র, আশুতোষ, সনৎকুমার, রামনাথ ও প্রমথনাথ ৩৩। মোর গ্রাম ধনপতগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১। রামরতন সুত হরিশচন্দ্র ৩২। সাং ছামুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৩০। রামসুন্দর সুত গৌরীনাথ ৩১। সুত চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী ৩২।

৩২। চণ্ডী সুত কালীশচন্দ্র ৩৩। সাং ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ।

কোন কোন গ্রন্থে রূপনায়ণের বংশাভাব লেখা আছে

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৪) জয়নারায়ণের ধারা (২৪৬ পৃঃ)

২৪। জয়নারায়ণ সুত কৃষ্ণদেব ওরফে নকুল ২৫।

২৫। কৃষ্ণদেব সুত রামচরণ, কৃষ্ণচরণ (ভঙ্গ), শিবনাথ ও কাশীনাথ ২৬।

২৬। রামচরণ সুত রামকুমার, প্রাণনাথ, ভোলানাথ ও জগন্নাথ ২৭।

২৭। রামকুমার সুত রামতনু, শীতল ও গুরুপ্রসাদ ২৮।

২৮। রামতনু সুত রামলোচন ও কাশীচন্দ্র ২৯। সাং হরিদাসপুর।

২৯। রামলোচন সুত তারাপ্রসন্ন ৩০।

৩০। তারাপ্রসন্ন সুত উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুশীল ও কালিদাস ৩১।

৩১। যোগেন্দ্র সুত প্রফুল্ল ৩২।

২৮। গুরুপ্রসাদ সুত মহেশচন্দ্র ও সনাতন ২৯।

২৯। মহেশচন্দ্র সুত কালীপ্রসন্ন ও রজনীকান্ত ৩০।

৩০। কালীপ্রসন্ন সুত রাসমোহন, অনুকূল, অনন্ত ও দক্ষিণারঞ্জন ৩১।
সাং বৈচণ্ডী, বরিশাল।

২৯। সনাতন সুত চন্দ্রকান্ত, তারকচন্দ্র ও অনাথবন্ধু ৩০।

৩০। চন্দ্রকান্ত সুত অনুকূল ও কালীপদ ৩১।

২৭। প্রাণনাথ সুত গঙ্গাপ্রসাদ ২৮। সাং কেচুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।

২৮। গঙ্গাপ্রসাদ সুত চন্দ্রকান্ত ২৯। সুত কালিদাস (স্বভাব) ৩০।

২৭। জগন্নাথ সুত ঈশান ২৮। সুত নীলকণ্ঠ ২৯। সাং মালগ্রাম, বর্দ্ধমান।

২৯। নীলকণ্ঠ সুত অবিনাশ, প্রসন্ন, কালীপদ ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩০।

৩০। অবিনাশ সুত দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী ৩১। সাং মসলাগ্রাম, বর্দ্ধমান।

৩০। কৃষ্ণচন্দ্র সুত শশধর চক্রবর্ত্তী ৩১।

২৬। কৃষ্ণচরণ (ভঙ্গ) তৎসুত ভৈরবচন্দ্র ও জয়চন্দ্র ২৭।

২৭। ভৈরব সুত মহেশচন্দ্র ও রামচাঁদ ২৮।

২৮। মহেশ সুত পূর্ণচন্দ্র শিরোমণি ২৯।

২৯। পূর্ণ সুত অশ্বিনী, সতীশ, অন্নদা ও মধুসুদন ৩০। সাং কালা-
রায়ের চর শ্রীনদী, ফরিদপুর।

২৬। শিবনাথ সুত মহানন্দ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী ২৭।

২৭। মহানন্দ (ভঙ্গ) তৎসুত তারাচাঁদ ও ত্রৈলোক্য ২৮।

২৮। তারাচাঁদ সুত করুণাময়, শশীভূষণ ও মণিশভূষণ ২৯।

২৭। শ্যামানন্দ সুত ভবানীচরণ ২৮। সুত চন্দ্রকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত ২৯।

২৯। চন্দ্র সুত ত্রিগুণা (স্বভাব), অশ্বিনী (ভঙ্গ) ও কুমারীশ (স্বভাব) ৩০।

২৯। রুক্মিণীকান্ত সুত রামনারায়ণ ৩০। সাং দেওয়াসীন, বর্দ্ধমান।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৪) শ্রীনারায়ণের ধারা (২৪৬পৃঃ)

২৪। শ্রীনারায়ণ সুত কৃষ্ণরাম (ভঙ্গ), মনোহর ও নন্দরাম ২৫।

২৫। কৃষ্ণরাম (ভঙ্গ) তৎসুত রঘুরাম, জগন্নাথ পঞ্চানন, নন্দদুলাল ও নন্দরাম ২৬। সাং মাজদা।

২৬। জগন্নাথ সুত রাজকিশোর, ভৈরবচন্দ্র, প্রাণনাথ ও ধনমণি ২৭।

২৭। ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সুত লোকনাথ ন্যায়রত্ন, হরনাথ ও দীননাথ ২৮।

২৮। লোকনাথ সুত মহেশচন্দ্র, মধুসূদন বিদ্যারত্ন ও দ্বারকানাথ ২৯।

২৯। মহেশচন্দ্র সুত গঙ্গাকান্ত ও অন্নদাচরণ ৩০। সাং ইতনা. যশোহর।

২৯। মধুসূদন সুত রমেশচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, সুরেশ, ক্ষিতীশ ও সতীশ ৩০। সাং টগরবন্দ, যশোহর জেলা।

২৯। দ্বারকানাথ সুত ললিতমোহন ও বিনোদবিহারী ৩০। সাং টগরবন্দ, যশোহর জেলা।

২৮। হরনাথ সুত কোটীশ্বর ২৯। সুত যোগেশ ও উপেন্দ্র ৩০। সাং ইতনা, যশোহর।

২৮। দীননাথ সুত প্রিয়নাথ ২৯। সুত যোগেন্দ্র ৩০। সাং পিলজঙ্গ, যশোহর।

২৭। ধনমণি সুত বীরেশ্বর ২৮। সুত ত্রৈলোক্যনাথ ২৯।

২৯। ত্রৈলোক্য সুত বঙ্গচন্দ্র ৩০। সাং কাশীধাম।

২৬। নন্দদুলাল সুত রামরাম ২৭। সুত রবিলোচন ২৮। সুত মাধব ২৯।

২৯। মাধব সুত চন্দ্রকান্ত ৩০। সাং পুঁটীমারি জয়নগর, যশোহর।

২৫। মনোহর (ভঙ্গ) সুত পরাণ ও ষষ্ঠীদাস ২৬। পরাণ সুত গৌরীশঙ্কর ২৭।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৩) রমাপতির ধারা (২৪৪ পৃঃ)

২৩। রমাপতি সুত (৫) নাম অজ্ঞাত ২৪। তৎসুত রামকেশব ২৫। সুত আনন্দীরাম চক্রবর্ত্তী ২৬। সুত রামহরি, বিশ্বনাথ, রামলোচন ২৭। রামলোচন সুত গৌরসুন্দর, ভোলানাথ, গোবিন্দ ও নীলমণি ২৮।

২৮। গৌর সুত চন্দ্রকান্ত, শ্রীকান্ত, নিত্যানন্দ ও সদানন্দ ২৯।

২৯। চন্দ্রকান্ত সুত বাণীকান্ত ও রজনীকান্ত ৩০।

৩০। বাণীকান্ত সুত যতীন্দ্র, ক্ষিতীশ ও বিভূতি ৩১। যতীন্দ্র সুত ননীগোপাল ৩২। ক্ষিতীশ সুত নরেন্দ্র ও বালক ৩২। সাং বাজুয়াডাঙ্গা। বিভূতি সুত নন্দলাল ৩২।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৩) রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারের ধারা

২৩। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার (২৪৪ পৃঃ) সুত গদাধর, লক্ষ্মণ তর্কালঙ্কার, ঘনশ্যাম বিদ্যালঙ্কার ও গঙ্গাধর পঞ্চানন ২৪।

২৪। গদাধর সুত কৃষ্ণনাথ ও গোপীনাথ ২৫। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৫। কৃষ্ণনাথ সুত শিবচন্দ্র, রাজকিশোর, রামকিশোর, রামলোচন ও শ্যামসুন্দর ২৬।

২৬। শিবচন্দ্র সুত গঙ্গানারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ প্রতাপনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার, ধর্ম্মনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও তারিণীকিঙ্কর ২৭।

২৭। গঙ্গানারায়ণ সুত ব্রজনাথ ২৮। সুত যদুনাথ ২৯। সুত অমৃতলাল ৩০। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৭। ইন্দ্রনারায়ণ সুত দুর্গাচরণ ২৮। সুত উমেশ ও অবিনাশ ২৯।

২৯। অবিনাশ সুত ক্ষিতীশ ৩০। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৭। প্রতাপনারায়ণ সুত মহেশ ২৮। সুত আশুতোষ ২৯। সুত গণেশ ৩০। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৭। দর্পনারায়ণ সুত দিনানন্দ ২৮। সুত ত্রৈলোক্য ২৯।

২৭। তারিণীকিঙ্কর সুত ঈশান ২৮।

২৬। রাজকিশোর সুত রাধামোহন ২৭।

২৬। রামকিশোর সুত তিলকচন্দ্র ২৭। সুত গোবিন্দচন্দ্র ২৮।

২৮। গোবিন্দ সুত দীননাথ ও দ্বারকানাথ ২৯। সাং নলদী, যশোহর।

২৫। গোপীনাথ তর্কালঙ্কার সুত নবকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ ২৬।

২৬। যুগল সুত বিশ্বম্ভর ২৭।

২৪। লক্ষ্মণ তর্কালঙ্কার সুত যোগীরাম, নীলকণ্ঠ, শ্রীহরি ও বলরাম ২৫।

২৫। যোগীরাম সুত কিঙ্কর ও কালাচাঁদ ২৬।

২৬। কিঙ্কর সুত সাফলরাম, ঈশ্বর (রহমতপুর, বরিশাল) ও গিরীশচন্দ্র ২৭।

২৭। সাফলরাম সুত তারাচাঁদ, গুরুদাস ও জগতচন্দ্র ২৮।

২৮। তারাচাঁদ সুত ভবানীচরণ ২৯। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৮। গুরুদাস সুত শ্রীমন্ত ২৯। সুত রামচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র ৩০। সাং মাদরা, ফরিদপুর।

৩০। রামচন্দ্র (শিয়ালদহ কোর্টের মোক্তার) সুত গণেশ, কার্ত্তিক, বিজয়নারায়ণ ও নারায়ণ ৩১। সাং বেলেঘাটা, কলিকাতা।

৩০। মাধব সুত প্রফুল্ল, জ্ঞানেন্দ্র, শৈলেশ, অজিত, কিরণ ও নারায়ণ ৩১। সাং জয়দিয়া, যশোহর।

২৮। জগত সুত বীরেশ্বর, রত্নেশ্বর, প্রাণেশ্বর ও আদু ২৯।

২৭। গিরীশচন্দ্র সুত জগবন্ধু ও গণেশ ২৮। সাং মাইজপাড়া।

২৬। কালাচাঁদ সুত দ্বারকানাথ ২৭। সুত নরেন্দ্রমোহন, রাজেন্দ্রলাল (সাং পিলজঙ্গ) ও দেবেন্দ্র ২৮।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৫) শ্রীহরির ধারা (২৫২ পৃঃ)

২৫। শ্রীহরি সুত দ্বীপচন্দ্র, রাজচন্দ্র, সনাতন, ভৈরব, মাণিকচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্র ২৬।

২৬। দ্বীপচন্দ্র সুত রামজয় ২৭। সুত যুগলকৃষ্ণ ২৮। সুত আলোকচন্দ্র ২৯।

২৯। আলোক সুত নিবারণ, ভবরঞ্জন, হররঞ্জন ৩০। সাং তারপাশা, বরিশাল।

২৬। রাজচন্দ্র সুত দুর্গাচরণ ২৭। সাং প্রভাকরদিয়া।

২৬। ভৈরবচন্দ্র সুত কৃষ্ণমোহন ও কমল ২৭। কৃষ্ণমোহন সুত ঈশ্বর ২৮।

২৮। ঈশ্বর সুত মথুরানাথ ২৯। সুত পার্ব্বতীনাথ ৩০। সাং উজিরপুর, বরিশাল।

২৭। কমল সুত জানকীনাথ ২৮। সুত রজনী ২৯।

২৯। রজনী সুত জনার্দ্দন ৩০। সাং বেতর, বরিশাল।

২৬। মাণিক সুত গৌরচন্দ্র ২৭। সুত বৃন্দাবন ২৮। সুত তারিণী-চরণ ২৯।

২৯। তারিণী সুত পরেশনাথ ৩০। সাং বড় মহল আগরবাড়ী, বরিশাল।

২৬। কীর্ত্তিচন্দ্র সুত নাম অজ্ঞাত ২৭। তৎসুত নাম অজ্ঞাত ২৮। তৎসুত মোহনচন্দ্র ২৯। সাং রহমতপুর বারেখানি, বরিশাল।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৫) বলরামের ধারা (২৫২ পৃঃ)

২৫। বলরাম সুত দিনমণি ২৬। সুত কমলাকান্ত ও কাশীনাথ ২৭।

২৭। কমলাকান্ত সুত কালীকান্ত ও নিবারণ ২৮।

২৭। কাশীনাথ সুত প্রসন্নচন্দ্র, বরদাকান্ত ও হরিশ্চন্দ্র ২৮।

২৮। প্রসন্ন সুত মথুরানাথ, যদুনাথ, দুর্গাদাস ও গণেশ ২৯।

২৯। যদুনাথ সুত কালীপদ, তারাপদ ও শ্যামাপদ ৩০। সাং মল্লিকপুর, যশোহর।

২৮। বরদাকান্ত সুত রামরূপ, নারায়ণ, মধুসূদন ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। সাং মল্লিকপুর, যশোহর।

২৯। হরিশ্চন্দ্র সুত ভোলানাথ বা ভবনাথ, অমৃতলাল বা বিশ্বনাথ ৩০। সাং পিলজঙ্গ।

২৪। ঘনশ্যাম বিদ্যালঙ্কার সুত রাজনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ ও শিবনারায়ণ ২৫।

২৫। রাজনারায়ণ সুত নন্দকুমার, সদাশিব ও উমাকান্ত ২৬।

২৬। নন্দকুমার সুত নীলকমল ও হরদেব ২৭। সাং বোধখানা, যশোহর।

২৬। সদাশিব সুত ঈশ্বর, রামগোপাল, হরমোহন, প্যারিমোহন ও দেবনাথ ২৭।

২৭। ঈশ্বর সুত গোবিন্দ ২৮। সুত ভগবতীচরণ ২৯। সাং সোতাশী।

২৭। রামগোপাল সুত জয়গোপাল ২৮।

২৭। হরমোহন সুত শরৎ ও অমর ২৮। সাং খোকলাট।

২৫। রাধাকৃষ্ণ সুত হরচন্দ্র ২৬।

২৬। হরচন্দ্র সুত রামইন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর ও জগবন্ধু (ভট্টাচার্য্য) ২৭। সাং শুঁতী, যশোহর।

২৭। রামইন্দ্র সুত কুলদাভূষণ ও ভবভূষণ ২৮।

২৮। কুলদা সুত প্রফুল্ল, হেমন্ত, প্রভাব, শুধাংশু ও ধনী ২৯।

২৮। ভবভূষণ সুত প্রমোদকুমার, প্রশান্তকুমার, অনিলকুমার ও বিমলকুমার ২৯।

২৯। প্রমোদ সুত দ্বিপককুমার ৩০।

২৭। যজ্ঞেশ্বর (স্ত্রী সয়ামণি দেবী) তৎসুত মাখনলাল ৩৮। সাং শুঁতী যশোহর।

২৮। মাখন (ইনি একজন বড় শিকারী, শিকারেই সর্ব্বস্বান্ত), নির্ম্মল চরিত্র ও বিনয়ী) ২৯। তৎসুত নৃপেন্দ্র, নরেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৩০।

২৫। শিবনারায়ণ সুত ব্রজকিশোর ২৬। সুত খুদীরাম ২৭।

২৭। খুদীরাম সুত নাম অজ্ঞাত ২৮। সাং পিলজঙ্গ।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (১৪) গঙ্গাধরের ধারা (২৫১ পৃঃ)

২৪। গঙ্গাধর পঞ্চানন সুত আনন্দীরাম, কৃষ্ণজীবন, রুদ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও ভবানীপ্রসাদ ২৫।

২৫। আনন্দীরাম সুত কৃষ্ণকান্ত, রামকান্ত, রাধাকান্ত ও শ্রীকান্ত ২৬।

২৬। কৃষ্ণকান্ত সুত বিজয়নারায়ণ ও পদ্মলোচন ২৭।

২৭। বিজয় সুত জগমোহন ২৮। সুত মহিমাচন্দ্র ২৯। সুত শশী, বিধু, ইন্দু ও যতীন্দ্রনাথ ৩০। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৭। পদ্মলোচন সুত রাধাচরণ ২৮। সুত যাদবচন্দ্র ২৯। সুত চন্দ্রকান্ত ৩০। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৬। রামকান্ত সুত রামভদ্র, রামকুমার ও হরনারায়ণ ২৭। সাং পলনাট্টী।

২৬। শ্রীকান্ত প্রপৌত্র চাতরায় বাস করেন। নাম জানা গেল না। শ্রীরামপুর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

২৫। কৃষ্ণজীবন সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ২৬।

২৬। কৃষ্ণপ্রসাদ সুত রামকানাই, জগবন্ধু ও দীনবন্ধু ২৭। সাং সেওলাপটী মাদরা, ফরিদপুর।

২৭। রামকানাই সুত শ্যামাচরণ, বরদাকান্ত ও রজনীকান্ত ২৮। সাং টগরবন্দ।

২৫। রুদ্রনারায়ণ সুত গঙ্গাজীবন ও কৃষ্ণকিঙ্কর ২৬।

২৬। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত ভগবানচন্দ্র, ঈশ্বর, গোলকচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ২৭।

২৭। ঈশ্বরচন্দ্র সুত অম্বিকাচরণ ও ষষ্ঠীচরণ ২৮।

২৮। অম্বিকা সুত রসিক, সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ২৯। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৫। চন্দ্রনারায়ণ সুত চণ্ডীপ্রসাদ, রত্নেশ্বর, গোপালকৃষ্ণ, নীলমণি ও মাণিকপ্রসাদ ২৬।

২৬। চণ্ডীপ্রসাদ সুত শ্রীনাথ ও জানকীনাথ ২৭।

২৭। জানকী সুত অখিলচন্দ্র, ভবদেব ও বেণীমাধব ২৮।

২৮। অখিলচন্দ্র সুত অন্নদাচরণ ও হেমচন্দ্র ২৯। সাং পিঙ্গলিয়া।

২৬। রত্নেশ্বর সুত কাশীনাথ ও পার্ব্বতীনাথ ২৭।

২৭। কাশীনাথ সুত গিরিশ ও গুরুদাস ২৮।

২৮। গিরিশ সুত উপেন্দ্রচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, সতীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও নারায়ণচন্দ্র ২৯। সাং পিঙ্গলিয়া।

কাঞ্জিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (২৩) মহাদেবের ধারা (২৪৪ পৃঃ)

২৩। মহাদেব চক্রবর্ত্তী সুত রত্নেশ্বর বাচস্পতি ও গঙ্গারাম ২৪।

২৪। রত্নেশ্বর বাচস্পতি সুত রামকৃষ্ণ পঞ্চানন ও শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ২৫।

২৫। রামকৃষ্ণ পঞ্চানন সুত রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রামহরি, বিষ্ণুরাম ও রাধাকৃষ্ণ ২৬।

২৬। রামচন্দ্র সুত রামনারায়ণ, রঘুনাথ ও মল্লুকচাঁদ ২৭।

২৭। রামনারায়ণ সুত শম্ভুনাথ, নেহালচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র ও রমানাথ ২৮।

২৮। শম্ভুনাথ সুত বঙ্গচন্দ্র ২৯। সুত রাসবিহারী, কুঞ্জনাথ ও বিপিন ৩০।

৩০। রাসবিহারী সুত রামচরণ ৩১। সাং হরিদাসপুর, ফরিদপুর।

৩০। কুঞ্জনাথ সুত চন্দ্রনাথ ৩১।

৩১। বিপিন সুত হরিপদ ৩২।

২৭। রঘুনাথ সুত বৈদ্যনাথ, কালীনাথ, বিশ্বনাথ ও রমানাথ ২৮।

২৮। বৈদ্যনাথ সুত রামমোহন ও চন্দ্রমোহন ২৯।

২৯। চন্দ্রমোহন সুত শশীভূষণ ৩০। সুত মনোমোহন ও লালমোহন ৩১।
স্বভাব সাং সমাইল।

২৮। কালীনাথ সুত কৈলাসচন্দ্র, প্রসন্নকুমার, শ্যামাচরণ ও বিষ্ণুচরণ ২৯।

২৯। কৈলাস সুত সুরতচন্দ্র, অবিনাশ ও মহেন্দ্র ৩০। সাং সাজাইল।

২৯। প্রসন্ন সুত বীরেশ্বর, রামেশ্বর, উপেন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

২৯। শ্যামাচরণ সুত ভূষণ প্রভৃতি ৩০।

২৯। বিষ্ণুচরণ সুত রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

২৮। কিশ্বনাথ সুত মহেশচন্দ্র ২৯।

২৮। রমানাথ সুত মধুসূদন ২৯। সুত অম্বিকাচরণ ৩০। সাং কাঁচিপাশা, বরিশাল।

২৭। মল্লুকচাঁদ সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৮। সুত তারাণচন্দ্র ২৯। সুত শ্রীনাথ ৩০।

৩০। শ্রীনাথ সুত নাম অজ্ঞাত ৩১। সাং হরিদাসপুর।

২৬। রামহরি সুত রামগোপাল, কালীকাপ্রসাদ ও পদ্মলোচন ২৭।

২৭। রামগোপাল সুত শিবচন্দ্র ২৮। সুত কালীনাথ ২৯।

২৯। কালীনাথ সুত ভগবতীচরণ (সাং বিক্রমপুর, কনকসার, ঢাকা) শ্যামা-
চরণ, হরেন্দ্র ও নন্দলাল ৩০।

২৭। কালীকাপ্রসাদ সুত রামকল্যাণ, কমলাকান্ত ও গৌরীনাথ ২৮।

২৮। গৌরীনাথ সুত পূর্ণচন্দ্র ২৯।

২৬। বিষ্ণুরাম সুত ভবানীচরণ, দুর্গাচরণ ও বিষ্ণুচরণ ২৭।

২৭। ভবানীচরণ সুত নবকৃষ্ণ ২৮। সুত শীতলচন্দ্র ২৯।

২৯। শীতলচন্দ্র সুত শরচ্চন্দ্র, কুলচন্দ্র, কাশীনাথ ও রামলাল ৩০।

৩০। কুলচন্দ্র সুত কালীপদ ৩১। সাং টিগরবন্দ, যশোহর।

৩০। রামলাল সুত হরিপদ ৩১।

২৭। দুর্গাচরণ সুত গৌরীপ্রসাদ ২৮।

কাঙ্গিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (১৬) রাধাকৃষ্ণের ধারা (২৫৬ পৃঃ)

২৬। রাধাকৃষ্ণ সুত রামকান্ত ২৭। সুত ভরতচন্দ্র ২৮।

২৮। ভরত সুত গিরিশ, শশী ও কার্ত্তিক ২৯।

২৯। শশী সুত জ্যোতিশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র ৩০। সাং ধুনাদী, ফরিদপুর।

২৫। শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সুত জগন্নাথ ২৬। সুত প্রাণনাথ ২৭।

২৭। প্রাণনাথ সুত রামনাথ, ভোলানাথ, ত্রিলোচন, ব্রজনাথ, নবকৃষ্ণ ও শীতলচন্দ্র ২৮। সাং হরিদাসপুর।

২৮। রামনাথ সুত রামকানাই ২৯। ত্রিলোচন সুত আনন্দচন্দ্র ২৯।

২৯। আনন্দচন্দ্র সুত গোপাল, যাদবচন্দ্র, রমণীমোহন ও অন্নদাচরণ ৩০। সাং রাহদী, ফরিদপুর।

কাঙ্গিলাল (১৮) দামোদর প্রমুখ (১৪) গঙ্গারামের ধারা (২৫৬ পৃঃ)

২৪। গঙ্গারাম সুত রামরাম, সুধারাম রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রামধন ও রামানন্দ ২৫।

২৫। রামরাম সুত রামসুন্দর ২৬। সুত নবীন, শিবনাথ ও প্রাণনাথ ২৭।

২৭। নবীন পুত্র শ্যামাচরণ ও পূর্ণচন্দ্র ২৮। সাং বাগঝাপা

২৭। শিবনাথ পুত্র গিরিশচন্দ্র ২৮। সাং মাদারিপুর।

২৭। প্রাণনাথ পুত্র হৃদয়লাল ২৮।

২৫। সুধারাম পুত্র কেবলরাম, সহস্ররাম ও রামপতি বা রমাপতি বা রমাকান্ত ২৬।

২৬। কেবলরাম পুত্র নীলকণ্ঠ ও পীতাম্বর ২৭।

২৭। পীতাম্বর পুত্র শরচ্চন্দ্র ২৮।

২৮। শরৎ পুত্র অন্নদাচরণ, ভোলানাথ, বিজয় প্রভৃতি ২৯। সাং বারাংকুল, ফরিদপুর।

২৬। সহস্ররাম সুত গাদু ২৭।

২৬। রমাপতি বা রামপতি বা রামকান্ত সুত চন্দ্রনাথ বা হরনাথ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী, রামকেশব, গোপাল ও মুকুন্দ এই পাচ পুত্র ২৭। রঘুনাথ সুত মাতু ২৮। রামকেশব সুত কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণপ্রসাদ ওরফে নন্দরাম ও শ্যাম ২৮।

২৮। কৃষ্ণপ্রসাদ ওরফে নন্দরাম সুত আনন্দরাম, রামহরি ও বিশ্বনাথ ২৯।

২৯। আনন্দরাম বিদ্যালঙ্কার সুত রামলোচন, সদাশিব ও নীলমণি ৩০।

৩০। রামলোচন সুত চণ্ডীচরণ, পার্ব্বতীচরণ, ভোলানাথ ও গৌরীচরণ ৩১।

৩১। চণ্ডীচরণ সুত মহিমচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ৩২।

৩১। পার্ব্বতীচরণ সুত প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও বরদাকান্ত ৩২।

৩১। ভোলানাথ সুত অম্বিকাচরণ, তারিণীচরণ ও ভগবতীচরণ ৩২।

৩১। গৌরীচরণ সুত চন্দ্রকান্ত ও শ্রীকান্ত ৩২।

৩০। নীলমণি সুত মথুরানাথ ৩১।

২৯। বিশ্বনাথ সুত দুর্গাপ্রসাদ, ঈশ্বর, ঈশান ও মহেশ ৩০। সাং বাজুয়াডাঙ্গা।

২৮। শ্যাম সুত কাশীনাথ ও দয়ারাম ২৯।

২৯। কাশীনাথ সুত গৌরীচরণ, রাধাচরণ ও গঙ্গাদাস ৩০।

২৯। দয়ারাম সুত অনন্তরাম, বেচারাম ও রামজয় ওরফে রামনারায়ণ ৩০।

২৭। চন্দ্রনাথ সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও শ্রীধর ২৮।

২৮। ঈশ্বর সুত প্রিয়নাথ ও যোগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, হেরম্বনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ২৮। দেউপুর, মৈমনসিংহ জেলা ২৯।

২৮। শ্রীধর সুত ধরণীধর, বেণীমাধব ও প্রসন্ন ২৯।

২৯। ধরণীধর সুত বিদ্যাধর, যতীন্দ্রনাথ, নিশীকান্ত, বিভূতি ও রেবতী-মোহন ৩০। সাং দেউপুর।

২৫। রামধন সুত রামরত্ন ও বংশীবদন ২৬।

২৬। রামরত্ন সুত ভবানীশঙ্কর ২৭।

২৭। ভবানী সুত শ্রীনাথ ২৮। সাং পিপুলিয়া, ফরিদপুর জেলা।

২৬। বংশীবদন সুত ভোলানাথ, প্রাণনাথ ও গুরুপ্রসাদ ২৭।

২৭। ভোলানাথ সুত নীলরতন ২৮। সাং খোকপাট, ফরিদপুর।

২৭। প্রাণনাথ সুত কৈলাসচন্দ্র ২৮। দেউপুর, ময়মনসিংহ।

২৭। গুরুপ্রসাদ সুত কালী ২৮।

কাঞ্জিলাল (২২) বিশ্বেশ্বরজ (২২৪ পৃঃ)

২৩। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার সুত গঙ্গাধর পঞ্চানন, গদাধর, লক্ষ্মণ তর্কালঙ্কার ও ঘনশ্যাম ২৪।

২৪। গঙ্গাধর (ভঙ্গ) তৎসুত আনন্দীরাম, বিনোদরাম, রামরুদ্র, চন্দ্র ও ভবানীপ্রসাদ ২৫।

২৫। আনন্দীরাম সুত কৃষ্ণকান্ত, শ্রীকান্ত ও রমাকান্ত ২৬।

২৫। বিনোদ সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ২৬।

২৫। রামরুদ্র সুত কৃষ্ণকিঙ্কর ২৬।

২৫। চন্দ্র সুত গোপাল, গোবিন্দপ্রসাদ, চণ্ডীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ ২৬।

২৫। ভবানী সুত বিশ্বনাথ ২৬।

২৪। গদাধর ভট্টাচার্য্য সুত কৃষ্ণনাথ, গোপীনাথ, হরিনাথ ও কন্দর্প-নারায়ণ ২৫।

২৫। কৃষ্ণনাথ সুত শ্যাম, শিবচন্দ্র, রামকিশোর, রামলোচন ও রাজকিশোর ২৬।

২৬। শিবচন্দ্র সুত গঙ্গানারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, তারাচাঁদ ২৭। পিংলা।

২৭। গঙ্গানারায়ণ সুত ব্রজনাথ ও শীতল ২৮। সাং পিঙ্গলা।

২৭। ইন্দ্রনারায়ণ সুত গোলকনাথ, গুরুচরণ, দুর্গাচরণ ও গোবিন্দচরণ ২৮।

২৮। গুরুচরণ সুত মহিম ও বদনচন্দ্র ২৯।

২৮। দুর্গাচরণ (ভঙ্গ) তৎসুত নাম অজ্ঞাত ২৯।

২৮। গোবিন্দ সুত ফুটীশ্বর ২৯।

২৭। প্রতাপনারায়ণ সুত মহেশ ২৮।

২৭। দর্পনারায়ণ সুত ঈশান ও দীননাথ ২৮।

২৫। গোপীনাথ সুত নাম অজ্ঞাত ২৬।

২৪। লক্ষ্মণ তর্কালঙ্কার সুত বলরাম, কাশীরাম ও শ্রীহরি ২৫।

২৪। ঘনশ্যাম সুত শিবনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ ২৫।

কাঞ্জিলাল (২২) বিশ্বেশ্বরজ (২৪৪ পৃঃ)

২৩। রামদেব সুত হরিনারায়ণ, বিশ্বেশ্বর, সূর্য্যদাস সিদ্ধান্ত, নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী ও যদুনন্দন তর্কালঙ্কার ২৪।

২৪। সূর্য্যদাস সিদ্ধান্ত সুত রামজীবন বাচস্পতি ২৫।

২৫। রামজীবন সুত রামগোপাল তর্কবাগীশ, চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌম ২৬।

২৬। রামগোপাল সুত মনোহর পঞ্চানন ও রামনিধি চক্রবর্ত্তী ২৭।

২৭। মনোহর সুত রামেশ্বর ২৮।

২৬। চন্দ্রশেখর সুত নরহরি বিদ্যালঙ্কার ও রামসুন্দর বিদ্যাবাচস্পতি ২৭।

২৪। নীলকণ্ঠ সুত রামগোবিন্দ পঞ্চানন ২৫।

২৫। রামগোবিন্দ সুত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ ও বলরাম বাচস্পতি ২৬।

২৬। বলরাম বাচস্পতি সুত কালীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত, রামনিধি চক্রবর্ত্তী ও ভবানীশঙ্কর ২৭।

২৫। যদুনন্দন সুত শ্যাম বিদ্যালঙ্কার ও সন্তোষ চক্রবর্ত্তী ২৬।

২৬। সন্তোষ সুত বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত ২৭। সুত চণ্ডীচরণ ২৮। সাং হিংনাড়া, শ্রীনগর।

কাঞ্জিলাল (১৪) জনক জনার্দ্দনজ (১৪৩ পৃঃ)

১৫। গঙ্গাদাস সুত শঙ্কর আচার্য্য ১৬। সুত হরিনারায়ণ ও বিশ্বেশ্বর ১৭।

১৭। বিশ্বেশ্বর সুত শিবরাম, রামেশ্বর, মহাদেব, রামগতি, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামদেব ও রমাপতি ১৮।

১৯। রমাপতি সুত কৃষ্ণদাস, নন্দরাম ও শ্যাম ১৯।

১৯। শ্যাম সুত কাশীনাথ ও দয়ারাম ২০

কাঞ্জিলাল (১৮) মধুসূদনাচার্য্যজ (২৪৩ পৃঃ)

কালিদাস পণ্ডিত—ইঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। ইনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি সাহসী, বিক্রমশালী, বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ও শিকার প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। একদিন অন্য একটি গ্রামে ভয়ানক বাঘের উপদ্রব হইয়াছে শুনিয়া কালিদাস দল বল সহ লাঠি সোঠা লইয়া বাঘ শিকার করিতে গেলেন। কিন্তু বাঘ শিকার হইল না। বাটীতে ফিরিয়া আসিতে

তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন বাঘ শিকার কি হইয়াছে? তাহাতে কালিদাস বলিলেন বাঘটা আমাদের দেখিয়া পলাইয়া গেল, সেইজন্য বাঘটা শিকার করা হইল না। তাহা শুনিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন তবে সে বাঘ নয়, বাঘের মত একরূপ জানোয়ার আছে, তাই হবে। কালিদাস উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন তুমি ত সব জান, বাঘটা যেখানে শুইয়াছিল সেই স্থানটা আমি শুঁকিয়া দেখিলাম, সে বাঘের গায়ের গন্ধ। ইত্যবসরে পাড়ার একটি আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌ ঠাকরুণ দাদা কি বাঘ শিকার করেছেন।" তাতে কালিদাসের স্ত্রী ঠাট্টা করিয়া কহিলেন ঠাকুর পো তোমার দাদা বাঘ শুঁকে এসেছেন। এই কথা ক্রমশঃ দেশময় রহস্য স্থলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গেল। ঘটক ও কুলজ্ঞেরা তাঁহাদের পুঁথিতে লিখে রাখিলেন, "বাঘ শুঁকা কালিদাস"। তদবধি কালিদাসকে লোকে "বাঘ শুঁকা কালিদাস" কহিয়া আসিতেছেন। তৎসুত রঘু পণ্ডিত, মুকুন্দ পণ্ডিত ও দৈবকীনন্দন ২০। সাং হরিদাসপুর, জেলা ফরিদপুর।

২০। রঘুপতি সুত শ্রীধর পত্রনিবেশ, শ্রীনিবাস, পুণ্ডরীকাক্ষ ও শঙ্কর (বংশাভাব) ২১।

২১। শ্রীধর পত্রনিবেশ সুত শ্রীনাথ, রাজবল্লভ রায়, শ্রীরাম ও জানকীনাথ ২২।

২২। শ্রীনাথ সুত বাগীশ ও মহাদেব ২৩।

২৩। বাগীশ সুত বলরাম ও জনার্দ্দন ২৪।

২৪। বলরাম সুত কৃষ্ণজীবন, গোপীনাথ ও হরিবল্লভ ২৫।

২২। রাজবল্লভ সুত রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২৩। সাং মহেশপুর, যশোহর।

২৩। রামনারায়ণ সুত শিবরাম ২৪। সুত রামেশ্বর ২৫।

২৫। রামেশ্বর সুত হরি ও জয়কৃষ্ণ ২৬।

২৬। হরি সুত রঘুনন্দন, রামলোচন, গঙ্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ ২৭।

২৭। রঘুনন্দন সুত কমল, ব্রজ, কাশীনাথ ও গোলক ২৮। সাং বাগাট, যশহর জেলা।

২৬। জয়কৃষ্ণ সুত রামপ্রসাদ, শম্ভু, রামরত্ন, নন্দকুমার ও রামধন ২৭। সাং বাগাট।

২২। জানকীনাথ সুত মহাদেব, চণ্ডীচরণ ও শরণ ২৩।

২১। পুণ্ডরীকাক্ষ সুত কেশব, চাঁদ ও হরি ২২।

২২। হরি সুত গঙ্গাধর ও রাধাবল্লভ ২৩।

২৩। গঙ্গাধর সুত রামভদ্র ও গোবিন্দ ২৪।

২৪। রামভদ্র সুত গোপাল ও গৌরীকান্ত ২৫। গৌরী সুত রুদ্রেশ্বর ২৬।

২৬। রুদ্রেশ্বর সুত কৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কার, রামশরণ ও রামচন্দ্র ২৭।

২৭। রামচন্দ্র সুত রামহরি ও পদ্মলোচন ২৮।

২৮। পদ্মলোচন সুত জয়নারায়ণ রায় ২৯।

২৯। জয়নারায়ণ সুত শ্রীরাম রায় ও শম্ভুরাম রায়। সাং উলা, নদীয়া জেলা।

২৪। গোবিন্দ সুত শ্রীরাম ২৫।

কাঞ্জিলাল (১৯) কালিদাসজ (১৬২ পৃঃ)

২০। মুকুন্দ পণ্ডিত সুত কৃষ্ণানন্দ, রাঘব বা অচ্যুত, বনমালী ও পূর্ণানন্দ ২১।

২১। কৃষ্ণানন্দ সুত শ্রীরাম আচার্য্য ২২।

২২। শ্রীরাম আচার্য্য সুত রমাকান্ত ও গোপীকান্ত ২৩।

২৩। রমাকান্ত সুত রুক্মিণীকান্ত, রাধাকান্ত, জগন্নাথ, বাসুদেব ২৪। সাং বনগ্রাম, খুলনা।

২৪। রুক্মিণীকান্ত সুত চাঁদ, রামনাথ ও রামরাম ২৫।

২৫। চাঁদ সুত মুমারিধর ২৬। সাং সয়দাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

২৫। রামনাথ সুত শুকদেব ২৬।

২৬। শুকদেব সুত রামানন্দ, অযোধ্যারাম ও হরি ২৭।

২৫। রামরাম সুত বাণেশ্বর ও সীতারাম ২৬।

২৬। সীতারাম সুত মনোহর ও কৃষ্ণানন্দ ২৭।

২৭। কৃষ্ণানন্দ সুত চণ্ডীপ্রসাদ, বিষ্ণু, ভৈরব ও পদ্মলোচন ২৮। সাং বিজয়পুর, থানা ছিনাইদহ, যশোহর জেলা।

২৬। বাণেশ্বর সুত পাঁচু ২৭। সুত কালীকাপ্রসাদ ও রামগঙ্গা ২৮। সাং সীমাখালি, যশোহর।

২৪। রাধাকান্ত সুত রামজীবন ২৫।

২৪। জগন্নাথ সুত রামগোবিন্দ, গোপাল, রামবল্লভ, কৃষ্ণদেব ও কিঙ্কর ঘটক ২৫। সাং ভরতপুর।

২৪। বাসুদেব সুত রাজারাম, রূপরাম, রামচন্দ্র, রাজীব ও রাঘব ২৫।

২৫। রাজীব সুত চন্দ্রচূড় ২৬। সুত বাসুদেব ও মুনিরাম (স্বভাব) ২৭।

২৭। বাসুদেব সুত কৃষ্ণ ২৮। ২৭। মুনিরাম সুত দুর্গারাম ২৮।

২৮। দুর্গারাম সুত জগন্নাথ, গোপীনাথ, রামলোচন ও রামরত্ন ২৯। সাং বিজয়রামপুর।

২৫। রাজারাম সুত রামানন্দ, উদয়চাঁদ ও রামশরণ ২৬।

২৬। রামানন্দ সুত রামশঙ্কর, বিনোদরাম, রামহরি, রাধাকৃষ্ণ ও যদুনন্দন ২৭।

২৭। রামশঙ্কর সুত রামদুলাল ও কাশীনাথ, রামকুমার ২৮।

২৮। কাশীনাথ সুত গুরুদাস ২৯। সুত পূর্ণচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ৩০।

৩০। পূর্ণচন্দ্র সুত প্রশান্ত, যোগেন, হেমচন্দ্র ও জ্যোতিষ ৩১।

৩০। গিরীশ সুত গোবিন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র ৩১।

২৮। রামকুমার সুত কালীকান্ত ও কৃষ্ণকান্ত ২৯।

২৭। বিনোদরাম সুত নন্দকুমার ২৮।

২৮। নন্দকুমার সুত রামধন ও কৃষ্ণধন ২৮। সাং বিজয়পুর, থানা ঝিনাইদহ, যশোহর।

২৭। যদুনন্দন সুত শিবচন্দ্র ২৮। সুত তারাচাঁদ ২৯।

২৯। তারাচাঁদ সুত যোগেশ ও সৃষ্টিধর ৩০। সাং গঙ্গারামপুর, যশোহর।

২৬। রামশরণ সুত রঘুনাথ ২৭। সুত গঙ্গানারায়ণ, শম্ভুনাথ ও বিশ্বনাথ ২৮।

কাঞ্জিলাল বংশের অবশিষ্টাংশ ষষ্ঠ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

—সমাপ্ত—

—:০:—

OPINIONS.

The Honourable **H. H. Risley** writes thus :—

MY DEAR SIR,

Very many thanks for sending me a copy of the second edition of your very interesting book on Castes. I have made much use of the 1st. edition a few years ago and I hope some day to find time to study the second.

You have since asked me for permission to print this. I have much pleasure in saying that I have no objection if you think my opinion of any value on the subject you know much more about that than I do.

(Sd.) H. H. RISLEY.

21. 7. 93.

(*Late Home Secretary to the Government of India.*)

AMRITA BAZAR PATRIKA.

28th April, 1898.

"Sambandha-Nirnaya" or a social History of the Principal Hindu Castes in Bengal, by Lal Mohun Vidyanidhi, Normal School, Hooghly.

Pundit Lal Mohan Vidyanidhi has laid his countrymen under a deep obligation by this revised and enlarged edition of his *Sambandha-Nirnaya.* The book has in the edition been almost doubled in size, and its value more than doubled. It is a wonderful work, displaying as it does, indefatigable industry, patient research and a single minded devotion, almost rare in the annals of literature. The author has no doubt, been supported in his arduous toils by his lofty patriotism. For the motto of his book he has taken the following apt quotation from one of Professor Max Muller's Addresses: "A people that could feel no pride in the past, in its history and literature, has lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India."

The wealth of information the book contains, is simply marvellous. The materials collected in it, go a great way to furnish us with a real social history of Bengal. All families belonging to the principal Hindu castes, will find in it an account of their ancestors. The book is a timely one. The race of

ghataks (the heralds of Bengal Kulinism) is gradually becoming extinct, and much valuable information, contained in their books, would surely have been lost to the world if Pundit Lal Mohun had not with laborious loves given us the cream as it were, of all that voluminous literature within a reasonable compass. No doubt, the book may contain some mistakes; but as a Brahmin Kulin of very high rank, himself no mean authority on questions of Kulin genealogy said to us, when speaking in terms of high praise of the book, that for a book of this kind to be perfect the author should receive the help of all persons interested in the subject, members of respectable Hindu families, who know anything of their genealogy, should communicate to the author, information which may be utilised in subsequent editions, either by way of supplement or correction. The author has promised two appendices to the book, which will go to make it a complete repository of the genealogical lore of Bengal. This first Appendix is to be called the *Bangshavali* and the second, *Mela Prakarana*. We earnestly express our hope that the author will receive generous support from the reading public. No gentleman of rank in the country should be without a copy of the book. We hope, Government also, will encou-

rage, if, indeed, it has not done so already, the spirit of genuine original research shown by the author, by purchasing a large number of the work. No Bengali library in the country would be complete without a copy of this book. We hope that with the generous support of the public, the author will shortly be able to bring out his promised appendices, without which the book is in some important points incomplete.

Calcutta,
The 19th January, 1905.

Dear Sir,

Very many thanks for the book which you were so good as to present me and I regret that when you called I was unable to see you. I am generally at the Home Office from 12 to 6 and I should be glad to see you the next time you are at Calcutta.

Yours sincerely
(Sd). H. H. Risley.

THE INDIAN NATION

Dated 24th September 1900.

'Sambandha-Nirnaya' by Pundit Lalmohun Vidyanidhi is a work which exhibits great research. It purports to be a social history of the principal

Hindu castes in Bengal and is no mere compilation but is founded upon original and authoritative works. The objects mainly kept in view are accuracy, method and condensation. The book is marked by the sobriety and the severity of history and not by the tawdry display of rhetoric so common in books of a certain class. It should be highly prized not only by students of history and antiquities and those given to the discussion of social questions, but by all members of the castes here dealt with who are interested in knowing their origin and history. The reformer also should know something of the history of the institution he seeks to destroy and should not trade in mere abstract principles. This is a book that he may safely consult. It is a work of rare merit in Bengali literature and deserves to be patronised. If society will not encourage the author, Government ought to come to his aid. We have before us a copy of the second edition of his work, and a volume of supplement as big as the work itself.

(Sd.) N. N. GHOSE.
(Bar-at-Law.) Editor.

BENGALEE 15th Oct. 98,

No gentleman of rank in the country should be without a copy of the book. No Bengali library in this country would be complete without a copy of this work.

The Pundit whose spirit of research and regard for truth is well known has thrown much light on the Social History of the Hindu Castes. The work deserves the public encouragement.

(Sd.) SURENDRA NATH BANERJI,
Editor.

Messrs. H. Woodrow M. A., E. B. Cowell M. A., Dr. C. A. Martin L. L. D., Professors Rev K. M. Banerjee, Krishna Kamal Bhattacharya B. A., Raja Rajendra Lal Mitra L. L. D., Scholar Bhudeb Mukherjee C. I. E., Hon. Gurudas Banerji L. L. D., Mahamahopadhyaya, M. C. Nyayarotna, Babu Nilambar Mukherjee M. A., Poet Hem Chandra Banerjee and other Professors entertained the same high opinion of the work.

Calcutta, the 10th Feb. 1911.

Pandit Lalmohan Vidyanidhi is a *Veteran educationist* and one of the *oldest Bengali writer.* He is now a Government pensioner, while in service

he held such respectable posts as the senior professor of Sanskrit in Ravenshaw College, Cuttak, the Head Master of the Hooghly Training School and Deputy Inspector of Schools in several Districts. *It was he who first brought out a most useful book on poetics in Bengali named Kavyanirnaya*, which was published in 1862. This book was very highly spoken of by such educational authorities as E. B. Cowell, the then Principal of the Sanskrit College and H. Woodrow, the then Director of Public Instruction of Bengal. This book was a Text-book for the Vernacular Master-ship Examination in the Normal Schools and also for the Bengali Subjects for the University B. A. degree examination for 1868 and 1869. Besides this book on Rhetoric Pundit Vidyanidhi has written several other books—(1) **Sambandhanirnaya,** (2) The early days of the Aryans, (3) Sikshasopan, (4) Patraprabandha, (5) Charuprabandha. *I remember to have read essays written by him in such Magazines as "Rahasya-Sandharbha", Bangadarsan", "Aryyadarsan" and "Bandhab" the most learned editors of which all spoke of his writings in very high terms.*

Kaliprasanna Bhattacharya,
Retired Principal Sanskrit College.

সম্বন্ধনির্ণয়—বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এমন আদরের গ্রন্থ আর আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহস্থল।

বঙ্গবাসী—৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৩।

এডুকেশন গেজেট—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। বঙ্গবাসীর হিতজনক এমন পুস্তক আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। * * *

দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা—১৪ই শ্রাবণ ১৩০৩।

ঐ বৎসরের সোমপ্রকাশ, সহচর, এডুকেশন গেজেট, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট, বাঙ্গালী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসমূহ এই পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন নাই। আমি আর অধিক কি প্রশংসা করিব।

হেমচন্দ্র (কবিবর)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা।

সম্বন্ধনির্ণয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটী কোলাহল বাধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালা দেশে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায়

এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাকুক, কিছু সুসভ্য গালিগালাজ খান নাই ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য; বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালা লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করেন না।

বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ ১২৮২।

বঙ্গবাসী—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত। * * * * * বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এমন আদরের গ্রন্থ আর আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। পিতৃ-কুলের সূত্র ধরিয়া, হিন্দুসন্তান আপনার উদ্ধার পথের অনুসন্ধান করে। বিশুদ্ধচরিত্র সত্ত্বগুণসম্পন্ন পিতৃকুলের পরিচয় পাইলে, পুণ্য-প্রাণ সন্তানের প্রায়ই তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এ পুস্তক বাঙ্গালী হিন্দুর ঐ পথের প্রধান সহায়। সম্বন্ধনির্ণয়ের আরও মহত্ত্ব আছে। সম্বন্ধ-পরিচয়েই মানব আপনার পূর্ব্ব অধিকৃত পথের পরিচয় পাইয়া থাকে। এ পুস্তকে বাঙ্গালার হিন্দুকুলের এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ পুস্তক পড়িলে কে আত্মীয়, কে অনাত্মীয়, কাহার সহিত কত পুরুষের সম্বন্ধ, কোথা হইতে কাহার সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এ সকলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধতত্ত্বের মূল ব্যাপার কি, কেন তাহার নিতান্ত, যিনি মনোযোগ দিয়া এ পুস্তক পড়িবেন, ইহাতে তাঁহার সে লক্ষ্যও নির্ণীত হইবে। আজ কালিকার বহুজন-নিন্দিত বল্লাল সেনের প্রকৃত রাজমর্য্যাদার পরিচয় এ পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বাধীন হিন্দু রাজা কিরূপে প্রজা শাসন করেন; সমাজ শৃঙ্খলার কিরূপে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকে; রাজা হইলে, কিরূপে

দৈববলে বলীয়ান্ হওয়া যায়, এ পুস্তকের অনেক স্থানে এ সব উপদেশের পরিচয় আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম সংস্করণের খুবই আদর হইয়াছিল; ইহাতে এবার নূতন বিষয় বহুল পরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে। এবারেও এ পুস্তকের বিশেষরূপ আদর হওয়া উচিত।

সমুদয় সংবাদপত্রের সার মর্ম্ম।

সম্বন্ধনির্ণয়ে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ, অসাধারণ পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের ফল। বাঙ্গালায় লেখা না হইলে এই এক পুস্তকেই লেখক পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের সহিত স্থান পাইতেন। সমস্ত সভ্যজগতে নাম ছড়াইয়া পড়িত।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালা ভাষায় জাতি ও কুলসম্বন্ধে প্রধান পুস্তক। শ্রীযুক্ত রিজলী ও ওয়াইজ সাহেবের গবেষণায় এ বিষয়ে ইংরাজদিগের দৃষ্টি পড়ায় বিশেষতঃ আদমসুমারির তালিকায় জাতিবিচারের কথা উত্থাপন করায় অনেকে এ দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন ও অনেক পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী।

শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। ইহা রিজলী সাহেবের Hindu Tribes and Castes পুস্তকেওর বহুপূর্ব্বে কল্পিত ও লিখিত।

সম্বন্ধনির্ণয় সকল আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তির ঘরেই থাকিবার জিনিস।

হিতবাদী ১৩০৭ সাল, ২৪শে কার্ত্তিক।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। সম্বন্ধনির্ণয় বঙ্গ সমাজের ও ভাষার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। ইহার রচয়িতা পরিশ্রমের অনুরূপ উৎসাহ পান নাই সত্য, লাভবান হন নাই যথার্থ, কিন্তু গুণগ্রাহী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। পুরাতত্ত্বের অনুশীলনে যে পরিশ্রম,

অর্থব্যয় তাহার অনুরূপ ফললাভ এখনও বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গালী লেখক কতদিনে সে ফল লাভ করিতে পারিবেন বলিতে পারি না। সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্ট ভাগেও পণ্ডিত বিদ্যানিধির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অনুরূপই হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

১। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট বংশাবলী ও মেল প্রকরণ। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। * *

শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় ও তৎপ্রণীত সম্বন্ধনির্ণয় পুস্তক সাধারণের সুপরিচিত। এই পরিশিষ্ট পুস্তকে সম্বন্ধনির্ণয় পুস্তক পরিসমাপ্ত হইল। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র নহে। ইহার রচনায় ও সঙ্কলনে বিদ্যানিধি মহাশয় যথোচিত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন এবং যৎপরোনাস্তি তত্ত্বানুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পুস্তকের পূর্ব্বাভাস মধ্যে বংশাবলী ও মেল প্রকরণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

বংশাবলীতে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আমূল বৃত্তান্ত ও বংশাবলী। নবশায়ক ও সুবর্ণবণিকের জাতিবিচার, শ্রীহর্ষাদির অধস্তন চতুর্ব্বিংশ পুরুষের পূর্ব্বে রাঢ়ীয় শ্রেণীর দ্বিজ মধ্যে সাতশতী কন্যার পরিগ্রহাভাব। সাবর্ণ চৌধুরীর কুলভঙ্গের প্রতিজ্ঞা। শ্রীচৈতন্যদেবের গোত্রাদি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ। শ্রোত্রিয়বংশ, বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ। কায়স্থের জাতিবিচার, কৈবর্ত্ত মাহিষ্য বিচার, আদিশূরের জাতি সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের যুক্তি খণ্ডন। বেদ ও ব্রাহ্মণ্য রক্ষার কথা। কবিকীর্ত্তি।

মেলপ্রকরণে ছত্রিশ মেলের বিশেষ বিবরণ। রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কৌলীন্য রক্ষার উপায়। শ্রোত্রিয়ের সহিত পূর্ব্বকালে কুলীনের পরিবর্ত্ত ব্যাপার। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের করণ প্রথা। দেবীবর ঘটকের পরিচয়। বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীর মর্য্যাদা। ভাট ও দৈবজ্ঞের জাতিবিচার।

এতৎ সংক্রান্ত এবং এতদ্ব্যতীত ইহাতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অথচ অজ্ঞাত এত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে সমুদায় পুস্তকখানি পাঠ না করিলে তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না।

আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে বলিতে পারি যে এরূপ পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু এতদূর করিয়াও গ্রন্থকার মহাশয় পরিশিষ্টদ্বয় প্রকাশে সন্তোষ বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বাভাষে কতিপয় মহোদয়া ও মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইঁহাদের ঈষৎ কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে এই পরিশিষ্টদ্বয় তিনি পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর করাইতে পারিতেন না "আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পদ্বারা সংকল্পিত ব্রত উদযাপন করিলাম, কিন্তু অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না বলিয়া আমার মনে দুঃখ রহিল"। বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এরূপ কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়। উহাতে তাঁহার মনের সরল ও বিনীতভাব ও উচ্চাশয় প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি যদি আপাততঃ তাঁহার মনোমতভাবে পুষ্ট কলেবর না হইয়া থাকে তথাপি তাঁহার ক্ষোভ বা নৈরাশ্যের বিশিষ্ট কারণ নাই। তিনি বারান্তরে নিজ সঙ্কল্পিত ব্রতের ষোড়শোপচারে উদযাপন করিয়া পাঠকগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। * * * *

বিদ্যানিধি মহাশয় পুস্তকের শীর্ষদেশে কুলার্ণব তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।—

চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিরিতিহাস পুরাতনং।
সংকীর্ত্তয়েৎ সদাভক্ত্যা দেবর্ষি পিতৃভুজাম॥

অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হেতু দেবর্ষি ও পিতৃগণের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিবে।

পিতৃপুরুষের বিষয়ে ইহার সহিত আলোচনা হিন্দুর তর্পণ শ্রাদ্ধাদির অঙ্গস্বরূপ বলিয়া জানিতে হয়।